চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ

জগদ্বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র
মজুমদার এম, ডি, মহাশয়ের ভূতপূর্ব্ব পার্শন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট,
বেলগেছিয়া আর, জি, কর হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব হাউস
সার্জ্জন এবং চিকিৎসা বিষয়ে স্বর্ণপদক ও বহু পুরস্কার
প্রাপ্ত; "সরল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা" গ্রন্থ
প্রণেতা—৫০ বৎসরের অভিজ্ঞ

ডাঃ শ্রীবরদা চরণ চক্রবর্ত্তী

এল, সি, এম, এস ; এইচ, এম, বি

সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ১০

প্রকাশক : শ্রীমতী স্মৃতি চক্রবর্তী
৩।এ নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

মুদ্রক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দীপালী প্রেস
১২৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

ওঁ

উৎসর্গ

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অশেষ কৃপায় এ দীন হীনের হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় সর্ব্বপ্রথম উপদেষ্টা ও উৎসাহদাতা এবং পথপ্রদর্শক—যাঁহার স্নেহ ও উপদেশ না পাইলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা—যে চিকিৎসায় এক ফোঁটা ঔষধে একটী জীবন রক্ষার কঠোর দায়িত্ব লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে কিছুতেই সাহসী হইতে পারিতাম না—কলেরা রোগের চিকিৎসায় ধন্বন্তরী ডাক্তার গুরু স্বর্গীয় জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের শ্রীচরণোদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ "চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ" উৎসর্গ করিলাম। গুরুদেব! উৎসর্গের বস্তু যত সামান্যই হউক আপনার স্বর্গীয় মহান্ আত্মা তাহা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন—পরমাত্মা জীবনের বাকী যে কয়দিন জীবিত রাখেন যেন তাঁহাতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস রাখিয়া দশজনের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনার গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হই। ইতি—

তারিখ:
জন্মাষ্টমী : ১৩৫৩

সেবকাধম-
বরদা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় শ্রদ্ধাবান্

শ্রীশৈলধর ঘোষ মহাশয়ের

আন্তরিক উৎসাহে ও সাহায্যে এই 'চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ' গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

বিনীত—

গ্রন্থকার

গুরু-শিষ্য

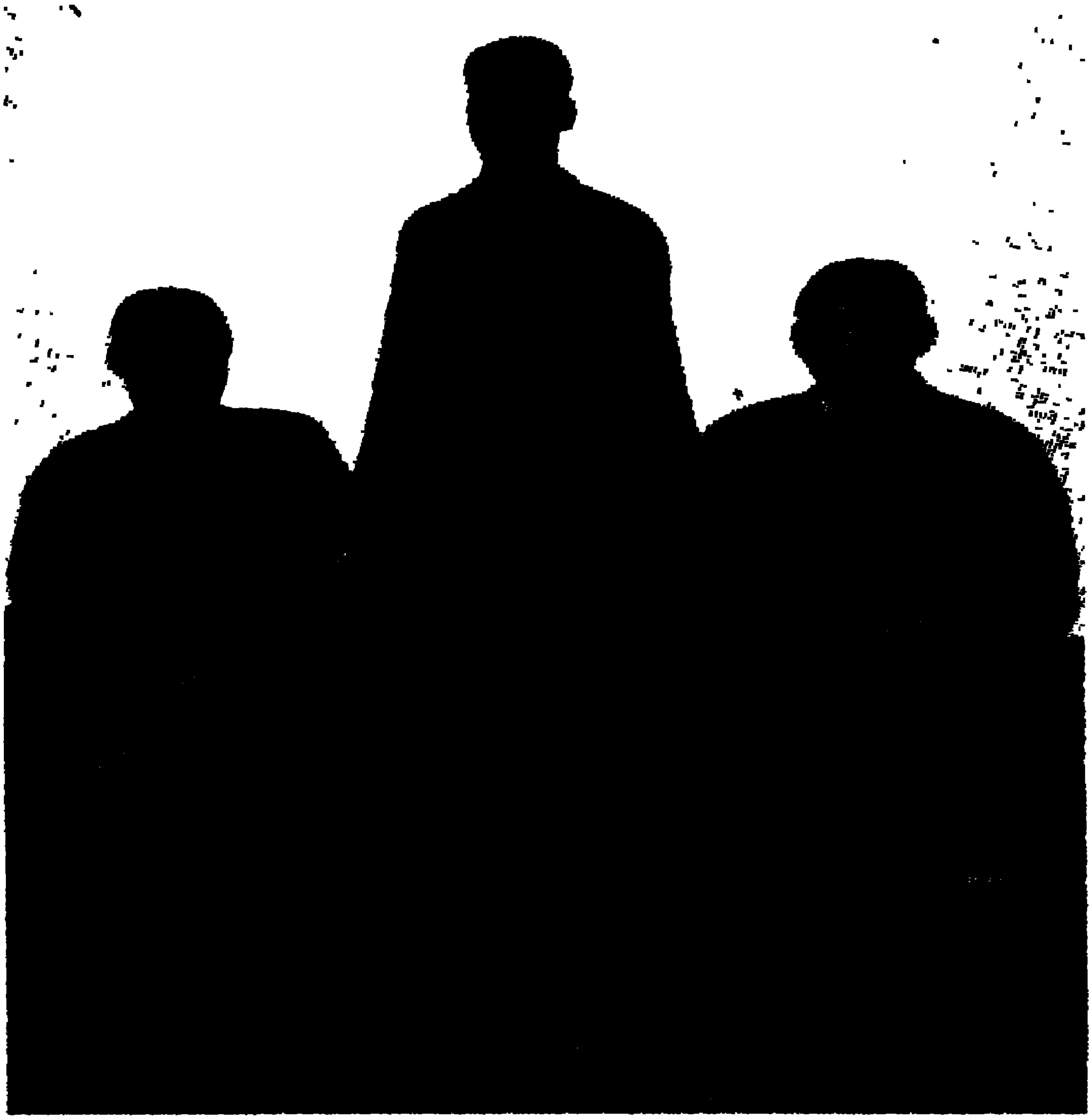

(বামে) ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার এম, ডি
(দক্ষিণে) ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার এম. ডি
(মধ্যে) ডাক্তার শ্রীবরদাচরণ চক্রবর্ত্তী

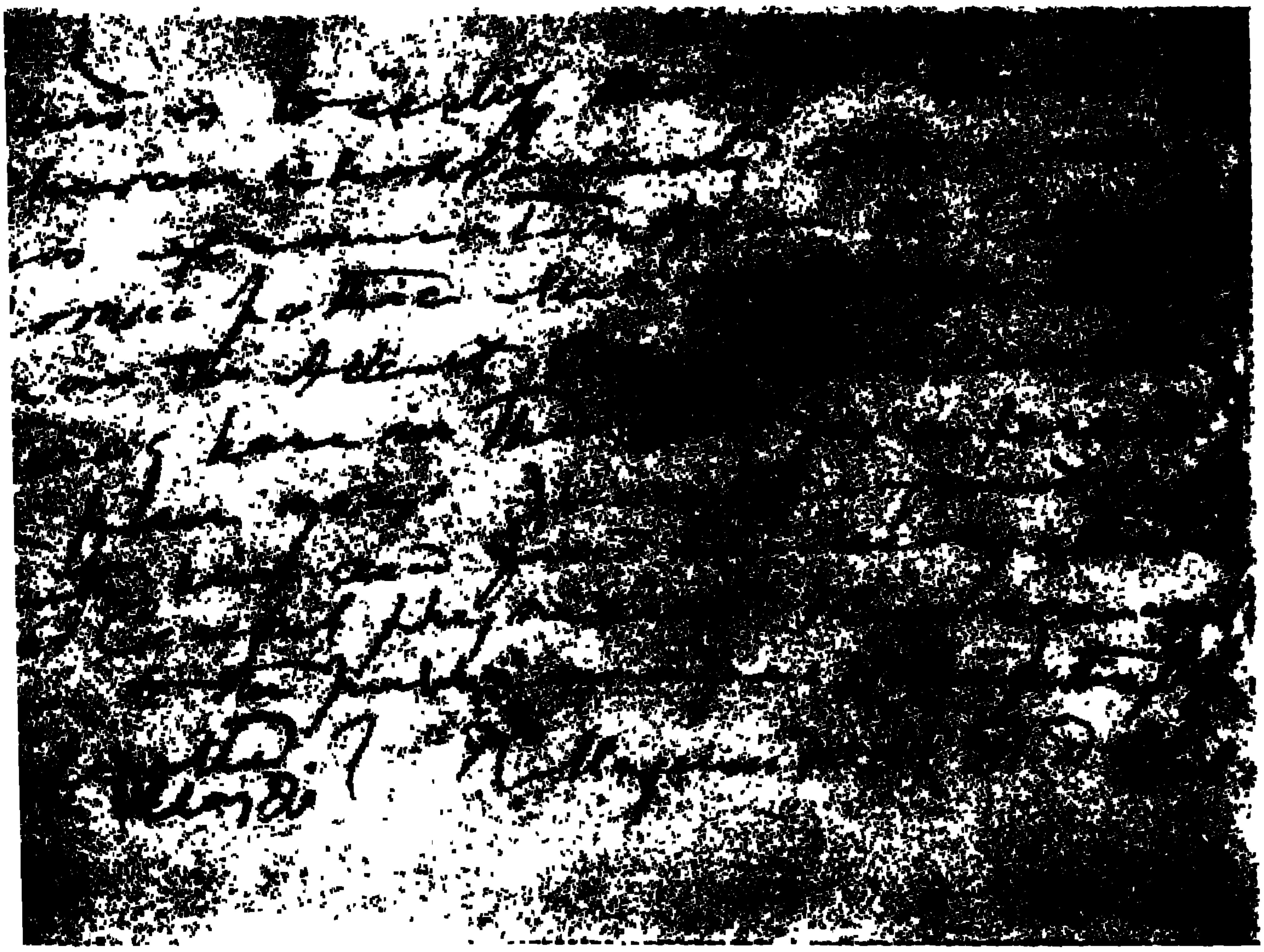

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (এম, ডি) মহাশয়ের
স্বহস্ত, লিখিত প্রশংসা-পত্রের প্রতিলিপি

উপক্রমণিকা

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক বন্ধুগণ যাঁহারা আমার লিখিত "সরল হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা" পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন—তাঁহারা আমার ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার মহারথী যাঁহাদের চিকিৎসায় ভারতবর্ষে হোমিও-প্যাথী চিকিৎসার এত প্রচার হইয়াছে—পরমেশ্বরের কৃপায় সেই মহাপুরুষগণের অধিকাংশেরই পদতলে আশ্রয় পাইয়া চিকিৎসা বিষয়ে যে সকল অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে সেই সকল বিষয় যথাসাধ্য "এই চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ" পুস্তকে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে ইহাতে সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকগণের উপকার হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

জগদ্বিখ্যাত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার এম, ডি, স্বর্গীয় ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, ডি, স্বর্গীয় ডাক্তার ডব্লিউ ইউনান এম, বি, সি, এম। স্বর্গীয় ডাক্তার ডি এন, রায় এম ডি, স্বর্গীয় ডাক্তার জগচ্চন্দ্র রায় এল

এম এস, স্বর্গীয় ডাক্তার বিশ্বরঞ্জন বাক্‌চি—মেডিক্যাল এষ্ট্রো-লজার, স্বর্গীয় ডাক্তার এস, কে নাগ এম, ডি, স্বর্গীয় ডাক্তার চুনীলাল মুখার্জ্জী, স্বর্গীয় ডাক্তার প্রভাসচন্দ্র নন্দী এল এম এস, স্বর্গীয় ডাক্তার জে, কাঞ্জিলাল এম, বি, ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ মজুমদার এফ, আর, সি, এস, প্রভৃতি মহাশয়গণের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যে সকল চিকিৎসায় সুফল হইয়াছে—এবং তাঁহা-দেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে সকল দুরারোগ্য রোগে সুফল লাভ করিয়াছি এই গ্রন্থে তাহাই সন্নিবেশিত করিয়াছি। ইতি—

বিনীত—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয়	নম্বর
আতিসারিক বিকার জ্বর বা টাইফয়েড ফিভার, এণ্টেরাইটিস,	১ ,২৬, ৭০, ৮১, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১০৭, ১৩৭, ১৪০, ১৪৭
গর্ম্মিজনিত রক্ত দূষিত, পৈতৃক উপদংশ,	২৩, ৩৩, ১১১, ১১৭
সর্দ্দি গর্দ্দি বা সানষ্ট্রোক্	৭৪
বেরিবেরি ও মলদ্বার ফাটা, অর্শ, মলদ্বারের ভিতর ঘা	৩১, ৭১, ১০৮, ১০৯, ১৩৮
পিত্তাধিক্য বা বিলিয়সনেস্	৯, ১০০, ১০১
অর্ব্ব দ বা টিউমার, কিলয়েড, সার্কোমা	২, ২২, ৩৪, ৪৭, ৫৯, ১২৬
রক্তামাশয় বা ডিসেণ্টেরী	২৪, ২৭
হৃৎ রোগ বা হার্ট-ডিজিজ	৮৭
চক্ষু রোগ	১১২, ১২৯
এপেণ্ডিসাইটিস	৩৫, ৩৯, ৮৬, ৮৯
বদ্ হজম বা ডিস্পেপসিয়া	১২, ১১৪, ১১৯
কুষ্ঠ রোগ	১১৬
বসন্ত, হাম	৩৬, ৫৭, ৮৪, ১১৫
শিশু কলেরা	১১৮
কার্ব্বাঙ্কল, পৃষ্ঠব্রণ, দুষ্টব্রণ, এব্‌সেস, আঙ্গুলহারা, নালীঘা, ফোঁড়া, সেপ্টিক ঘা, গ্যাংগ্রিণ	৩, ৪, ১৪, ১৮, ১৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭৫, ৮০, ৮৩, ৯১, ৯৬, ৯৮, ১০২, ১২১, ১২২, ১২৩, ১৩৬, ১৩৯

বিষয়	নম্বর
অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থজনিত স্নায়বিক অবসাদ, বাতব্যাধি	১৩, ৩৮, ১৪১, ১৪২
ওলাউঠা বা কলেরা	৫, ১৭, ২০, ২১, ২৯, ৩০, ৫১, ৬০, ৭২, ৭৩, ৭৯
প্রস্রাবে পাথর বা রিন্যল কলিক	১০৩, ১০৪, ১০৫
নিউমুনিয়া, এম্পাইমা	৩৭, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮৮
কর্কট রোগ বা ক্যান্সার	১০, ১৬
সেপ্টিক ফিভার বা দূষিত জ্বর	৬
ম্যালেরিয়া	৯০
শিশুর উদরাময়	৪৫
হিষ্টিরিয়া	১৯, ১০৬
সায়েটিকা	৭
হাড় ভাঙ্গা, হাড় ফাটা	৬২
আয়োড়াইডের বিষক্রিয়া	৮২
স্তনের নালী, স্তন পাকা	৫৪, ৫৫, ১২৪
স্ত্রীরোগ, মাসিক ঋতুবন্ধ, জরায়ুর ক্যানসার, রক্তস্রাব	৮, ১১, ১৫, ৬৯, ৮৫, ৯২, ৯৭, ১১৩
মনের রোগ	৯৯
একজিমা ও চর্ম্ম রোগ	৫৬, ৫৮
ক্ষয় রোগ	৩২, ১২০, ১৩০, ১৩১, ১৩২
অম্লশূল	১২৮
অতিরিক্ত আঙ্গুল	১২৭
রাজ যক্ষ্মা	১৩৩, ১৩৪
ডিউডিনামের ক্ষত	১৩৫
গলষ্টোন লিভারে পাথর	১৪৮

ভারতে হোমিওপ্যাথী

যাঁহার বাচনিক শুনিয়া "ভারতে হোমিওপ্যাথী" লেখা হইল আজ তিনি স্বর্গে। কোন ভুল ভ্রান্তি হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া সংশোধনের উপায় নাই। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ এ বিষয় স্মরণ রাখিয়া ক্ষমা করিবেন।

সর্ব্বপ্রথমে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে—পাঞ্জাব-কেশরী মহারাণা রণজিৎ সিংহের নিকট হার্নিং-বার্জার নামক একজন জার্ম্মান হোমিও-প্যাথী ডাক্তার আসিয়া কিছুকাল বাস করেন—এই ডাক্তারের হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা অথবা প্রচার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হওয়ার কয়েক বৎসর পর এম্, বাউনি নামক একজন ফরাসী দেশীয় ডাক্তার হোমিওপ্যাথী প্রচারোদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন। তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে নিষেধ করেন। নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় কৃতকার্য্যতা বিষয়ে হতাশ হইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া যান। তাঁহার পর ডাক্তার বেরিনী একই উদ্দেশ্যে আসেন এবং একই কারণে ফিরিয়া যান। প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হইল—অন্য কোন চিকিৎসার প্রচলন না হইতে পারে—

বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথী রাক্ষস শিশু অবতীর্ণ হইলে বৃটিশের এলোপ্যাথী ঔষধের এজেন্ট স্বরূপ এলোপ্যাথী ডাক্তারগণকে গ্রাস করিবে—ফলে বৃটিশের এলোপ্যাথী চিকিৎসা ব্যর্থ হইবে। কিছুকাল পর ডাক্তার সাল্‌জার জার্ম্মানী হইতে কলিকাতা আসেন—কিছুকাল থাকার পর তিনিও উৎসাহহীন হইয়া পড়েন ; কিন্তু সত্যস্বরূপ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছায় সত্য কখনও গোপন থাকে না।

একদা বউবাজারের সম্ভ্রান্ত ধনী দত্ত পরিবারের স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে ডাক্তার সাল্‌জারের সাক্ষাৎ হইলে হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। দত্ত মহাশয় তাঁহার কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজ বাড়ীতে ডাক্তারখানা করিবার জন্য একটু স্থান দেন। সেই সময়ে স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম-ডি মহাশয় কলিকাতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এলোপ্যাথী ডাক্তার। তখনকার দিনে মাসিক ৩।৪ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজের প্রধান চিকিৎসক। একদিন ১জন প্লীহা যকৃৎগ্রস্থ রোগীকে চিকিৎসায় আরোগ্য বিষয়ে হতাশ হইয়া বাড়ীতে গিয়া মরিতে বলিয়া দেন। সেই রোগীকে রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয় নিজ বাড়ীতে রাখিয়া ডাক্তার সাল্‌জারের হাতে চিকিৎসার ভার দেন। কিছুদিন চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে। সেই রোগীকে দত্তমহাশয় পুনরায় ডাক্তার সরকারের নিকট পাঠাইয়া দেন। প্রতিভাশালী সত্যবিশ্বাসী ডাক্তার সরকার সেই রোগীকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন এবং নানা বিষয়ে

অনেক চিন্তার পর প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গিয়া সকল বিষয় বলিলে—বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"চক্ষের উপর এই ঘটনা দেখিয়া সত্য বলিয়া যদি আপনার বিশ্বাস হয় তবে মনে কোনরূপ দ্বিধাবোধ না করিয়া সত্যকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। এবং সেই সত্য প্রচার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়; কিন্তু বিঘ্ন অনেক ঘটিবে।" এখন ডাক্তার সরকার মহা সমস্যায় পড়িলেন। তিনি কলিকাতার প্রধান চিকিৎসক। হোমিওপ্যাথী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। ডাক্তার সরকাব হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন জানিলে গবর্ণমেণ্ট হইতে মেডিক্যাল কলেজের সমস্ত সংস্রব বন্ধ করিবে এবং এলোপ্যাথী চিকিৎসাও বন্ধ হইবে। ডাক্তার সরকার সমস্ত তুচ্ছ করিয়া সত্যকে আশ্রয় করিলেন এবং সত্য শিক্ষা ও সত্য প্রচারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন কঠোর সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করিলেন। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় তিনি ১০০৲ একশত টাকা ফি করিয়াছিলেন, তখন কলিকাতায় চিকিৎসকের সর্ব্বোচ্চ ফি ছিল আট টাকা। গরীবকে তিনি সর্ব্বদাই দয়া করিতেন। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গী হইলেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজেন্দ্রলাল দত্ত, ডাক্তার সালূজার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মনীষীগণ। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন—যাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি স্থাপন হয়। তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা

দ্বার কঠিন কঠিন রোগী আরোগ্য করিয়া প্রমাণ দ্বারা হোমিও-প্যাথী চিকিৎসা যে বিজ্ঞানসম্মত ও বিশুদ্ধ, তাহাই বিরুদ্ধবাদী-দিগকে দেখাইতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা দ্বারা কঠিন কঠিন রোগী এমন কি পাকস্থলীর ক্যান্সার নামক দুরারোগ্য রোগীও আরাম করিয়াছেন। একদা শ্রীরামপুর গোস্বামী পরি-বারে একটি জ্বরবিকার রোগীর এলোপ্যাথী চিকিৎসা হইতেছিল। রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে। চিকিৎসকগণ রোগীর জীবনের কোন আশাই নাই বলিলেন। স্বর্গীয় বিহারী-লাল ভাদুড়ী মহাশয় এই রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি সিভিল সার্জেন ছিলেন। সেই রোগীকে ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল দত্ত ও ডাক্তার সাল্‌জার এই ৪ জনই একত্রে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আহূত হইলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই এই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল। এইখানেই ডাক্তার বিহারী লাল ভাদুড়ী মহাশয় হোমিওপ্যাথীতে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার কলেরা চিকিৎসায় যুগান্তর উপস্থিত হইল—সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল কলেরায় হোমিওপ্যাথীর মত চিকিৎসা নাই। অদ্যাপিও এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মেডিক্যাল কলেজ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এল্, এম্. এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন গবর্ণমেণ্টের নিয়ম ছিল পাশের পর যাহারা চাকুরী করিতে চাহিবে, চাকুরী না দেওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ২০০৲ দুইশত টাকা ভাতা

দিবে—চাকুরীতে গেলেই প্রথম নিযুক্ত মাসিক ৩০০৲ এবং শেষ ১২০০৲ বেতন হইয়া ৬০০৲ পেন্সন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রতিভাশালী যুবককে নিজে তৈরী করিয়াছিলেন, তিনি প্রতাপকে চাকুরীতে যাইতে দিলেন না। চাকুরীতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি না দেওয়াতে মাসিক ২০০৲ টাকা ভাতাও পাইলেন না। প্রতাপ তখন হইতে একাগ্র মনে হোমিওপ্যাথীর সাধনা করিতে লাগিলেন। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় গুরু, তেমনই প্রতিভাশালী তেজস্বী যুবক প্রতাপ শিষ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশে তিনি ডাক্তার ভাদুড়ীর বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। এমন ঋষিতুল্য ডাক্তার শ্বশুর পাইয়া তাঁহার শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইল। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য পাইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশ ছিল, "অভাবে না থাকিলে শিক্ষা হয় না." অর্থের জন্য কাহারও নিকট মাথা নত করিও না। সেই সময়ে একদিকে আগড়তলার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর অন্যদিকে কাশিমবাজারের জমিদার অন্নদাবাবু। উভয়েই মাসিক ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা বেতনে প্রতাপকে চাকুরী দিতে চাহিতেছেন, অন্যদিকে স্বাধীন হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় মাসে ২৫৲ পঁচিশ টাকাও হয় না। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি—একবার বাড়ীভাড়া দিতে ৩২৲ টাকা দামের ১খানা বই ২৮৲ টাকায় বিক্রি করিয়া ২৭৲ ভাড়া আদায় করিয়াছিলেন। এত অভাবে থাকিয়াও কোন দিনই ভগ্নোৎসাহ না হইয়া একান্ত মনে হোমিওপ্যাথীর সাধনা করিতে লাগিলেন। এই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই

৬০ ষাট লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্, ডি মহাশয় তাঁহার মাতামহ ও পিতৃদেবের নিকট হইতে চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিয়া আমেরিকা হইতে এম্, ডি হইয়া স্বীয় প্রতিভা বলে অদ্বিতীয় চিকিৎসক হইয়াছিলেন। তাঁহার কলেরা চিকিৎসায় সকলেই অবাক হইয়াছেন। তিনি কলেরা চিকিৎসায় অদ্বিতীয় ছিলেন। কালক্রমে ভারতের হোমিওপ্যাথী-আকাশ হইতে ডক্তার সরকার, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজেন দত্ত, ডাক্তার ভাদুড়ী, ডাক্তার সালজার প্রভৃতি নক্ষত্রগণ একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। যাইবার সময় সকলেই একই আশীর্ব্বাদ প্রতাপের মস্তকে বর্ষণ করিয়া গেলেন—"প্রতাপ! এখন হইতে এই সাধনার একমাত্র উপাসক তুমি। তুমি থাকিলে হোমিওপ্যাথি থাকিবে। শত বাধাবিঘ্ন কিছুই করিতে পারিবে না।" প্রতাপও অবনত মস্তকে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষগণ এত কষ্টে ও এত যত্নে এত ত্যাগ স্বীকার করিয়া যাহা স্থাপন করিয়া গেলেন আমাদ্বারা যেন তাহা রক্ষা হয়, অন্ততঃ ভারতের কতক লোকও যদি জানে যে হোমিওপ্যাথীতে একোনাইট, বেলেডোনা ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহৃত হয় তবুও আমার সাধনা পূর্ণ জ্ঞান করিব।" এই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রায় ৬০ বৎসর সাধনায় আজ ভারতের ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথী প্রচার হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও আটকাইতে পারে নাই। একটি রোগীর বগলে ফোঁড়া হইয়াছিল,

রোগীটি আসিয়া প্রতাপবাবুকে বলিতে লাগিল, সে একোনাইট, বেলেডোনা ইত্যাদি কয়েকটী ঔষধ খাইয়াছে, কিছুই হয় নাই। আরও কত কি বলিতে লাগিল। আমি রোগীটিকে বাজে কথা ছাড়িয়া সহজ কথায় বুঝাইতে বলিলাম। গুরুদেব আমাকে চুপ করিতে বলিয়া তাহাকে তাহার ইচ্ছামত বলিতে বলিলেন। দেখিলাম যতই শুনিতেছেন ততই খুসী হইতেছেন। পরে তিনি তাঁহার উপরোক্ত প্রার্থনার কথা বলিয়া আরও বলিলেন—তিনি পরমেশ্বরের কাছে যাহা চাহিয়াছিলেন তাহার অনেক বেশী পাইয়াছেন। সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সাহস করিয়া হোমিওপ্যাথী ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথী প্রচারের জন্য স্কুল করিয়া সাধারণের মধ্যে হোমিওপ্যাথী শিক্ষার সহজ উপায় ব্যবস্থা করিলে প্রতাপবাবুকে ডাক্তার সরকার বলিয়াছিলেন, "হোমিও-প্যাথীকে এত সহজ সরল করিও না—তাহাতে যত রোগী মরিবে তাহার পাপের ভগী তুমি হইবে।" নবীন সাধকও প্রত্যুৎত্তরে বলিয়াছিলেন—"এই গরীব দেশে সামান্য খরচে এই চিকিৎসা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবে—যেমন রোগী মরিবে তেমন আরামও হইবে, পাপে পুণ্যে সমানই হইবে।" বাস্তবিকই মনে হয় প্রতাপবাবুর এই দূরদর্শিতা ও দেশের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা না থাকিলে এলোপ্যাথী ঔষধ যেরূপ দুর্ম্মূল্য বিশেষতঃ ১৯১৪ ইংরেজী সালের প্রথম জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যাইত। হোমিও-প্যাথী ঔষধ থাকায় অতি গরীব যে সেও অন্ততঃ ২।৩ ফোঁটা

ঔষধ খাইয়া মৃত্যু সময়ও প্রাণে একটু শান্তি পাইয়া মরিতে পারে। তাঁহার একটি উপদেশ ছিল "হোমিওপ্যাথী গরীবের সম্পত্তি। গরীবকে দয়া করিও, তাঁর দয়া পাবে।" তিনি অনেক সময় বলিতেন—"গরীবের মধ্যে যদি প্রথমে প্রচার করিতে না পারিতাম তবে এত শীঘ্র ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথী ঢুকিত না।" গরীব রোগী দেখিতে যে তাঁহার কত আনন্দ হইত! তিনি বলিতেন ধনীর চিকিৎসা হয় না—ধনী কেবল ডাক্তারদিগের ধন যোগায়—চিকিৎসা হয় গরীবের। ধনীর ধন আছে; গরীবের প্রাণ আছে, ধনে ও প্রাণে কখনও সমান হয় না। তিনি গরীব রোগী ফেলিয়া কখনও ধনী রোগী দেখিতে যাইতেন না। ধনী ধনদ্বারা অনেক ডাক্তার পাইবে, ধনের যথেষ্ট অপব্যয় করিবে, আগে প্রাণ বাঁচান দরকার। শিশুর চিকিৎসায় তিনি বলিতেন—"শিশু ঘরের লক্ষ্মী, যে ঘরে শিশু কাঁদেনা সে ঘরে লক্ষ্মী নাই, সেই ঘরে লক্ষ্মী চিকিৎসাও যাইতে চায়না। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা না থাকিলে শিশু চিকিৎসার অবস্থা যে কিরূপ হইত? শিশু দেশের ভবিষ্যত, গরীব দেশের প্রাণ।" হোমিওপ্যাথীতে দৃঢ়বিশ্বাসী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একদা প্রতাপবাবুকে চিকিৎসার্থ আহ্বান করেন। আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় ২ ঘণ্টা পরে আসিলেন। মহারাজা বিরক্তিভরে বলিলেন, "প্রতাপবাবু! মনে রাখ্বেন আমাদের সময়ের দাম আছে।" উচিত-বক্তা দেশপ্রাণ গরীবের বন্ধু তদুত্তরে বলিলেন—"মহারাজ! বাহির হইবার সময় দুইটী গরীব রোগী আসিয়া ধরিতে আগে তাহাদের বাড়ী না গিয়া

আপনার নিকট আসিতে পারিলাম না—পারিবও না। গরীবই প্রথমে হোমিওপ্যাথীকে আদর করিয়াছিল, তাহাতেই আজ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতাপবাবুকে ডাকিয়াছেন। যাহারা তখনও আগে, এখনও আগে। ইচ্ছা না হয় আগামী-কাল হইতে অপর ডাক্তার ডাকিবেন।" এই স্পষ্ট কথায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিরক্তির ভাব দূরে গেল বরং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সেই হইতে গরীবের জন্য মহারাজার প্রাণ কাঁদিত। হায়! সেই সকল দেবতা কোথায় গেল?

১।১ কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে প্রতাপবাবুর ডাক্তারখানায় বিকাল ৫টা হইতে ৭টা ২ ঘণ্টা সময় গরীব রোগীদের জন্য দেওয়া ছিল। বহুদূর হইতে রোগী আসিয়া বিনা ফিতে চিকিৎসিত হইত। একদিন শ্রীরামপুরের রাজা কিশোরীমোহন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার জন্য একটি ব্যবস্থা করাইতে আসিলেন—তিনি গবর্ণমেণ্ট প্যালেসে মিটিংএ আসিয়াছিলেন। মিটিং হইতে সাম্‌লা মাথায় পোষাক পরা অবস্থায়ই আসিয়াছিলেন। তখন চেয়ার খালি না থাকায় (আমি প্রতাপবাবুর সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া তাঁহার এসিষ্ট্যাণ্টের কাজ করিতেছিলাম) আমার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবামাত্র গুরুদেব আমাকে নিজ আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি বসিয়া কাজ করিতে লাগিলাম, বেয়ারা চেয়ার আনিয়া দিলে রাজা বসিলেন। তিনি ১৬৲ ষোল টাকা ফি দিয়া ব্যবস্থা করাইতে আসিয়াছেন, ২।৩ বার তাগিদও দিলেন। প্রতাপবাবু কোন কথা না বলিয়া গরীব রোগী দেখিতে লাগিলেন। রোগী দেখা শেষ হইলে উঠিয়া রাজাসহ তাঁহার

প্রাইভেট্ কামরায় ঢুকিলেন, আমিও সঙ্গে গেলাম। ভিতরে গিয়া রাজা বাহাদুর বলিলেন—"অনেক দেরী হইয়া গেল।" প্রতাপবাবু বলিলেন—"১। এই সময়টা গরীবদের জন্য। এই সময় হইতে টাকার জন্য ১০ মিনিট সময়ও চুরি করিতে পারিনা। ধনীদের জন্য ৬' সময় নির্দ্দিষ্ট করা আছে। ২। আপনি যে বেশে আসিয়াছেন আমি বুঝিতে পারিয়াছি আপনি লাটসাহেবের বাড়ীর মিটিং হইতে আসিয়াছেন, মিটিংএ আরও ২ ঘণ্টা দেরী হইলেও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেন। শুনিয়া রাজা বাহাদুর নিরুত্তর। তিনি ১৬৲ টাকা ফি দিয়া ব্যবস্থা করাইয়া বাহির হইলেন। তখন গুরুদেবের একটি উপদেশ পাইলাম—"তুমি চিকিৎসক—নিজের আসন ছাড়িয়া কখনও উঠিবে না। অনেক রাজা মহারাজা আসিবে, যত্নপূর্ব্বক রোগী দেখিয়া আরাম করিবার চেস্টা করিও।"

হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে তাঁহার যে কিরূপ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ছিল এবং অহঙ্কার ও বৃথা মান্যকে কিরূপ উপেক্ষা করিতেন নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। বিলাতে থাকাকালীন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তিনি আহূত হন—সেই সময় নিয়ম ছিল ভারতবাসী প্রজা, মহারাণীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে ৫ মিনিট মাত্র সময় পাইত। প্রতাপবাবু এই ভাবিয়া আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলেন—মহারাণীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া ২ ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া ৫ মিনিট দেখা ও কথাবার্ত্তায় আমার ভারতের কি মঙ্গল হইবে বরং এই সময়টা হোমিওপ্যাথীর একজন মহারথী

ডাক্তার কেণ্টের সঙ্গে চিকিৎসা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনায় বিশেষ কাজ হইবে।

গ্রামে গ্রামে হোমিওপ্যাথী প্রচারের জন্য প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের কিরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ—৩৪নং থিয়েটার রোডে প্রতাপবাবুর নিজ বাড়ীতে বেলা ৪টার সময় গুরুদেবের নিকট বসিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ শুনিতেছি এমন সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গিয়া উপস্থিত। তিনি সর্ব্বপ্রথম স্বাস্থ্য-মন্ত্রী হইয়াছেন। তিনি প্রতাপবাবুকে বলিলেন তাঁহার ইচ্ছা ২।৩টা গ্রামে ১টা করিয়া এলোপ্যাথী দাতব্য ডাক্তারখানার ব্যবস্থা করিবেন, প্রতাপবাবুর মত কি জানিতে চাহিলেন। প্রতাপবাবু বলিলেন—“আপনি মন্ত্রী হইয়া দেশের অনিষ্টই করিবেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কুইনাইন বিক্রির এজেণ্টের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবেন। ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদি দূর করিতে হইলে কুইনাইন ইত্যাদিতে এবং এলোপ্যাথী ঔষধ ও ডাক্তার ইত্যাদিতে বহু টাকা ব্যয় হইবে—ফলে দরিদ্র বাঙ্গলাদেশের স্বাস্থ্য আরও নষ্ট হইবে। গ্রামে গ্রামে ২।১টি পুষ্করিনী খনন করাইয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা ও পুরাতন পুষ্করিনীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করান ও গ্রামের জল নিকাশের ব্যবস্থা করা দরকার। (তখনও টিউব-ওয়েলের আবিষ্কার হয় নাই) পানীয় জলের পুকুর রিজার্ভ করিয়া রাখা এবং রিজার্ভ পুকুরের পাড়ে ১টী করিয়া হোমিওপ্যাথী ডাক্তারখানা করিয়া তাহাতে সামান্য বেতনে একজন গ্রাম্য

হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ও ১জন সরকারী চাপরাসযুক্ত চাপরাশী নিযুক্ত করা উচিত—যাহার উপর সর্বদা রিজার্ভ পুকুরের ভার থাকিবে।” স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই উপদেশ খুবই ভাল লাগিল বলিয়া আনন্দের সহিত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কার্যকালে কতদূর কি হইয়াছিল তাহার কিছুই জানা যায় নাই।

ডাক্তার বরদাচরণ চক্রবর্ত্তী, এল. সি, এম, এস, ; এইচ, এম, বি,

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ

ডাক্তার গুরু স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত রোগীগণকে দেখার বিস্তৃত বিবরণ ঃ

১। ১৯১৬ ইং জুলাই মাসে কলিকাতা নিকাশীপাড়া লেনস্থ যোধপুরের ডাঃ হরিগোপাল গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র বড় নন্তু বয়স ১৩।১৪ বৎসর—টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়। এলোপ্যাথী মতে ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত চিকিৎসা করিতে থাকেন। ৮ম দিনের দিন ক্লোরিন মিক্সার দেন। ফলে মুখে, জিভে ও গলায় সাংঘাতিক ঘা দেখা দেয়। জল পর্য্যন্ত গিলিতে পারে না। জ্বর ১০৩°/১০৪° ডিগ্রি। বিকার, ভুল বকা, সামান্য পেট ফাঁপা, বাহ্যে বন্ধ, চক্ষু লাল, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। জয়কৃষ্ণ গুপ্ত রোগীর সম্বন্ধে হতাশ হইয়া রোগী ছাড়িয়া দিলেন। ১০ম দিনে রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসে। আমি ডাক্তার গুরু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আসিয়া **ভেরেট্রম ভিরিডি ৩০** ব্যবস্থা করিলেন এবং বলিলেন "মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া মেনিঞ্জাইটিস হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। শত্রু ঘর দখল করার পূর্ব্বে বাধা দিতে হয়। দখল করিলে তাড়াইতে অনেক বেগ পাইতে হয়।"

তিন ঘণ্টা অন্তর ঔষধ চলিল। পথ্য শুধু সিদ্ধ করা জল। রোগীর জল গিলিতেও কষ্ট হয়। সারা দিন রাত্রে ৬ মাত্রা **ভেরেট্রম ভিরিডি ৩০** দেওয়া হইল। পরদিন জ্বর ১০২° ডিগ্রিতে নামিল। চক্ষের লাল, মাথার যন্ত্রণা কমিল। একবার পচা দুর্গন্ধযুক্ত মল-বাহ্যে হইল। বেলা ১০টার সময় বিকারের সঙ্গে জ্বর বাড়িয়া ১০৩° হইল। গুরুদেবের ব্যবস্থামত **ব্যাপ্টিসিয়া ৩০** তিনঘণ্টা অন্তর দিতে লাগিলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, **ব্যাপ্টিসিয়া ৩০** দিলেন কেন? সর্ব্বদা ১× ব্যবহার হয়। তিনি বলিলেন "১× এর চেয়েও ৩০ ভাল কাজ করে।" ৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ চলিল। দিবা রাত্র ৩।৪ বার পচা মল বাহ্যে হইয়াছে। জ্বর ১০১° হইতে ১০৩°এর মধ্যে চলিতেছে। ১৫ দিনের দিন জ্বর প্রাতে ৯৮° ডিগ্রিতে নামিল। পেট ফাঁপা নেই। বাহ্যে বন্ধ হইল। মুখের ঘা কম হইয়াছে। পাতলা জলবার্লি সামান্য খাইতে দিলাম। কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভালভাবেই উত্তর দিতেছে। প্রায় ২ ঘণ্টা পর হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—বিছানাটা ভারি শক্ত; হাড়গুলি ফুটিতেছে। দেখিতে দেখিতে উত্তাপ ১০১° উঠিল। গুরুদেবকে টেলিফোন করিলাম—তিনি **আর্নিকা ৩০** দিতে বলিলেন। তিনঘণ্টা অন্তর ৩ মাত্রা **আর্নিকা ৩০** দেওয়ার পর জ্বর ৯৯° ডিগ্রিতে নামিয়া রাত্র ৯টার সময় ৯৬°তে নামিল; কিন্তু প্রলাপ ঠিক চলিতেছে। আমি গুরুদেবের নিকট গিয়া সমস্ত অবস্থা বলিলাম। তিনি বলিলেন—"উত্তাপ এত কমিয়াও

ভুল বকুনি থাকিলে তাহাকে **কোল্ড ডিলিরিয়ম** বলে। এই অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। **জেলিসমিয়ম ১২** ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাও যে পর্য্যন্ত না উত্তাপ ৯৭°।৯৮° ডিগ্রি হয়।" রোগীর বড় ভাইকে তাহার বাবার নিকট টেলিগ্রাম করিতে বলিলেন। ৬ মাত্রা দেওয়ার পর ক্রমে রোগীর প্রলাপ দূর হইল। উত্তাপ ৯৭° ডিগ্রি হইল। প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার প্রস্রাব হইল। সুনিদ্রা হইয়া ৫।৬ ঘণ্টা ঘুমাইল। জলবার্লি খাইতে দিলাম। সামান্য ঘর্ম্ম হইয়া উত্তাপ ৯৬½° ডিগ্রিতে নামিয়া একভাবে থাকিয়া রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। সতর দিনের দিন রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম টাইফয়েড জ্বরের নিয়ম ১৪, ২১, ২৮ দিনকে **ক্রাইসিস ডে** বলে। এই সকল দিন পর্য্যন্ত রোগ ভোগের পর জ্বর ছাড়িয়া গিয়া রোগী সুস্থ হয়; কিন্তু ১৭ দিনের দিন রোগী সুস্থ হইল দেখিয়া অবাক হইলাম। তিনি বলিলেন—"ঠিকমত ঔষধ পড়িলে নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেও রোগী সুস্থ হয়।

২। ১৯১৭ ইং চাঁদপুর ষ্টীমার অফিসের বড়বাবু যোগেন্দ্রলাল দে মহাশয়ের ২৪ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীর জরায়ুতে রক্তপূর্ণ অর্ব্বুদ Bloody Tumor হয়। এক বৎসর দেড় বৎসর সময়ে এই টিউমরটী রক্তপূর্ণ হইয়া রবারের বলের মত হয়—এই সময়ে রোগিণী উন্মাদ হইয়া যায়। কিছুদিন পর রক্তস্রাব হইয়া

টিউমরটী মিশিয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদনাও সারিয়া যায়। দেড় বৎসর দুই বৎসর পর পুনরায় এই অবস্থা হয়। আবার এই অবস্থা হওয়ার পর চতুর্থ বারে নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটে। একদিন যোগেন্দ্রবাবু অফিসে গিয়াছেন। অফিস হইতে বাসা প্রায় ১৫ মিনিটের রাস্তা। অফিসে যাওয়ার সময় দেখিয়া যান তাঁহার স্ত্রী ক্ষান্তমণি একটি কালীর ছবি সম্মুখে রাখিয়া পূজার আয়োজন করিতেছে। অফিসে গিয়া মনে পড়িল যে, বিশেষ দরকারী কাগজপত্র বাসায় ফেলিয়া আসিয়াছেন। কাগজপত্র লইবার জন্য নিজেই বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখেন—ঘরের দরজা বন্ধ, ধূপের ধোঁয়া চারিদিক ছড়াইয়াছে। ঘরের ভিতর তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র ও শিশুর মাতা ক্ষান্তমণি। যোগেন্দ্রবাবু বাহির হইতে ডাকিলে তাঁহার স্ত্রী উত্তর দিয়া বলিলেন—"একটু অপেক্ষা কর, বলিদানটা সারিয়া লই।" তিনি লাথি মারিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া, ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন—শিশুপুত্রের কপালে সিন্দুর ও গলায় ফুলের মালা দিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে। নিকটে একখানা খড়্গ সিন্দুর মাখানো। তিনি খড়্গটি তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া সরিয়া আসিলেন। যোগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত অস্থির হইয়া স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতা লইয়া আসিলেন। ধাত্রী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কেদার দাস, বামন দাস ও সুন্দরীমোহন দাস তিনজনই একসঙ্গে পরামর্শ করিলেন—টিউমরটা কাটিয়া শেষ করিতে হইবে। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে

হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসার জন্য ডাকা হইল। তিনি রোগিণীর বিষয় সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে সমস্ত রোগ ত আপনা হইতেই সারিয়া যায়—কি অপারেশন করিবে? মূল রোগ কোথায়? গুরুদেব আমাকে ১ মাত্রা **সলফর ২০০** দিতে বলিলেন। এই একমাত্রা ঔষধ দেওয়ার পর টিউমর মিলাইয়া গেল, আর হয় নাই। কয়েক বৎসর পর রোগিণী কলিকাতায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। বেশ সুস্থ আছেন। ২০।২১ বৎসর পর সেই শিশুপুত্র মদন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল—সেও সম্প্রতি জাহাজ অফিসের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। এখন সে সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক। "অর্গানন" এই কথাই বলে—যে একমাত্রা ঔষধে রোগ চিরদিনের মত আরোগ্য হইয়া যায়—তাহারই নাম চিকিৎসা॥

৩। ১৯১৮ ইং ৭৩ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট শরৎচন্দ্র সাহার বয়স ৬৫ বৎসর। তাহার একসঙ্গে ৩টা কার্ব্বাঙ্কল হয়। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ১০৩° ও হিক্কা। প্রস্রাব পরীক্ষায় দেখা গেল ৩৬ গ্রেণ সুগার (চিনি) এবং ব্লাড প্রেসার বেশী আছে। ডাক্তার গঙ্গাধর প্রামাণিক চিকিৎসা করিতেছেন। কার্ব্বাঙ্কল অপারেশনের জন্য সার্জেন ডাক্তার করুণা চ্যাটার্জিকে ডাকা হইল। তিনি রোগীর সমস্ত অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া রোগীকে অপারেশন করিলেও মারা যাইবে, না করিলেও মারা যাইবে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

আমাকে ডাকিল—আমি গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে পরামর্শের জন্য ডাকিলাম—তিনি **আর্সেনিক ৩০** তিনঘণ্টা অন্তর দিতে বলিলেন ;—এবং বর্ত্তমানে আমি **সিনোবিন তৈল** নাম দিয়া কার্ব্বাঙ্কল ও সেপ্টিক ঘা ইত্যাদির জন্য যে অব্যর্থ ফলপ্রদ তেল তৈরী করিয়া পেটেণ্ট করিয়াছি এই মত তেল তৈরী করিয়া কার্ব্বাঙ্কলে প্রয়োগ করিতে বলিয়া গেলেন। এ সেবকাধমকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সর্ব্বজন সমক্ষে বলিলেন—"এই রোগী তোমারই যত্ন চিকিৎসায় আরাম হইবে। আরোগ্য হইলে আমি আসিয়া একদিন দেখিয়া যাইব।" তৃতীয় দিনে জ্বর ৯৯° ডিগ্রিতে নামিল। হিক্কা বন্ধ হইয়াছে—দুর্ব্বলকারী কঠিন রোগে হিক্কা থাকিলে কবিরাজ মহাশয়গণ বলেন "শমন দুহিতা হিক্কা—সা হিক্কা প্রাণ-ঘাতিকা।" তিনটা কার্ব্বাঙ্কল হইতে শতমুখে পূঁজ পড়িতেছে—জ্বালা যন্ত্রণা নাই। সুনিদ্রা হইতেছে। **আর্সেনিক ৩০**, ৪ ঘণ্টা অন্তর চলিতে লাগিল। তিনদিন পর গুরুদেবকে ডাকিলাম। জ্বর ৯৮°, অন্য কোন উপসর্গ নাই। **আর্সেনিক ২০০** একমাত্রা দিয়া ঔষধ বন্ধ রাখিতে বলিলেন। রোগী ক্রমেই সুস্থ হইতেছে। প্রস্রাব পরীক্ষায় দেখা গেল (Sugar) চিনি ৩৬ গ্রেণ হইতে কমিয়া ১০ গ্রেণ হইয়াছে। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বহুমূত্র রোগীর প্রায়ই কার্ব্বাঙ্কল হয় এবং কার্ব্বাঙ্কল হইতে অনেকটা পূঁজ পড়িয়া গেলে **লিকোসাইট** নির্গত হইয়া যায় এবং সুগার কমিয়া যায়—ইহাতে রোগীর বিশেষ উপকার হয়। নিয়মমত হোমিওপ্যাথী

চিকিৎসা হইলে নিশ্চয়ই সারিয়া যায়। কার্ব্বাঙ্কল কখনও অপারেশন করিবে না—তাহাতে উপকারের চেয়ে অনিষ্টই বেশী হয়। অনেক স্থলে সর্ব্বনাশ হয়। নিয়মমত চিকিৎসায় রোগী কয়েক দিনেই সুস্থ হইল॥

৪। ১৯১৮ ইং, ১২নং কৃপানাথ লেন—রামসিংহাসন মিশ্র —পেটের ভিতর ফোঁড়া (ইলিয়ক এবসেস) হয়। যন্ত্রণা, প্রবল জ্বর। ডান পা গুটাইয়া গিয়াছে, একটুও সোজা করিতে পারে না। প্রায় ১ মাস ভুগিতেছে—শয্যাক্ষত হইয়াছে। ডাক্তার ক্ষীরোদ লাল দে চিকিৎসা করিতেছেন—অপারেশনের জন্য শ্রেষ্ঠ সার্জেন ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য্যকে ডাকা হইল। তিনি সমস্ত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এই রোগীকে অপারেশন করা চলিবে না, অপারেশন করিলেও মরিবে, না করিলেও মরিবে। ডাক্তার গুরু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় প্রায় প্রত্যহই আসিয়া পাশের ১৩নং কৃপানাথ লেন—আমার ডাক্তারখানায় বসিয়া বিনা পয়সায় রোগী দেখিতেন। গুরুদেবকে আমি এই রোগীর কথা বলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রোগী দেখিতে চলিলেন। ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মুখার্জি—হাটখোলা এবং সর্ব্বত্র বিনা ফি'তে রোগী দেখিয়া এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা করিতেন। তিনি প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়াছিলেন এবং সারাজীবন বিনা

ফি'তে চিকিৎসা করিতেছিলেন। এই সময় প্রতাপবাবুর সঙ্গে দেখা হইল, তিনিও সঙ্গে চলিলেন। ডাক্তার ক্ষীরোদ লাল দে উপস্থিত ছিলেন। আমরা ১২নং বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়াছি এমন সময় ডাক্তার জি, এল, গুপ্তের গাড়ী আসিতে দেখিয়া গাড়ী দাঁড় করাইয়া প্রতাপবাবু বলিলেন—"গোবিন্দ! বরদার একটী গরীব রোগী দেখিয়া যাও।"

জি, এল, গুপ্ত গাড়ী হইতে নামিয়া প্রতাপবাবুকে প্রণাম করিয়া সঙ্গী হইলেন। রোগী দেখা হইল। গুরুদেব **কড্‌লিভার অয়েল ১x** প্রতি চারিঘণ্টা অন্তর খাইতে ব্যবস্থা দিলেন। আসিবার সময় রোগীর বড় ভাই ভোলানাথ মিশ্র আটটী টাকা হাতে লইয়া জোড়হাতে প্রতাপবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। দয়ার সাগর প্রতাপবাবু টাকা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন—"আমাকে টাকা দিতে হইবে না। এই আট টাকা বরদাকে আট বারে দিও। আমি ত প্রায়ই আসি—আসিলেই দেখিয়া যাইব। এখন বরদাকে দিয়া বাঁচাইয়া রাখ। ভবিষ্যতে তাহারাই ত প্রতাপবাবু হইবে—আমি কি চিরদিন বাঁচিয়া থাকিব?"

দিবারাত্র ৪ মাত্রা করিয়া **Codliver Oil 1X** দুই দিন দেওয়ার পর তৃতীয় দিন প্রাতে ৮টার সময় তলপেটের ডানদিকে ফাটিয়া প্রায় পাঁচ পোয়া পূঁজ বাহির হইল। সমস্ত পূঁজ ধরিয়া রাখা হইল। ন'টার সময় গুরুদেব আসিয়া দেখিলেন। বলিলেন, "রোগীর ভাগ্য ভাল, বাঁচিয়া গেল। পেটের চামড়া ও পেরিটোনিয়ম রবারের মত বাড়িয়া যায়—সহজে ফাটিতে

চায় না। পুঁজের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি আরও ৮।১০ দিন পূর্ব্বেই এই ঔষধ দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, আজ ১ মাত্রা **পাইরোজেনিয়ম ২০০** দাও।" পাইরোজেনিয়ম দিতে একঘণ্টা দেরী হইল—তখন জ্বর ৯৯° ছিল, হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসিয়া ১০৩° উঠিল। গুরুদেবের নিকট গিয়া সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন—"পূঁজের অবস্থা (ঘোলাটে দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ) দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম তাহার **পায়েমিয়ার** জ্বর হইতে পারে। যাহা হউক এখন জ্বর বৃদ্ধির সময় কোন ঔষধ দিও না, জ্বর আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে। জ্বর কমিলে বিকালবেলায় একমাত্রা **পাইরোজেনিয়ম ২০০** দিও। কিন্তু যদি পাতলা বাহ্যে হয়—২০০ না দিয়া **পাইরোজেনিয়ম ৬** তিন ঘণ্টা অন্তর দিও। পথ্য জলবার্লি। Bed Sore এতে সমপরিমাণ ময়দা ও বোরিক এসিড পাউডার মিশাইয়া দিও।"

তাহাই হইল, বেলা তিনটা হইতে পাতলা বাহ্যে দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিন ঘণ্টা অন্তর **পাইরোজেনিয়ম ৬** দিলাম। ৩ মাত্রা দেওয়ার পর বাহ্যে বন্ধ হইল। জ্বর কমিয়া ১০০° হইল। রাত্রে সে ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। পরদিন প্রাত ৯টার সময় গুরুদেব আসিলেন—তখন জ্বর ৯৮°। তিনি **পাইরোজেনিয়ম ২০০** একমাত্রা দিয়া আজকার মত ঔষধ বন্ধ রাখিতে বলিলেন। পরদিন প্রাতে জ্বর পূর্ব্বদিনের মত ৯৮°। ঔষধ বন্ধ রাখিয়া হরলিক্স মল্টেড মিল্ক খুব পাতলা করিয়া খাইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, **নোজোড্**

ঔষধ ২০০ ক্রমের নীচে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—এই রোগীকে ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবস্থা করিলেন, উপকারও যথেষ্ট হইল—আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। উত্তরে গুরুদেব বলিলেন—"আমার মত চুল পাকিয়া, দাঁত পড়িয়া বুড়া হও, বুঝিতে পারিবে—আমিও কি সমস্ত বুঝিতে পারি? আমিও ত সমুদ্রের ধারে বসিয়া আছি।"

তিনদিন ঔষধ বন্ধ, জ্বরও বন্ধ রহিল। চতুর্থ দিনে **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে ৩ বার দেওয়ার ব্যবস্থা দিলেন। বাহ্যে স্বাভাবিক, ক্রমে রুটী পথ্যের ব্যবস্থা হইল। ফোড়ার স্থানের উপর ফোড়া ফাটিবার পূর্ব্বে **সিনোবিন তেল** পানে লাগাইয়া স্যাক দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। ফোঁড়া ফাটিবার পর এই তেলের পটি দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া দিলাম। যাহাকে **প্রেসার ব্যাণ্ডেজ** বলে। ৬।৭ দিন **সাইলিসিয়া ৩০**, দিনে ৩ বার ও প্রেসার ব্যাণ্ডেজ দিনে ২ বার করিরা দিলাম। গুরুদেব মধুপুর চেঞ্জে গেলেন। আমি মনের আনন্দে সাইলিসিয়া ৩০ আরও ২।৩ দিন দিয়া শীঘ্র আরোগ্য করিবার আশায় ৭ দিন অন্তর ১ মাত্রা করিয়া **সাইলিসিয়া লক্ষ শক্তি** চৌদ্দ দিনে ২ মাত্রা দিলাম। পূঁজ পড়া বন্ধ হইয়া ডিমের লালার মত পড়িতে লাগিল। ১৫ দিন পর গুরুদেব Change হইতে আসিয়া পরদিন আমার সঙ্গে অন্য একটি রোগী দেখিতে আসিয়া এই রোগীকেও দেখিলেন। ডিমের লালার মত রস পড়িতেছে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"সাইলিসিয়া বেশী

পড়িয়াছে—যাহা হউক ইহাতে রোগীর অনিষ্ট না হইয়া ভালই হইবে। এখন **ক্যালকেরিয়া সলফ ২০০** একমাত্রা দাও—সাইলিসিয়ার দোষ নষ্ট হইবে, রোগীরও উপকার হইবে।” তাহাই হইল—রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। Bed Sore (শয্যাক্ষত) ইত্যাদি সমস্তই সারিয়াছে; কিন্তু ডান পা গুটানই রহিয়া গেল। গুরুদেবের উপদেশ মত দেশে গিয়া প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টা করিয়া সরিষার তেল মালিশ করা ও পায়ের ফাঁকের ভিতর ক্রমে বালিশ তাকিয়া ইত্যাদি দিয়া শুইয়া থাকিতে হইত। এইভাবে ৭।৮ মাস করিবার পর ক্রমে ক্রমে পা সোজা হইয়া শক্তি আসিল। মাংস পেশীর টান সম্পূর্ণ সারিয়া গেল। এক বৎসর পর সে আবার কলিকাতা আসিয়া পূর্ব্ব দারোয়ানী চাকুরী করিতে লাগিল। শোভাবাজার হইতে বেলেঘাটা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাওয়া-আসা করিতে পারে। স্বাস্থ্য পূর্ব্বের চেয়ে অনেক ভাল হইল। আর কোন ঔষধ দরকার হইল না॥

৫। ১৯১৭ ইং এপ্রিল মাস। কুমারটুলী স্বক্ পাট ব্যবসায়ী হরিনারায়ণ পালের স্ত্রী, শ্যালিকা, এক মেয়ে ও এক ছেলে মোট ৪ জনের একসঙ্গে কলেরা রোগ হয়। আমি যথাসাধ্য চিকিৎস্য করিতেছি। গুরুদেব প্রতাপবাবু আমার ডাক্তারখানায় আসিলে তাঁহাকে রোগীদের অবস্থা বলিলাম। বস্তীর খোলার বাড়ীতে আছে—গরীব মানুষ মহা বিপদে

পড়িয়াছে। শুনিয়াই তিনি আমার সঙ্গে রোগী দেখিতে গেলেন। প্রত্যেকের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন—"বিশেষ যত্নের সহিত চেষ্টা কর, যখন দরকার হইবে কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের বাড়ী হইতে আমাকে টেলিফোনে অবস্থা জানাইও, (তখন নিকটে কোনো টেলিফোন ছিল না এবং বিজয়রত্ন সেন প্রতাপবাবুর বন্ধু ছিলেন, তাঁহার ছেলেরা প্রতাপবাবুকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন গুরুদেব আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কবিরাজ মহাশয়ের বড় ছেলে কবিরাজ হেম সেনকে বলিয়া দিয়াছিলেন —আমাকে নাড়ী দেখা শিখাইবার জন্য এবং গাড়ীতে বসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—হেম সেন মহাশয়ের নাড়ীজ্ঞান খুব ভাল।) তোমরা এখন খুব যত্নের সহিত চিকিৎসা কর, আমিও তোমার বয়সে প্রথম হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার সময় আমার শ্বশুর বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের সঙ্গে (যিনি কলেরা চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন) দিবা রাত্র কলেরা রোগীর চিকিৎসা করিতাম। তাঁহার চিকিৎসার ফলে এই সুনাম আছে—কলেরায় হোমিও-প্যাথীর মত চিকিৎসা নাই। শ্বশুর মহাশয় চিকিৎসার বই ও ঔষধের বাক্স বগলে করিয়া রোগীবাড়ী পৌঁছিতেন। ৬ ঘণ্টা ৮ ঘণ্টা রোগীর নিকট বসিয়া থাকিয়া সুস্থ করিয়া আসিবার সময় দুইটি কি চারিটী টাকা পারিশ্রমিক লইয়া ফিরিয়া আসিতেন। একদিন আমি বলিলাম, রোগী মরিবার পূর্ব্বে আমাকে ডাকে —রোগী মারা যায়। শ্বশুর মহাশয় বলিলেন—"একটি মরা রোগীও যদি আরাম হয়, তাহাতেই সুনাম হইবে। তখন সকল

রোগীই ডাকিবে।" তাঁহার আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার পরিশ্রমও সার্থক হইবে। একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে—নিজেকেও বাঁচাইতে হইবে। যথাসাধ্য নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিবে। যে কোন জিনিষ ধরিবার বা খাইবার পূর্ব্বে হাত ভাল করিয়া ধুইবে। খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে রোগের বিষ পেটে না যায়।"

গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চিকিৎসার ফলে পরমেশ্বরের কৃপায় ৪টী রোগীই আরোগ্য হইল। আমি ১৪ দিন ১৪ রাত্র রোগীর বাড়ীতেই ছিলাম। গুরুদেব ৫।৬ দিন আসিয়া দেখিয়াছেন। একটী পয়সাও ফি নেন নাই। প্রথম দিন ১৬৲ টাকা ফি দিতে আসিলে তিনি তাহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহের সহিত বলিলেন—"তোমরা কোথা হইতে ফি দিবে? আমাকে দিতে হইলে প্রতিবারে ৩২৲ টাকা দিতে হইবে। কোনরূপ দুশ্চিন্তা করিও না—বরদা সর্ব্বদা আছে—আমি মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিব এবং বরদার যখন দরকার হবে আমাকে টেলিফোন করিবে—আমার নিকট গিয়া পরামর্শ করিবে। তোমরা পারিশ্রমিক বাবদ যথাসাধ্য বরদাকে দিও।"

নবম দিনে বেলা ১২টার সময় ৩৪ নং থিয়েটার রোড তাঁহার বাড়ীতে টেলিফোন করিয়া জানিলাম যে তিনি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আছেন। আমি সেখানে ফোন করিলে তিনি আমাকে যাইবার জন্য বলিলেন। আমি সেইভাবে পোযাকপরা অবস্থায় গিয়া প্রণাম করিয়া রোগীর

অবস্থা বলিতেছিলাম। তিনি বলিলেন—"এখন কিছুই শুনিব না। তুমি আগে ভাল করিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইয়া আইস।" আমি তাহাই করিলাম। গুরুদেব বলিলেন—"আজ আমার শ্বশুর মহাশয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ—আমরা সকলে একসঙ্গে খাইতে বসিব। খাওয়ার পর রোগীর বিষয় সকল কথা শুনিব।" তাহাই হইল। আহারের পর এক রোগীর কথা বলিলাম—নাকের গোড়ায় চুলকাইয়া রক্তারক্তি ঘা করিয়াছে **সিনা** ৩০, ২০০, ১০০০, পর্য্যন্ত দিয়াছি, কিছুই হয় নাই। এখন কি করিব? তিনি **এরাম ট্রাইফোলিয়ম** ৬ তিনঘণ্টা অন্তর দিতে বলিলেন। তিনমাত্রা দেওয়ার পর নাকখুঁটা সম্পূর্ণ বন্ধ হইল। হরিনারায়ণের স্ত্রীর এক উপসর্গ দেখা দিল। জল, বার্লি ইত্যাদি যাহা খায় ঘণ্টাখানেক পরে বমি হইয়া সমস্ত উঠিয়া পড়ে। বমি হইয়া গেলেও খানিকক্ষণ বমির ভাব হইয়া কষ্ট দেয়। রাত ১০টায় গুরুদেবকে টেলিফোন করিলাম—তিনি একমাত্রা **ফস্ফোরস** ২০০ দিতে বলিলেন। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বমি বন্ধ হইয়া সমস্ত কষ্ট দূর হইল। রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। ৪জন রোগীই আরোগ্য হইল। গুরুদেব খুব সন্তুষ্ট হইলেন॥

৬। রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট—স্যার কে, জি, গুপ্তের মেয়ে স্নেহলতার সন্তান হওয়ার পর প্রবল জ্বর হয়। প্রসবের পর

হঠাৎ স্রাব বন্ধ হইয়া সমস্ত শরীরে বেদনা হইয়া শীত করিয়া জ্বর দেখা দেয়। সামান্য সামান্য মাছ ধোয়া জলের মত দুর্গন্ধ-যুক্ত স্রাব হয়। সেপ্টিসিমিয়া হইয়াছে। এলোপ্যাথী মতে ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস নানা প্রকার ব্যবস্থা করিলেন। সমস্ত উপসর্গ দূর হইল কিন্তু একমাস কাটিয়া গেল—জ্বর দিবারাত্র চলিতে লাগিল। সামান্য সামান্য জ্বর সব সময়ই আছে—মাঝে মাঝে ১০২° পর্য্যন্ত উঠে। আমি তিনদিন হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করিয়া কোন ফল পাইলাম না। মাঝে মাঝে পাতলা বাহ্যে হইত। ডাক্তার ডি, এন, রায়কে ডাকা হইল। তিনি **সিপিয়া ২০০** দিলেন—কোন ফল হইল না। গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলাম। তিনি **টিউবাকুর্লাইনম ২০০** ব্যবস্থা করিলে বেলা ১০টায় একমাত্রা দিলাম। বেলা ৪টার সময় জ্বর ১০৩° উঠিল। আমি গিয়া তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জানাইলাম। তিনবার পাতলা বাহ্যে হইয়াছে—জ্বর ১০৩°, পেট ফাঁপা বেশী হইয়াছিল, বাহ্যে হওয়ার পর কমিয়াছে। জল বার্লি পথ্য—ঔষধ বন্ধ। আমার অস্থিরতা দেখিয়া তিনি বলিলেন—"ঔষধ না দেওয়ার নাম চিকিৎসা। ডাক্তার কেণ্ট বলিয়াছেন—Learn to wait অপেক্ষা করিতে শিক্ষা কর। এই জ্বর ইত্যাদি টিউবার্কুলাইনামের-ই বৃদ্ধি, ঔষধের বৃদ্ধি শুভ লক্ষণ। খুব সাবধানে সর্ব্বদা রোগীর লক্ষণাবলী লক্ষ্য করিবে। অস্থিরমতি চিকিৎসকের চিকিৎসায় উপকারের চেয়ে অনিষ্টই বেশী হয়।"

রাত ৯টা হইতে জ্বর কমিতে লাগিল। রাত্রে ২।৩ বার ঘাম হইল, পরদিন প্রাতে জ্বর ৯৭° হইল। অন্যান্য উপসর্গ দূর হইয়া রোগিণী সুস্থ হইল। এই রোগিণীকে দেখিবার সময় তিনি এই উপদেশ-বাণী দিয়াছিলেন—"এই রোগিণীর নাম স্নেহলতা, প্রতাপবাবুর এক মেয়ের নামও স্নেহলতা বি, এ—কটক কলেজের ইংলিশের প্রফেসর। দুই মেয়েতে 'সই'। তাহার চিকিৎসায় আমি 'ফি' নিতে পারিলাম না।" আমি দুইবেলা রোগিণীকে দেখিয়া গুরুদেবকে অবস্থা জানাইতাম। তাঁহারা আমাকে দুইবেলা ফি দিতেন। গুরুদেব তাহাতে অমত করিলেন না। রোগিণীর দুর্ব্বলতা সারিবার জন্য কি ঔষধ ব্যবহার করিব জিজ্ঞাসা করিলাম। কয়েকমাত্রা **চায়না ৩০** দিয়া ঔষধ বন্ধ রাখিতে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন—দুর্ব্বলকারী রোগে শরীরের রস রক্ত ক্ষয় হইলে তাহা পূরণ করিবার জন্য **চায়না** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ঔষধে রোগ দূর হয়, পথ্যতে শরীর সবল হয়। রোগ আরোগ্যের পর সযত্নে লঘুপাক বলকারী পথ্য ব্যবস্থা করিতে হয়। **দশবৈদ্য সমপথ্য॥**

৭। ১নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট—আম্‌লার সাহাদের বাড়ীতে এক রোগী দেখিতে গুরুদেবকে ডাকিলাম। ডান পায়ের সায়েটিকা বেদনায় রোগী অচল। আমি কয়েকদিন চিকিৎসা করিয়া ফল পাই নাই। তিনি **ন্যাফালিয়ম ৬** দিনে ৩ বার

এবং কম পড়িলে দিনে ২ বার খাইতে দিবার ব্যবস্থা করিলেন। রোগীর লোক ফি দিতে আসিয়া আমাকে দুই টাকা ফি দিয়া গুরুদেবকেও দুই টাক দিল। তিনি আমাকে টাকা দুইটি দেখাইয়া বলিলেন—"বরদা! এই দেখ আমার বত্রিশ টাকা। এখন আমার ফি বত্রিশ টাকা—এখানে দুই টাকাই আছে—কারণ কি জান? আমার মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার সময় প্রতিমাসে কলেজের বেতন চালানও কষ্টকর ছিল—তাঁহারা আমার মামার দেশের লোক। তাঁহাদিগকে আমি মামা বলিয়াই ডাকিতাম। তাঁহারা আমাকে ছাত্রাবস্থায়ই যখন তখন ডাকিয়া দুই টাকা করিয়া ফি দিতেন। তাহাতে আমার যথেষ্ট সাহায্য হইত। প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই দুই টাকা ফি-ই রাখিয়াছি। এই দুই টাকাই আমার বাত্রশ টাকা। প্রায় দেড় মাসে সায়েটিকা আরোগ্য হইল॥

৮। ১৩ নং কৃপানাথ লেন—প্রিয় পোদ্দারের স্ত্রী, বয়স ২৫।২৬ বৎসর। নাক মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে। দিনে ২।৩ বার করিয়া ১৪।১৫ দিন কখনও কম, কখনও বেশী রক্ত উঠিতেছে। ডাক্তার গঙ্গাধর প্রামাণিক ও প্রাচীন ডাক্তার আর, এল, দত্ত পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিয়া বিফল হইলেন। আমি দুই দিন হোমিওপ্যাথী ঔষধ দিয়া ফল না পাইয়া—গুরুদেব প্রতাপ

মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলাম। তিনি রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রোগিণীর দুইটি সন্তান হইয়াছে। ছোট সন্তানের বয়স চারি বৎসর। এই ৪ বৎসর তাঁর ঋতুস্রাব হয় নাই, কোন কষ্ট বা উদ্বেগ নাই। তিনি **সিপিয়া ৩০** দিনে ২ বার ব্যবস্থা করিলেন। দশদিন খাওয়ার পর ঋতুস্রাব দেখা দিল। নাক মুখ দিয়া রক্ত উঠা বন্ধ হইল। প্রতিমাসে নিয়ম মত রজঃস্রাব হইল এবং ৫টী সন্তান হইয়া ৪৪ বৎসর বয়সে চিরদিনের মত রজঃস্রাব বন্ধ হইল। কোনরূপ খারাপ উপসর্গ কিছু হয় নাই॥

৯। ৫৭নং বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট—গোপীমোহন সাহা (গোপী দালাল), পাটের দালালী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। অনিয়মও যথেষ্ট করেন। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাস পড়িলেই চিকিৎসার জন্য টাকা জমা রাখিয়া রোগে ভুগিবার জন্য তৈরী হইতেন। ৮।৯ বৎসর এইভাবে চলিল। রোগ—পিত্ত বাহ্যে ও পিত্তবমি ; পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। ডাক্তার গঙ্গাধর প্রামাণিকও পরামর্শের জন্য মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার ক্যালভার্ট সাহেব ও আর, এল, দত্ত ও ডাক্তার ইউ, এন, ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে ডাকিতেন।

ইং ১৯১৮ সালে শ্রাবণ মাসে নবম বৎসরে আক্রান্ত

হইলেন। ডাক্তার গঙ্গাধর প্রামাণিক ও ক্যালভার্ট সাহেব ১০।১১ দিন চিকিৎসা করিতেছেন, কোনরূপ উপকারই হইতেছে না। অধিকন্তু রোগীর ডান উরুতে অনেকটা স্থান জুড়িয়া একপ্রকার **ইরাপসন** বাহির হইয়া ৬ দিন দিবারাত্র রস পড়িতেছে ও তাহার জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতেছে। বাড়ীর লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ৭ম দিনের দিন বিকালবেলায় আমি গিয়া **সিনোবিন তেল**-এর মত খুব কড়া করিয়া একটা তেল তৈরী করিয়া, ন্যাকড়া ভিজাইয়া **ইরাপসনের** উপর পটি দিলাম এবং **আর্সেনিক ৩০** তিনঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘা'য়ের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইল। বাহ্যে বমি একমতই চলিতে লাগিল। পরদিন গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলাম। তিনি আসিয়া দেখিলেন বাহ্যে ও কষ্টকর পিত্তবমি হইতেছে। দেখিবামাত্রই বলিলেন—**পিত্তাধিক্য—বিলিয়সনেস্** ইরাপসন ও পিত্তাধিক্যের জন্য। অনিয়মই এই রোগের একমাত্র কারণ। বর্ষাকাল পিত্তের সময়। তিনি একমাত্রা **আইরিস ২০০** দিতে বলিলেন—তাঁহার বাক্স হইতে **আইরিস ভার্স ২০০** একমাত্রা দিলাম। আরও একমাত্রা আমার নিকট রাখিলাম, রাত্রে দরকার বুঝিলে এই পুরিয়াটী দিব। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় একমাত্রাতেই সমস্ত কষ্ট দূর হইল, দ্বিতীয় মাত্রা দিতে হইল না। তাহার পর প্রায় ৩৫ বৎসর গোপী দালাল বাঁচিয়া ছিলেন—এ রোগ আর হয় নাই। গুরুদেবের উপদেশ মত তিনি সর্ব্বদা যথাসাধ্য নিয়ম রক্ষা করিয়া

চলিতেন। আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আইরিস্ ভার্স—নিম্ন ডাইলিউশনই ত' আমরা বই'য়ের লেখা মত ব্যবহার করি। তিনি বলিলেন—"যত দিন যায় ততই দেখিতেছি উচ্চ ডাইলিউশনে কাজ বেশী করে। আমি দ্বিতীয় বার আমেরিকা হইতে আসিবার সময় আমার বন্ধু—এ্যালেন্ সাহেব বন্ধুত্বের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ (গাড়ীতে ঔষধের বাক্সটী দেখাইয়া) ঔষধপূর্ণ বাক্সটী দিয়া বলিলেন—আমার অনুরোধ, তুমি তোমার দেশ ইণ্ডিয়ায় পৌঁছাবার পূর্ব্বে বাক্সটী খুলিও না। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে রাস্তায় কাটাইলাম এবং বাক্সটী অতি যত্নের সহিত রাখিলাম। বোম্বে পৌঁছিয়া জাহাজ হইতে নামিয়া সর্ব্বাগ্রে ঔষধের বাক্সটী খুলিলাম। তাহার ভিতর একখানা কাগজে ডাক্তার এ্যালেন্ লিখিয়াছেন—'বন্ধো! সারাজীবন চিকিৎসা করিয়া আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে—উচ্চশক্তির ঔষধের ক্রিয়া অপরিসীম এবং আশ্চর্য্যজনক; তোমাকে বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই উচ্চশক্তি-বিশিষ্ট-ঔষধে বাক্সটী পূর্ণ করিয়া তোমাকে উপহার দিলাম। বন্ধো! স্মরণ রাখিও।" দেখিলাম বাক্সটী **২০০ হইতে লক্ষ ডাইলিউশন**-এ পূর্ণ।"

তাহার এক বৎসর পর ২নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীটে এক রোগী দেখিতে ডাক্তার ইউ, এন, ব্রহ্মচারীকে ডাকা হইল। ডাক্তার ব্রহ্মচারী আর, জি, কর মেডিক্যাল স্কুলে আমাদিগকে মেডিসিন পড়াইতেন। ম্যালেরিয়া রোগীটি দেখার পর আমি ডাক্তার ব্রহ্মচারীকে গোপী দালালের **বিলিয়সনেসের**—চিকিৎসা

প্রতাপ মজুমদার মহাশয় একমাত্রা **আইরিস ভার্স** ২০০ দিয়া আরোগ্য করার কথা বলিলাম। ডাক্তার ব্রহ্মচারীই এলোপ্যাথী মতে গোপী দালালের শেষ চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষও ২নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীর রোগীর চিকিৎসার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সম্মুখেই ডাক্তার ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলাম (ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষও আর, জি, কর মেডিক্যাল স্কুলে আমার প্যাথলজীর মাষ্টার ছিলেন)। তাহার প্রায় দেড় বৎসর পর হাটখোলা শোভাবাজার ষ্ট্রীটে ডাক্তার ব্রহ্মচারীর গাড়ী আগে ও পেছনে গুরুদেবের গাড়ী—আমি গুরুদেবের সঙ্গে ছিলাম। রাস্তা পাটবোঝাই মহিষের গাড়ীতে বন্ধ ছিল। ডাক্তার ব্রহ্মচারী গাড়ীতে একটা লাঠি রাখিতেন। রাস্তা বন্ধ হইলেই তিনি লাঠি লইয়া মহিষের গাড়ীর গাড়োয়ানকে তাড়া করিতেন। এখানেও তাহাই হইল। ডাক্তার ব্রহ্মচারী গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়োয়ানকে তাড়া করিয়াছেন—গুরুদেব আমাকে বলিলেন, ব্রহ্মচারীকে বল আমি এই গাড়ীতে আছি। আমি গিয়া বলিবামাত্র তিনি গুরুদেবের নিকট আসিয়া বলিলেন—**আইরিস্** ২০০ স্যার। আমি গুরুদেবকে বলিলাম যে আমি তাঁহাকে গোপী দালালের চিকিৎসার কথা জানাইয়াছিলাম। দুই জনেই হাসিলেন—পরে তিনি ডাক্তার ব্রহ্মচারীকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারি! হাটখোলার লক্ষ্মীকে লাঠি মারিয়া তাড়াইতে হইবে না। যতদিন এই লক্ষ্মীর পাটের গাড়ী ইত্যাদি থাকিবে, ততদিনই ডাক্তারগণ এই হাটখোলা হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা

পাইবে। হাটখোলা আসিতে একটু সময় হাতে রাখিয়া আসিতে হয়।” ডাক্তার ব্রহ্মচারীর স্মরণশক্তি দেখিয়া অবাক হইলাম। গুরুদেবের ভবিষ্যৎ বাণী—আজ হাটখোলার লক্ষ্মী কোথায় গেল?

১০। পাবনার গদাধর সাহার স্ত্রী, বয়স ৩০ বৎসর। জরায়ুতে ঘা হয়। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসার পর অপারেশন করা দরকার স্থির করিয়া জরায়ু নীচ দিকে আর নামিতে না পারে এজন্য পেসারী নামক যন্ত্র ব্যবহার করিতে দিল। কিছুদিন পর আমার চিকিৎসাধীনে আসে—আমি ২।৩টা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফল না হওয়ায় গুরুদেবের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি **সিষ্টাস ক্যানাডেন্সিস** ৩× ব্যবস্থা করিলেন। প্রায় দুই মাসে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। হাসপাতালের ডাক্তারগণের নির্নীত জরায়ুর ক্যান্সার রোগ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হইল। পেশারী বা অপারেশন কিছুরই দরকার হইল না।

১১। ৭৩নং শোভাবাজার—রাধিকা সাহার স্ত্রীর বয়স ২৬ বৎসর। সর্ব্বদা জরায়ু বাহির হইয়া আসিত। এলোপ্যাথী

মতে বহু চিকিৎসা হইয়া ফল না হওয়ায় অপারেশনের ব্যবস্থা হয়। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসে। আমি গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহার ব্যবস্থা মত **সিপিয়া ৩০** দিনে দু'বার করিয়া দিতে লাগিলাম। দুই মাস এই ঔষধ ব্যবহারে **প্রলাপস্ অব্ দি ইউটেরস** সম্পূর্ণ সারিয়া গেল। পেশারী বা অপারেশন কিছুরই দরকার হইল না।

১২। নসীপুরের রাজা প্রতাপ সিং'য়ের ভয়ঙ্কর বদ্ হজমের রোগ হয়। অনেক চিকিৎসা হইয়াছে, কোন উপকার হইল না। প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য ডাকা হইল। আমি সঙ্গে ছিলাম। রোগী দেখিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছেন—দেওয়ানজী আসিয়া গুরুদেবের ফি ৩২৲ এবং আমাকে ৪৲ দিল। **নক্স ভমিকা ৩০** দিতে বলিলেন। আমি ঔষধ দিতেছি, দেওয়ানজী রাজা বাহাদুরের পথ্যের ব্যবস্থা জানিতে চাহিলেন—ব্যবস্থা বলিলেন—দুপুরবেলা ঝোল ভাত, দুধ ভাত। রাত্রে দুধ সাগু। দুধ সাগুর কথা শুনিয়াই দেওয়ানজী বলিল, "রাত্রে একটু পোলাও ও মাংস না খাইলে রাজা বাহাদুর মরে যাবে" হিন্দীতে বলিল। গুরুদেব আমাকে ঔষধ দিতে বারণ করিলেন। দেওয়ানজী বলিলেন, "আপনার ফি দিয়াছি ঔষধ দিবেন না কেন?" প্রতাপবাবু বলিলেন—"আমি

রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা বলিয়াছি, তাহার ফি নিয়াছি। অবাধ্য রোগীর চিকিৎসা আমি করি না। ভেটেরিনারী সার্জেনকে (পশু চিকিৎসককে) ডাকাই ভাল মনে করি।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ীতে বসিয়া গুরুদেব নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন—"অবাধ্য রোগীর চিকিৎসা কখনও করিবে না। চিকিৎসকের উপদেশ যাহারা শুনে না তাহারা পশুতুল্য, দশ্ বৈদ্য সম পথ্য। অবাধ্যতা করিয়া মনে করে তাহারা কেবল খাইবার জন্যই জন্মিয়াছে—শরীর সুস্থ ও সবল রাখিয়া বাঁচিবার জন্য যে খাওয়া, একথা মনেই করে না। কাজ করিতে করিতে ইঞ্জিন বিগড়াইলে, তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিয়া মেরামত করিয়া চালাইলে পুনরায় ঠিকমত চলে। জোর করিয়া ঠেলিয়া নিজে খানিকটা চালান যায়, পরে একেবারে অচল হইয়া যায়। আমাদের দেহ ইঞ্জিনের মত। পাকস্থলীতে আহার্য্য বস্তু (ইঞ্জিনে কয়লা জল) কাজ করিতে করিতে অনিয়মে শীঘ্র বিগড়ায়, নিয়মে বহুদিন ঠিকভাবে চলে। বদ্‌হজমের রোগীর মনে আনন্দ থাকে না, তাহারা প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারে না। যে রোগী প্রাণ ভরিয়া নির্ম্মল হাসি হাসিতে পারে তাহার রোগ থাকে না। বদ্‌হজমের রোগীর মেজাজ সর্ব্বদাই খিট্‌খিটে থাকে। ভাবিয়াছিলাম এই রোগীর ইঞ্জিন ২।৩ বৎসর চলিবে। রাজা বাহাদুর মোটেই শারীরিক পরিশ্রম করে না, তাই বদ্‌হজম ধরিয়াছে—আরোগ্য হইবে না। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় যদিও বা ২।১ বৎসর চলিত—তাহাও হইবে না। এলোপ্যাথী ডাক্তার বিশেষতঃ যদি

ইংরেজ ডাক্তার হয়, তুই গেলাস মদ্য বাড়াইয়া দিয়া পোলাও মাংস ইত্যাদি ব্যবস্থা দিবে। প্রথম প্রথম খুব হজম হইবে, ভাল বোধ করিবে—পরে ৬ মাস না যাইতেই আগুন একেবারে নিভিয়া ইঞ্জিন জন্মের মত বন্ধ হইয়া যাইবে।" প্রায় তুই মাস পর রাজা বাহাতুরের দেওয়ানজী বিকালবেলায় প্রতাপবাবুর ডাক্তারখানায় অন্য এক রোগীর জন্য আসিয়া বলিল—রাজা বাহাতুর খুব ভাল আছে। শুনিয়া তিনি একটু হাসিলেন। দেওয়ানজী যাওয়ার পর গুরুদেব বলিলেন—"কথাচ্ছলে আমাকে রাজা বাহাতুরের কথা শুনাইবার জন্যই দেওয়ানজী নিজে আসিয়াছিল। প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, শীঘ্রই নিভিবে, ৬ মাসও যাইবে না।" তাহাই হইল। ৪ মাস পূর্ণ না হইতেই রাজা বাহাতুরের ইঞ্জিন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। একদিন গুরুদেব বলিয়াছিলেন—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—নসীপুরের রাজা বাহাতুরের চেয়েও বেশী বদ্‌হজমে ভুগিতেছিলেন। বহু চিকিৎসা এলোপ্যাথী কবিরাজী ইত্যাদির পর হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় উপকার হইয়াছিল এবং প্রতাপবাবুর ব্যবস্থামত পথ্য, তুধ সাগু খাইয়া প্রায় সুস্থভাবে ১৩ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন।

১৩। ইং ১৯১৯ সাল—৭নং গোঁসাইপাড়া লেন, হাটখোলা। ব্রজেন্দ্র সাহা শারীরিক নানাবিধ অত্যাচারে পীড়িত হয়। ডাক্তার

গঙ্গাধর প্রামাণিক ও বার্ডসাহেব চিকিৎসা করিতেছেন। রোগ ক্রমে কঠিন হইল। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিল। আমি গুরুদেবের শরণাপন্ন হইলাম। রোগের নানাবিধ অবস্থায় নানারকম হোমিওপ্যাথী ঔষধ ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। মাসাধিক কাল চিকিৎসায় রোগী সুস্থ হইল। প্রতাপবাবু রোগীকে ৬ মাসের জন্য মধুপুরে গিয়া নিশ্চিন্তমনে বাস করিতে বলিলেন। রোগীর ভাগিনী-জামাই সুরেন সাহা বলিল, ৬ মাস ত দূরের কথা—তিনি উপস্থিত না থাকিলে ৬ দিনও গদী চলিবে না। পাটের মহাজন। প্রতাপবাবু বলিলেন—"মরিয়া গেলে ত চলিবে ?" আমরা চলিয়া আসিলাম। ১০।১২ দিন পর সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ব্রজেন্দ্র সাহা অসুস্থ হইয়া পড়িল। আমি গুরুদেবকে টেলিফোন করিলাম। তিনি বলিলেন—"সেই অবাধ্য রোগীকে আমি দেখিতে যাইব না।" অগত্যা ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলাম। আমি ও জিতেনবাবু সারারাত্র চিকিৎসায় নিযুক্ত রহিলাম। সন্ন্যাস রোগ হইয়াছে। পরদিন রোগী মারা গেল। গদী ও বাড়ী বিক্রি হইয়া গেল।

১৪। ৭৩নং বেনেটোলা স্ট্রীট—বালিয়াটীর যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রীর ডান হাতের বুড়া আঙ্গুলে আঙ্গুলহাড়া হয়। চার

বার অপারেশন হয়। ৫ মাস পর আমার চিকিৎসাধীনে আসে। **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে তিনবার খাইতে দিয়া ও **সিনোবিন তেল** দিয়া ড্রেস করিতেছিলাম। দু'সপ্তাহ পরে ক্ষতমুখে আঙ্গুল দিয়া বুঝিতে পারিলাম একটা কি যেন আঙ্গুলে ঠেকিতেছে। গুরুদেবকে ডাকিলাম—তিনি দেখিয়া বলিলেন—"মরা হাড় রহিয়াছে, যেমন ড্রেস করিতেছ কর—একমাত্রা **ক্যালকেরিয়া সলফ ১০০০** ডাইলিউশন দাও।" সাতদিন পর মরা হাড় অনেকটা বাহির হইয়া আসিল। আরও ১ মাত্রা দেওয়ায় ২।৩ দিন পর মরা হাড় বাহির হইয়া আসিল। ঘা শুকাইয়া গেল।

১৫। বসন্ত কুমারী, বয়স ২০ বৎসর, বিধবা। রক্তস্রাব রোগ। এক বৎসর কমবেশী স্রাব চলিয়াছে। এলোপ্যাথী ও কবিরাজী চিকিৎসা হইয়াছে। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আহূত হইলাম। পর পর কয়েকটা ঔষধ দিয়া কোন ফল না হওয়ায় গুরুদেবকে ডাকিলাম। বড়লোকের বাড়ী। রোগিণীর ঘরে আমরা ঢুকিয়াছি, ঢুকিয়াই রোগিণীর চেহারা দেখিবামাত্র তিনি কি বুঝিয়া সকল লোককে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ঘরের ভিতর রহিলাম। দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। গুরুদেব রোগিণীকে নিজের ছোট মেয়ের মত আদর করিয়া বলিলেন—"মা! কোন বিষয়ে লজ্জা

বা ভয় করিও না, সকল বিষয় সরলভাবে বল। কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসার পর রোগিণী ৪ মাসের গর্ভ নষ্ট করার কথা বলিল এবং তাহার পর হইতেই এই রক্তস্রাব একদিনের জন্যও বন্ধ হয় নাই। রোগিণীকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বুকের কাপড় সম্পূর্ণ খুলিয়া দিতে বলিলেন। রোগিণী তাহাই করিল। গুরুদেব বলিলেন—"এই বয়সে স্তন এমন ভাবে শুকানো নিয়ম নয়। ইহা জোর করিয়া গর্ভ নষ্ট করারই ফল। এখন নিয়মমত চিকিৎসায় সারিয়া যাইবে, অন্যথায় ভবিষ্যতে স্তন শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর শুকাইয়া যাইবে এবং টিউবার্কুলসিস পর্য্যন্ত হইতে পারে। তিনি **আর্নিকামণ্টেনা** ২০০ তিনদিন অন্তর দুইমাত্রা দিয়া **ব্যালিসপ্যার** ৬ দিনে ৩বার করিয়া ৭ দিন দিতে বলিলেন—ইহাতে সমস্ত দোষ নষ্ট হইবে। অনেক উপকার হইল। ৩।৪ দিন রক্তস্রাব বন্ধ থাকিয়া পুনরায় কখনও কম কখনও বেশী দেখা দিল। **এরিজিরণ** ৬ দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে ব্যবস্থা দিলেন। তিন সপ্তাহ ব্যবস্থায় রোগ সারিয়া গেল।

১৬। শোভাবাজার লেন—রেলী ব্রাদার্সের দালাল কালাচাঁদ সাহার শ্বশুর তারিণী সাহার গলায় ক্যান্সার হয়। বয়স ৬০ বৎসর।

নানাপ্রকার চিকিৎসার পর প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য ডাকা হয়। তিনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া **রেডিয়ম ব্রোমাইড** ২০০ ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার বাক্স হইতে ঔষধ লইয়া কয়েকটী বড়ি ভিজাইয়া রাখিতে বলিলেন। তিনদিন অন্তর ৪টী বড়ি ১মাত্রা দিয়া ৪মাত্রা দিয়া পরে জানাইতে বলিলেন। (তখনও ক্যান্সারের রেডিয়ম চিকিৎসা এদেশে আরম্ভ হয় নাই) ক্রমে রোগীর রোগ-যন্ত্রণা কমিতে লাগিল। ঔষধ বন্ধ রাখিয়া, যখন যখন জ্বালা হয়—সেই সময় এক-একমাত্রা দিতে বলিলেন। বিশেষ উপকার হইল। এই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে না—জ্বালা যন্ত্রণার শান্তি হয় এবং খাইতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করিবে। সে ৩।৪ বৎসর পর দেশে গিয়া মারা যায়। সম্প্রতি ক্যান্সারের রেডিয়ম চিকিৎসার বহু পূর্ব্বে ডাক্তার এ্যালেন সাহেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে ঔষধপূর্ণ যে বাক্সটি দিয়াছিলেন তাহাতে রেডিয়ম ব্রোমাইড ২০০ ছিল এবং ক্যান্সার রোগে তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে তাহাতে লিখা ছিল॥

১৭। ২নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট—বৈদ্যপুরের জমিদার নৃসিংহ-চরণ নন্দীর নাতনী সাবিত্রী, বয়স ২১ বৎসর, কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়।

ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার ও তাঁহার পিতৃদেব প্রতাপচন্দ্র

মজুমদার মহাশয়কে চিকিৎসার জন্য ডাকা হয়। আমি দিবা রাত্রের জন্য নিযুক্ত ছিলাম। তাঁহাদের দুইজনকেই দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর পৃথক ভাবে ডাকার ব্যবস্থা করা হইল। রাত ৮টার পর প্রতাপবাবু আসিতেন না। রাত্রের জন্য জিতেনবাবু থাকিতেন। দুই দিন দুই রাত্র কাটিল। তৃতীয় দিনে নানা-প্রকার খারাপ উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল। বেলা ৪টার সময় বাহ্যের সঙ্গে লিচুর ২টা টুকরা বাহির হইল। রাত্র ১০টার সময় হৃৎপিণ্ড (হার্ট) আক্রান্ত হইয়া মাঝে মাঝে আক্ষেপ হইতেছিল। ৩।৪ মাত্রা **সিকেলিকর ৩০** দিয়া রাত্র কাটিল—শেষ রাত্রে ঋতুস্রাব দেখা দিল। পরদিন প্রাতে জিতেনবাবু বাড়ী গিয়াছেন। প্রতাপবাবু আসিলেন—তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জানাইলাম। প্রস্রাব বন্ধ আছে। তিনি **হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ৬** দুই ঘণ্টা অন্তর দিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। জিতেনবাবু আসিয়া পিতৃদেবের ব্যবস্থা শুনিলেন—আমাকে তাঁহার ব্যবস্থিত **হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ৬** দিতে বারণ করিয়া **বেলেডোনা ২০০** দুই ঘণ্টা অন্তর দিতে ব্যবস্থা করিয়া তৎক্ষণাৎ খাওয়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"কর্ত্তাটি ত' রাত্রের অবস্থা দেখেন নাই। বাবা আসিলে বলিও আমি **বেলেডোনা ২০০** দিয়াছি—তাঁহার ব্যবস্থামত **হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ৬** দিই নাই। প্রতাপবাবু ২ ঘণ্টা পর আসিলে সমস্ত জানাইলাম। তখন হার্টের স্পাজম আরম্ভ হইয়াছে। তখনই ১ মাত্রা **হাইড্রো-সিয়েনিক এসিড ৬** দিলাম। প্রতাপবাবু চলিয়া গেলেন—

দুই ঘণ্টার মধ্যেই হার্টের স্পাজম কম পড়িল। পেট ফাঁপা আছে। জিতেনবাবু দ্বিতীয় মাত্রা **বেলেডোনা ২০০** দিলেন। চক্ষু লাল ও ইউরিমিয়ার মত হইয়া সামান্য সামান্য প্রলাপ বকিতে লাগিল। হার্টেরও স্পাজম আছে। আর একমাত্রা **বেলেডোনা ২০০** দিলেন। বেলা ৩টায় প্রতাপবাবু আসিয়া ১মাত্রা **হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ৬** দিয়া চলিয়া গেলেন। ৫টার সময় জিতেনবাবু আসিয়া পুনরায় ১মাত্রা **বেলেডোনা ২০০** দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পনের মিনিট পর প্রচুর প্রস্রাব হইল—ক্রমে চক্ষের লাল কমিল। প্রলাপ বন্ধ হইল। হঠাৎ সবুজ রং-এর বমি হইল। জিতেনবাবু বলিলেন, ইহা সবুজ রংএর পিত্ত বমি, কাল রক্তবমি নয়। প্রস্রাব হইবার পরই জানিবে শরীরের সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সবুজ রং-এর বমিতে বা বাহ্যেতে জল দিলে হলুদ রঙের হয়—তাহা পিত্ত। কাল বাহ্যে বা বমিতে জল দিলে লাল রঙের হইলে জানিবে রক্ত। প্রস্রাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলবার্লি খাইতে দেওয়া উচিত ছিল। দেরী হইলে পিত্ত পাকস্থলীতে আসিয়া খাদ্য কিছু না পাইলে—কোন কোন রোগীর এরূপ পিত্তবমি হয়—তাহাতে অনিষ্ট হয় না। প্রস্রাব হওয়ার পূর্ব্বেই জলবার্লি তৈরী করিয়া রাখিতে হয়।" রোগিণীকে জলবার্লি খাওয়ান হইল। সবুজ বমির জন্য ১মাত্রা **কুপ্রাম সলফ ৩০** দেওয়া হইয়াছে। বার্লি দেওয়ার পর আর কোন ঔষধ দেওয়া হইল না। রোগিণীর সুনিদ্রা হইল। প্রতাপবাবু

আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনিও ঔষধ দেওয়া বন্ধ রাখিতে বলিলেন এবং বসিয়া এক গল্প বলিলেন—"বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ ভূপেন বসুর কলেরা হয়। ডাক্তার সালজার, মহেন্দ্র লাল সরকার, বিহারীলাল ভাদুড়ী, রাজেন দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহারথীগণ চিকিৎসা করিতেছেন। আমি তখন যুবক। রোগী আরোগ্য হইয়াছে, যবের মণ্ড ব্যবস্থা করিলেন, তখন বার্লি দুষ্প্রাপ্য ছিল। তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর রোগী ভাত খাওয়ার জন্য অত্যন্ত ঝোঁক ধরিল। রোগী সুস্থ আছে দেখিয়া আমি মাগুর মাছের ঝোল ভাত পথ্য দিলাম। পরদিন মহারথীগণ আসিয়া রোগীকে সুস্থ দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। আমি মনের আনন্দে তাঁহাদিগকে বলিলাম, গতকল্য যবের মণ্ড না দিয়া মাগুর মাছের ঝোল ভাত পথ্য দিয়াছিলাম, খাইয়া ভালই আছে। ডাক্তার সরকার বলিলেন—"প্রতাপ! এখন তোমার উঠিবার সময়। পরমেশ্বরের দয়ায় বাধা পড়ে নাই। প্রথমেই ভারি পথ্য দিলে রোগের পুনরাক্রমণের ভয় থাকে। পুনরাক্রমণ হইলে প্রায় রোগীই মারা যায়। খাইয়া যত রোগী মারা যায়, না খাইয়া তত মরে না।"

প্রতাপবাবু রোগিণীকে **চায়না ৩০** দিনে তিনবার করিয়া দিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। জিতেনবাবু আসিলে সংক্ষেপে প্রতাপবাবুর গল্পের কথা বলিলাম। জিতেনবাবু বলিলেন—"আমি বুঝিতে পারিয়াছি—হার্টের অবস্থা দেখিয়া বাবা **হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ৬** দিয়াছেন এবং তাহাতে যথেষ্ট

উপকারও হইয়াছে। ভক্তের অধীন ভগবান! কর্ত্তাটি যে তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন—অনেক সময় তোমার কথা বলেন। আমি তাহাতে হিংসা করি না।" বলিয়া খুব হাসিলেন। রোগিণী ক্রমে সুস্থ হইল।

১৮। ১৪।১ কাশী দত্ত ষ্ট্রীট—ধীরেন্দ্রনাথ সেনের স্ত্রী, বয়স ২২ বছর।

ইন্‌জেকশন সেপ্টিক হইয়া তলপেটের ডান দিকে প্রকাণ্ড গর্ত্তসহ নালী হয়। আর, জি, কর হাসপাতালে ৬ ইঞ্চি লম্বা এক অপারেশন করিয়া পাঁচটা সেলাই দেয়। ১ বৎসর ৮ মাস হাসপাতালে রাখিয়া ছুটি দেয়।

ধীরেন সেনের ভগ্নিপতি কেশববাবু বিদেশগামী জাহাজের ডাক্তার—কলিকাতা আসিয়া রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া পুনরায় অপারেশন করিলে বিপদ ঘটিতে পারে ইত্যাদি চিন্তা করিয়া ডাক্তার সুবল সরকারকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। সুবলবাবু আমার নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। আমি গিয়া রোগিণীর অবস্থা যাহা দেখিলাম—রোগিণী রক্তশূন্য, যাহার জন্য পুনরায় অপারেশন না করিয়া হাসপাতাল হইতে ছুটি দিয়াছে। ক্ষত-স্থানের পাঁচটা সেলাইয়ের ধার দিয়াই পূঁজ পড়িতেছে—মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ আছে। সামান্য সামান্য জ্বর হয়। বাহ্যে কখনও কখনও নরম কখনও শক্ত। বদ্‌হজম আছে। ৩নং **সিনোবিন**

তেল দিয়া প্রেসার ব্যাণ্ডেজ প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া এবং **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে তিনবার করিয়া খাইতে দিলাম। ঘা'য়ের রোগীকে মাছ খাইতে দিই না; কিন্তু রক্তাল্পতার জন্য এবং বদ্‌হজমের জন্য শিঙ্গি মাগুর মাছ এবং কাঁচকলা ইত্যাদি খাইতে দিলাম। দুধ সহ্য মত। প্রায় দুই সপ্তাহ চিকিৎসা করার পর সকল দিক দিয়াই বিশেষ উপকার হইতেছে। ৩নং **সিনোবিন** তেলের প্রেসার ব্যাণ্ডেজ এবং দিনে ২ বার করিয়া **সাইলিসিয়া ৩০** আরও ৭ দিন দিলাম। তৎপরে বিশেষ উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া ব্যাণ্ডেজ পূর্ব্ববৎ রাখিয়া তিনদিন অন্তর ১মাত্রা করিয়া **সাইলিসিয়া ২০০** দিলাম। ৮মাত্রা দেওয়ার পর রজঃস্রাব দেখা দিল এবং শরীরেরও সকল রকমেই উন্নতি হইতেছে দেখা গেল; ঘায়ের বিশেষ উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** ৭দিন অন্তর দুইমাত্রা ও ১৪ দিন পর পর দুইমাত্রা খাইতে দিলাম। ব্যাণ্ডেজ পূর্ব্ববৎ। ক্ষত প্রায় সারিয়া গিয়া সামান্য সামান্য আঠা-আঠা রস বাহির হয় দেখিয়া **ক্যালকেরিয়া সল্‌ফ্ ১০০০** ৭দিন অন্তর দুইমাত্রা দেওয়ার পর সম্পূর্ণ সারিয়াছে মনে করিয়া ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। প্রায় তিন মাস পর দেখা গেল ক্ষতস্থান হইতে অতি সামান্য আঠার মত রস বাহির হয়। একমাত্রা **লক্ষশক্তি ক্যালকেরিয়া সল্‌ফ্** দেওয়াতে নির্দ্দোষ ভাবে সারিয়া গিয়াছে॥

১৯। এক বিবাহিতা যুবতী মেয়ের কোন কারণ নাই হঠাৎ তিনদিন প্রস্রাব বন্ধ। মূত্রস্থলীতে প্রস্রাব জমিয়া বড় বলের মত হইয়া আছে। দ্বিতীয় দিনে আমাকে ডাকিল। আমি ২।১টা ঔষধ দিয়া অকৃতকার্য্য হইলাম। এলোপ্যাথী ডাক্তার ক্যাথিটার (শলা) দিয়া প্রস্রাব করাইতে চাহিলেন। লেডি ডাক্তার পাওয়া গেল না। আমি গুরুদেবকে ডাকিলাম। তিনি রোগিণীকে দেখিয়া বলিলেন—ইহা হিষ্টিরিয়ার কাণ্ড। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল বিবাহের পর পিত্রালয়ে ৩।৪ বার হিষ্টিরিয়ার ফিট হইয়াছিল। প্রতিবারে একঘণ্টার বেশী ছিল না। তাহার পর দুই বৎসর ভাল আছে। তাঁহার আদেশ মত **নক্সমস্কেটা** ২০০ একমাত্রা দিলাম—১৫ মিনিটের মধ্যেই প্রচুর প্রস্রাব হইল। তাহার পর হইতে নিয়মমত প্রস্রাব হইতে লাগিল। মাসখানেক পর প্রায় প্রত্যহ বিকালবেলা হিষ্টিরিয়ার ফিট হইতে লাগিল। রোগিণীর শাশুড়ী নানাপ্রকার মাতুলী ইত্যাদি ধারণ করাইয়া অকৃতকার্য্য হইল। এইভাবে ৮।৯ মাস কাটিল। ৬ মাস মাসিক রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া আছে। গর্ভ হইয়াছে মনে করিয়া ৫ মাসের সময় পঞ্চামৃত খাওয়াইল। ৭ মাসে পড়িয়াছে পেট স্বাভাবিক। গর্ভ লক্ষণ কিছুই নাই। আমি রোগিণীকে দেখিয়া গর্ভের কোন লক্ষণ না পাইয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—এই ঋতুরোধেরও হিষ্টিরিয়াই কারণ। একমাত্রা **সলফর** ৩০ দিতে বলিলেন। **সলফর** ৩০ একমাত্রা দেওয়ার

তৃতীয় দিনে প্রচুর রক্তস্রাব হইল। এত বেশী রক্তস্রাব দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। **সিনোমোমাম Q** ৫ ফোঁটা করিয়া দিনে ৩।৪ বার দিতে বলিলেন। জলের সঙ্গে ৪ঘণ্টা অন্তর ৫ ফোঁটা করিয়া **সিনোমোমাম Q** খাইতে দিলাম। অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধ হইল। তাহার পর কয়েকবার নিয়মিত ঋতুস্রাব হওয়ার পর গর্ভ হইল। সন্তান হওয়ার পর হিষ্টিরিয়া সারিয়া গেল।

●

নিম্নলিখিত রোগিণী ২জনের বিষয় "সরল হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা" পুস্তকে লিখিত হইয়াছে—প্রয়োজনবোধে এখানেও লিখিলাম।

২০। ৮নং প্রতাপ চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট ২৫ বৎসর বয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোকের কলেরা হয়। ডাক্তার নরেশ ভট্টাচার্য্য ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় চিকিৎসা করিতেছিলেন। চতুর্থ দিনে গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য ডাকিল। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। আমরা সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি এমন সময় রোগিণীর ভয়ানক কম্প দিয়া জ্বর আসিতেছে। ২জন ইউরোপীয়ান নার্স নিযুক্ত আছে—তাহাদের নিকট হইতে চার্ট নিয়া দেখিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম —গতকল্য হইতে এরূপ কম্প দিয়া জ্বর আসে এবং কলেরার সমস্ত উপসর্গ বিদ্যমান আছে। জ্বর ১০৫° ডিগ্রী উঠিল,

পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ডবল নিউমনিয়াও রহিয়াছে। কলেরার উপর ডবল নিউমনিয়া সেপ্টিসিমিয়া। গুরুদেব **পাইরোজেনিয়ম ৬** প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর দিতে বলিয়া আমাকে দিবা-রাত্রের জন্য থাকিয়া খুব সতর্কতার সহিত ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং দরকারমত টেলিফোন করিতে বলিলেন। এই সময়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে টেলিফোন করিয়া জানান হইল—ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন—একবার আসিবেন। তিনি আসিবেন না বলিয়া জবাব দিলেন। যাহা হউক গুরুদেব চলিয়া গেলেন। বেলা ১টা পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানতার সহিত গুরুদেবের উপদেশ মত ২ঘণ্টা অন্তর **পাইরোজেনিয়ম ৬** তিনমাত্রা দেওয়ার পর হইতে পরিবর্ত্তন হইতেছে বুঝিতে পারিলাম। বেলা ৩টার সময় তাঁহার নিকট গিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলাম এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলাম। রোগিণীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি এমন সময় ভরাৎ শব্দ করিয়া অনেকটা হলুদ রংএর বাহ্যে হইল। জ্বর ১০০°-তে নামিয়াছে। কাশি আছে, প্রস্রাব হয় নাই। গুরুদেবের আদেশে নিউমনিয়ার জন্য এলোপ্যাথী মতে যে এন্টিফ্লোজেষ্টিন প্লাষ্টার দেওয়া ছিল তাহা উঠাইয়া ফেলিলাম। **পডোকাইলম ৬** ৩ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। রাত্র ১১টায় প্রস্রাব হইল। জল-বার্লি খাইতে দিলাম। ৩ঘণ্টা সুনিদ্রা হইল। পরদিন প্রাতে রোগিণী অনেক সুস্থ আছে। গুরুদেব আসিয়া **পডোকাইলম ৬**

৪ঘণ্টা অন্তর এবং জল-বার্লি ৪ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিলেন। রোগিণী ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল। নিউমনিয়াও সারিয়া গেল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—পূর্ব্বে এলোপ্যাথী ইত্যাদি চিকিৎসার পর হোমিওপ্যাথী ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে ১মাত্রা **সলফর ৩০** দিয়া পরে রোগের যে ঔষধ তাহা প্রয়োগ করিতে হয় এমত জানিয়াছিলাম, আপনি দিলেন না কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন—"পূর্ব্বে অনেকেই এই নিয়মে চিকিৎসা করিতেন—এখন অনেক রোগী দেখিয়া এই বিশ্বাস হইয়াছে যে রোগীতে উপস্থিত যে সকল লক্ষণ পাওয়া যাইবে সেই লক্ষণানুযায়ী-ই ঔষধ দিবে।"

২১। ২২নং ফিয়ার্স লেন। ননী কুণ্ডুর স্ত্রীর কলেরা হয়, বয়স ৩০ বৎসর। আমি চিকিৎসার জন্য আহূত হইলাম। উপস্থিত লক্ষণানুযায়ী নানা ঔষধ ব্যবহার করিতেছিলাম। পরদিন আস্ত আস্ত ভাত বাহ্যে হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ৮দিন পূর্ব্বে ভাত খাইয়াছিল—সেই ভাতই বাহ্যে হইয়াছে। গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলাম। তিনি **ওলিয়েণ্ডার ৬** তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে বলিয়া গেলেন। আমি ২৪ ঘণ্টার জন্য নিযুক্ত হইলাম। রোগিণীর প্রস্রাব হয় নাই, ইউরিমিয়াও হয় নাই, অন্য কোন উপসর্গও নাই। মাঝে মাঝে নিদ্রা হইতেছে, জল খাইতেছে, কথা বলিতেছে

অথচ ২।৪টা ভুল বকিতেছে। পরামর্শক্রমে ঔষধ দিতেছি। রাত্রে রোগিণীর ঘরে বসিয়া আছি—ননী কুণ্ডুর ছোট ভগিনীর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে রোগিণীর কপালে অনেকগুলি থেত্‌লান মত দাগ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এগুলি কিসের দাগ? ভগিনী বলিল—এইগুলি **কপালঠুকা**। কপালঠুকা কি প্রশ্ন করিয়া নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি জানিলাম :—

১৩ বৎসর পূর্ব্বে বউ-এর বয়স ১৬।১৭ বৎসর, ছোট পুরাতন বাড়ী, সিঁড়ির নীচে জলের কল হইতে মাটীর কলসী করিয়া জল লইয়া সিঁড়িতে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কলসী ভাঙ্গিয়া বউ অজ্ঞান হইয়া যায়। তাহার পর হইতে তাহার খাওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ঠাকুর-বাড়ীর চরণামৃত বলিয়াও একবিন্দু জল পর্য্যন্ত খাওয়াইতে পারে নাই। খাওয়ার কথা বলিলেই বলিত—"তোরা কি জানিস্ আমাকে কত-কিছু খাওয়াইয়া যায়। এইমাত্র দেওঘরের পেরা খাওয়াইয়া গেল—এই দেখ এখনও মুখে পেরার গন্ধ।" মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শরীর বেশ সুস্থ ও সবল আছে। সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম করিত, রান্না পরিবেশন ইত্যাদি করিয়া সকলকে খাওয়াইত। রাত্রের কাজকর্ম্ম শেষ হইলে আমরা বউদিকে দাদার ঘরে শুইতে যাইতে বলিলে অস্বীকার করিত। আমরা ঠেলিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেই চীৎকার করিয়া কপাল ঠুকিতে ঠুকিতে এই দশা করিয়াছে—আমরা ইহার নাম রাখিয়াছি **কপালঠুকা**। ১২ বৎসর এইভাবে কাটিল। দাদার পুনরায়

বিবাহ দিব বলিলেই চীৎকার করিয়া ভীষণ অশান্তি ঘটাইত। ১২ বৎসর পর একদিন অজ্ঞানাবস্থায় কয়েক ঘণ্টা পড়িয়া রহিল। জ্ঞান হইতে নিজেই খাইতে চাহিল। নিয়মিত খাওয়া সংসারের কাজকর্ম ইত্যাদি বউ-এর মতই করিতে লাগিল। তাহার একবৎসর পর এই কলেরা রোগ হইয়াছে।" প্রতাপবাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"হিষ্টিরিয়ার কাণ্ড সকলই অদ্ভুত। ভাত পেটে গিয়া ৮দিন যেমন ভাত তেমনই থাকিয়া বাহ্যে হয় ইহার কোন **থিওরি** নাই। নিজ চক্ষে দেখিয়া অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। **মেটেরিয়া মেডিকায়** এই সকল উল্লেখ আছে।" **ওলিয়েণ্ডার ৬** তিন ঘণ্টা ৪ঘণ্টা অন্তর দিয়া বেশ উপকার হইল। তৎপরে **সলফর ২০০** দেওয়ার পর প্রস্রাব হইল। পরে **নক্সমস্কেটা ৩০** চারি-পাঁচদিন দিনে ৩বার করিয়া দিয়া পরে দিনে ২বার করিয়া খাইতে দেওয়া হইল। পথ্যাদি সমস্তই সহ্য হইয়া রোগিণী সুস্থ হইল।

বার বৎসর সময়ের মধ্যে ১০।১৫ দিন অন্তর একটু সবুজ রংএর প্রস্রাব, কখনও একটুকরা বাহ্যে হইত। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বেও রোগিণী সুস্থ আছে জানিয়াছিলাম। তাহার পর বহুদিন কোন সংবাদ পাই নাই।

২২। সাভারের শচীন্দ্রনাথ সাহার স্ত্রী বয়স ৪০ বৎসর। সন্তান হয় নাই। এই বয়সে গর্ভ লক্ষণ দেখা দিল। বমি,

অরুচি, আলস্য, মাছের গন্ধও সহ্য হয় না। পেট ক্রমে বড় হইতে লাগিল। সপ্তামৃত, নবম মাসের সাধভক্ষণ ইত্যাদি যথানিয়মে সমস্তই হইল। আঁতুড় ঘর তৈরী হইল। দশ মাস পূর্ণ হইল। এক বৎসর, দেড় বৎসর, তিন বৎসর গেল। একজন লেডি ডাক্তারকেও দেখান হইয়াছিল। লেডি ডাক্তার গর্ভ বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার একবৎসর পরে অর্থাৎ চতুর্থ বৎসরে রোগিণী রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইল। আমি চিকিৎসা করিতে গেলাম। রক্তামাশয়ের চিকিৎসা হইল, রোগিণী আরাম হইল, কিন্তু এই অদ্ভুত অবস্থার উপায় কি? তাহার স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে ডাকিতে বলিলাম। গুরুদেব আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন—"**ফল্‌স্‌ প্রেগনেন্সি (মিথ্যাগর্ভ), সলফর ২০০** ১মাত্রা দাও।" আমি ঔষধ দিলাম—পেট ক্রমে ছোট হইতে লাগিল। ১৪দিন কোন ঔষধ দেওয়া হইল না। দুই সপ্তাহ পরে আসিয়া রোগিণীকে দেখিয়া বলিলেন—পেট প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে—জরায়ুতে ১টা ফাইব্রেয়েড টিউমর রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহার উপায় কি? তিনি বলিলেন—"**ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ২০০** সপ্তাহে ১মাত্রা করিয়া দাও।" দুই মাসে ৮মাত্রা ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ২০০ দেওয়াতে টিউমর সম্পূর্ণ সারিয়া গেল।

২৩। গ্রে ষ্ট্রীটের অক্ষয় দাসের একমাসের শিশুপুত্রের জন্য ডাকিল। শিশুটীর মাথায় এবং সর্ব্বাঙ্গে ঘা হইয়া পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে। নাকে রুমাল চাপা দিয়া ঘরে ঢুকিলাম। জানিলাম শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৫।৭ দিন পরই মাথায় ঘা দেখা দেয়। এলোপ্যাথী মতে ডাক্তার গঙ্গাধর প্রামাণিক চিকিৎসা করিতেছেন, কিছুরই উপকার হইতেছে না। আমি তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। একমাস যাবৎ শিশুর মাতা শেষ বয়সের একমাত্র শিশুপুত্রকে দিবা-রাত্র ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া কাটাইতেছে। মায়ের কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত অসাড় হইয়া যাইতেছে। শিশুর মাথার চামড়ার একধারে ধরিয়া টানিবামাত্র টুপির মত সমস্ত মাথা হইতে ১খানা চামড়া উঠিয়া মাথার হাড়টা পরিষ্কারভাবে দেখা দিল। বাড়ীতে মানকচু গাছ ছিল—তখনই একটা পাতা কাটাইয়া আনিয়া মায়ের কোলের উপর রাখিয়া শিশুকে সর্ব্বদা কচুপাতা, কলাপাতার উপর শোয়াইতে বলিলাম। গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমার ডাক্তারখানায় আসিলেন। শিশুটাকে মায়ের কোলে করিয়া পাল্কীতে করিয়া আমার ডাক্তারখানায় গুরুদেবের নিকট আনিতে সংবাদ দিলাম (তখন রিক্সা গাড়ী ছিল না।) শিশুটীকে কোলে করিয়া তাহার মা ডাক্তারখানার ঘরে ঢুকিলে দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল। সকলে নাকে কাপড় চাপা দিল। গুরুদেব আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন—"এই শিশুটীর প্রধান লক্ষণ—নাক চ্যাপ্টা, নাকিসুরে কান্না, ঘায়েতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। সাদা পচা

পূঁজ। মলদ্বারে সাদা ঘা, চক্ষু বুজিয়া আছে পূঁজে ভর্ত্তি। ঘায়ে চুলকানি নাই। পিতামাতার গর্ম্মি ও প্রমেহ উভয় রোগই আছে এবং নির্দ্দোষ শিশু উভয় বিষেই জর্জ্জরিত হইয়াছে। চক্ষুর পাতা টানিয়া দেখা গেল—কর্নিয়া ঠিকই আছে। যাহা হউক চক্ষুও রক্ষা পাইবে। শিশুর সমস্ত শরীরে **সিনোবিন তেল** কড়া করিয়া তৈরী করিয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া দিবে। ৩ ঘণ্টা অন্তর বদলাইবে। প্রথম দিনে **সিফিলাইনম ২০০** ১মাত্রা দিয়া পরদিন হইতে **হিপর সলফর ৩০** দিনে ৩বার করিয়া দিবে। পরদিন ১মাত্রা **মেডোরাইনম ২০০** দিয়া তাহার পরদিন হইতে পুনরায় **হিপর সলফর ৩০** তিনদিন দিবার পর ১মাত্রা **সিফিলাইনম ২০০** দিয়া পরদিন হইতে **হিপর সলফর ৩০** দিনে ৩বার করিয়া দিয়া আমাকে জানাইও।" আমি আমার নিজের আগ্রহেই ২।১ দিন পর পর জিজ্ঞাসা করিতাম। রোগী ক্রমেই আরোগ্যের দিকে আসিতেছে। এইভাবে একমাস চিকিৎসা করিবার পর তিনদিন অন্তর একমাত্রা করিয়া **হিপর সলফর ২০০** দিতে এবং অন্য সমস্ত খাবার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া **সিনোবিন তেল** একটু নরম করিয়া তৈরী করিয়া সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিতে বলিলেন। একমাস বিশ্রামের জন্য গুরুদেব মধুপুর গেলেন। ফিরিয়া আসিলে শিশুটীকে আমার ডাক্তার-খানায় আনিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে দেখিয়া গুরুদেব খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

২৪। নাথেরবাগান ষ্ট্রীটে নৃপেন নামক ২২ বৎসর বয়স্ক এক যুবকের **ব্যাসিলারী ডিসেণ্টেরী হয়।** দিবা-রাত্রে ৪০।৫০ বার আমরক্ত বাহ্যে হইতেছে। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কুন্থন, দ্বিতীয় দিনে জ্বর ১০৫° পর্য্যন্ত উঠিয়া প্রলাপ, চক্ষু লাল, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি। আমি **বেলেডোনা ২০০** প্রতি ২ঘণ্টা অন্তর দিলাম। মাথায় বরফ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। তৃতীয় দিনে জ্বর ১০২° হইল। অন্যান্য সকল লক্ষণের মধ্যে প্রলাপ, চক্ষু লাল, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি কমিল; কিন্তু আমরক্ত, কুন্থন, পেটের যন্ত্রণা, ৫০।৫০ বার বাহ্যে ঠিকই রহিল। আমি গুরুদেবের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আসিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে খানিকটা জল বমি হইল। কি পথ্য দেওয়া হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন—শুধু জল ছাড়া কিছুই দেওয়া হয় নাই। তিনি ১মাত্রা **এলোজ ২০০** দিতে বলিয়া নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন—"এলোজ ২০০-এর কম কখনও ব্যবহার করিবে না। ৩০, ৬ ইত্যাদি নিম্নক্রমে রোগ বৃদ্ধি হয়। আরোগ্য হওয়ার পক্ষে একমাত্রাই যথেষ্ট। আমার বাক্সে ২০০-এর কম রাখি না। রক্তামাশয়ের রোগীকে কখনও খালি পেটে রাখিবে না—খুব পাতলা করিয়া জল-বার্লি চিনি বা মিশ্রি মিশাইয়া খাইতে দিবে। ইহাতে ঔষধ ও পথ্য দুই কাজই হয়।" এতবড় কঠিন রোগ ১মাত্রা **এলোজ ২০০** দিতে পরদিনই সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। পূর্ব্বদিন ৪বার ও রাত্রে ১বার মাত্র বাহ্যে হইয়া সারিয়া গেল। সুনিদ্রা হইল।

ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যে সকল রোগীর চিকিৎসায় সুফল হয়।

২৫। ৩৬।এ, নিকাশীপাড়া লেনস্থ রাধাচরণ চ্যাটার্জ্জীর ছেলে—বয়স দেড় বৎসর। শিশু-যকৃৎ-এ (ইনফ্যাণ্টাইল লিভারে) ভুগিতেছিল। দর্জিপাড়ার ডাক্তার তুলসীচরণ দত্ত এল, এম, এস, চিকিৎসা করিতেছিলেন। এলোপ্যাথী মতে ৬মাস চিকিৎসার পর অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি রোগী ছাড়িয়া দেন। আমি সেই শিশুর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের শরণাপন্ন হই। তখন রোগীর অবস্থা অস্থি-চর্ম্ম সার, যকৃৎ বৃদ্ধি। জ্বর কমবেশী দিবারাত্রই আছে। বাহ্যে নরম ইত্যাদি। তাঁহার মতে ১মাত্রা **সলফর ২০০** দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন। প্রথমদিনেই জ্বর বেশী হয়। ৪দিন পর হইতে **ক্যালকেরিয়া আর্স** ৩০ দিনে ৩বার করিয়া দিতে বলেন। সাতদিন দেওয়াতে জ্বর বন্ধ হইল। তিনদিন ঔষধ বন্ধ রাখিয়া পুনরায় এই ঔষধই দিলাম। পথ্য—জলবালি। অন্য সমস্ত পথ্য বন্ধ রহিল। পূর্ব্ব হইতেই স্তন্যদুগ্ধ বন্ধ ছিল। বাহ্যে ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া যকৃৎ কমিতে লাগিল। একমাস এই জলবালি পথ্য ও **ক্যালকেরিয়া আর্স** ৩০ ঔষধ। রোগীর শরীর পূর্ব্ববৎ ক্ষীণই রহিয়াছে। একবার বালি ও একবার স্তনদুধের মত পাতলা করিয়া হরলিক্স মল্টেড্ মিল্ক ব্যবস্থা হইল। পাছার চামড়া ঢিলা শুক্‌না এবং পা সরু, কিছুর সাহায্য ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না। জিতেনবাবু **এব্রোটেনম ৬** দিনে ৩বার

করিয়া খাইতে ব্যবস্থা দিলেন। কিছুদিন এই ঔষধ দেওয়ার পর রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম দুধ বন্ধ। বার্লির সঙ্গে একটু দুধ মিশাইয়া দিলে কি দোষ হয়? উত্তরে জিতেনবাবু বলিলেন—"পিতৃদেব (প্রতাপবাবু) বলিয়াছেন দুধের গন্ধ পাইলেও রুগ্ন শিশুর লিভর বাড়িয়া যায়। শিশু-যকৃতে দুধ বিষের কাজ করে। আমাদের সাধারণ খাদ্য ভাত, রোগ হইলে তাহার চেয়ে হাল্কা খাদ্য খাই। শিশুর সাধারণ খাদ্য দুধ। জ্বর, সর্দ্দি, পেটের অসুখ ইত্যাদি হইলে তাহার চেয়ে হাল্কা খাদ্য দিতে হয়। অন্যথায় লিভারের ক্রিয়া খারাপ হয়। বার্লি-ই সবচেয়ে ভাল পথ্য। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে ক্রমে বার্লির সঙ্গে দুধ মিশাইয়া দিতে হয়। তিনি চিকিৎসা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যকৃৎ রোগাক্রান্ত শিশুর চক্ষু হল্‌দে হইলে অথবা হাত-পায় শোথ আসিলে ঐ সকল শিশুর চিকিৎসার ভার লইবে না। তাহা শিবের অসাধ্য।" একদা এক শিশুর চিকিৎসায় শিশুর পিতা পিতৃদেবকে বলে যে দুধ না হইলে এমন কি বার্লির সঙ্গে হইলেও একটু দুধ মিশাইয়া না দিলে শিশু কাঁদে। তিনি সহজে বিরক্ত হইতেন না কিন্তু বার বার এই বিষয় বলায় তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"দুধ না দিলে শিশু কাঁদে। লিভারের রোগে দুধ দিলে শিশুর মা-বাপ কাঁদবে। নিরপরাধ শিশু আমার শত্রু নয়। বাঁচিয়া থাকিলে সারাজীবন দুধ খাইতে পারিবে।"

তাঁহার এই অমূল্য উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমরা

সারাজীবন শিশু-যকৃৎ রোগের চিকিৎসা করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছি।

২৫-খ। ইং ১৯২৪ সালে কৃপানাথ লেনস্থ অশ্বিনী দাসের এক বৎসরের শিশুপুত্রের যকৃতের চিকিৎসার জন্য আহূত হইলাম। আমি দুধ বন্ধ রাখিয়া শুধু জলবার্লি খাইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। শিশুর বাপ-মা দুধ দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে বলিতে লাগিল। আমি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই দুধ দিব না বলাতে আমার চিকিৎসা বন্ধ রাখিয়া ডাক্তার অমূল্য চক্রবর্ত্তীর নিকট গিয়া এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা করাইতে লাগিল। ডাক্তারবাবুর মতে যত ইচ্ছা দুধ দিতে আদেশ পাইল। একমাস পর শিশুটীকে লইয়া আমার নিকট আসিল। তখন রোগীর অবস্থা ঃ—চক্ষু হলুদে, অধিকন্তু হাত-পায় শোথ দেখা দিয়াছে। আমি গুরুদেবের উপদেশ মত "শিবের অসাধ্য" রোগীর চিকিৎসার ভার লইলাম না। দিনকতক পরেই শিশুটী মারা গেল। শিশুর দুধ খাওয়াও শেষ হইল।

২৬। শিকদারপাড়া ষ্ট্রীটে তারাসুন্দরী কালীবাড়ীর একটী সাত বছরের ছেলের টাইফয়েড জ্বর হয়। প্রথম ১০ দিন এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা হইয়া হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসার

জন্য আমাদের হাতে দিলেন। আমি ডাক্তার জিতেন মজুমদারকে পরামর্শের জন্য ডাকিলাম। লক্ষণানুযায়ী নানা ঔষধ ব্যবহারের পর ২৮ দিনে রোগীর সমস্ত লক্ষণই প্রায় দূর হইল; কিন্তু সামান্য সামান্য জ্বর দিবারাত্র চলিতে লাগিল। ৯৮°।৯৯° ডিগ্রির কমবেশী হয় না। টিউবার্কুলসিস বলিয়া সন্দেহ হইল। কাশি ইত্যাদি কোন উপসর্গ নাই। এক্সরে করিয়া কিছু পাওয়া গেল না। অগত্যা আশ্বিন মাসের শেষভাগে স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য বিন্ধ্যাচল যাওয়া হইল—আমিও সঙ্গে গিয়াছিলাম। কয়েকদিন পর সমস্ত অবস্থা লিখিয়া জিতেনবাবুকে জানাইলাম। তিনি চিঠির খামের ভিতর ১মাত্রা **ব্যাসিলাইনম ২০০** পাঠাইলেন। প্রাতে খালিপেটে খাওয়াইলাম। সেই রাত্রে জ্বর ১০১° উঠিল। পরদিন ৯৯° তার পরদিন ৯৭° ডিগ্রি হইয়া রোগী সুস্থ হইল।

২৭। হাটখোলা পাটের দালাল বনবিহারী সাহার ভ্রাতুষ্পুত্র পশুপতি—বয়স ১৬ বৎসর। ব্যাসিলারী ডিসেণ্টেরী (খুব কঠিন রক্তামাশয়) রোগে আক্রান্ত হয়। জ্বর ১০৩°, দিবারাত্রে ৩০।৪০ বার আমরক্ত বাহ্যে। আমি প্রথমে **বেলেডোনা ৩০, ২০০** পরে **মার্কুরিয়সকর ৩, ৩০** দিলাম, জ্বর কমিয়া ১০০° হইল। বাহ্যে ১৫।২০ বারে দাঁড়াইল। কুন্থন, পেটবেদনা, আমরক্ত সবুজ রংএর সামান্য মলমিশ্রিত

ইত্যাদি দেখিয়া পরামর্শের জন্য জিতেন মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলাম। তিনি সমস্ত ঔষধ বন্ধ রাখিয়া ১মাত্রা **আর্জেণ্টম নাইট্রিকম্** ২০০ দিলেন। পথ্য—জলবার্লি। ডালিমের রস, পানিফল ইত্যাদি এ জাতীয় পেটের অসুখে সমস্তই বন্ধ রাখিতে বলিলেন, জলবার্লিই একমাত্র পথ্য। অন্যান্য পথ্যে রোগ বৃদ্ধি হয়। দুর্ব্বলকারী রোগে দুর্ব্বল হওয়াই নিয়ম। রোগ আরোগ্য হইলে পথ্যাতে শরীর সবল হইয়া উঠে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে—রোগীকে খাইতে দিতে হয়—রোগকে নয়। পরদিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় রোগী আরোগ্য হইল। আর ঔষধের কোন দরকার হইল না।

২৮। ১৫নং বেনেটোলা ষ্ট্রীট—ননীনাথের আড়াই বৎসর বয়স্ক পুত্র শিশু-যকৃৎ হইয়া ভুগিতেছিল। অনেক প্রকার চিকিৎসার পর হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসে। রোগীর অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে চক্ষু সামান্য হলদে হইয়াছে দেখিয়াই আমি জিতেন মজুমদার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি রোগী দেখিয়া বলিলেন—"অতি কঠিন অবস্থা —যাহা হউক বয়স দুই বৎসরের বেশী হইয়াছে—হতাশের আশা—অনেক সময় দেখা যায় উগ্র এলোপ্যাথী ঔষধ পড়িলে নানারকম দুর্লক্ষণ দেখা দেয়। শিশুর বয়স যত কম হয় ততই ভয়ের কারণ বেশী হয়। প্রথমে তাহাকে **ক্যালকেরিয়া**

আর্স ৩০ দিনে ৩বার করিয়া দিতে বলিলেন। পথ্য—একমাত্র জলবার্লি—৪দিন ঔষধ দেওয়ার পর জ্বর কম পড়িল। অন্যান্য লক্ষণ এবং চক্ষের ঈষৎ হল্‌দে ভাব একপ্রকারই রহিয়া গেল। জিতেনবাবুর সঙ্গে গিয়া গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া **ক্রোটেলস্ হরিডস ৩০** দিনে ২বার করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ২দিন দেওয়ার পর পাতলা বাহ্যে দেখা দিল। ক্রমে চক্ষের হল্‌দে আভা কাটিয়া গেল। নূতন উপসর্গ দেখা দিল, পেট ফাঁপিয়া উঠে, বেশী পরিমাণে বাহ্যে হইলেই পেট ফাঁপা কমিয়া যায়। দিবারাত্রে ২।৩বার এরূপ বাহ্যে হয়। প্রতাপবাবু বিশ্রামের জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছেন। জিতেনবাবু **পডোফাইলম ৬** ৪ঘণ্টা অন্তর রোজ ৪মাত্রা করিয়া দিতে ব্যবস্থা করিলেন, ইহাতে উপকার হইয়া রোগ অনেক কমিয়া গেল। ৮।১০ দিন ব্যবহারের পর যতটুকু কমিয়াছে তাহার বেশী উপকার বুঝিতে পারা যায় না। **পডোফাইলম ৩০** দিনে ৩বার করিয়া দিতে ব্যবস্থা দিলেন। দুই সপ্তাহ এক নিয়মে ঔষধ ও পথ্য চলিল। রোগী ক্রমে সুস্থ হইল। গলা ভাত, কচি কাঁচকলা, সিঙ্গি মাছের ঝোল ও দুধ-ভাত দেওয়া হইল।

গুরুদেব প্রতাপবাবু ও জিতেনবাবুর মতে অন্নরসে লিভার ভাল থাকে। রোগী নির্দ্দোষে আরোগ্য হইল।

২৯। কুমারটুলী—বসন্ত চিকিৎসক অন্ধ হরিনারায়ণ পালের স্ত্রীর কলেরা রোগ হয়। বয়স ২৫ বৎসর, নিঃসন্তান। লক্ষণানুযায়ী নানা ঔষধ দেওয়ার পর প্রস্রাব বন্ধ থাকিয়া পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে। **কার্ব্বোভেজ ২০০** দিয়াও কাজ হয় নাই। নাড়ী লুপ্ত, মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ দেখা দিয়াছে এমন সময় জিতেন মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলাম। **নক্সমস্কেটা ২০০** ১মাত্রা দিতে বলিলেন। এই রোগিণীর হিষ্টিরিয়া রোগ আছে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রস্রাব হইল। পেটফাঁপা সম্পূর্ণভাবে কমিয়া গেল। নাড়ী স্বাভাবিক হইতে লাগিল। ক্রমে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

৩০। অভয় মিত্র ষ্ট্রীটস্থ নন্দ কর্ম্মকারের স্ত্রী কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। নানাপ্রকার লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া নিম্নলিখিত অবস্থা—সর্ব্বশরীর শীতল, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, চক্ষু স্থির, শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুমাত্র অনুভব করা যায় না ইত্যাদি লক্ষণে ক্যাম্ফর, কার্ব্বোভেজ, হাইড্রোসিয়েনিক এসিড ইত্যাদি দিয়া অকৃতকার্য্য হইলাম। ডাক্তার জিতেন মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলাম। তিনি সমস্ত অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া **ব্রায়োনিয়া ৩০** ব্যবস্থা করিলেন। আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্রায়োনিয়া ৩০ দিলেন কেন? তিনি বলিলেন—এই অবস্থায় জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনিতে ব্রায়োনিয়ার মত শক্তিশালী

কোন ঔষধই নহে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রোগিণীর জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসিল। রোগিণী পুনর্জীবন লাভ করিল।

৩১। ৯।১-এ, কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীটস্থ বিপিন দাসের স্ত্রী—বয়স ৪০ বৎসর—বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়, এই সঙ্গে অর্শ দেখা দেয়। অর্শের চিকিৎসার জন্য জনৈক চাঁদসী ডাক্তারকে ডাকে। অনভিজ্ঞ চিকিৎসক মলদ্বারে আঙ্গুল ঢুকাইয়া অর্শ পরীক্ষা করিতে গেল। স্ত্রীলোকের মলদ্বারে আঙ্গুল ঢুকাইতেছে—লজ্জায় ও ভয়ে জড়সড় হওয়া স্বাভাবিক—ফলে, মলদ্বার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া ফাটিয়া গেল। মলদ্বার যে কোন কারণেই ফাটিয়া গেলে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। এই রোগিণীরও তাহাই হইল। রোগিণী যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়া যাইত। মেডিক্যাল কলেজ হইতে বড়সার্জ্জেন ইউ, এন্, রায়চৌধুরীকে পরামর্শের জন্য ডাক্তার অমূল্য চ্যাটার্জ্জী এল্, এম্, এস্, ডাকিলেন। অমূল্যবাবুই চিকিৎসা করিতেছিলেন। মধ্যসময়ে রোগিণীর স্বামীর মতে চাঁদসী ডাক্তার আসিল। যাহা হউক সার্জ্জেন ডাক্তার সাহেব আসিয়া **কোকেন সাপোজিটরী** ব্যবস্থা করিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার। হোমিওপ্যাথী মতে রোগিণীর শাশুড়ী ও অন্যান্য রোগীর বেরিবেরি চিকিৎসার জন্য আমি নিযুক্ত ছিলাম। ডাক্তার সাহেবের ব্যবস্থাপত্র বটকৃষ্ণ পালের বাড়ী যাওয়া মাত্র ঔষধের

দোকানে তাহা আটক করিয়া সংবাদ দিল—পুলিশ কমিশনারের আদেশ ছাড়া এই ব্যবস্থাপত্রে লিখিত **৪টা কোকেন সাপোজিটরী** দিতে পারিবে না। আমি গিয়া অত্যন্ত জরুরী বলিয়া নিজে নাম সহি করিয়া নিজের দায়িত্বে ৪টা কোকেন সাপোজিটরী লইলাম। একটা মোটা মুখের শিশিতে বরফ দিয়া তাহার মধ্যে কোকেন সাপোজিটরী ৪টা দিয়া প্রেস্ক্রিপশনের নকল একখানা আমাকে দিল এবং ডাক্তার সাহেবের লিখিত ব্যবস্থাপত্রখানা লালবাজার পুলিশ কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া দিল। মলদ্বারে ১টা সাপোজিটরী দেওয়া হইল। রোগিণী সাময়িক একটু শান্তিবোধ করিল। ৮ঘণ্টা পর পুনরায় যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় সাপোজিটরী দেওয়া হইল। এইভাবে দুইদিন কাটিল। ৪টা সাপোজিটরী-ই শেষ হইল। সার্জ্জেন ডাক্তার সাহেবকে টেলিফোন করিলাম—তিনি হাসপাতালে দিতে বলিলেন। অগত্যা হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসার জন্য আমাকে বলিলে আমি পরামর্শের জন্য ডাক্তার জিতেন মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলাম।

মলদ্বারের অসাড় ভাব কাটিয়া গেলে পুনরায় অসহ্য যন্ত্রণা হইয়া রোগিণী অজ্ঞান হইয়া যায়। জিতেনবাবু একমাত্রা **গ্রাফাইটিস্ ২০০** দিয়া বলিলেন, দরকার হইলে পরদিন আর একমাত্রা দিবে, বলিয়া চলিয়া গেলেন। প্রথম দিনে একমাত্রাতেই বিশেষ উপকার হইল। তৃতীয় দিনে আর একমাত্রা দেওয়া হইল। মলদ্বারের যন্ত্রণা একেবারে দূর হইল। পরে তাঁহাকে

বেরিবেরি রোগের পরামর্শের জন্য ডাকিলাম। রোগিণী অত্যন্ত স্থূলকায়া, নিঃসন্তান। সর্ব্বদা সাদা সাদা স্রাব হইতেছে, যাহাকে প্রদর স্রাব বলে। জিতেনবাবু তলপেটের উপর হাত দিয়া চাপিয়া বলিলেন—বরদা! দেখ এই রোগিণীর পেটে ছোট-বড় ৭।৮টা টিউমর রহিয়াছে—তাহাকে **মাস্ অব টিউমর** বলে। উপর পেটে পাকস্থলার স্থানে ট্রান্সভার্স কোলোনের স্থানে এক লাইন ছোট ছোট টিউমরের মালার মত। এমন রোগী আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। কেন এত টিউমর হইয়াছে ইত্যাদি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—এই সমস্ত টিউমর গণোরিয়া হইতে হইয়াছে। স্রাব ইত্যাদিরও একই কারণ। একমাত্রা **থুজা ২০০** দেওয়া হইল, অতি আশ্চর্য্যের বিষয়—এতগুলি টিউমর ক্রমে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। একমাস পর দেখা গেল, সমস্ত টিউমরগুলি অদৃশ্য হইয়াছে এবং স্রাবও বন্ধ হইয়াছে। রোগিণীর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহার গর্ম্মী, বাগী, গণোরিয়া ইত্যাদি সকল রকমের রোগই হইয়াছিল—স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই শরীরে অনেক ইন্‌জেকশন হইয়াছে। এলোপ্যাথী ঔষধ যথেষ্ট খাইয়াছে ইত্যাদি।

এই সকল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ও এলোপ্যাথী চিকিৎসা ইত্যাদি হওয়ার কয়েক বৎসর পর হইতে রোগিণী ক্রমে স্থূলকায়া হইতে হইতে বর্ত্তমানে তাহার শরীর এত মোটা হইয়াছে। জিতেন মজুমদার মহাশয়কে এই সকল কথা জানাইলে তিনি

বলিলেন—নিঃসন্তান হওয়ার একটা প্রধান কারণও এই সকল দূষিত রোগ।

৩২। জনৈক পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের ডান হাতের কব্জির নিকট রেডিয়স বোনের (হাড়ের ক্ষয়রোগ দেখা দেয়) এলোপ্যাথী মতে বহু চিকিৎসার পর ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী মত দিলেন, হাতখানা কাটিয়া বাদ দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ডাক্তার জিতেন মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে **সাইলিসিয়া ৩০** দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ৩০, ২০০ ইত্যাদি দেওয়ার পর **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** একমাত্রা দেন। ১০।১২ দিন পর সেই স্থান পাকিয়া উঠে এবং ফাটিয়া পূঁজ বাহির হয়। ১৪দিন পর আরও একমাত্রা **লক্ষশক্তি সাইলিসিয়া** দেওয়াতে দুই টুক্‌রা মরা হাড় বাহির হয়। আমি **সিনোবিন তেল** দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতাম। পরে ১মাত্রা **ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা লক্ষশক্তি** দেওয়াতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল।

৩৩। ১৯১৭ ইং—৮২নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে সদয়কৃষ্ণ পোদ্দার মহাশয়ের চিকিৎসায় নিযুক্ত হই। তিনি ময়মনসিং জেলা, টাঙ্গাইল সবডিভিসন মির্জ্জাপুর গ্রাম হইতে চিকিৎসার্থ কলিকাতা আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে মেডিক্যাল কলেজের

প্রিন্সিপ্যাল ক্যালভার্ট সাহেবকে পরামর্শের জন্য ডাকেন। ডাক্তার ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী সকল সময়ের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। প্রায় তিন বৎসর রোগী প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত সারারাত্র—ঘাড়, পিঠ, গলা, বগল ইত্যাদি জায়গায় শীত-গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই দুর্গন্ধযুক্ত জ্বালাসহ ঈষৎ হল্‌দে আভাযুক্ত প্রচুর ঘর্ম্ম হইত। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সারারাত্র অনিদ্রায় কাটাইত। শেষ রাত্রে ছাই রং-এর থস্‌থসে মল বাহ্যে হইত। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। ক্যালভার্ট সাহেব রক্ত পরীক্ষা করিয়া $\frac{1}{1}\frac{0}{0}$ পজিটিভ গর্ম্মীর বিষ পাইলেন। **স্যালভর্সিন** ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করিলেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কলিকাতার বাজারে মাত্র ৮টি ইন্‌জেকশন ছিল। এক-একটীর দাম ৭।।০ টাকার স্থলে ২৫০৲ টাকা। দুই হাজার টাকায় ৮টী ইন্‌জেকশন কিনিয়া নিয়ম মত দেওয়া হইল। রক্তের দোষ অনেকটা কম হইল কিন্তু একেবারে নির্দ্দোষ হইল না। সারা-রাত্রির জ্বালা-যন্ত্রণা পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল। ক্যালভার্ট সাহেব ইন্‌জেকশন বন্ধ করিয়া মিক্সচার ঔষধ দিলেন। কিছুই ফল হইল না।

৪ মাস পর ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে ৭ দিন, ডাক্তার ইউনান্‌কে ৭ দিন ও ডাক্তার জগৎ রায়কে ৭ দিন করিয়া মোট তিন সপ্তাহ চিকিৎসা করাইয়া ফল না হওয়ায় কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। রোগী ও তাহার আত্মীয়দের ধারণা ছিল—হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় ১মাত্রায়

রোগ সারে। তিনজন বড় হোমিওপ্যাথী ডাক্তার দ্বারা পর পর এক সপ্তাহ করিয়া তিন সপ্তাহ চিকিৎসা করাইয়া কোন ফল হইল না। অতএব হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা বন্ধ রাখিয়া কবিরাজী চিকিৎসার জন্য শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে আসিয়া প্রায় ৬মাস কবিরাজী চিকিৎসায়ও কোন ফল হইল না দেখিয়া রোগী ও তাহার আত্মীয়-স্বজন সকলেই হতাশ হইলেন। বালিয়াটীর জমিদার রাধাচরণবাবু তাঁহার কর্ম্মচারী যজ্ঞেশ্বর সাহাকে সঙ্গে দিয়া আমাকে সদয়কৃষ্ণ পোদ্দার (রোগী) মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন। সকাল ৮টার সময় আমরা গিয়া তাঁহার বিছানার নিকট দাঁড়াইয়াছি (বিছানার নিকট একখানা চেয়ার ছিল) কিন্তু একবার বসিতেও বলিলেন না। অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় আমার সঙ্গী যজ্ঞেশ্বর সাহার মুখে শুনিলেন—আমি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য গিয়াছি। রোগী যজ্ঞেশ্বরকে বলিলেন—প্রতাপবাবু, ইউনান্ সাহেব ও জগৎ রায় তিনজন প্রবীণ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া কিছুমাত্র উপশম হইল না—রাধাচরণবাবু না জানিয়া একজন যুবককে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার ম্যানেজার পার্শ্বনাথবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবুর ভিজিটের টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দাও।

আমি বলিলাম—রোগী না দেখিয়া শুধু আসিয়াই আমি ভিজিটের টাকা গ্রহণ করি না। অগত্যা রোগী আমাকে বসিতে বলিলেন এবং নিজেও উঠিয়া বসিলেন। লক্ষণাদি সমস্ত শুনিয়া একমাত্র **সিফিলাইনম ২০০** দিলাম। পরদিন প্রাতে ৭টার সময়

আমাকে সংবাদ দিতে বলিয়া আসিলাম। বিকালে ৫টার সময় গুরুদেব ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে এই রোগীর কথা বলিবামাত্র তিনি বলিলেন—"ঐ খেয়ালী রোগীর চিকিৎসা খুব সাবধানে করিও।" আমি রোগীর সারারাত্রের লক্ষণের কথা বলিয়া **সিফিলাইনম্ ২০০** দেওয়ার কথা বলিতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আমার মনে হয় ইহাতেই কাজ হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি সিফিলাইনম্ দিলেন না কেন?" তিনি বলিলেন—"ঐ সময় যে লক্ষণ ছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া অন্য ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। মাত্র ৬দিন আমার চিকিৎসায় ছিল—৬দিনের মধ্যে ২দিন দেখিতে গিয়াই বুঝিতে পারিলাম খেয়ালী রোগী। এই সকল রোগীর চিকিৎসায় ২।৪বার ডাক আসিলে তবে আমরা চিন্তা করি। তখন মনে হয় চিকিৎসা চলিবে। অনেক রোগীই খেয়ালের বশে ২।১বার ডাক দিয়াই শেষ করে। আমরা হয়ত রাত্রে চিন্তা করিয়া ঔষধ ঠিক করিয়া রাখিলাম—পরে ডাকিল না। এই বয়সে বৃথা চিন্তা করি না। তুমি এখন যুবক—নূতন চিকিৎসক —সাবধান, এরূপ করিও না। রোগী আরাম করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে।"

পরদিন প্রাতে ৭টায় কেহ ডাকিতে আসিল না। ভাবিলাম আমার চিকিৎসা এইখানেই শেষ। বেলা ৯টার সময় পার্শ্বনাথ-বাবু ও যজ্ঞেশ্বর সাহা দুজন, ব্যস্তভাবে আসিয়া আমাকে যাইবার জন্য বলিল। গাড়ী ডাকিল। এত দেরী হওয়ার কারণ

তাহারা বলিল—তিন বৎসর পর গত রাত্রে রোগী সারারাত্র ঘুমাইয়াছে। জ্বালা-যন্ত্রণা ইত্যাদি কিছুই হয় নাই। অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করিয়াছে। প্রাতে ৮টার পর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, হলুদ রং এর পরিষ্কার বাহ্যে হইয়াছে। আমি গিয়া সকল অবস্থা দেখিলাম ও শুনিলাম। রোগী ঔষধের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। আমি ৪মাত্রা শুধু সুগার অব মিল্কের পুরিয়া দিয়া ৩ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। এই ৪ পুরিয়া রাত্র ৭টার মধ্যে শেষ করিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাত্রের জন্য ৪ পুরিয়া ঔষধ চাহিলেন। সন্ধ্যার পর হইতে জ্বালা-যন্ত্রণা ইত্যাদি হয় কিনা দেখিবার জন্য ২ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া রাত্র ৯টার সময় চলিয়া আসিলাম—রোগীও ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন প্রাতে ৮টার সময় রোগীকে দেখিতে গেলাম। রোগী সুস্থ আছে। বেশী দামের সাহেব-বাড়ীর ঔষধ চাহিলেন। আমি মুস্কিলে পড়িলাম। যাহা হউক ৪ পুরিয়া খুব ভাল ঔষধ অর্থাৎ ঔষধবিহীন সুগার অব্ মিল্ক দিয়া বিকালবেলায় গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"রোগ সারিয়া যাইবে, রোগীর মতের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া সামলাইয়া চলিও। বেশী সুগার অব মিল্ক দিয়া বড় কাগজে পুরিয়া করিয়া প্রতি পুরিয়া আট আনা চার্জ্জ করিয়া দিও।"

সন্ধ্যার পর গিয়া গুরুদেবের উপদেশমত পুরিয়া দিলাম। পরদিন প্রাতে গিয়া জানিলাম যে গত রাত্রের ঔষধ খুব ভাল ছিল, সারারাত্রি শান্তিতে ঘুমাইয়াছেন। এইভাবে মাসাধিককাল

চিকিৎসার পর ডাক্তার চারু বসুর লেবরেটরীতে রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে রক্ত দোষশূন্য হইয়াছে। খুব সাবধানে ভাল ঔষধ দিয়া খেয়ালী রোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। আরও দুই মাস এইভাবে চিকিৎসা চালাইলাম। কার্ত্তিক মাস আসিয়া পড়িল। রোগী চেঞ্জে স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য যাইতে এবং আমাকে স্থান নির্দ্দেশের জন্য ধরিলেন। পুনরায় রক্ত পরীক্ষা করিয়াও নির্দ্দোষ প্রমাণ হইল। স্থান পরিবর্ত্তনের স্থান আমি কিছুতেই আন্দাজে বলিতে পারিব না। গুরুদেব প্রতাপবাবু ভারতের বহু স্থান জানেন, তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইতে বলিলাম। রোগী বলিলেন—আপনিই "আমার প্রতাপবাবু"। আমি বাধা দিয়া বলিলাম—আপনি একি বলিতেছেন? আমি তাঁহার পায়ের আঙ্গুলের একটা ধূলিকণারও উপযুক্ত নহি। একটা শিশুর চিকিৎসার জন্য প্রতাপবাবুকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া একোনাইট দিলেন—বিশেষ উপকার হইল না, একজন নার্স শিশুটার শুশ্রূষা করিত। সামান্য ২।৪টা হোমিওপ্যাথী ঔষধের নাম জানিত। সে শিশুটীকে বেলেডোনা দিল, শিশুর বিশেষ উপকার হইল, এজন্য একজন সামান্য নার্স প্রতাপ মজুমদারের সমান হইতে পারে না। আগামীকল্য তাঁহাকে ডাকিবেন—নতুবা আমি আর আসিব না। পরদিন গুরুদেব আসিলেন। তিনি রোগীর মুখে আমার সঙ্গে রোগীর যে সকল কথা হইয়াছিল তাহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। রোগীর জন্মস্থানের

বর্ণনা এবং উত্থান একাদশীতে তাহার বাড়ীতে মেলা হয় ইত্যাদি শুনিলেন। অন্য কোন জায়গায় না গিয়া নিজ জন্মস্থানেই যাওয়া মত দিলেন। পরবর্ত্তী শ্রাবণ মাসে পোদ্দার মহাশয় কলিকাতা আসিয়া রক্তপরীক্ষা করাইয়া নির্দ্দোষ প্রমাণ পাইলেন। তাঁহার বন্ধু সতীশ চৌধুরী মহাশয় ও অন্যান্য সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন। রোগী পুরস্কার স্বরূপ সোনার ঘড়ি, চেন ও মেডেল দিতে মনস্থ করিয়া বনবিহারী সাহার হাতে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দিলেন। বনবিহারীবাবু আমাকে সঙ্গে করিয়া রাধাবাজার গিয়া রায় ব্রাদার্স হইতে একটী **বেন্‌নেভিস** সোনার ঘড়ি, একটী সোনার চেন ও একটী সোনার মেডেল রোগীর নাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া পুরস্কার দিলেন। সতীশ চৌধুরী মহাশয় তাহা আমাকে নিজহাতে পরাইয়া দিলেন। বিকালবেলায় গুরুদেবের নিকট গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ঘড়ি, চেন, মেডেল ইত্যাদি রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম—এইসকল পুরস্কার আমাকে দিল কেন? আমি চিকিৎসার কি জানি? তিনি বলিলেন—"আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মামলা মোকদ্দমা জিৎ হইলে উকীল ব্যারিষ্টার বহু পুরস্কার পায়, হারিলে টাকা-পয়সা জায়গা-জমি ইত্যাদি ক্ষতি হয়। রোগমুক্ত হইলে মানুষের জীবন রক্ষা হয়। রোগী রোগমুক্ত হইলে ডাক্তারের ফি ও ঔষধের দাম দিয়াই ধন্য হয়, পুরস্কারের নামও করে না। ফি ঔষধের দাম ইত্যাদি বাকী থাকিলে কোন কোন স্থানে পাওয়া তো দূরের কথা—একপ্রকার গালাগালি পর্য্যন্ত লাভ

হয়। বরদা! তুমি আরও পুরস্কার পাইবে, খুব সাবধানে ও শ্রদ্ধাসহকারে চিকিৎসা করিও—যাহাতে হোমিওপ্যাথীর সুনাম হয়। দশ বৎসর মনে প্রাণে চিকিৎসা করিয়া যাও, তখন প্র্যাক্‌টিশনার বলিয়া গণ্য হইবে। তখন আপনা হইতেই গাড়ী-ঘোড়া পুরস্কার আসিবে।" তাঁহার এই আশীর্ব্বাণী সফল হইয়াছিল। ১০ বৎসর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯শে আশ্বিন বর্দ্ধমান জেলাস্থ বৈদ্যপুরের জমিদার নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী মহাশয় গাড়ী-ঘোড়া পুরস্কার দিলেন। এ সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তৃত-ভাবে লিখা হইবে। ৮।১০ বৎসর পরও সদয়কৃষ্ণ পোদ্দার মহাশয়ের রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—রক্ত সম্পূর্ণ দোষমুক্ত। এই রোগীর ১৩টী সন্তান হইয়াছিল, প্রায়গুলিই সূতিকাঘরে মারা যায়—পরে পোষ্যপুত্র নিয়াছে—সূতিকাঘরে এতগুলি শিশুর মৃত্যুর কারণ হইল গর্ম্মী বিষ ৳।

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শক্তি ঔষধ বিশেষতঃ সূক্ষ্মশক্তিপূর্ণ মহাশক্তিশালী একমাত্রা ঔষধে চিরদিনের জন্য এই সকল সাংঘাতিক রোগও সারিয়া যায়। ধন্য হ্যানিম্যান, ধন্য গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়।

৩৭। ইং ১৯১৮ সাল, রামধন খাঁ লেন, শোভাবাজার—একাদশী সর্দ্দারের স্ত্রী ননীবালা, বয়স ২৪ বৎসর। নিঃসন্তান। জরায়ুতে প্রকাণ্ড এক ফাইব্রয়েড্ টিউমর। ডাক্তার ব্রজবল্লভ

সাহা বহুদিন চিকিৎসা করেন। ১৩।১৪টা ব্লিষ্টার দেন। কোন ফল হয় নাই। রোগিণীর স্বামী একদিন রোগিণীকে লইয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট গেলে গুরুদেব রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"হাটখোলায় বরদা আছে, তাহার নিকট লইয়া যাও। এই টিউমরের চিকিৎসা তাহার দ্বারাই হইবে, দরকার হইলে বরদা-ই আমার সঙ্গে পরামর্শ করিবে। এই টিউমর নিশ্চয়ই নির্দ্দোষভাবে আরাম হইবে।" পরদিনই আমাকে ডাকিয়া রোগিণীকে দেখাইল এবং গুরুদেবের কথা আমাকে বলিল। গুরুদেব তাহার নিকট হইতে ফি না লইয়া বলিয়া দিলেন—"এই টাকা বরদাকে দিও। এই রোগ আরোগ্য হইতে ঔষধের দাম ও ফি সর্ব্বশুদ্ধ আমার ফি এই ১৬৲ টাকাও লাগিবে না।" আমি ১মাত্রা **সলফর ২০০** দিয়া ২৪ পুরিয়া শুধু সুগার অব্ মিল্ক ৮ দিনের জন্য দিলাম। গুরুদেবকে রোগিণীর বিষয় সমস্ত জানাইলাম। তিনি আরও ৮ দিন ২৪ মাত্রা দিতে বলিলেন। মোট ২২ দিনে দেখা গেল টিউমর প্রায় বারো আনা কমিয়াছে। পুনরায় ২৪মাত্রা ভাল ঔষধ দিলাম। আমি ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব দেওয়ার জন্য অস্থির হইয়াছিলাম—তিনি উপদেশ দিলেন—"যতক্ষণ একমাত্রা ঔষধের কাজ চলিবে ততক্ষণ অন্য ঔষধ দিবে না। ডাক্তার কেণ্ট বলিয়াছেন—অপেক্ষা করিতে শিখ। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পূর্ব্বে অস্তার্লিজের ভীষণ যুদ্ধের সময় সেনাপতিগণ অস্থির হইয়া পৃথক বাছাই রক্ষিত সৈন্য

(ইম্পিরিয়্যাল গার্ড)-সহ যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিলে নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, অস্থির না হইয়া দৃঢ়মনে অপেক্ষা কর —সময় হইবামাত্র সকলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে তখন নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। রোগের চিকিৎসাও ভীষণ যুদ্ধ। একমাস এইভাবে চিকিৎসা হইল। টিউমর সারিয়া গেল। রোগিণী রোগমুক্ত হইল।

৩৫। ময়মনসিং জেলা—সরিষাবাড়ী নিবাসী হাজিপণ্ডিত মহরদ্দিন তালুকদার মহাশয়ের স্ত্রী, বয়স ৫০ বৎসর। এপেণ্ডিসাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হন। কলিকাতা গোয়াবাগানের ডাক্তার সুধীর বসু, এম্-বি, চিকিৎসার জন্য সরিষাবাড়ী গিয়া রোগিণীকে লইয়া কলিকাতা আসিয়া রোগিণীর ভ্রাতা এ, কে, গজনভী সাহেবের ৪নং বৈঠকখানা রোড বাড়ীতে আসেন। এপেণ্ডিসাইটিস্ অপারেশনের জন্য ডাক্তার মৃগেন মিত্র ও কুনার সাহেবকে ঠিক করা হয়। কাঁচের টেবিল ইত্যাদি ভাড়া করিয়া আনা হইল। রোগিণী কিছুতেই অপারেশন করিতে দিবেন না। অগত্যা পরামর্শে স্থির হইল হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা হইবে। পরদিন আমাকে ডাকা হইল। তখন রোগিণীর অবস্থা—২৪দিন বাহ্যে বন্ধ। পেটে অসহ্য বেদনা, জ্বর ইত্যাদি। আমি মহাবিপদে পড়িলাম। গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্বর্গে, জিতেনবাবু মধুপুর, ইউনান সাহেব অসুস্থ, ডি, এন, রায়

কার্সিয়াং। কাহার সঙ্গে পরামর্শ করিব ? গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া আমি একমাত্রা **মার্কুরিয়স্ ভাইভস্ ২০০** দিলাম এবং ৪ আউন্স গ্লিসিরিণ এনিমা (মলদ্বার দিয়া পিচকারী) দিব স্থির করিয়া ৪ আউন্স ১টা পিচকারী, ৪ আউন্স গ্লিসিরিণসহ সরলা সিংহ নার্সকে সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইলাম। আমার গাড়ীর ঘোড়াটা তেজস্বী ছিল, খুব ছুটিয়াছে—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্টাফিসের সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া বৈঠকখানা রোডের দিকে যাইবার সময় হঠাৎ শুনিতে পাইলাম গুরুদেব প্রতাপবাবু বলিলেন—"বরদা! মাইল্ড করিয়া দিও।"

আমি গুরুদেবের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া ঝুঁকিয়াছি। নার্স আমার সম্মুখের আসনে বসিয়াছিল সে আমাকে ধরিয়া ফেলিল। সে না ধরিলে আমার গাড়ী হইতে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল। গন্তব্যস্থানে গিয়া আমি ২ আউন্স গরম জল ও ২ আউন্স গ্লিসিরিণ মিশাইয়া দিতে নার্সকে আদেশ দিলাম। ৩৬ বৎসরের পুরাতন নার্স—আমাকে বলিল—এমন সাংঘাতিক কোষ্ঠবদ্ধে এমন নরম করিয়া এণিমা দিলে কোন কাজ হইবে না। আমি বলিলাম—যেমন করিতে বলিতেছি তেমন কর। সে গিয়া আমার আদেশমত এনিমা দিল। আমরা নীচে বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, আধ ঘণ্টা পর নার্স নীচে আসিয়া বলিল, কিছুই হইল না। আমি তাহাকে রোগিণীর কাছে গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলাম। কিছুক্ষণ পর নার্স আসিয়া বলিল—কতকগুলি পাথরের মত

মিউকস্ জড়ান গুট্লে বাহ্যে হইয়াছে। আধঘণ্টা পরে সেইরূপ বাহ্যে। বারবার এইরূপ গুট্লে বাহ্যে হইতেছে। মাঝে মাঝে পিপাসা পাইলে এক গ্লাস করিয়া গরম জল খাইতে দিলাম। ৩৩ বার বাহ্যে হওয়ার পর রাত্র ৮টার সময় শুধু মিউক্স্ ও সামান্য রক্ত বাহ্যে হইয়া ঘাম দিয়া রোগিণী অজ্ঞানের মত হইয়া গেল। রোগিণীর আত্মীয়-স্বজন অস্থির হইয়া ডাক্তার সুধীর বসুকে টেলিফোন করিয়াছে। আমি আধঘণ্টা অন্তর **একোনাইট ১X** দশ ফোঁটা করিয়া জলের সঙ্গে রোগিণীকে খাইতে দিলাম। ২মাত্রা দেওয়ার পর রোগিণী অনেকটা সুস্থ হইলেন। ঠাণ্ডা জল খাইতে চাহিলে দেড় গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইতে দিলাম। এমন সময় সুধীরবাবু হোমিওপ্যাথী এবং হোমিওপ্যাথ চিকিৎসককে গালাগালি করিতে করিতে সিঁড়িতে উঠিতেছেন এবং সর্ব্বনাশ যে হইবে তাহা তিনি জানিতেন— ইত্যাদি। আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম—রোগিণী এখন আমার চিকিৎসাধীনে আছেন আপনার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই, আপনি চুপ করুন। রোগিণীর আত্মীয়দিগের চেয়েও তিনি বেশী অস্থিরতা দেখাইতে লাগিলেন। একঘণ্টা পরে আর একমাত্রা **একোনাইট ১X** দশ ফোঁটা দিলাম। রোগিণী প্রায় সুস্থ হইয়াছেন এবং এখনই ঘুমাইয়া পড়িবেন বলাতে সকলেই চুপ করিলেন এবং রোগিণীও ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্র ১০টায় আমি চলিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে গিয়া দেখি রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন।

এপেণ্ডিক্সের বেদনা ইত্যাদি কিছুই নাই। ভাত খাওয়ার জন্য ঝোঁক ধরিয়াছেন। সামান্য গলা ভাত দুধের সঙ্গে ১বার দিয়া অন্যবারে দুধসাগু খাওয়ার ব্যবস্থা দিলাম। রাত্রে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। পরদিন ডাক্তার ইউনান সাহেব সুস্থ হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে পরামর্শের জন্য ডাকিলাম। তিনি আসিয়া সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন—Baroda! You are very lucky—you have got heavenly blessing from your Gurudev. ডাক্তার সুধীর বসুও উপস্থিত ছিলেন। হাজি সাহেবের ভাই ইউনান্ সাহেবকে একটী ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন—"Doctor Chakraborty is right, আমি বারোডাকে insult করিতে পারিব না।" ইউনান সাহেব আমাকে আদর করিয়া বরদা না বলিয়া বারোডা বলিয়া ডাকিতেন। পার্শী ভাষায় বারোডা কথার কোন অর্থ আছে কিনা জানিনা। সাহেব রোগিণীর স্বামীকে সম্মুখে ডাকিয়া বলিলেন—"হেই বুড্ডা! মাৎ কাটো, কাটনেছে মর যায়েগা।" আমি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এপেণ্ডিসাইটিসের সঙ্গে ২৪ দিন বাহ্যে বন্ধ থাকিয়া যেরূপ গুটলে ও মিউকস্ জমিয়াছিল তাহাতে সাংঘাতিক **কোলাইটিস্** (অন্ত্রের প্রদাহ) হইয়াছিল, অপারেশন করিলে তাহাতে বাহিরের বাতাস লাগিবামাত্র টেবিলের উপরই মারা যাইত। ৪ আউন্স র' গ্লিসিরিণ এনিমা দিলেও হয়ত অন্ত্রের অত্যন্ত উত্তেজনা হইয়া রোগিণী মারা যাইত। সাহেবের

সম্মুখেই ডাঃ সুধীর বসুকে বলিলাম—সাহেবের কথার প্রতিবাদ করুন। আমাকে তো অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। সুধীরবাবু বলিলেন—অপারেশনের পূর্ব্বে আমরা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম। কি মাথামুণ্ডু পরীক্ষা করিতেন জানিনা। সাহেব বিদায় হইলেন। আমি গুরুদেবের অশরীরি আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম ও ধন্যবাদ জানাইয়া গাড়ীতে বসিয়া তাঁহার শ্রীচরণোদ্দেশ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। রোগিণীকে ৭দিন অন্তর ১মাত্রা করিয়া **মার্কুরিয়স্ ভাইভাস্** ২০০ প্রাতে খালিপেটে খাইতে দিতাম, অন্যান্য দিন দিনে ৩বার করিয়া ঔষধবিহীন পুরিয়া খাইতে দিতাম। এইভাবে ১ মাস সাবধানমত রাখিয়া ঔষধ ও পথ্য দেওয়ার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে রোগিণী আমাকে ডাকিলেন। আমাকে একটা ভাল বর্ম্মা টাট্টু ঘোড়া পুরস্কার দিবেন বলিলেন। একটা ঘোড়া ঠিক করা হইল। ডাক্তার সুধীর বসু তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন—এখনই পুরস্কার দেওয়ার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? ৬ মাসের মধ্যে রিলাপ্স (পুনরাক্রমণ) করিবে। আপাততঃ পুরস্কার দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল। পরদিন রোগিণী আমাকে বলিলেন—তাঁহাদের বাড়ীতে ৪টা ভাল ঘোড়া আছে। আমি দেশে গেলে আসিবার সময় সরিষাবাড়ী তাঁহাদের বাড়ী হইয়া আসিলে একটা ঘোড়া নিয়া আসিতে পারি।

পর বৎসর শ্রাবণ মাসে আমি দেশে গেলাম। ফিরিয়া আসিবার সময় সরিষাবাড়ী হইয়া আসিব স্থির করিলাম।

হঠাৎ খবরের কাগজে দেখিলাম—ময়মনসিং কিশোরগঞ্জ হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়াছে—কৃষ্ণবাবুসহ তাঁহার পরিবারের সকলকে হত্যা করিয়াছে ইত্যাদি—আমার যাওয়া বন্ধ হইল। তাহার ৮৷৯ বৎসর পর রোগিণীর পুত্রবধূর চিকিৎসার জন্য তাঁহার পুত্র গোলাপ বধূসহ আসিয়াছে। চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিয়াছে। গোলাপের সঙ্গে তাহার মা ঘোড়ার দাম ৪০০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন, তিনি অসুস্থ আছেন। ৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে।

কথা প্রসঙ্গে এই রোগিণীর বিষয় ও সমস্ত ঘটনা বন্ধুবর ডাক্তার প্রভাসচন্দ্র নন্দীকে বলিলে তিনি বলিলেন—"ডাক্তার সুধীর বসু বেশ বলিয়াছেন—অমুকের ছেলে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে কি হইবে, মাহিনা পাবে না।"

৩৬। শ্যামবাজার চৌধুরী লেনে জামগ্রামের জানকী নন্দীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বয়স ২০ বৎসর। ৭ মাস গর্ভাবস্থায় বসন্ত রোগ হয়। চিকিৎসার জন্য আমার ডাক হইল। জানকীবাবুর বাচণিক জানিতে পারিলাম, গত বৎসর তাঁহার প্রথমপক্ষের ১৯ বৎসরের মেয়ে ৭ মাস গর্ভাবস্থায় বসন্ত রোগে এই বাড়ীতেই মারা যায়। ডাক্তার শিবাপদ ভট্টাচার্য্য, এম্-ডি, এবং বিধানচন্দ্র রায় চিকিৎসা করেন। ডাক্তার বামনদাসবাবু ৬ষ্ঠ দিনে রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—গর্ভস্থ শিশু

মারা গিয়াছে। সেপ্টিক বিকার জ্বর হইয়া ৮ম দিনে গর্ভাবস্থায়ই মেয়েটী মারা যায়। এ বৎসর একই রোগে একই অবস্থায় স্ত্রী আক্রান্ত হইয়াছে। ২য় দিনে রোগিণীকে দেখিয়া এবং জানকীবাবুর বাচণিক তাঁহার মেয়ের অবস্থা শুনিয়া ডাক্তার শিবাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট উপদেশ ও পরামর্শের জন্য ট্রপিক্যাল স্কুলে গিয়া এই রোগিণীর অবস্থা জানাইলে তিনি বলিলেন—"সর্ব্বপ্রথমে গর্ভস্থ শিশুটাকে বাহির করিবার ব্যবস্থা করুন। এ অবস্থায় গর্ভস্থ সন্তান মরিয়া যায়। আমরা প্রথমে সন্তানটাকে বাহির না করিয়া ঠকিয়াছি। ডাক্তার বামনদাসবাবুও আমাদিগকে এই কথাই বলিয়াছিলেন।" ফিরিবার সময় সুশীলা ব্যানার্জ্জী ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া রোগিণীর বাড়ী গেলাম। ধাত্রী পরীক্ষা করিয়া বলিল—সামান্য সামান্য স্রাব দেখা দিয়াছে; কিন্তু পেটে বেদনা নাই। আমি **সিকেলিকর ৩০** ঘণ্টায় ঘণ্টায় ৪মাত্রা দেওয়ার পর জরায়ুর বেদনা দেখা দিল। আরও ২মাত্রা দেওয়াতে জোর বেদনা হইয়া ১টা মরা মেয়ে বাহির হইল। নার্স খুব সাবধানে তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিল। সেই রাত্রের জন্য কয়েক মাত্রা **পলসেটিলা ৩০** ২ ঘণ্টা অন্তর দিলাম। পরদিন প্রাতে বসন্তের গুটি প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়াছে। প্রসবের পর স্রাব বন্ধ হইয়া শীত করিয়া জ্বর আসিয়া ১০৩° ডিগ্রী উঠিল। একটু একটু পাতলা বাহ্যে ২।৩ বার হইয়াছে। নিদ্রা হয় নাই। নার্সের রিপোর্টে জানিলাম রাত্রে মাঝে মাঝে বকিয়াছে। আমি **পাইরোজেনিয়ম**

৬ ৩ঘণ্টা অন্তর ৩মাত্রা দিলাম। জ্বর বাহ্যে ইত্যাদি কমিয়াছে। উত্তাপ ১০১° ডিগ্রী হইয়াছে, স্রাব হয় নাই, জরায়ু একটু ফাঁপা আছে। প্রস্রাব বন্ধ আছে। পরদিন প্রাতে **সলফর ২০০** ১মাত্রা দিলাম। দুপুরবেলা হইতে প্রচুর স্রাব দেখা দিল, বসন্তের গুটি খুব ঠেলিয়া উঠিয়াছে। জ্বর ১০০° ডিগ্রী একভাবে রহিয়াছে। ২বার প্রস্রাব হইয়াছে, জলবার্লি, ডাবের জল খাইতে দিলাম। বেলা ৯টার সময় হইতে জ্বর বাড়িতে লাগিল। কাশি দেখা দিল। ডবল নিউমুনিয়া দেখা দিয়াছে। পরামর্শের জন্য মেডিক্যাল এষ্ট্রোলোজার (ডাক্তারী জ্যোতিষ) বহুদর্শী অভিজ্ঞ প্রাচীন ডাক্তার বিশ্বরঞ্জন বাক্‌চিকে ডাকিলাম। রোগিণীকে দেখিয়া ১মাত্রা **ফস্ফোরস ২০০** দিতে বলিলেন। তিনি জানকীবাবুকে বলিলেন—"আমি রোগিণীকে দেখিয়া যতদূর বুঝিলাম যে বরদাবাবুর সিংহ রাশি, আপনার স্ত্রী এই বরদাবাবুর হাতেই রোগমুক্ত হইবেন।" চিকিৎসা চলিল, ডাক্তার বাক্‌চি আরও ৩দিন আসিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের শরীর নরম, প্রথম গর্ভ। গর্ভাবস্থায় যে কোন রোগ কঠিন আকার ধারণ করে। নিউমুনিয়া ইত্যাদি সারিল, বসন্তের গুটি সকল পাকিয়া উঠিল। এই অবস্থাতে আমি ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইলাম। রোগিণীর সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠিয়াছে। **মার্কুরিয়স সল ৩০** চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। সিনোবিন তেল দ্বারা সমস্ত শরীর ভিজাইতে লাগিলাম। মশারীর ভিতর বসিয়া শিশিতে **কার্ব্বলিক এসিড** লইয়া একটা

বড় সূঁচ দিয়া প্রত্যেকটি গুটির ভিতর প্রতিবারে সূঁচটিতে কার্ব্বলিক এসিড লাগাইয়া খোঁচা দিয়া ভিতরের পূঁজ বাহির করিতে এবং বাম হাতে বোরিক তূলা জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইলাম। সূঁচের খোঁচার সঙ্গে সঙ্গে তূলা দিয়া চাপ দিয়া লইতে লাগিলাম।

নিজের জীবন বিপন্ন হইবে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিলেন কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যে পরমেশ্বর সহায়। বসন্তের পূঁজ একটুমাত্র নিজের চামড়ায় সূঁচের খোঁচায় ঢুকিলেও বিপদ! প্রত্যহ একঘণ্টা সময় মশারীর ভিতর বসিয়া এইভাবে করিতেছি, বসন্তের দুর্গন্ধ ইত্যাদি আমার লক্ষ্যই ছিল না। পূর্ব্বদিন যতটা দিয়াছিলাম পরদিন দেখি ততটা স্ক্যাব পড়িয়াছে। জ্বর ইত্যাদি কিছুই নাই। এইভাবে ১৩ দিন কাটিয়া গেল। পায়ের তলার মোটা চামড়ার নীচে বসন্ত হইয়া পচন ধরিয়াছে, দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে। কাঁচি দিয়া দুই পায়ের তলার মোটা চামড়া কাটিয়া সম্পূর্ণ বাদ দিলাম। **কড়া সিনোবিন তেল** দিয়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিলাম। সমস্ত পরিষ্কার হইয়া শুকাইয়া গেল। স্ক্যাব উঠিয়া সমস্ত বসন্ত সারিয়া গেল।

তিন মাস রোগিণীকে **ভেলভেটের জুতা পরিতে হইয়াছিল**। পায়ের তলার চামড়া আঁতুড়ের শিশুর মত নরম ছিল, চলিতে গেলে ফাটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

৩৭। ২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট—নীলরতন সাহার দেড় বৎসরের ছেলে এম্পাইমা রোগে আক্রান্ত হয়। (এম্পাইমা রোগ ফুস্ফুস আবরক দুই পর্দ্দা প্লুরার ভিতরে জল জমিয়া ক্রমে সেই জল পূঁজে পরিণত হয়) বুকের ডানদিকের ১২টা পাঁজরার হাড়ের মধ্যে ৯টার স্থান পর্য্যন্ত পূঁজে ভর্ত্তি হইয়া যায়। পূঁজের চাপে লিভারটা নাভি পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের ডাক্তার অজিত চৌধুরী এল, এম, এস, মহাশয় এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা করিতে থাকেন। ট্রোকার নামক পিচকারী দ্বারা টানিয়া পূঁজ বাহির করিবার ব্যবস্থা করেন, ইহাতে বিপদাশঙ্কা আছে। নীলরতন সাহা হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে ডাকে। আমি বিশ্বরঞ্জন বাক্‌চি মহাশয়কে পরামর্শের জন্য ডাকিলাম, তিনি আসিয়া সম্মুখে নীলরতনবাবুর কর্ম্মচারী অশ্বিনী সাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"আপনার মকর রাশি, ৬ বৎসর যাবৎ হাঁটুর জোড়ার বাতে ভুগিতেছেন। মাঝে মাঝে বাম বীচি ফুলিয়া বেদনা হইয়া জ্বর হয়। বরদাবাবু! আপনি তাহাকে ১মাত্রা **মেডোরাইনম ২০০** দিয়া ৩ দিন পর হইতে নিয়মিতভাবে ১দিন অন্তর **পল্‌সেটিলা ২০০** দিবেন, মাঝে মাঝে ১৪ দিন অন্তর ১মাত্রা করিয়া **মেডোরাইনম ২০০** দিবেন। এইভাবে চিকিৎসা করিবেন, তাহাতেই সারিবে। **গণোরিয়্যাল অর্থ্রাইটিস্‌** রোগ, ভয় নাই, সারিবে।" অশ্বিনী সাহা তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া উপুড় হইয়া পড়িল, আমরা সকলে অবাক

হইয়া এই কাণ্ড দেখিলাম। তৎপরে আমার রোগী দেখিতে গেলেন। রোগী দেখিয়া আমাকে বলিলেন—"আমরক্ত বাহ্যে দেখিয়া আপনি **মার্কুরিয়স কর ৩**°দিয়া.কোন• ফল না হওয়ায় জ্বর ইত্যাদি দেখিয়া দুইদিন পর **বেলেডোনা ৩০** দিয়া **ইপিকারের** কথা ভাবিতেছেন। গতকল্য কানের পূঁজ দেখিয়া পুনরায় মার্কুরিয়স চিন্তা করিয়াছেন। এই রোগীকে ১মাত্রা **মেডোরাইনম্ ২০০** এখনই দিবেন। আগামী কল্য হইতে একদিন অন্তর ১মাত্রা করিয়া **ব্রায়োনিয়া ২০০** দিবেন, এইভাবে ১ মাস চিকিৎসা করিবেন—সমুদ্র শুকাইয়া যাইবে।" নীলরতনবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি নিজে কিছু করিবেন কিনা ?" তিনি বলিলেন—"একমাস আমি আসিব না। আজকের ফি ৩২৲ টাকা দিবেন। তোমার ছেলের রাশিতে যাহা আছে—বরদাবাবুর হাতে তোমার ছেলে নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হইবে এবং **ব্রায়োনিয়া ২০০**-ই ঔষধ একদিন অন্তর একদিন তিনি নিজ হাতে খাওয়াইয়া যাইবেন। কোন বিষয়ে অন্যথা করিও না।" নিয়মিত ঔষধ চলিয়াছে, রোগী ক্রমেই ভাল হইতেছে। ডাক্তার অজিতবাবু মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিতেছেন। একমাস পর বাক্‌চি মহাশয় আসিয়া দেখিলেন প্রায় বারো আনা সারিয়াছে, এই সময় অজিতবাবুও আসিলেন। আরও একমাস তিনদিন অন্তর দিতে বলিলেন। এইভাবে চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। আমি ডাক্তার বাক্‌চি মহাশয়কে রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, গণোরিয়ার বিষ হইতেই

এই রোগ হইয়াছিল। ব্রায়োনিয়াতে কি ভাবে এই রোগ সারিল তাহাও তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

নীলরতনবাবু পুত্রের এই সাংঘাতিক রোগ নির্দ্দোষভাবে সারিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং র‍্যান্‌ক্যান্‌ সাহেব দর্জ্জির দোকান হইতে মূল্যবান্‌ এক স্যুট কাশ্মিরী পোষাক তৈরী করাইয়া পুরস্কার দিলেন।

৩৮। ৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট—সৈয়দ এস্‌, এম্‌, সুস্ত্রী (পার্শী সম্ভ্রান্ত মুসলমান) সাহেবের চিকিৎসার জন্য ডাক আসিল। রোগীর অবস্থা—২২ বৎসর যাবৎ রোগে ভুগিতেছেন। যৌবন বয়সে রোজ একটা রাজহাঁস খাইতেন। দিবারাত্রে ৮বার স্ত্রী-সহবাস করিতেন। প্রথমা স্ত্রী উন্মাদ রোগ হইয়া কিছুদিন পর মারা যায়। এই উন্মাদনা অতিরিক্ত স্বামী-সহবাসে কামোন্মাদ (নিম্ফোমেনিয়া) হইয়াছিল বলিয়াই আমার ধারণা।

দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, একটা পুত্র ও একটী কন্যাসন্তান হওয়ার পর এই স্ত্রীও উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়। (কামোন্মাদ-নিম্ফোমেনিয়া) আমি দেখিবার সময় পুত্রের বয়স ১২ এবং কন্যার বয়স ১০ বৎসর। ৮ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রী উন্মাদিনী হয়। সাহেব নিজে দিবারাত্র বিছানায় সটান শুইয়া থাকেন। মাঝে মাঝে স্নায়ুমণ্ডলীতে অসহ্য যন্ত্রণা হয় এবং সেই সময় চীৎকার করিতে থাকেন। খুব পরিষ্কার রং, যন্ত্রণায় চীৎকার করিবার

সময় লাল হইয়া উঠেন, বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি নাই। স্ত্রীকে একটা কামরায় আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। দিল্লী হইতে হেকিম আজমল খাঁ আসিয়া চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য হইয়া কিছুদিন পর ফিরিয়া যান। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর হেকিমী, কবিরাজী, এলোপ্যাথী ইত্যাদি নানাপ্রকার চিকিৎসা হইয়া কোন ফল হয় নাই। এ সময়ও চলাফেরা করিতে পারিতেন, দিবারাত্রে অন্ততঃ ৪বার স্ত্রী-সহবাস না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, পাগলের মত হইয়া উঠিতেন। সহবাসের পর ২।৩ ঘণ্টা উভয়েই ভাল থাকিত। স্বামী-স্ত্রী দুইজনেরই নিম্ফোমেনিয়া রোগ। ২২ বৎসর যাবৎ অতিরিক্ত ঔষধ ইত্যাদিতে এবং অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাসের ফলে ৪৫ বৎসর বয়সে বিছানা হইতে উত্থানশক্তি রহিত হইতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয়গণ বাতব্যাধি রোগের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কোন ফলই হইতেছে না। এইভাবে চিকিৎসা চলিতেছে। হেকিম, কবিরাজ, এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ প্রভৃতি চিকিৎসকগণ কেহই গভীরভাবে রোগের মূল কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া রোগী বলিলেন।

রোগী আমাকে বলিলেন—২২ বৎসর চিকিৎসা করাইয়া তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ফল পাইলেন বিছানায় সটান শুইয়া থাকা এবং মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করা। দিবারাত্রে যতবার অসহ্য যন্ত্রণা হইত ততবারই আমার ডাক হইত। আমি একদিন স্বস্ত্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি

যন্ত্রণা হওয়ামাত্র আমাকে ডাকেন কেন? বিশেষ উপকারও তো হইতেছে না। বেশী যন্ত্রণার সময় কখনও **ম্যাগনেসিয়া ফস ২০০** আধ ঘণ্টা অন্তর কখনও **একোনাইট ১X** ১০ ফোঁটা দিলে সাময়িক উপকার হইত। যন্ত্রণার সময় তাঁহার কষ্ট দেখিলে আমিও মনে অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতাম। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি বেশ বুঝিতে পারি আমার তিন লক্ষ টাকায় খরিদা রোগ সারিবে না, আপনি আসিলে সত্যই আমি অনেক শান্তি পাই।" এইভাবে প্রায় ৬ মাস চিকিৎসা চলিয়াছে। একদিন পার্ক ষ্ট্রীটস্থ স্নায়ুরোগবিশেষজ্ঞ ফ্রেঞ্চ ডাক্তার কেয়োলেটকে ডাকিলাম। তিনি রোগীর কপালে, বুকে ও তলপেটে নখ দিয়া টানিয়া দেখিলেন এবং নানারকম পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"অতিরিক্ত রমণক্রিয়ায় স্নায়ুমণ্ডলী বিশেষভাবে পীড়িত হয় তাহার উপর অতিরিক্ত ব্রোমাইড জাতীয় অবসাদক ঔষধ পড়িয়াছে, খুব বেশী ডাইয়োথার্মি-ইলেক্‌ট্রিক এক্সরে ইত্যাদি করা হইয়াছে, এই ইলেক্‌ট্রিক চিকিৎসার কুফলে সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী জ্বলিয়া গিয়াছে।" ডাক্তার কেয়োলেটের মতে ইহার কোন চিকিৎসা নাই। কয়েকদিন পর উত্তরপাড়া হইতে ডাক্তার চুনীলাল মুখার্জ্জীকে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য ডাকিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া এবং কথাবার্ত্তায় আমার গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনিও গুরুদেবের মতই আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি ১মাত্রা

ইলেক্‌ট্রিসিটাস্ লক্ষশক্তি ব্যবস্থা করিলেন। পরদিন প্রাতে খালিপেটে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলাম। ৩।৪ দিন যন্ত্রণা খুব কম পড়িল। তাঁহাকে ডাকিলাম। পুনরায় যন্ত্রণা দেখা দিলে আর একমাত্রা দিতে বলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দিন রাত্রে যন্ত্রণা পূর্ব্ববৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। সপ্তম দিন প্রাতে খালিপেটে একমাত্রা **ইলেক্‌ট্রিসিটস্ লক্ষশক্তি** দিলাম। তিনদিন পূর্ব্ববৎ না হইলেও কম পড়িয়া পুনরায় প্রবলবেগে যন্ত্রণা দেখা দিল। চুনীবাবু আসিলেন—রোগীকে কিছুতেই স্থির রাখা যাইতেছে না। **ম্যাগ্নেসিয়া ফস ১০০০ শক্তি** দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি সারারাত্র রোগীর নিকট থাকিয়া ৩মাত্রা **ম্যাগ্নেসিয়া ফস IM** দিয়াও ফল না পাইয়া **একোনাইট ১X** ১০ ফোঁটা করিয়া আধ ঘণ্টা পর পর প্রয়োগ করিলাম। রাত্র ৪টা হইতে প্রাতঃ ৮টা পর্য্যন্ত রোগী বেশ শান্তিতে ঘুমাইলেন। সারাদিনে ৩ঘণ্টা অন্তর ৩মাত্রা **একোনাইট ১X** দিলাম। রাত্র ২টা হইতে যন্ত্রণা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একমাত্রা দিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে যন্ত্রণা দূর হইল, রোগী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন ৯টার সময় রোগীকে দেখিলাম, যন্ত্রণা হয় নাই, রোগী ভাল আছে। সন্ধ্যায় গিয়া দেখি সামান্য যন্ত্রণা দেখা দিয়াছে। একমাত্রা **একোনাইট ১X** দশ ফোঁটা দিলাম। যন্ত্রণা সামান্য অবস্থাতেই থামিয়া গেল। শান্তিতে রাতটা ঘুমাইলেন। পরদিনটা সুস্থ অবস্থায়ই কাটিল। রাত্রিতে যন্ত্রণা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

একমাত্রা ব্যবস্থা। পরদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে ৮ বৎসর যাবৎ রাত্রিতেই যন্ত্রণা বেশী হয়। রক্তে কোন দোষ না পাইয়াও এলোপ্যাথী বড় বড় ডাক্তারগণ **স্যালভার্সিন, মাইয়ো স্যালভার্সিন** ইত্যাদি ইন্‌জেক্‌শন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সুফল হয় নাই। অনেক চিন্তার পর গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া একমাত্রা **সিফিলাইনম্ ২০০** দিলাম। যন্ত্রণা হইবামাত্র **একোনাইট ১X** ব্যবস্থা রাখিলাম। ১২।১৪ দিন যন্ত্রণা হয় নাই। পুনরায় একদিন রাত্র ৩টার সময় যন্ত্রণা দেখা দিল— আমি গিয়া **একোনাইট ১×** ১০ ফোঁটা দিতে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা থামিয়া গেল। মাঝে মাঝে প্রবলবেগে না হইলেও সামান্য সামান্য যন্ত্রণা দেখা দিত এবং **একোনাইট ১×** দিলেই থামিয়া যাইত, ভিতরে স্নায়ুগুলি পূর্ব্ববৎ টানিত। একমাত্রা **সিফিলাইনম্ লক্ষশক্তি** দিলাম ক্রমে যন্ত্রণা ও স্নায়ুর টান দূর হইল। তখন দেখা গেল রোগীর কোমর হইতে নীচ দিকে দুই পা পর্য্যন্ত সমস্ত অসাড় হইয়া গিয়াছে। আমি কষ্টিকম, জিঙ্কম ইত্যাদি নানা ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফল না হওয়ায় ৩ মাস পর রোগীকে বিশেষভাবে বলিয়া বুঝাইয়া চিকিৎসা ছাড়িয়া দিলাম। হেকিমি মতে চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

৫ বৎসর চিকিৎসায়ও কোন ফল হইল না। প্রায় দশ বৎসর এইভাবে হেকিমি ও কবিরাজী চিকিৎসাধীন থাকিয়া ব্যর্থ জীবনের শেষ ভাগে কোরাণ শরীফ ইত্যাদি ধর্ম্ম পুস্তক

পাঠ করিয়া সময় কাটাইতেন। মাঝে মাঝে আমাকে ডাকিতেন। আমি গিয়া কথাবার্ত্তা বলিতাম—ফি লইতাম না, কিছুদিন পর মৃত্যুর কোলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত রোগ যন্ত্রণার শান্তি হইল।

৩৯। হুগলী জেলা—জামগ্রামের জানকী নন্দীর স্ত্রী—যাহার গর্ভাবস্থায় (কলিকাতা চৌধুরী লেন, শ্যামবাজার) বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিয়াছিলাম। সন্তান প্রসবের কয়েকদিন পর **এপেণ্ডিসাইটিস্ ও পেরিটোনাইটিস্** রোগে আক্রান্ত হইলে প্রথমে তাহাদের বাড়ীর ডাক্তার চারুবাবু চিকিৎসা করেন। পরামর্শের জন্য কলিকাতা হইতে ডাক্তার অমল রায়চৌধুরীকে ডাকেন। অমলবাবু রোগিণীকে দেখিয়া বলিলেন ইহা সার্জ্জিক্যাল কেইস। অপারেশন ছাড়া কিছু হইবে না। তাহারা অপারেশনের জন্য ডাক্তার ললিত ব্যানার্জ্জীকে ডাকিলেন। ললিতবাবু বলিলেন—অপারেশন করিবেন কিন্তু রোগী মারা যাইবে। ললিতবাবুও অপারেশন না করিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিলেন। রাত্র ১১টার সময় গিয়া পৌঁছিলাম। রাত্রের জন্য ১মাত্রা **নক্সভমিকা ৩০** দিলাম। পরদিন প্রাতে ১মাত্রা **সলফর ২০০** দিলাম। তুপুরবেলা পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া । চক্ষু স্থির, নাড়ী লুপ্ত। অত্যন্ত ঘাম হইতেছে।

প্রস্রাব, বাহ্যে বন্ধ। ডাক্তার চারুবাবু ষ্ট্রিক্নিন ইন্‌জেকশন দিতে চাহিলেন। আমি বারণ করিয়া ১মাত্রা **কার্ব্বোভেজ ২০০** দিলাম। ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘাম কমিল, পেটফাঁপা কমিতে লাগিল। চক্ষুর স্থির ভাব সব কাটিয়া গেল। অনেকটা বায়ু সরিল। ক্রমে নাড়ীর গতিও অনুভব হইতে লাগিল, এককথায় সকল দিক দিয়াই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইতেছে দেখিয়া বিশেষ আশান্বিত হইলাম। একঘণ্টা পর আর ১মাত্রা দিলাম, বাহ্যে প্রস্রাব হইল। খুব পাতলা জলবার্লি খাইতে দিলাম। ক্রমে রোগিণীর অবস্থা স্বাভাবিক হইল। তিন ঘণ্টা পর আরও একমাত্রা দিলাম। ৪ঘণ্টা সুনিদ্রা হইল। রাত্রে ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। পরদিন হইতে **মার্কুরিয়স সল ৩০** দিনে ৩বার করিয়া দিতে লাগিলাম। রোগিণী ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল। ম্যালেরিয়ার মত শীত করিয়া জ্বর আসিতে লাগিল। প্রত্যহ দুপুরবেলায় জ্বর বৃদ্ধি হয়। **আর্সেনিক ২০০** একমাত্রা দিলাম, জ্বর বন্ধ হইল এবং সমস্ত উপসর্গ দূর হইল। ৩২ দিনে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। আমিও বিদায় হইয়া চলিয়া আসিলাম।

৪০। সালকিয়া, হাওড়া—শিবনাথ ব্যানার্জ্জী লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপ-এ কাজ করিবার সময় ক্রেন হইতে একটা লোহার বাক্স তাহার মাথার উপর পড়িয়া ডানপ্যারাইট্যাল হাড়

ভাঙ্গিয়া দেড় ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া একটা টুকরা মগজের উপর চাপা পড়ে। অজ্ঞান অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসায় স্থির হয় ভাঙ্গা হাড়টা উঠাইয়া ফেলিয়া সেইস্থানে সোনার অথবা রূপার একখানা পাত বসাইয়া দেওয়া হইবে। ভাঙ্গা হাড় উঠাইয়া পাত বসাইতে বিপদাশঙ্কা আছে, রোগীর আত্মীয়দের অমত হওয়াতে হাসপাতাল হইতে ছুটী দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ওয়ার্কশপ হইতে তাহাকে একসঙ্গে তিন হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। শিবনাথ তাহাতে অস্বীকার করে। দুই বৎসর নানা মতে চিকিৎসা চলিল। বহু ইনজেকশনের ফলে তাহার অবস্থা হইল ২০।২৫ হাত রাস্তা হাঁটিয়া যাইতে গেলেই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার ভাব হয়।

দুই বৎসর চিকিৎসায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পর চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসে। এই সময়ে রোগীর অবস্থা—ভাঙ্গা হাড়টা মরিয়া ঈষৎ হলুদ রংএর হইয়াছে, তাহার চারিধার দিয়া পূঁজ বাহির হইতেছে, রোজ পরিষ্কার করিয়া বাঁধিতে হইত। **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে ৩বার করিয়া খাইতে দিলাম, দুই সপ্তাহ ঔষধ সেবনের পর পূঁজ ও পূঁজের দুর্গন্ধ কমিল। তিনদিন অন্তর ১মাত্রা করিয়া **সাইলিসিয়া ২০০** দিতে লাগিলাম। ৪মাত্রা দেওয়ার পর দেখা গেল পূঁজ কমিয়াছে। ডিমের লালার মত জলীয় পূঁজ পড়িতেছে। **ক্যালকেরিয়া**

সল্‌ফ ৩০ দিনে ৩বার করিয়া দুই সপ্তাহ দেওয়ার পর দেখা গেল মরা-হাড় ক্রমে উঁচু হইয়া একদিক ছাড়িয়া আলাদা হইয়া উঠিয়া বাহির হইতেছে। **ক্যালকেরিয়া সল্‌ফ ২০০** তিনদিন অন্তর ১মাত্রা করিয়া দিতে লাগিলাম। ১০মাত্রা দেওয়ার পর দেখিলাম ভাঙ্গা হাড় এবং তাহার উপরের মাংস আস্তে আস্তে বাড়িয়া আসিয়া খালিস্থান পূর্ণ করিতেছে এবং ভাঙ্গা মরা-হাড়টা খাড়া হইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। **ক্যালকেরিয়া সল্‌ফ ১০০০ হাজারশক্তি** ৭দিন অন্তর এক-একমাত্রা করিয়া ৪মাত্রা দেওয়ার পর দেখা গেল প্রায় চৌদ্দ আনা মরা-হাড় বাহির হইয়া একটা কোনমাত্র আটকাইয়া আছে। ক্ষতস্থানের গর্ত্তটা নূতন হাড়-মাংসে প্রায় সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হইয়াছে। **ক্যালকেরিয়া সল্‌ফ লক্ষশক্তি** ১মাত্রা প্রাতে খালিপেটে খাইতে দেওয়ার ৫।৬ দিন পর মরা-হাড়টা আপনা হইতেই খসিয়া আসিল। শিবনাথ ব্যানার্জ্জী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। শরীরও বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইল। আমি তাহাকে কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট দিলাম। পুনরায় চাকুরীতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করিল। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার ইউ, এন, রায়চৌধুরী ও কুনার সাহেবের সার্টিফিকেটের মতে কাজের অনুপযুক্ত বলিয়া মত দেওয়ার পর আমার চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ায় কাজের উপযুক্ত বলিয়া আমি সার্টিফিকেট দিলেও তাহাকে চাকুরীতে না নেওয়ায় শিবনাথ চাকুরী ও তিন বৎসরের বেতন দাবী করিয়া হাইকোর্টে

জাষ্টিস্ বক্‌ল্যাণ্ডের নিকট মামলা রুজু করিল। রেল কোম্পানী ৫জন সিভিল সার্জেন দ্বারা মেডিক্যাল বোর্ড করিয়া হাইকোর্টে উপস্থিত করিল।

সংসারে শিবনাথের যুবতী স্ত্রী ছাড়া আর কেহ ছিল না। হাইকোর্টে মামলা উঠিয়াছে—সে বাড়ী গিয়া জানিল তাহার স্ত্রী অপর পুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে। মনের দুঃখে সেই রাত্রেই শিবনাথ কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হইল—বহুদিন কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। তাহার মামলা-মোকদ্দমা, সংসার, চাকুরীর আশা-ভরসা সমস্ত এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

৪১। হুগলী জেলা আলিপুর গ্রাম—সাধন ঘোষ একদিন বঁটীতে খড় কাটিতেছিল। হঠাৎ বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর গোড়ার স্থান কাটিয়া যায়। গ্রাম্য ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিয়া ক্ষত শুকাইয়া গেল। মাসখানেক পর কাটা স্থানটাতে সামান্য যন্ত্রণা হইয়া একটু ফুলিয়া একটা গুলির মত হয়। ক্রমে বড় গুলির মত হইয়া সেই স্থান হইতে দিবারাত্র রক্ত পড়িতে থাকে। অনেক রকম গ্রাম্য ঔষধে চিকিৎসা করিয়া কোন ফল না হওয়ায় এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা করিয়া বিফল হয় এবং কলিকাতা নিয়া আসে। হাসপাতালের চেষ্টায়ও ফল হইল না। দিবারাত্র অনবরত রক্ত পড়িতে লাগিল। কিছুতেই রক্ত পড়া বন্ধ না হওয়ায় অপারেশনের ব্যবস্থা করিল। তাহাতেও সুফল

হইবে কিনা সন্দেহ করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসক বলিলেন—"রক্তস্রাব প্রবণ ধাতুর রোগীর শরীরে অস্ত্র ধরা বিপজ্জনক।" রোগীকে ছুটী দিল। অগত্যা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিল। সেইসময় দুইজন ডাক্তার আমার নিকট উপস্থিত ছিল। তাহারা এই রক্তপড়া দেখিয়া ভয় পাইল। একমাত্রা **ফস্ফোরস ২০০** দিলাম। পরদিনও রক্ত পড়িতেছিল। **ল্যাকেসিস ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর দিলাম, প্রথম দিন কিছু কম হইল। দ্বিতীয় দিন ৪ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। তৃতীয় দিনে রক্তপড়া বন্ধ হইল। তিনদিন ঔষধবিহীন সুগার অব্ মিল্কের পুরিয়া ৪ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। চতুর্থ দিনে সামান্য রক্ত পড়িতেছিল। **ল্যাকেসিস ২০০** একমাত্রা দিলাম। সেইদিন হইতে রক্তপড়া বন্ধ হইল। সাতদিন অপেক্ষা করিলাম। রক্তপড়া বন্ধ আছে তথাপি সাতদিন অন্তর অন্তর আরও দুই মাত্রা **ল্যাকেসিস ২০০** দিলাম। অন্যদিন দুবেলা ঔষধবিহান সুগারের পুরিয়া দিলাম। রক্তপড়া বন্ধ হইল। গুল্লিটাও ক্রমে ছোট হইয়া মিশিয়া গেল। আঙ্গুল স্বাভাবিক হইল। এখন চাষের কাজ, খড়-কাটা ইত্যাদি যাবতীয় কাজই করিতেছে, নির্দ্দোষভাবে সারিয়া গিয়াছে।

৪২। ১০২।৩নং বেনেটোলা ষ্ট্রীট সতীশ চৌধুরীর গদীবাড়ী যুতুবাবু (যতীন সাহা) বয়স ৪০ বৎসর। পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড

কার্ব্বাঙ্কল, ডাক্তার ব্রজবল্লভ সাহা চিকিৎসা করিতেছিলেন। অপারেশনের জন্য ডাক্তার করুণা চ্যাটার্জ্জীকে ডাকেন। মেরুদণ্ডের উপরে পিঠের মধ্যস্থলে কার্ব্বাঙ্কল অপারেশনে বিপদ ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় আত্মীয়-বন্ধু সকলে অপারেশনে অমত করিল। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিল। কার্ব্বাঙ্কলের মধ্যে খুব বেশী পূঁজ হইয়া যন্ত্রণা হইতেছে, প্রবল জ্বর হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পূঁজ বাহির না করিলে পায়েমিয়া ইত্যাদি হইয়া রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক হইতে পারে। **এনথ্রাক্সিন ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। পাম্প করিয়া পূঁজ বাহির করিবার ব্যবস্থা করিলাম। কতক পূঁজ বাহির হইবার পর **সিনোবিন তেলের পটি** দিলাম। পাম্প করিয়া পূঁজ বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে ৪ঘণ্টা অন্তর **এনথ্রাক্সিন ৩০** দুইদিন দেওয়াতে যন্ত্রণা, জ্বর ইত্যাদি সমস্তই কম পড়িল। পাম্প দেওয়া বন্ধ করিয়া **হিপর সলফর ৩০** ৪ঘণ্টা অন্তর দিলাম। **সিনোবিন তেলের পটি** দিয়া দিবারাত্র ভিজাইয়া রাখিতে লাগিলাম। দুই ঘণ্টা অন্তর পটি বদলাইতে ব্যবস্থা করিলাম। এইভাবে চারিদিন চালাইবার পর অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে ৩বার করিয়া দিলাম। ৫।৬ দিন **সাইলিসিয়া ৩০** দেওয়াতে ও **সিনোবিন তেল** দিয়া দিবারাত্র ভিজাইয়া রাখিয়া কার্ব্বাঙ্কল সম্পূর্ণ সারিয়া গেল।

৪৩। ৩৭নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট—বালিয়াটীর জমিদার রমণীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রীর ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন ইন্‌জেকশনের ফলে গ্লুটিয়্যাল এবসেস্ (পাছার মাংসে প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত হয়)। একেবারে ৪ আউন্স হাইড্রোজেন পার অক্সাইড্ ভিতরে ধরিত। অপারেশনের জন্য মেডিক্যাল কলেজ হইতে সার্জেন ডাক্তার পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জীকে ডাকা হয়। পরামর্শে পরদিন অপারেশন করা স্থির হয়। আমি প্রতিবাদী হইয়া বলিলাম—বিনা অস্ত্রে সারিলে সবচেয়ে ভাল নয় কি? বিশেষতঃ স্ত্রীলোক—প্রত্যহ উলঙ্গ করিয়া ড্রেস করিতে হইবে। রমণীবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিনে উপকার বুঝিবেন? আমি বলিলাম—দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে সারিয়া যাইবে। তাঁহাদের সন্দেহ হওয়াতে পঞ্চাননবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ১৪ দিন পরে অপারেশন করিলে ক্ষতি হইবে কি? পঞ্চাননবাবু বলিলেন—"বিশেষ আর কি ক্ষতি হইবে, ভিতরে আরও খানিকটা মাংস পচিবে—কোমরের জোড়া (হিপ-জয়েণ্ট) হইতে দুই ইঞ্চি দূরে আছে, আরও খানিকটা পচিলেও জয়েণ্ট (জোড়া) ধরিতে পারিবে না। এখন কাটিলেও ভিতরের পচানি চাঁচিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ১৪ দিন পরে হইলেও কাটিয়া চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে।"

দুই সপ্তাহের জন্য আমার চিকিৎসাধীনে থাকিবেন স্থির হইল। আমি **সিনোবিন তেল** ৪ আউন্স পিচকারী করিয়া ভিতরে দিয়া **ষ্টিকিন প্লাষ্টার** দিয়া আটকাইয়া দিতাম।

আটকাইবার পূর্ব্বে অর্দ্ধেকের মত তেল চাপিয়া বাহির করিয়া দিতাম, তাহাতেই ভিতর ধোয়ার কাজ হইত। আমি কোন ঘায়েতেই জল লাগাই না, এই ঘায়েতেও জল লাগাইতাম না। দিনে ৩বার করিয়া **সাইলিসিয়া ৩০** খাইতে দিলাম—৪দিন এইভাবে চিকিৎসা করিবার পর দেখিলাম গর্ত্তের ভিতরে ২ আউন্সের বেশী তেল ধরে না। একমাত্রা **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** খাইতে দিয়া ৩দিন ঔষধবিহীন অবস্থায় শুধু সুগার অব্ মিল্কের পুরিয়া দিনে ৩বার করিয়া খাইতে দিয়া রাখিলাম। ৩দিন পর দেখিলাম একবিন্দু তেলও ভিতরে ঢুকে না। ক্ষতস্থানের উপরে জোরে জোরে টিপিয়া দেখিলাম ভিতরে কিছুমাত্র ব্যথা লাগে না। ঘা আরোগ্য হওয়ার ইহাই প্রধান লক্ষণ। ভিতরে ঘা থাকিলে উপরে চাপিলে কমবেশী ব্যথা থাকিবেই। আমি বলিলাম—নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে সারিয়া গিয়াছে। রমণীবাবুর ভাগিনেয় ডাক্তার সুধীন্দ্রবাবু সম্প্রতি ডাক্তারী পাশ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি আমার সঙ্গে চিকিৎসায় সাহায্য করিতেন। তাঁহার কাজ ছিল তেল ক্ষতের গর্ত্তের ভিতর দিয়া টিপিয়া বাহির করিয়া দেওয়া, যাহাতে ভিতরের পচানি বাহির হইয়া আসে (তাহাতে ভিতরে নূতন মাংসকণা অতি সত্বর বৃদ্ধি পায়) তৎপরে একটুক্রা ন্যাকড়া **সিনোবিন তেলে** ভিজাইয়া ক্ষতের মুখে দিয়া তাহার উপর পান এবং পানের উপর তুলা দিয়া ষ্টিকিন প্লাষ্টার আটকাইয়া দেওয়া। সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ডাক্তার সুধীন্দ্রবাবুও অবাক

হইলেন। মঙ্গলময়ের কৃপায় এবং ডাক্তার গুরু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্বর্গীয় আত্মার আশীর্ব্বাদে কেমন করিয়া এত শীঘ্র এই রোগ আরোগ্য হইল আমার মত সামান্য মানুষ সত্যই কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহারা রোগিণীকে ডাক্তার পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জীকে দেখাইলেন। তিনি দেখিয়া বলিলেন—"অতি অল্প সময়ে এমন নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হইয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ।"

রোগিণীর স্বামী সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ১০০৲ একশত টাকা এবং রোগিণী স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার হাতের বহুমূল্য আংটী পুরস্কার দিলেন। এই রোগিণীর রক্ত বিশুদ্ধ ছিল, এজন্যই এত শীঘ্র আরোগ্য হইয়াছেন—এই আমার ধারণা।

৪৪। ২নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, শোভাবাজার—নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরীর নাতনীর ৪ মাসের শিশু-পুত্রের শিশু-যকৃৎ (ইনফ্যাণ্টাইল লিভর) রোগ হয়। ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, ডি, মহাশয় এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা করেন। প্রথমেই মায়ের দুধ বন্ধ করেন। স্তনের দুধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন দুধের দোষ আছে। গাধার দুধ ও ছাগল দুধ ব্যবস্থা করেন। নৃসিংহবাবুর বড় নাতনীর ও ৫ মাসের শিশুপুত্রেরও এই রোগ হইয়াছে। দুই শিশুরই একসঙ্গে চিকিৎসা হইতেছে। এই শিশুরও মায়ের দুধ একই কারণে বন্ধ করেন। রোজ দুই

শিশুরই জ্বর হয়। পথ্যও ছাগলের অথবা গাধার দুধ ব্যবস্থা। একমাস চিকিৎসা হইয়াও একই অবস্থা—বরং লিভার বাড়িতেছে। হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিলেন। ডাক্তার একেনবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমি সর্ব্বাগ্রে পথ্যের ব্যবস্থা বলিলাম—নিরপরাধ শিশুর জন্য জন্মের আগেই পরমেশ্বর মাতৃস্তন্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি শিশুর শত্রু নন, শিশুর জন্য মায়ের স্তনে বিষ দিয়া রাখিবেন—মায়ের স্তন্য দুধে **ক্যালসিয়ম** কম আছে, হয়ত শিশুর শরীরে এরূপ দুধেরই দরকার—যাহা হউক এতদিন পূর্ব্বে দুধ বন্ধ করিয়াছেন এখন চেষ্টা করিলেও মায়ের বুকে দুধ আসিবে না। গাধার দুধ, ছাগলের দুধ, গরুর দুধ ইত্যাদি দুধ মাত্রই (মায়ের স্তন দুধ ছাড়া) শিশু যকৃৎ রোগের পক্ষে বিষ। যতদিন শিশুর এই রোগ থাকিবে ততদিন পরিষ্কার জলবার্লি ছাড়া কিছুই খাইতে দিবে না। চিনি বা মিশ্রি মিশাইয়া দিবে এই উপদেশ—শিশুরোগে ধন্বন্তরী ডাক্তার গুরু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন—"শিশু-যকৃৎ রোগে দুধের গন্ধ পাইলেও রোগ বাড়ে এবং মারাত্মক হইয়া উঠে। আমাদের সাধারণ খাদ্য ভাত, রোগ হইলে তাহার চেয়ে হাল্কা খাদ্য খাই। শিশুর সাধারণ খাদ্য দুধ—জ্বর, সর্দ্দি, পেটের অসুখ ইত্যাদি হইলে তাহার চেয়ে হাল্কা খাদ্য দিতে হয়। মায়ের স্তন-দুধ সকল সময়ই দিবে, মায়ের খাদ্যের নিয়ম করিয়া দিতে হয়। মা অনিয়ম করিবে না এবং গুরুপক্ক খাদ্য খাইবে না। দরকার

হইলে মাকেও হোমিওপ্যাথী ঔষধ দিতে হয়। অসুখের সময় শিশুকে এবং স্তন্যদাতৃ মাকে গুরুপক্ক খাদ্য দিলে লিভারের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়, রোগ বৃদ্ধি হয় এবং শিশুর পক্ষে অতি সহজেই মারাত্মক হইয়া উঠে।"

ডাক্তার একেনবাবু বলিলেন—(এই একেনবাবু আমার এলোপ্যাথী পড়ার সময় প্যাথলোজির মাষ্টার ছিলেন) "বরদাবাবু! আপনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন—দাঁত না উঠিলে শিশু ষ্টার্চ্চ (শ্বেতসার জাতীয় জিনিষ যথা,—ভাত, বার্লি ইত্যাদি) হজম করিতে পারে না।" আমি বলিলাম—"আমি চিকিৎসা করিলে জলবার্লি ছাড়া কিছুই দিতে পারিব না।" নৃসিংহবাবু বলিলেন—"আপনারা ছাত্র-মাষ্টারে তর্ক করিতেছেন বরদাবাবু! আমি আপনার যুক্তি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছি না, আপনি আপনার গুরুদেবকে ডাকুন।" আমি তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করিলাম, আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি আসিলেন। একেনবাবুও তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, গুরুদেব আসিলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি একেনবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"একেন! আমি বরদার বাচণিক সমস্ত শুনিলাম, তোমার মত হাজার শিশুকে শুধু ভাতের ফেন, জলবার্লি খাওয়াইয়া রক্ষা করিয়াছি, আঁতুড় ঘরে জলবার্লি দিয়া চিকিৎসা করিয়াছি, কখনও উপকার ছাড়া অনিষ্ট হয় নাই। শিশু শত্রু নয়, লক্ষ্মী। যে ঘরে শিশু নাই সে ঘরে লক্ষ্মী নাই—হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা লক্ষ্মী চিকিৎসা। শিশুশূন্য ঘরে

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার দরকারও কম। তোমার এতবড় মাথাটা একবার নিজের দেশের জন্য খাটাইও, কেবল বিলাতী থিওরি মুখস্থ করিয়া নষ্ট করিও না।

যাঁহারা এলোপ্যাথী চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের দেশে বসিয়া তাঁহাদের দেশের মতই থিওরী লিখিয়াছেন, আমাদের দেশ কখনও দেখেন নাই। আমাদের দেশের পথ্যের বিশেষতঃ শিশুর মাতৃস্তন্য খাওয়ার কথা ভাবেন নাই। তাঁহাদের দেশে শিশুকে প্রায় অধিকাংশ মা-ই স্তনদুধ খাইতে দেয় না। তাহাদের দেশ মদ-মাংসের দেশ, আমাদের দেশ ডাল-ভাতের। তাহাদের দেশে সূর্য্যালোক ও পরিষ্কার মুক্ত হাওয়া দুষ্প্রাপ্য। আমাদের দেশে ছয় ঋতু। ডাল-ভাতের দেশে ভাতের ফেন বা জলবার্লিই রুগ্ন শিশুর পথ্য। বার্লি যব হইতে তৈরী হয়। যব অত্যন্ত বলকারী। রেসের ঘোড়ার প্রধান খাদ্য যব। শিশু আমার শত্রু নয় যে আমি তাহাদের প্রধান খাদ্য দুধ বন্ধ করিব। এখন দুধ দিলে সর্ব্বনাশ হইবে। রোগমুক্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকুক—সারা জীবন দুধ খাইবে।" একেনবাবু খুব স্থিরভাবে গুরুদেবের উপদেশ শুনিলেন। গুরুদেব মায়ের দুধ বন্ধের কথা শুনিয়া মনে দুঃখ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন —"মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে কখনও স্তনদুধ বন্ধ করিও না। শিশুর দাঁত দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই **অন্নপ্রাশন** করিবে। দুটা দুটা ভাত নুন দিয়া চট্‌কাইয়া শিশুর মুখে দিবে, ২।১টা ভাত ও অম্লরস পেটে যাইবে, তাহাতে শিশুর লিভার ভাল

থাকিবে। আমাদের দেশে প্রকৃত রিকেট (কোমলাস্থি) রোগ প্রায় হয় না, তাহার প্রধান কারণ কি জান? সর্ব্বপ্রধান মাতৃস্তন্য দুধ। মায়ের দুধের অভাবে বিশুদ্ধ গরুর দুধ ব্যবস্থা।" গুরুদেব শিশু দুইটীর জন্য একই ঔষধ **ক্যাল্‌কেরিয়া আর্স ৩০** দিনে ৩বার করিয়া ব্যবস্থা করিলেন। পথ্য জলবার্লি মিশ্রি। একমাস চিকিৎসায় শিশু দুইটী আরোগ্য হইল। ক্রমে বার্লির সঙ্গে গরুর দুধ মিশাইয়া সামান্য দিয়াছিলাম। **ক্যাল্‌কেরিয়া আর্স ৩০** আরও কিছুদিন দিনে ২বার করিয়া দিয়া বন্ধ রাখিলাম।

এই ঘটনাতে ডাক্তার একেন ঘোষ মহাশয়ের মত প্রতিভাবান্ লোকের হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শিক্ষার জন্য অত্যন্ত ঝোঁক পড়িল। কতকগুলি হোমিওপ্যাথী বইও কিনিয়াছিলেন। বহুমুখী প্রতিভাবান্ একেনবাবুর পক্ষে সময়াভাবে হোমিওপ্যাথী শিক্ষার সময় হইল না। আশ্চর্য্যের বিষয় প্রায় ৮।৯ বৎসর পর এক রোগীর চিকিৎসার সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি প্রথম কথাই বলিলেন—"বরদাবাবু! আজকাল নূতন থিওরী বাহির হইয়াছে—ডেন্টিশন (দাঁত উঠা) না হইলেও শিশুর মুখে যে লালা আছে তাহাতে **টায়েলিন** থাকে, তাহাতেই বার্লি বা বার্লি জাতীয় জিনিষ (ষ্টার্চ্চ) হজম হয়।"

আমি অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এমন প্রতিভাবান্ পুরুষ, তাঁহার স্মরণশক্তি অসাধারণ। তিনি তখন মেডিক্যাল কলেজে প্যাথলজির প্রফেসর ছিলেন।

৪৫। পূর্ব্বলিখিত নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী, বর্দ্ধমান জেলা, বৈদ্যপুর গ্রামের বিখ্যাত জমিদার। তাঁহার আড়াই বৎসর বয়স্ক পুত্রের উদরাময় রোগ হয়। দেওঘরে থাকিয়া এলোপ্যাথী ও কবিরাজী প্রায় ৭মাস চিকিৎসায় ফল না হওয়ায় কলিকাতা আসিয়া নিজ বাড়ী ২নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীটে থাকিয়া পুত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে নিযুক্ত করেন। একেনবাবু পরামর্শের জন্য ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়কে ডাকিয়া তাঁহার মতানুসারে চিকিৎসা করিতে থাকেন। একমাস চিকিৎসা করিয়াও ফল না হওয়ায় চুঁচুড়ার ব্রজবল্লভ কবিরাজকে ডাকেন। ২ মাস কবিরাজী চিকিৎসায়ও কিছুই উপকার হয় নাই। অগত্যা চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য ডাক্তার এস, কে, নাগ ও ডাক্তার ডি, এন, রায়কে নিযুক্ত করেন। আমি সর্ব্বদার জন্য ছিলাম। তখন গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। জিতেন মজুমদার মহাশয় দার্জ্জিলিং চেঞ্জে গিয়াছেন। ডি, এন, রায় ও এস, কে, নাগ দুইবেলা আসিয়া বাহ্যেতে লিট্‌মস্ পেপার দিয়া দেখিতেন। প্রাতে দেখিলেন বাহ্যেতে এসিড আছে—অমনি দুধের সঙ্গে একটু জল মিশাইয়া দেওয়া হইল। ঔষধও সেই অনুযায়ী দিলেন। বিকালবেলা আসিয়া বাহ্যেতে লিট্‌মস্ পেপার দিয়া দেখিলেন **এলুকেলাইন** (ক্ষার) আছে, সঙ্গে সঙ্গে তিন চামচ দুধ ও নয় চামচ জল মিশাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। রাত্র ১১টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত কিছুই

খাইতে দেওয়া হইত না। সারারাত্র শিশুর কান্নার চীৎকারে কেহ ঘুমাইতে পারিত না। প্রাতে পাতলা বাহ্যে হইবামাত্র দুইজনকে একসঙ্গে টেলিফোন করিতাম। তাঁহারা আসিয়াই সেই লিট্‌মস্‌ পেপার দিয়া বাহ্যে পরীক্ষা করা এবং পূর্ব্ববৎ পথ্যের ব্যবস্থা। দিবারাত্র শিশুর ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ কান্না। একদিন প্রাতে ''টার সময় আসিয়া বাহ্যে পরীক্ষা করিয়া দুইজনই ফি লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আধঘণ্টার মধ্যেই আর একবার বাহ্যে হইল।

আমি ডাক্তার ডি, এন, রায়কে সংবাদ দিতে গিয়া দুইজনকেই বলিলাম। ডি, এন, রায় বলিলেন—"বরদা! আর একবার যাব কি? বৈদ্যপুরের নন্দীরা তো টাকার কুমীর। দুই চারি হাজার টাকা খরচ হইলে তাহাদের কিছুই আসে যায় না।" আমি অতি সামান্য মানুষ—এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম—ছেলেটা শুকাইয়া শুকাইয়া অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে, আপনারা **এব্রোটেনম্‌ ৬** এবং **এলূফালকো** ইত্যাদি দিতেছেন, আজ একমাস হইতে চলিল কিছুমাত্র উপকার হইতেছে না। পাছার মাংস শুকাইয়া **ম্যারাসমস্‌** হইয়াছে, চামড়া কুঁচকাইয়া গিয়াছে। আমি আপনারা মামা-ভাগিনেয়, দুইজনকেই বাহ্যের অবস্থা বলিতে আসিয়াছি, ডাকিতে আসি নাই। মনের মধ্যে অত্যন্ত দুঃখ ও ঘৃণা হইল, বলিলাম তিনদিনের মধ্যে আরোগ্য করিয়া দিন, আপনার টেবিলের উপর দুই হাজার টাকা রাখিয়া যাইব।

ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা রোগীর পিতা নৃসিংহবাবুকে বলিলাম। নৃসিংহবাবুর শেষ বয়সের দ্বিতীয়পক্ষের পুত্রসন্তান। প্রথম বয়সের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটীমাত্র পুত্র হয় এবং সেই পুত্রের দুই কন্যা হয়, স্ত্রী মারা যায়। পরে ৪০ বৎসর বয়স্ক পুত্র মারা যায়। নৃসিংহবাবু নির্ব্বংশ হইয়া পুনরায় বিবাহ করেন এবং ৭০ বৎসর বয়সে এই পুত্র জন্মে। এই শিশুপুত্রের পীড়ায় সাত মাস যাবৎ চিকিৎসায় উপকার হইতেছে না, তাঁহার মনে দুশ্চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় উপকার হইবে মনে করিয়া দু'জন বিখ্যাত ডাক্তারকে নিযুক্ত করিয়া একমাসে কিছুমাত্র উপকার না দেখিয়া তাহার উপর ডি, এন, রায়ের কথাগুলি বিশেষ মর্ম্মপীড়াদায়ক ও দুশ্চিন্তার কারণ হইল। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোন কথা বলি না কেন? আমি বলিলাম— আমার গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেবতা ছিলেন। তিনি আজ স্বর্গে, ডাক্তার ডি, এন, রায় ও এস, কে, নাগের কাণ্ড আমি সামান্য মানুষ, বোকার মত মনের দুঃখে ও ঘৃণায় লক্ষ্য করিতেছি। আজ আপনারা অভয় দিলে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি এবং মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট রোগীর শান্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শক্তি ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারি। তাঁহারা আমাকে অনুমতি দিলেন। রাত্র ১০টার সময় **পডোফাইলম্ ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম এবং অর্দ্ধেক প্লাজমন এরারুট ও অর্দ্ধেক ছাগলের দুধ মিশ্রি মিশাইয়া

খাইতে দিতে বলিলাম। শিশু দিবারাত্র ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতেছে এবং রোগও তাহাই। এক পোয়া ছাগল দুধ ও এক পোয়া এরারুট মিশাইয়া মিশ্রির গুঁড়াসহ আনিলে আমি এই বাটিটা রোগীর সম্মুখে দিতে বলিলাম। রোগী তাহার ইচ্ছামত খাইবে। দুধ এরারুট ভর্ত্তি বাটী দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত হাত বাড়াইল। বাটী ধরিয়া আগ্রহের সহিত চুমুক দিয়া খাইতে লাগিল। প্রায় দেড় পোয়া দুধ এরারুট খাইল। চীৎকার থামিল এবং সারারাত্র শান্তিতে ঘুমাইল। মা, বাবা, শুশ্রূষাকারিণী সকলে ঘুমাইল। দুধ এরারুট খাওয়ার পরই একমাত্রা **পডোফাইলম্ ৩০** খাইতে দিয়াছিলাম। প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিবার পর হলুদ রংএর ঘন বাহ্যে হইল। ৫৷৷০টার সময় সমপরিমাণ ছাগল দুধ ও এরারুট মিশাইয়া খাইতে দিলাম, খাওয়ার পরই একমাত্রা পূর্ব্বোক্ত ঔষধ দিলাম। রোগী আগ্রহের সহিত খাইল। ৪ঘণ্টা অন্তর পথ্য এবং ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম। কান্না, ঘ্যানঘ্যানানি সমস্তই থামিল। দিবারাত্র ২৪ঘণ্টায় ২বার হল্‌দে রংএর থস্‌থসে বাহ্যে হইল। সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন। এতদিন এমন হইয়াছিল কেন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বলিলাম—ক্রমাগত খাওয়া কম দেওয়ার ফলে অন্ত্রের উত্তেজনা হইয়া রোগ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিয়াছিল। সামান্য দুধ জল মিশাইয়া দিলেও অন্ত্রের উত্তেজনার জন্য বারবার পাতলা বাহ্যে হইত, মাঝে মাঝে আমাশয়ের মত এবং নানা রংঙের বাহ্যে হইত। ৪দিনে

১২মাত্রা **পডোফাইলম্ ৩০** দেওয়াতে এবং পেট ভরিয়া ছাগল দুধ ও এরারুট মিশাইয়া খাইতে দেওয়ায় ৪দিনে রোগ সারিয়া গেল। ৫ম দিনে ২বার প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভাল বাহ্যে হইল। গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একদা বলিয়াছিলেন—তাঁহার হাতে কঠিন পুরাতন উদরাময় রোগী পডোফাইলমে বহু আরোগ্য হইয়াছে, যখন সুনির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হয় নাই তখন কয়েক মাত্রা পডোফাইলমে বিশেষ কাজ হইয়াছে।

এই রোগী আরোগ্য হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ আমার স্ত্রীকে একটী গ্রামোফন ও আমাকে গাড়ী ঘোড়া দিলেন। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ সফল হইল। ১০ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরই গাড়ী ঘোড়া আপনা হইতে আসিল। গাড়ীতে বসিয়া তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার শ্রীচরণোদ্দেশ্যে অশ্রুভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিলাম।

৪৬। রামধন খাঁ লেন, শোভাবাজার—গোলাপ দাসী, বয়স ৪৫ বৎসর। ডান পায়ের গোড়ালির নিকট প্রকাণ্ড একটা ফোস্কার মত হইয়া জল ভর্ত্তি হইয়া ঠেলিয়া উঠে। তাহাতে অসহ্য জ্বালা হইতে থাকে। ২দিন পর সেই জল পূঁজে পরিণত হয়। অপারেশনের জন্য ডাক্তার সুবল সরকার ঠিক হইলেন। আগামী কল্য অপারেশন হইবে। সেই রাত্রে

বাম পায়ের পাতায় সেইরূপ একটা ফোস্কার মত হইয়া অসহ্য জ্বালা, বেদনা ও জ্বর হইল।

আমার ডাক হইল। সুবলবাবু আসিলে আমি বলিলাম—এই রোগিণীর **পেম্পিগসের** মত সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ডান পা—২দিন পর বাম পা আক্রান্ত হইয়াছে, আপনি অপারেশন করিবেন কোথায়? আপাততঃ অপারেশন বন্ধ রাখিয়া হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করা স্থির হইল। **আর্সেনিক ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিয়া **সিনোবিন তেল** দিয়া দুই পায়ের ফোস্কা ভিজাইয়া দিলাম। জ্বালা, বেদনা ও জ্বর কম পড়িল। রোগিণীর এক আত্মীয় আমাকে প্রশ্ন করিলেন—আমি রক্ত দূষিত হইয়াছে বলিলাম কেন? আমি বলিলাম—আগে ডান পা, ২দিন পর বাম পা এরূপ হওয়াতেই এককথায় সর্ব্বাঙ্গীণ রক্ত দূষিত বলিলাম। রক্ত পরীক্ষা করিয়া দূষিত রক্তই প্রমাণ হইল। **আর্সেনিক ৩০** ৪দিন দেওয়াতে জ্বালা, বেদনা, জ্বর ইত্যাদি কম পড়িল। দুই পা একসঙ্গে পাকিয়া উঠিল। দুই পায়েরই তলার মোটা চামড়ার নীচে পূঁজে ভর্ত্তি হইয়া গেল। মোটা চামড়ার নীচে পূঁজ হইবার ফলে চামড়া আলগা হইয়া ফাঁপিয়া উঠিল। **হিপার সলফর ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিয়া পায়ের তলার মোটা চামড়া কাঁচি দিয়া কাটিয়া উঠাইয়া ফেলিয়া **সিনোবিন তেল** দিয়া সম্পূর্ণ ভিজাইয়া তিন ঘণ্টা অন্তর বদলাইবার ব্যবস্থা করিলাম। ক্রমে পূঁজ কমিয়া দুর্গন্ধ দূর

হইল। ঘা লাল হইয়া উঠিল। একই নিয়মে ৪ঘণ্টা অন্তর **হিপার সলফর ৩০** খাইতে দিয়া ও **সিনোবিন তেল** দিয়া ড্রেস করিয়া দিতে লাগিলাম।

একমাসে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে সারিয়া গেল। পুনরায় রক্ত পরীক্ষায় দেখা গেল যে রক্ত নির্দ্দোষ হইয়া **নেগেটিভ** হইয়াছে। পায়ের তলায় শিশুর চামড়ার মত নরম হইয়া নূতন চামড়া হইয়াছে। ৬ মাস পর্য্যন্ত ভেলভেটের জুতা পায় দিয়া চলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

৪৭। রামধন খাঁ লেন, প্রসন্ন বাড়ীওয়ালী—বয়স ৭০ বৎসর। চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিয়া বলিল—তাহার একটা কাগজী বেলের চিকিৎসা করিতে হইবে। তাহার তুই স্তন দেখাইল। বাম স্তন শুকাইয়া ন্যাক্ড়ার মত হইয়াছে। ডান স্তনে প্রকাণ্ড টিউমর হইয়াছে। একটা ন্যাক্ড়া দিয়া গলার সঙ্গে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে—ইহাকেই কাগজী বেল বলিয়াছে। ১১ বৎসর যাবৎ চিকিৎসা হইয়াছে, কিছুই হয় নাই। গলার সঙ্গে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। আমি রোগিণীকে বলিলাম—ইহার চিকিৎসা কি হইবে? সে একান্ত আগ্রহ দেখাইয়া বলিতে লাগিল—তাহার বোন গোলাপের পা সারিয়া গেল, তাহার বেলও সারিবে। আমি তাহার অনুরোধে দিনে তিনবার করিয়া **ক্যাল্কেরিয়া সল্ফ ৩০** ও **সিনোবিন**

তেল পানে লাগাইয়া সকাল-সন্ধ্যায় সেঁক্ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। ২ মাস ৫ দিন পর টিউমর ফাটিয়া আধ সের কাল পচা দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজের মত বাহির হইল। ক্রমে ঘা শুকাইয়া বাম স্তনের মত হইয়া গেল।

গুরুদেবের স্বর্গীয় আত্মার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া রোগিণীর একান্ত আগ্রহের জন্য আন্দাজি এই **ক্যাল্কেরিয়া সল্ফ ৩০** তিন মাস খাওয়াইয়াছিলাম।

৪৮। ১৫নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট—সুবোধ ব্যানার্জ্জী, বয়স ৫৫ বৎসর। ডান পায়ের ছোট আঙ্গুলে আরসুলা কামড়ায়। পরদিন ডাক্তারখানায় গিয়া টিংচার আয়োডিন লাগাইয়া নিজ কাজে যায়। তিনি আনন্দজী হরিদাস ফার্ম্মের ম্যানেজার। কার্য্যস্থল হইতে সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিলে পা ফুলিয়া উঠে। ক্ষত আঙ্গুলে জ্বালা বেদনা হইয়া রাত্রের মধ্যেই পাকিয়া যায়। পরদিন সেই আঙ্গুল অপারেশন হয়। নিকটবর্ত্তী দুটী আঙ্গুলও পাকিয়া পূঁজ হয়। ইন্‌জেক্‌শন করিয়া অপারেশন হয়। পায়ের পাতায় অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা হইয়া পাকিয়া উঠে। তিনদিন পর অপারেশন হয়। ইন্‌জেক্‌শন ও ড্রেস চলিল। দিবারাত্র পূঁজ পড়িতে থাকে। তিন সপ্তাহ পর ছোট আঙ্গুলটী খসিয়া পড়িয়া যায়। রক্তস্রাব হইতে থাকে, ক্রমে ২ মাস কাটিয়া গেল। নিকটবর্ত্তী আঙ্গুলটীও খসিয়া পড়িয়া যায়। কাল

রং ও দুর্গন্ধ হইয়া মাংস পচিতে থাকে। ৪ মাস চিকিৎসা চলিয়াছে, ক্রমে রোগ বাড়িতেছে, আরও একটী আঙ্গুল খসিয়া যায়। চিকিৎসায় সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। মেডিক্যাল কলেজ হইতে বড় সার্জেন পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জীকে কয়েকবার ডাকিয়া দেখান হয়। শেষবারে পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জী বলিলেন ক্ষতস্থান হইতে ৩২ ইঞ্চি উপরে উরু কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। আত্মীয়েরা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে রোগীর জীবন রক্ষা হইবে কিনা? পঞ্চাননবাবু বলিলেন এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। এইখানেই এলোপ্যাথী চিকিৎসা শেষ হইল। দুই সপ্তাহ নানা মতে চিকিৎসায়ও ফল হয় নাই। পরামর্শে হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করান স্থির হয়। আমি চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত হইলাম। রোগীর ঘরে ঢুকিয়া পচা গন্ধ পাইলাম, ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দেখি কাল রং হইয়া মাংস পচিতেছে —যেখানের মাংস খসিয়া পড়িয়াছে সেখানেরই হাড় দেখা যাইতেছে। পচা মাংসের জায়গায় সূতাক্রমির মত মাথা কাল পোকা কিলবিল করিয়া বাহির হইতেছে, ভিতরে ঢুকিতেছে পাতলা পূঁজ পড়িতেছে। জ্বালা-যন্ত্রণা নাই। অসাড় মত হইয়া আছে। **ল্যাকেসিস ৩০** চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম এবং খুব কড়া করিয়া **সিনোবিন তেল** তৈরী করিয়া ন্যাক্ড়া ভিজাইয়া পটি বাঁধিয়া দিয়া জল লাগাইতে নিষেধ করিলাম। তিন ঘণ্টা অন্তর পটি বদলাইবার ব্যবস্থা করিলাম, এইভাবে ৭দিন চলিল। মাছ খাওয়া নিষেধ করিলাম, কারণ

মাছে ঘা বৃদ্ধি করে। যতটা সহ্য হয় ঘি, দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা দিলাম। পরে প্রত্যহ ১মাত্রা করিয়া **ল্যাকেসিস ২০০** খাইতে দিয়া পূর্ব্ববৎ তেল দিয়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা রহিল। পচা গন্ধ দূর হইল। পচা মাংস খসিয়া পড়ার স্থানে লাল মাংস-কণা দেখা দিয়াছে। এভাবে আরও এক সপ্তাহ চলিল। পায়ের পাতার অর্দ্ধেকটা খসিয়া গিয়াছিল, সেইখানেই শেষ হইল। আর বাড়িতে পারে নাই। খাওয়ার ঔষধ এক সপ্তাহ বন্ধ রাখিয়া পূর্ব্ববৎ **সিনোবিন তেলের** ব্যাণ্ডেজ চলিল। এবার তেল নরম করিয়া দিলাম। নূতন মাংস-কণাতে বেশী কড়া তেল দিলে জ্বালা করিবে ও মাংস-কণা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এবার একমাত্রা **ল্যাকেসিস লক্ষশক্তি** দিয়া এক সপ্তাহ ঔষধ বন্ধ রাখিলাম ও তেলের পটি দিতে দেখা গেল, সমস্ত ক্ষতস্থানই লাল হইয়া নূতন মাংসকণায় ভর্ত্তি হইতেছে, পটির ন্যাক্‌ড়ার সঙ্গে সাদা গাঢ় পূঁজ লাগিয়া উঠিতেছে, দুর্গন্ধ নাই। (সাদা গাঢ় পূঁজ হইলেই বুঝিতে হইবে নির্দ্দোষ পূঁজ বিশেষতঃ যদি গন্ধ না থাকে)। খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া দু'বেলা ব্যাণ্ডেজ করিতে দিলাম। জল লাগান নিষেধ। রোগীকে স্নান করিতে দিলাম। নিরামিষ ভাত, দুধ, ঘি সহ্যমত খাইতে দিয়াছি। এ সপ্তাহে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। **সাইলিসিয়া ৩০** প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাইতে দিলাম, এক সপ্তাহে ঘা অনেকটা ভর্ত্তি হইয়াছে। পরের সপ্তাহে ৩দিন অন্তর দুই মাত্রা **সাইলিসিয়া ২০০** দিলাম। ঘা প্রায় সারিয়া উঠিয়াছে।

এক সপ্তাহ পরে দেখিলাম ঘায়ের উপরে চারিদিক হইতে চামড়া বাড়িয়া আসিতেছে। প্রাতে ১বার করিয়া নরম তেলের খুব নরম ব্যাণ্ডেজ নিজ হাতে বাঁধিয়া দিতে লাগিলাম। একমাত্রা **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** দিয়া খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। এক সপ্তাহে দেখা গেল ঘা সম্পূর্ণ সারিয়াছে।

কিছুদিন পর তিনি পূর্ব্ব কার্য্যে যোগ দিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া রিক্সা গাড়ীতে উঠান নামান হইত। ডান পায়ের অর্দ্ধেক খসিয়া পড়িয়া যাওয়ায় ঠিকমত চলিতে পারিতেন না। কার্য্যে যোগ দেওয়ার প্রায় দুই মাস পর তাঁহার অফিস হইতে আমাকে টেলিফোনে ডাকিলেন। আমি গেলে তিনি উঠিয়া আমাকে প্রণাম করিলেন এবং একখানা একশত টাকার নোট দিয়া বলিলেন—তিনি আরোগ্য হইয়া কার্য্যে যোগ দিয়াছেন এজন্য তাঁহার মনিব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই একশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

৪৯। হাওড়া হাটের কাপড়ের ব্যাপারী—কালী দত্ত ষ্ট্রীট, রাজকুমার নন্দীর উরুস্তম্ভ হয়। ডাক্তার ললিত ব্যানার্জ্জী অপারেশন করেন। দুই মাস নিয়মমত ড্রেস করা ও ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা হয়। আরোগ্য না হইয়া নালী হয়। ললিতবাবুকে দেখান হইলে তিনি বলিলেন হাড়ে দাগ লাগিয়াছে, পুনরায় অপারেশন করিয়া হাড় চাঁচিয়া দিতে হইবে।

হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা হইবে স্থির করিয়া আমাকে ডাকিল। আমি গিয়া দেখিলাম ৮ ইঞ্চি লম্বা কাটা হইয়াছে, নালী ধরিয়াছে। অপারেশনের বিরুদ্ধে মত দিয়া **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে ৩বার করিয়া এক সপ্তাহ খাইতে দিলাম এবং **সিনোবিন তেল** দিয়া দিনে ২বার করিয়া প্রেসার ব্যাণ্ডেজ দিলাম। এক সপ্তাহে সামান্য উপকার বুঝিতে পারিলাম। আরও দুই সপ্তাহ দিনে ২বার করিয়া **সাইলিসিয়া ৩০** খাইতে দিলাম এবং একবার করিয়া ব্যাণ্ডেজ দিলাম। তিনদিন অন্তর **সাইলিসিয়া ২০০** খাইতে দিলাম। ১৪ দিনে ৪মাত্রা **সাইলিসিয়া ২০০** দেওয়ার পর দেখা গেল ঘা চারি ভাগের তিন ভাগ পুরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু ঘায়ের ভিতর হইতে পাতলা এক ইঞ্চি লম্বা একটা পদার্থ আঙ্গুলে লাগিতেছে। একমাত্রা **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** খাইতে দেওয়ার ৬দিন পর সেই পদার্থটী বাহির হইয়া আসিল। এই পদার্থটী হাড়ের গা হইতে চটা উঠিয়াছে এবং হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আপনা হইতে বাহির হইয়াছে। ললিতবাবু এক্স্‌রে করিয়া এই পদার্থটী দেখিয়াছিলেন এবং অপারেশন করিয়া ইহাই বাহির করিতেন। আরও ১মাত্রা **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** দিলাম। ঘা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হইল।

আমার বড় ছেলে একদিন আমার সঙ্গে এই রোগী দেখিয়া রোগীর ম্যানেজার কাঙ্গালীবাবুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ২০০৲ টাকা চুক্তির কথা বলিলে তাহারা রাজী হয়। আমি বলিলাম—

দুইশত পাঁচশত ইত্যাদি টাকার প্রসঙ্গ করা ভারি অন্যায় কাহার সঙ্গে চুক্তি করিব ? রোগীর সঙ্গে না মালিকের সঙ্গে ? যাঁহার দয়াতে রোগী আরাম হয়, ঔষধ তাঁহারই শক্তি ! আরোগ্যের মালিক কি আমি ? তিনি দয়া করিয়া ঠিক ঔষধ মাথায় প্রেরণা করেন, আমি রোগীকে প্রয়োগ করি, রোগী আরাম হয়।

৫০। ৩৬নং নিকাশীপাড়া, শ্যামবাজার—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের ১৮ বৎসরের ছেলের বাম স্কন্ধের উপর একটা স্থান প্রদাহিত হইয়া উঠে। ইংরাজী ১৯১৬ সাল। শ্যামবাজার সুর কোম্পানীর ঔষধের দোকানের ডাক্তার শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-বি, মহাশয় আসিয়া ৪র্থ দিনে সেই প্রদাহিত স্থানটী অপারেশন করেন। কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলেন ইহা কার্ব্বাঙ্কল হইতেছিল। পূঁজ হয় নাই, কতক রক্তপাত হইল। শিববাবু ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। ঘণ্টাখানেক পর হইতেই জ্বালা যন্ত্রণা হইয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সারা রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা হইয়া বাম স্কন্ধ ও বাম হাত পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে। রাত্রে যন্ত্রণার জন্য ২বার মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌শন করিতে হইল। পরদিন প্রদাহ ইত্যাদি হইয়া ভয়ানক অবস্থা হইয়া উঠিল। মেডিক্যাল কলেজ হইতে বার্ড সাহেবকে ডাকা হইল। তিনদিন নানাভাবে চিকিৎসা করিয়া কিছুই উপকার হইল না। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য ডাক্তার গুরু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে

ডাকা হইল। তিনি আসিয়া এই অবস্থা দেখিয়া মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। বাম হাতটা পাকিয়া উঠিয়াছে। ইরিসিপেলাসের মত হইয়াছে। **এপিস ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। গাড়ীতে বসিয়া আমাকে বলিলেন—এই রোগী রক্ষা পাইবে না। দিনটা কাটিল, শেষ রাত্রে মারা গেল।

গুরুদেব আমাকে উপদেশ দিলেন—"স্থির মনে কাজ না করিলে অনেক সময় এরূপ বিপদ ঘটে। কার্ব্বাঙ্কলে ছুরি ধরা অন্যায়। এই রোগীকে কাঁচা অবস্থায় কাটিয়া এই বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে।" এই রোগী ছেলেটী ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পাইয়াছিল। তাহার বিবাহ ঠিক হইয়াছিল। আই, এস, সি, পরীক্ষার ফল বাহির হইলে বিবাহ হইবে বলিয়া তাহার বাবার মত ছিল। শ্মশান হইতে বাড়ী আসিয়া সকলে জানিতে পারিল যে ছেলেটী ইউনিভার্সিটিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

৫১। ইংরাজী ১৯১৭ সাল। কুমারটুলী স্বক ষ্ট্রীট ও চীৎপুরের মোড়ে চিনির কলে মহিষ গাড়ীর গাড়োয়ান ভীমার এসিয়াটিক কলেরা হয়। ডাক্তার অতুল ভাতুড়ী এলোপ্যাথী মতে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া হতাশ হইয়া রোগী ছাড়িয়া দেন। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিল। তখন রোগীর অবস্থা নাড়ী লুপ্ত, চক্ষু শিবনেত্র। পেটফাঁপা, শীতল ঘর্ম্ম,

বাহ্যে, প্রস্রাব বন্ধ। শ্বাসপ্রশ্বাস মিনিটে ৮০ বার। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাভী পর্য্যন্ত নড়িতেছে, যাহাকে নাভীশ্বাস বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাস মিনিটে ১৮ বার এবং নাড়ী ৭২ বার স্পন্দিত হয়। এই রোগীর নাড়ী লুপ্ত, শ্বাসপ্রশ্বাস ৮০ বার। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুর বেশী দেরী নাই। শ্বাসপ্রশ্বাসের সেণ্টার বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে এই অবস্থা হইয়া মৃত্যু ঘটে। এই অবস্থায় **কোব্রা ৬** ১মাত্রা দিয়া একঘণ্টা অপেক্ষা করিলাম। উপকার হইল বুঝিতে পারিয়া পুনরায় একমাত্রা **কোব্রা ৬** দিলাম। ঘাম বন্ধ হইল, চক্ষু নামিল, নাভীশ্বাস বন্ধ লইল। সূতার মত নাড়ী চলিতে লাগিল। আরও ২মাত্রা ২ঘণ্টা ৩ঘণ্টা অন্তর দেওয়ার জন্য রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। শেষ রাত্রে প্রস্রাব হইল, পেটফাঁপা কমিয়া রোগী সুস্থ হইল। পরদিন প্রাতে ৮টার সময় গিয়া দেখিলাম রোগী খাটিয়ার উপর বসিয়া আছে। আমার সঙ্গে জীবনকৃষ্ণ নাথ নামে একজন ডাক্তার গিয়াছিল। এই অবস্থা দেখিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, এইরূপভাবে এই রোগীর প্রাণরক্ষা কিরূপে সম্ভব হইল? আমি বলিলাম—মৃত্যুর সংজ্ঞা কি? স্থায়ীভাবে হার্ট (হৃৎপিণ্ড) ফুস্‌ফুস্ এবং মস্তিষ্কের কাজ বন্ধ হওয়ার নাম মৃত্যু। হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হইলেও, ফুস্‌ফুসের কাজ বন্ধ হইলেও মৃত্যু এবং মস্তিষ্কের কাজ বন্ধ হইলেও মৃত্যু। ঘড়ির স্প্রিংএর মত একটা বন্ধ হইলেও বন্ধ তিনটা নষ্ট হইলেও বন্ধ। ঔষধের ক্রিয়ারও দুইটা নিয়ম আছে। ১। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সোজাসুজি।

২। পরোক্ষ অর্থাৎ গৌণ—অপ্রত্যক্ষ। মৃত্যুশয্যার রোগীর থাকে না। প্রথমেই দেখিতে হয় তিনটীর মধ্যে কোন্‌টী আক্রান্ত হইয়া রোগীকে মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইতেছে। তখনই দেখিতে হয় কোন্ ঔষধ তাহার উপর অর্থাৎ যে স্নায়ু তাহার উপর কাজ করিতেছে তাহার উপর প্রত্যক্ষভাবে (সাক্ষাৎ) কাজ করে, সেই ঔষধ ঠিকমত প্রয়োগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত উপকার হইবে। এই রোগীর শ্বাসযন্ত্র (ফুস্‌ফুস্) আক্রান্ত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সেণ্টারকে বন্ধ করিয়া দিয়া মৃত্যু ঘটাইত—কোব্রা সাপের বিষ প্রত্যক্ষভাবে তাহার উপর কাজ করে, এজন্য কোব্রাতে এই রোগীর জীবন রক্ষা হইয়াছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সেণ্টার বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে এইরূপ নাভীশ্বাস হয়। কবিরাজীমতে এই অবস্থায় সূচিকাভরণ বড়ী দেয়—তাহাতেও কোব্রা সাপের বিষ সূচের ডগায় করিয়া বড়ীতে ঢুকান থাকে। কোন কোন রোগীর এই শ্বাসপ্রশ্বাসের সেণ্টারের অবসাদ হইয়া মৃত্যু ঘটে। সেই রোগী মৃতবৎ পড়িয়া থাকে—তাহার একমাত্র লক্ষণ হয় গলা ঘড়্‌ঘড়্ করা, তাহার ঔষধ হয় **এণ্টিমটার্ট**। মস্তিষ্কের অবসাদের জন্য—চক্ষু শিবনেত্র ও গলা ঘড়্‌ঘড়্‌সহ নাকের শব্দ ও শ্বাস-কষ্ট থাকিলে **ওপিয়ম**। এই সকল ঔষধ প্রত্যক্ষ কাজ করে।

খুব স্থির ভাবে সমস্ত লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে নিশ্চিত উপকার হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

৫২। আপার চীৎপুর রোড, গোপী সেন লেন—ধ্রুব মান্নার মেয়ে সুরেনবাবুর স্ত্রীর বয়স ১৮ বৎসর, প্রথম গর্ভ। ৪ মাস গর্ভ সময়ে তাহার বাম স্তন পাকিয়া উঠে, একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার দেড় মাস চিকিৎসা করে। উপকার না হইয়া ৫টা নালী ধরে। হোমিও ডাক্তার অপারেশনের পরামর্শ দিয়া রোগী ছাড়িয়া দেয়। রোগিণীর বাবা ডাক্তার যতীন চৌধুরীকে ডাকেন, অপারেশন করা স্থির হয়। রোগিণী কিছুতেই অপারেশন করিতে দিবে না, বিশেষতঃ স্তন অপারেশনের জন্য ক্লোরোফর্ম্ম—দ্বিতীয়, তৃতীয় ষ্টেজ দিতে গেলে গর্ভস্থ শিশু মরিয়া যাইবে এই আশঙ্কা বেশী। অগত্যা আমাকে ডাকিল। অবস্থা দেখিয়া **সিনোবিন তেল** দিয়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে এবং **সাইলিসিয়া** ৩০ দিনে ৩বার করিয়া খাইতে দিলাম। নালী ঘায়ের অবস্থা যেরূপ ছিল এবং পূর্ব্বের হোমিও ডাক্তার যে সকল ঔষধ আন্দাজি দিয়া অপব্যবহার করিয়াছে এই অবস্থায় **ক্যাল্‌কেরিয়া সল্‌ফ** দেওয়ার মত ছিল, কিন্তু ৬মাস গর্ভাবস্থায় ক্যাল্‌কেরিয়া দিতে পারিলাম না, কারণ গর্ভাবস্থায় ক্যাল্‌কেরিয়া দিলে গর্ভস্থ শিশুর মাথার হাড় জোড়া লাগিয়া যায়। প্রসবের সময় মাথার হাড় জোড়া থাকিলে নানা দুর্ঘটনা ঘটে। **সাইলিসিয়া** ৩০ দিয়াই চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। দিনে ২বার করিয়া ক্ষত স্তনটা সম্পূর্ণ ভিজাইয়া রাখিতে দিলাম। সাতদিনে উপকার হইতেছে বুঝিতে পারিলাম। **সাইলিসিয়া** ২০০ তিনদিন অন্তর খাইতে দিয়া সিনোবিন তেলে স্তনটা

ভিজাইয়া প্রেসার ব্যাণ্ডেজ দিলাম। সাতদিন পর দেখিলাম বিশেষ উপকার হইয়াছে। **সাইলিসিয়া ২০০** ৩দিন অন্তর ১মাত্রা খাইতে দিলাম। পূর্ব্ববৎ ব্যাণ্ডেজ চলিল। ৭দিন পর দেখিলাম উপকার হইয়াছে। একমাত্রা **সাইলিসিয়া হাজারশক্তি** খাইতে দিলাম, ব্যাণ্ডেজ পূর্ব্ববৎ চলিয়াছে। সপ্তাহ পরে দেখা গেল প্রায় চৌদ্দ আনা সারিয়া গিয়াছে। একমাত্রা **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** দিয়া তেল দিয়া দিনে ১বার করিয়া বাঁধিতে দিলাম। ৭দিন পর দেখিলাম সমস্ত নালীগুলিসহ ক্ষত সম্পূর্ণ সারিয়াছে। আরও ৭দিন পূর্ব্ববৎ দিনে ১বার করিয়া বাঁধিতে দিয়া খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। ৭দিন পর দেখিলাম নির্দ্দোষভাবে সম্পূর্ণ সারিয়াছে।

প্রসবের পর আমাকে জানাইতে বলিয়া আসিলাম। সন্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ পাইয়া গিয়া ব্রেষ্টপাম্প দিয়া এই স্তনের দুধ ৪।৫ দিন ফেলিয়া দিয়া ঐ স্তনের দুধ শিশুকে খাইতে দিলাম। এইভাবে দুধ ফেলিয়া দিলাম।

ক্ষত ও নালী ক্ষতের জন্য ভিতরে পূঁজ শুকাইয়া থাকিতে পারে এবং শুষ্ক পূঁজ দুধের সঙ্গে পেটে গেলে সাংঘাতিক পীড়া হইতে পারে।

৫৩। মেদিনীপুর জেলা—পাঁশকুড়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গ্রামের নিবারণ মাইতির স্ত্রী বিধবা, বয়স ৪৫ বৎসর। ডান

কানের নিকটবর্ত্তী স্থানের নীচের চোয়াল পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া নালী ধরিয়া পূঁজ পড়িতে থাকে। মেদিনীপুর হাসপাতালে অপারেশন হইবে না বলিয়া বিদায় দেয়। কলিকাতা আসিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেখাইলে অপারেশন করিয়া নীচের ডানদিকের চোয়ালের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া রবারের মাড়ী বসাইবার ব্যবস্থা হয়। রোগিণীর অমত হওয়ায় হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করাইবার জন্য আমাকে ডাকে। একমাসের উপযোগী খাওয়ার ঔষধ **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে ২বার করিয়া খাইতে এবং **সিনোবিন তেল** দিয়া বাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। একমাস পর রোগিণীর লোক আসিয়া সংবাদ দিল বিশেষ উপকার হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধেক সারিয়াছে বলিয়া তাহাদের এলোপ্যাথী ডাক্তার বলিয়াছেন। তিনদিন অন্তর ১মাত্রা খাওয়ার জন্য **সাইলিসিয়া ২০০** আট পুরিয়া এবং প্রাতে ১বার করিয়া **সিনোবিন তেল** দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে দিলাম। ১মাস পর লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে প্রায় সারিয়া গিয়াছে। ৩টা নালীর মধ্যে ২টা বন্ধ হইয়া ১টা দিয়া সামান্য সামান্য আঠা আঠা রস বাহির হইতেছে। একমাত্রা **লক্ষশক্তির সাইলিসিয়া** দিয়া একমাস পরে খবর দিতে বলিলাম। পূর্ব্ববৎ **সিনোবিন তেল** দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। ১মাস পর সংবাদ দিল ব্যাণ্ডেজ খুলিলে দেখা যায় সামান্য সামান্য আঠা আঠা জলের মত দাগ লাগে। ১মাত্রা **ক্যাল্‌কেরিয়া সল্‌ফ লক্ষশক্তি** দিয়া ১৫ দিন পর সংবাদ দিতে বলিয়া দিলাম। পূর্ব্ববৎ ১বার করিয়া

ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বলিয়া দিলাম। ১৫দিন পর রোগিণীকে লইয়া লোক আসিয়া বলিল—সেখানকার এলোপ্যাথী ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন এখন তো দেখা যায় সারিয়াছে, ভবিষ্যতে আবার দেখা না দেয় এজন্যই আমাকে দেখাইবার জন্য রোগিণীকে লইয়া আসিয়াছে।

আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ভগবৎ কৃপায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে সারিয়াছে।

৫৪। ১২০নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট—বিন্দুবালা দাসী, বয়স ৪০ বৎসর। ডান স্তন পাকিয়া উঠে। সন্তানের মা হইলে কোন কোন মায়ের স্তনে ব্যথা হয়—পাকিয়া উঠে। বিন্দুবালার সন্তান হয় নাই। একজন হোমিওপ্যাথ কয়েকদিন চিকিৎসা করিয়া ফল না হওয়ায় অপারেশনের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দেয়। রোগিণী বেলগাছিয়া আর, জি, কর হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। স্তনটা কাটিয়া সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়। উরু হইতে চামড়া লইয়া স্তনের স্থানে লাগাইয়া দেওয়া হয়—যাহাকে স্কিন গ্রাফটিং বলা হয়। চার মাস হাসপাতালে ছিল। হাসপাতাল হইতে ঘা সম্পূর্ণ আরাম হওয়ার পূর্ব্বেই বিদায় দেওয়া হয়। কয়েকদিন পর চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসে। ক্ষত স্থানের ৪টা নালী হইয়া পূঁজ পড়িতেছে। স্কিন গ্রাফটিং অনেকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ষত স্থানের এক জায়গায়

পূঁজ জমা হইয়া আছে। পূঁজ সাদা রঙ-এর গাঢ় এবং দুর্গন্ধ নাই। **সিনোবিন তেল** দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে এবং **হিপার সলফর** ৩০ দিনে ৩বার করিয়া খাইতে দিলাম। এক সপ্তাহ মধ্যেই পূঁজ পরিষ্কার হইয়া ঘা লাল হইয়া উঠিল। নালী ৪টা হইতে পাতলা পূঁজ পড়িতেছিল। **সাইলিসিয়া** ৩০ দিনে ৩বার করিয়া খাইতে দিয়া **সিনোবিন তেলের** প্রেসার ব্যাণ্ডেজ দিলাম। এক সপ্তাহে অনেক কমিল। আরও এক সপ্তাহ দিনে ২বার করিয়া **সাইলিসিয়া** ৩০ খাইতে দিলাম। পূর্ব্ববৎ ব্যাণ্ডেজ দিনে ২বার চলিল। তৎপরে প্রাতে ১বার করিয়া ব্যাণ্ডেজ দিয়া সামান্য কম পড়িল। **সাইলিসিয়া** ২০০ ৩দিন অন্তর ২মাত্রা দিলাম। নালী ইত্যাদি সমস্তই কম পড়িল। এক সপ্তাহ ঔষধ বন্ধ রাখিয়া দিনে ১বার মাত্র সিনোবিন তেলের ব্যাণ্ডেজ দিলাম। ক্ষতের অবস্থা একই রকম রহিল। **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** একমাত্রা খাইতে দিলাম। নালী ঘা ইত্যাদি সারিয়া গেল। আরও ৩ সপ্তাহ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে দিলাম। নির্দ্দোষ ভাবে আরোগ্য হইল। ক্ষতের উপরে স্কিন গ্রাফটিং-এর যে চামড়াগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সেই চামড়া হয় নাই এবং সেলাই-এর দাগগুলি ঘা শুকাইয়া গেলেও রহিয়া গেল।

৫৫। ৩নং কৃপানাথ লেন—শোভাবাজার। উমাচরণ চ্যাটার্জির স্ত্রী—বয়স ২৫ বৎসর।

৭ মাসের শিশু সন্তানকে স্তন দুধ দেয়। একদিন একটা স্তনে প্রদাহ হয়। ঠুন্‌কো মনে করিয়া ২।৩ দিন নানাপ্রকারে শান্তির চেষ্টা করে। উপকার কিছুই হইল না। যন্ত্রণা ক্রমেই বেশী হইয়া অসহ্য হইয়া উঠিল। অপর স্তনও প্রদাহিত হইয়া উঠিল। ডাক্তার গঙ্গাধর প্রামাণিক বোরিক কম্প্রেসের ব্যবস্থা দিলেন। তিনদিন কম্প্রেস দেওয়ার ফলে দুই স্তনই পাকিয়া উঠিল। বোরিক কম্প্রেসে সাধারণতঃ পাকিয়া যায়। অপারেশনের পূর্ব্বে বোরিক কম্প্রেস করিয়া পূঁজ তৈরী করিয়া লইলে অপারেশনের সুবিধা হয়। রোগিণী ও তাহার স্বামী আত্মীয় সকলেরই অপারেশনে অমত হইল। পরদিন হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিল। দুই স্তনের যন্ত্রণায় জ্বর হইয়া চীৎকার করিতেছে। **হিপার সলফর ৩০** তিনঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। **সিনোবিন তেলে** তিনঘণ্টা অন্তর নিয়মমত স্যাক্ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। যন্ত্রণার সময় পানে সিনোবিন তেল লাগাইয়া স্যাক্ দিলে যন্ত্রণার লাঘব হইত। ডান স্তনটা যাহা পূর্ব্বে প্রদাহিত হইয়াছিল—৩৮ ঘণ্টা পর ফাটিয়া অনেক পূঁজ বাহির হইয়া এইটার শান্তি হইল বটে—কিন্তু, বাম স্তনের যন্ত্রণা অসহ্য হইল। পূর্ব্ববৎ স্যাক্ দেওয়া ও তিন ঘণ্টা অন্তর **হিপার সলফর ৩০** খাইতে দিলাম। ৫০ ঘণ্টা পর বাম স্তনটাও ফাটিয়া অনেক পূঁজ বাহির হইল। যন্ত্রণার শান্তি হইল।

শিশুকে স্তন দুধ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম—ব্রেষ্ট পাম্প দিয়া দুই স্তনেরই দুধ বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। প্রথম ৪।৫ দিন দুধ দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যাইত যে, দুধের সঙ্গে পূঁজ মিশ্রিত রহিয়াছে। এই দুধ শিশুকে খাইতে দিলে শিশুর অনিষ্ট হইত। আমি মুস্কিলে পড়িলাম। পূঁজের সঙ্গে দুধ মিশিয়া পূঁজস্রাব বেশী হইতে লাগিল। দিবা-রাত্রে ৩বার করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার ব্যবস্থা করিলাম। **সাইলিসিয়া ৩০** চারিঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। দুই সপ্তাহ এইভাবে চিকিৎসার পর পূঁজ কমিতে লাগিল। **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** ৭ দিন অন্তর ১মাত্রা ও **সিনোবিন তেলের** প্রেসার ব্যাণ্ডেজ দুই বেলা। এইভাবে চিকিৎসায় একমাসে রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল।

৫৬। ৩নং কৃপানাথ লেন—শোভাবাজার। চন্দ্রশেখর ঘোষের দেড় বৎসর বয়স্ক পুত্রের দুই পায়ে ভীষণ এক্‌জিমা (কাউর) হয়। নানা চিকিৎসা হয়—কোনরূপ উপকার বুঝিতে না পারিয়া দুই পায়ের একজিমাতেই আল্‌কাতরা লাগান হয়। দুই দিনেই এক্‌জিমা সারিয়া গেল। ৫।৭ দিন পর একদিন শেষ রাত্রে এই শিশুর পাতলা বাহ্যে হইল। আমি গিয়া বাহ্যের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দৈ বমি কখন হইয়াছে ? শিশুর দিদিমা বলিল, ইহা বমি নয়, বাহ্যে। আমি অবাক

হইয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—এমন সময় শিশুর পায়ের দিকে লক্ষ্য করিতে দেখিলাম, দুই পায়ের হাঁটুতে কালো রং। এই কালো রং কিসের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—এক্‌জিমা (কাউর) অনেক চিকিৎসায় কিছুতেই সারে নাই। আল্‌কাতরা লাগাইতে সঙ্গে সঙ্গে সারিয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম এই আল্‌কাতরাই তাহার এইরূপ সাংঘাতিক দৈ বাহ্যের কারণ। আল্‌কাতরা লাগাইতে এক্‌জিমা বসিয়া গিয়া অন্ত্র উত্তেজিত হইয়া এই অবস্থা হইয়াছে। **সলফর ২০০** একমাত্রা দিলাম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যেমন একজিমা ছিল, ঠিক তেমনই বাহির হইয়াছে। পেটের অবস্থা ভাল হইয়া গেল। ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। এক্‌জিমা প্রবল হইয়া উঠিল, চুলকাইয়া রক্ত বাহির করিতেছে ও রস পড়িতেছে। ৮ম দিনে **গ্রাফাইটিস ২০০** ১মাত্রা দিলাম। একজিমা অনেক কম পড়িল। পুনরায় ৩দিন পর আর ১মাত্রা দিলাম, কমিয়া একইভাবে রহিল। **গ্রাফাইটিস লক্ষশক্তি** একমাত্রা দিলাম—৮।১০ দিনের মধ্যেই একজিমা সম্পূর্ণ সারিয়া গেল। সিনোবিন তেল দিয়া দুইবেলা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।

৫৭। বেনেটোলা ষ্ট্রীট—ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রমোহন সাহা এল্, এম্, এস্ মহাশয়ের ১০বৎসর বয়স্কা মেয়ের জ্বর হয়। বাড়ীতে দুইটী শিশুর হাম হইয়াছে। জ্ঞানবাবু মেয়েকে

জ্বরের এলোপ্যাথী ঔষধ দিলেন। পরদিন জ্বর কিছু কম পড়িয়া ডবল নিউমুনিয়া দেখা দিল। জ্ঞানবাবু অত্যন্ত অস্থির হইয়া আমাকে ডাকিলেন। মেয়েটির কাশি ও অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম—হাম বাহির হইতেছিল, এলোপ্যাথী ঔষধ দেওয়াতে বাধা পাইয়া হাম বসিয়া গিয়া ডবল নিউমুনিয়া ধরিয়াছে। একমাত্রা **সলফর ৩০** দিবার ৩।৪ ঘণ্টা পর দেখা গেল যেন হাম বাহির হইবে। ৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করিলাম, হাম বাহির হইতেছে না দেখিয়া **ব্রায়োনিয়া ৩০** তিনঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হাম ঝাড়িয়া বাহির হইল—নিউমুনিয়াও কম পড়িল—ক্রমে হাম মিলাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিউমুনিয়াও সারিয়া গেল। রোগিণী আরোগ্য হইল।

৫৮। ১১নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট—রাজেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী এটর্ণি মহাশয়ের তিন বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্রের মাথায় ভীষণ একজিমা হয়। চুলকাইয়া রক্তারক্তি করে। ট্রপিক্যাল স্কুল অব্ মেডিসিন-এর ডাক্তার পাঁজা ও অন্যান্য চিকিৎসকগণ নানাভাবে চিকিৎসা করেন। কোন ফল হয় নাই। এই একজিমার রস যেখানে লাগে, সেখানেই নূতন একজিমা দেখা দেয়। দুই হাতের আঙ্গুল সর্ব্বদা ন্যাকড়া দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকেন। আমি প্রথমে **সলফর ৬** দিনে ২বার করিয়া খাইতে দেই এবং

সিনোবিন তেল দিয়া ভিজাইয়া বাঁধিতে দিলাম। এক সপ্তাহ পর হইতে প্রত্যহ তিনবার করিয়া **গ্রাফাইটিস ৩০** খাইতে দিলাম এবং কড়া করিয়া **সিনোবিন তেল** তৈরী করিয়া একজিমা ভিজাইয়া রাখিতে ব্যবস্থা করিলাম। কড়া করিয়া তেল দেওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য চুলকানি বন্ধ হইল। গ্রাফাইটিস ৩০ খাইতে দিয়া বিশেষ উপকার হইল না। ৭দিন পর—৩দিন অন্তর ১ মাত্রা করিয়া **গ্রাফাইটিস ২০০** খাইতে দিলাম। ৪মাত্রা খাওয়াতে সামান্য উপকার হইল। **গ্রাফাইটিস এক-হাজার শক্তি** ৭দিন পর পর ২মাত্রা দিলাম। প্রথম মাত্রায় একটু কম পড়িল—দ্বিতীয় মাত্রায় একভাবেই রহিল। যেখানে যেখানে রস লাগিয়া একজিমা হইয়াছিল, তাহা প্রবল হইয়া উঠিল। কড়া সিনোবিন তেলে ভিজাইয়া রাখিয়াও বিশেষ উপকার হইল না। **আর্সেনিক লক্ষশক্তি** ১মাত্রা দিলাম। চুলকানি কম পড়িল কিন্তু আঠা আঠা ঘন রস বাহির হইতেছিল—আর্সেনিক দেওয়ার ৭দিন পর **গ্রাফাইটিস লক্ষশক্তি** একমাত্রা খাইতে দিলাম। বিশেষ উপকার হইল। রস পড়া, চুলকানি কম পড়িল। শিশু শান্তভাবে ঘুমাইতে লাগিল। ১৪ দিন পর **আর্সেনিক লক্ষশক্তি** এবং তাহার ১৪ দিন পর **গ্রাফাইটিস লক্ষশক্তি** একমাত্রা দিলাম। **সিনোবিন তেল** দিয়া ভিজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎই ছিল। আর বাঁধিবার দরকার হইল না। একজিমার উপরের মরাখুস্কি সিনোবিন তেলের সঙ্গে উঠিয়া পরিষ্কার হইয়া একজিমা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল।

৫৯। ক্যাম্বেল হাসপাতালের সিনিয়র সার্জ্জেন ডাক্তার নৃপেন দাস, ৪র্থ বার্ষিক একজন ছাত্রকে আমার নিকট পাঠাইলেন। এই ছাত্রটির জলবসন্ত হইয়াছিল। হাসপাতালের নার্স তাহার শরীরের নানাস্থানে ভেসিক্যালগুলিতে কার্ব্বলিক তেল লাগাইয়াছিল। বসন্তগুলি শুকাইয়া গেল। কতদিন পর দেখা গেল সেই সকল শুষ্ক জায়গায় এক-একটি গুলির মত ছোট বড় প্রায় ৮০।৮৫টী টিউমরের মত (কিলয়েড্) হইয়াছে। কপালে, মুখে ও শরীরের নানাস্থানে হওয়াতে দেখিতে বিশ্রী হইয়াছে। এত জায়গায় অপারেশন করা সহজ নয় এবং অপারেশন করিয়া কিলয়েড্ বাহির করিয়া দিলেও অপারেশনের স্থানগুলি অত্যন্ত কদাকার দেখাইবে। আমি তাহাকে **সাইলিসিয়া ২০০** সপ্তাহে একমাত্রা করিয়া খাইতে দিলাম। দুই মাসে প্রায়গুলিই মিশিয়া গেল—দু'চারটা ছিল, **সাইলিসিয়া হাজারশক্তি** ১৪ দিন পর পর দুইমাত্রা দেওয়ায় সমস্তগুলিই সারিয়া গেল।

যে কোন ক্ষততে কার্ব্বলিক এসিড লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য হয়—কিন্তু, কোন কোন স্থলে অতিরিক্ত মাংসকণা বাড়িয়া এরূপ হয়, তাহাকে প্রাউড্ ফ্লেস বলে॥

৬০। ২১-বি, চোরবাগান লেন—সোয়ান ল্যাবরেটারীর মালিক শচীনবাবুর ভগিনী, বয়স ২৪ বৎসর।

২টী সন্তানের জননী। ছোট বোনের বিবাহে আসিয়া কলেরার মত (যাহাকে কলেরিণ বলে) হয়। ডাক্তার ব্রজগোপাল চৌধুরী এম্, বি, ডি, টি, এম মহাশয় চিকিৎসা করেন। তৃতীয় দিনে রোগিণীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় পরামর্শের জন্য ডাক্তার বিধান রায়কে ডাকেন। ডাক্তার রায় বলিলেন—ঘণ্টা খানেক সময়ও টিঁকিবে কিনা সন্দেহ। অনতিবিলম্বে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা দিলেন। 'হাসপাতালে যদি কিছু করিতে পারে' বলিয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তার চৌধুরী বলিলেন—এই রোগিণীকে খাটিয়ায় করিয়া তেতলা হইতে নামাইতে গেলে সিঁড়িতেই হার্টফেল করিয়া মারা যাইবে। তিনি রোগিণীর চিকিৎসা ছাড়িয়া দিলেন। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমার ডাক আসিল। গিয়া দেখি—রোগিণীর নাড়ী লুপ্ত, পেট ফাঁপা, চক্ষু শিবনেত্র, তিনদিন প্রস্রাব বন্ধ, হিক্কা, মৃদু প্রলাপ, বাহ্যে বন্ধ। বেলা ৪টায় একমাত্রা **সলফর ৩০** দিয়া রাত্র ১০টার সময় আমাকে খবর দিতে বলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম বাহিরে ৩।৪ জন যুবক পরস্পর বলাবলি করিতেছে—ডাক্তার বিধান রায় বলিয়া গেলেন এক ঘণ্টাও সময় নাই—কোথা হইতে বড় বিধান রায় আসিয়া একমাত্রা ঔষধ দিয়া ৬ঘণ্টা পর সংবাদ দিতে বলিল। যাহা হউক, নিমতলা (শ্মশান) হইতে আসিবার সময়ই সংবাদটা দিয়া আসিতে হইবে—ভুল না হয়। ঠিকানাটা ভাল করিয়া জানিয়া রাখিতে হইবে। আমি নিজ কানে এইসকল কথা শুনিলাম।

মনে মনে সর্ব্বশক্তিমান অন্তর্য্যামীর নিকট প্রার্থনা জানাইলাম—যাঁহার শক্তি ঔষধ এবং যাঁহার দয়াতে রোগী আরোগ্য হয়, শান্তি পায়—তিনি দয়া করিয়া এই দীনহীনের মাথায় ঠিক ঔষধ প্রয়োগের প্রেরণা দেন। তাঁহারই নিয়োজিত এই ক্ষুদ্রের হাতে যেন—সেই শক্তি প্রয়োগ হয়, রোগিণী রোগমুক্ত হয়। রোগিণীর বাবা এবং স্বামী রাত্র ১০টার সময় আমাকে যাইতে বলিলেন—রাত্র ১০টায় আমি গিয়া তেতলার সিঁড়িতে উঠিয়া রোগিণীর খুব জোরে জোরে হিক্কার শব্দ ও প্রলাপ শুনিতে পাইলাম। সূতার মত নাড়ী আসিয়াছে, চক্ষু নামিয়াছে। প্রলাপের চেয়েও হিক্কাকে বেশী সাংঘাতিক মনে করিলাম—কারণ, প্রলাপ হইয়াছে—প্রস্রাব বন্ধ থাকিয়া ইউরিমিয়ার জন্য। হিক্কা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বলে—"শমন দুহিতা হিক্কা—সা হিক্কা প্রাণঘাতিকা।" এই অভ্রান্ত ঋষিবাক্য। যে কোন প্রাণঘাতক রোগের শেষ সময় এইরূপ সাংঘাতিক হিক্কা সর্ব্বনাশ করে। সাধারণ হিক্কা সুস্থ শরীরে হয়, তাহা কিছু নয়। এই রোগিণীর প্রচণ্ড হিক্কা দেখিয়া **সাইকিউটা ৩০** ১ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিয়া একমাত্রা খাওয়াইয়া দিয়া আরও তিনমাত্রা রাখিয়া আসিলাম। ঘুম হইলে ঔষধ বন্ধ থাকিবে। রাত্রে আরও ২মাত্রা দেওয়ার পর হিক্কা ও প্রলাপ বন্ধ হইয়া শান্তভাবে ৪ঘণ্টা ঘুমাইয়াছে। প্রাতঃ ৮টার সময় গিয়া দেখিলাম রোগিণী অনেকটা সুস্থ আছে। জিভ দেখাইতে বলিলে, জিভ দেখাইল। জল চাহিয়া খাইল। প্রস্রাব হয় নাই। মূত্রস্থলীতে প্রস্রাব জমে নাই। পেট ফাঁপা

নাই। জল যত খাইতে চায় দিবে। প্রস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত জল ছাড়া কিছুই দিবে না। **সাইকিউটা ৩০** তিনঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা রহিল। রোগিণীর এই রোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ হইবে না বলিয়া পাত্রপক্ষকে জানান হইয়াছিল। বর ও বরযাত্র রাঁচিতে থাকে। তাহাদিগকে টেলিগ্রাম করিয়া এই তারিখেই বিবাহ হইবে জানাইতে বলিলাম। আর ইহাও বলিয়া আসিলাম যে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রস্রাব হইবে এবং রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে।

বেলা ৪টার সময় প্রচুর প্রস্রাব হইল। সেইসময় রোগিণীর স্বামীর বন্ধু ক্যাম্বেল হাসপাতালের সিনিয়র সার্জ্জেন ডাক্তার নৃপেন দাস রোগিণীকে দেখিতে আসিয়া শুনিলেন—এক বেড্-প্যান ভর্ত্তি প্রস্রাব হইয়াছে। তিনি সেই প্রস্রাব দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি ৫টার সময় যাইবামাত্রই তিনি আমাকে নমস্কার জানাইয়া বলিলেন—আমি যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি প্রস্রাব দেখিয়া অন্যায় করিয়াছেন—(নিয়ম হইল যে যিনি চিকিৎসা করেন, তাঁহার অসাক্ষাতে রোগীকে দেখা অন্যায়) আমি তাঁহাকে বলিলাম—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ! আপনি একঘণ্টা পূর্ব্বে সকলকে শান্তি দিয়াছেন, ইহা অতি আনন্দের বিষয়।

আমি জল বার্লির ব্যবস্থা করিলাম। ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। পরদিন প্রাতে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। সেই দিনই বিবাহ। রোগিণী বোনের বিবাহ দেখিবার জন্য আব্দার ধরিল। ছাদের

উপর বিবাহ হইবে মনে করিয়া আমি বিবাহ দেখিতে অনুমতি দিয়া বলিলাম—মা, সাবধান! কাহাকেও যেন নুন পরিবেশন করিতে যাইবেন না। এই কথা শুনিয়া রোগিণী হাসিয়া ফেলিলেন। রোগিণীর বাবা ও দাদা দুইজনই কবিরাজ—দুই কবিরাজ মহাশয়কেই বলিলাম—যে রোগী আনন্দের সহিত প্রাণ ভরিয়া নির্ম্মল হাসি হাসিতে পারে—সে রোগীর রোগ থাকে না এবং মরে না।

সন্ধ্যার পর গিয়া দেখি নীচে উঠানে বিবাহ হইতেছে—আমার রোগিণীকে চ্যাংদোলা করিয়া নামাইয়া আনিয়া বিবাহ দেখাইয়াছে। আমি যাওয়ার পর ঐ ভাবেই উঠান হইতেছে।

৬১। সদর ষ্ট্রীটস্থ তুলসী সিং পাঞ্জাবী—ঘোড়ার শিক্ষক (ট্রেনার) ছিল।

একদিন একটা ঘোড়া তাহার মুখে লাথি মারে। তাহার ডান দিকের উপর হনুর (সুপিরিয়র ম্যাক্জিলারীর) হাড় ভাঙ্গিয়া একটা টুক্‌রা হাড় আলাদা হইয়া যায়। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অপারেশন করিয়া হাড়ের টুক্‌রা বাহির করিয়া দেয়। তিনমাস পর সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার পূর্ব্বেই হাসপাতাল হইতে ছুটী দেয়। হনুর মধ্যস্থ গর্ত্তের (এণ্ট্রাম অব্ হাইগমোরের) মধ্যে নালী ধরিয়া ভুগিতেছিল। এই নালী আরোগ্য হইতে বেশী সময় লাগে, অপারেশনেও বিশেষ ফল

হয় না এবং বারবার অপারেশনও চলে না। চিকিৎসা আরম্ভ করিবার সময় এইসকল কথা তাহাকে বলিয়া দিলাম। **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে ৩বার করিয়া খাইতে দিলাম এবং **সিনোবিন তেল** দিয়া বাঁধিয়া দিলাম। এইভাবে একমাস চিকিৎসার পর দেখিলাম নালীর পূঁজ অনেক কমিয়াছে এবং গাঢ় সাদা রংএর হইয়াছে, গন্ধও কম। পুনরায় **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে ২বার করিয়া একমাস দেওয়ার পর দেখিলাম পূঁজ আরও কমিয়াছে এবং আঠা আঠা পাতলা হইয়াছে। মাঝে মাঝে গাঢ় পূঁজও হইতেছে। প্রত্যহ ১বার করিয়া **সিনোবিন তেল** দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে দিয়া **লক্ষশক্তি সাইলিসিয়া** ১মাত্রা খাইতে দিলাম। খাওয়ার ঔষধ ১৪ দিন বন্ধ রাখিলাম। ঔষধ দেওয়ার ৪।৫ দিন পর ক্ষতস্থান ফুলিয়া উঠিল এবং পাতলা জলের মত পূঁজ পড়িতে লাগিল। ১৪ দিন পর আরও একমাত্রা **লক্ষশক্তির সাইলিসিয়া** দিলাম। যন্ত্রণা ইত্যাদি এক-প্রকারই রহিল। একমাত্রা **ক্যাল্‌কেরিয়া সলফ লক্ষশক্তি** দিলাম। যন্ত্রণা সামান্য কম পড়িল। রস পূঁজ বেশী পড়িতে লাগিল। একটুক্‌রা মরা-হাড় বাহির হইয়া আসিল। ঔষধ বন্ধ রাখিয়া **সিনোবিন তেল** দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে দিলাম। ক্রমে নালী ঘা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষত নির্দ্দোষে সারিয়া গেল।

৬২। গোয়ালন্দ রাজবাড়ীর ডাক্তার প্রমথনাথ রায়, এম, বি। ৩০ বৎসরের প্র্যাক্টিশনার। সাইকেল এক্সিডেণ্টে কোমরের ৩য় লাম্বার হাড় ফাটিয়া (ফ্র্যাক্‌চার হইয়া) উত্থানশক্তি রহিত হয়। দিবারাত্র যন্ত্রণা। অনতিবিলম্বে কলিকাতা আসিয়া বড় সার্জ্জেন ডাক্তার সুবোধ দত্তকে দেখাইয়া এক্স-রে করাইয়া এই ফ্র্যাক্‌চার দেখা গেল। প্লাষ্টার করিয়া ৬ মাস বেলগাছিয়া হাসপাতালে রাখিলেন। ৬ মাস পর প্লাষ্টার খুলিয়া এক্স-রে করিয়া দেখা গেল, ফ্র্যাক্‌চার যেমন ছিল তেমনি আছে। পুনরায় ২ মাস প্লাষ্টারিং করিয়া রাখা হইল। খুলিয়া দেখা গেল পূর্ব্ববৎ। প্রমথবাবু নিজে পুরাতন এম, বি ডাক্তার হইয়াও হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আত্মীয় যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালের চিকিৎসক ও অধ্যাপক রসায়ণাচার্য্য কবিরাজ অশ্বিনীকুমার চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিলাম, তিন মাস আমার চিকিৎসাধীনে রাখিতে হইবে।

আমি **সিম্ফাইটম্ ৩×** দিনে ৩বার করিয়া খাইতে ও **সিম্ফাইটম Q** আউন্সে একড্রাম হিসাবে অলিভ অয়েলের সঙ্গে মিশাইয়া মালিশের জন্য দিলাম। দিনে ২।৩ বার মালিশ হইবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী তিন মাসের উপযোগী খাওয়ার ও মালিশের ঔষধ তৈরী করিয়া দিলাম।

প্রথম সপ্তাহ কলিকাতায় থাকা সময়ে **আর্ণিকা ৩০** দিনে ৩বার করিয়া খাইতে এবং আউন্সে ১ড্রাম হিসাবে আর্ণিকা Q

অলিভ অয়েলের সঙ্গে মিশাইয়া মালিশের জন্য দিয়াছিলাম। এক সপ্তাহ পরে রোগী গোয়ালন্দ রাজবাড়ী নিজ বাড়ীতে গেলেন। একমাস নিয়মমত ঔষধ ব্যবহারের পরই তিনি সুস্থ মনে করিলেন। চলাফেরা করিতে পারিতেছেন। আরও ১৫ দিন পর সাইকেল চাপিবার একান্ত আগ্রহ হইল। আস্তে আস্তে ৩।৪ দিন চালাইয়া ও জোরে ৩দিন সাইকেল চালাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কলিকাতা আসিয়া এক্স-রের ছবি উঠাইয়া দেখিলেন হাড় সম্পূর্ণ জুড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত ছবি লইয়া ডাক্তার সুবোধ দত্তকে দেখাইলেন। তিনি দেখিয়া বলিলেন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ভাবে হাড় জুড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা আমা-দ্বারা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার কথা বলিলেন। ডাক্তার সুবোধ দত্ত খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ডাক্তার প্রমথবাবু পুনরায় সাইকেল চড়িয়া পূর্ব্ববৎ প্র্যাক্‌টিস করিতেছেন।

৬৩। ৭০নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট—নারায়ণ চন্দ্র রায়—বয়স ২৭ বৎসর।

ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর গোড়ায় প্রদাহ হয়। জনৈক সবজান্তা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ১৫ দিন চিকিৎসা করে। ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে ১৫ দিনে সমস্ত হাত পাকিয়া উঠে ও বাহু প্রদাহিত হইয়া ভীষণাকৃতি হয়। বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণায় অসহ্য হইয়া চীৎকার করিয়া দিবা-রাত্র কাটিতেছে। এই অহঙ্কারী

হোমিওপ্যাথী ডাক্তার বলিয়া দিল, আজই হাত অপারেশন করিতে হইবে, দেরী হইলে বিশেষ খারাপ হইবে। একজন তাহার জানা এলোপ্যাথী সার্জ্জেনের নাম বলিয়া দিল—দেরী না করিয়া তাহার নিকট গিয়া অপারেশন করাইও। অন্য কোন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে গিয়া কোন ফল হইবে না। হোমিওপ্যাথীতে যত চিকিৎসা এই সবজান্তা ডাক্তারই শেষ করিয়াছে। বহু উপদেশ দেওয়ার পর বলিয়া দিল—যদি কোন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার চিকিৎসা করিয়া বিনা অপারেশনে আরোগ্য করিতে পারে—সেই ডাক্তারের নিকট তিনি শিক্ষা করিবেন এবং হাতে চুড়ী পরিবেন ইত্যাদি। সে জানিত না যে রোগীর মাসতুত ভগিনী লেডি ডাক্তার সুমিত্রা রায় এম্, বি, বি, এস্, এড়িয়াদহ গবর্ণমেণ্ট হস্‌পিট্যালের ইন্‌চার্জ। ভাল সার্জ্জেন। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া রোগীর সেপ্টিক অবস্থা দেখিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সিট্ রিজার্ভ করিলেন। পরদিন হাতখানা এম্পুটেশন করিয়া কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। রোগীর বড় ভাই বিনয় রায় মফঃস্বল হইতে আসিয়া ভাইএর এই অবস্থা দেখিয়া আমাকে ডাকে। (কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বিনয়ের পায়ের তলায় ঘা হইয়া সেপ্টিক হইয়া যায়। প্রথমে বড় অপারেশন হইবে, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে পা কাটিয়া বাদ দেওয়া হইবে। হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিয়া দেখান হইল। আমি কড়া করিয়া **সিনোবিন তেল** দিয়া বাঁধিতে দিয়া এবং লক্ষণানুযায়ী

ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিতে নির্দ্দোষে আরাম হইয়াছিল) আমি এই রোগীর অবস্থা দেখিলাম। সমস্ত হাত পাকিয়া পূঁজ হইয়াছে। সমগ্র বাহু প্রদাহিত হইয়া কদাকার হইয়াছে—ভিতরে ভিতরে পূঁজ হইয়াছে—জ্বর, জ্বালা, বেদনা, যন্ত্রণা, বাহ্যে পাতলা। আমি তাহাকে **এপিস মেল ৩০** তিনঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। **সিনোবিন তেল** পানে লাগাইয়া স্যাক্ দিতে এবং সমস্ত বাহু এই তেলে ন্যাক্ড়া ভিজাইয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে ব্যবস্থা করিলাম। দিবারাত্র এইভাবে কাটিল। পরদিন রোগীর বোন এবং আত্মীয় সকলেই অত্যন্ত অস্থির হইল। জ্বর ১০৩° পর্য্যন্ত উঠিল। আমি আরও ২৪ ঘণ্টা সময় চাহিলাম। আপনা হইতে ফাটিয়া পূঁজ বাহির হইলে কোন বিপদ হইবে না। হাত বাদ দেওয়ার সময় আছে, একান্ত না হইলে ২৪ ঘণ্টা পরে যাহা হয় করিবেন। সকলের সম্মতিতে ২৪ ঘণ্টা সময় পাইলাম। পূর্ব্ববৎ স্যাক্ দেওয়া—বাহু **সিনোবিন তেলে** ভিজাইয়া জড়াইয়া রাখা এবং **এপিস মেল ২০০** ৩ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। পরদিন প্রাতে ৮টার সময়, ২৩ ঘণ্টা পর হাতের তালু বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকট ফাটিয়া অনেক পূঁজ বাহির হইয়া গেল। স্যাক্ দেওয়া বন্ধ রাখিয়া পূর্ব্ববৎ **সিনোবিন তেল** দিয়া ভিজাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে দিলাম। ২ঘণ্টা অন্তর ব্যাণ্ডেজ বদলাইতে বলিলাম। দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনেক পূঁজ বাহির হইল। জ্বর বন্ধ হইল। জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হইল। পূঁজের অবস্থা দেখিয়া **হিপার সলফর ৩০** ৩ঘণ্টা অন্তর খাইতে

দিলাম। পাতলা বাহ্যে ছিল, এজন্য জলবার্লি ব্যবস্থা করিলাম। পরদিন বাহুর ফোলা কমিয়া প্রায় স্বাভাবিক হইল। **হিপার সলফর ৩০** ৪ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম এবং ৪ঘণ্টা অন্তর ব্যাণ্ডেজ বদলাইতে দিলাম। এইভাবে তিনদিন চলিল। পূঁজ ইত্যাদি সমস্তই কমিয়া গিয়াছে। হাত প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। মাছ বন্ধ রাখিয়া নিরামিষ ঝোল ভাত, খাঁটি গব্য ঘৃত ভাতের সঙ্গে এবং লুচি ভাজিয়া খাইতে দিলাম। **হিপার সলফর ২০০** একমাত্রা দিলাম। পূঁজ পড়া বন্ধ হইল। ঘা ক্রমে শুকাইতেছে। হাত ও হাতের আঙ্গুল নাড়িতে কষ্ট হয় না। খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া আরও ৮।১০ দিন হাত **সিনোবিন তেল** দ্বারা ভিজাইয়া রাখিতে দিলাম। বাহুর ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিলাম। ২৪ ঘণ্টায় একবার ব্যাণ্ডেজ বদলাইতে ব্যবস্থা করিলাম। হাত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হইয়াছে। এখন সে সেই হাতে সমস্ত কাজ করিতেছে।

৬৪। রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট ও উল্টাডাঙ্গা মেন রোডের মোড়, এক হিন্দুস্থানী বাড়ীতে বেহারী নামে এক রোগীর চিকিৎসায় যাই। হরি সাহু নামক একজন সর্দ্দার আমাকে ডাকিয়া নেয়। রোগীর ভগন্দর রোগ। বয়স ৩৪ বৎসর।

রোগী ভগন্দরের যন্ত্রণায় চীৎকার করে। তিন বৎসর এই রোগ হইয়াছে। অনেক রকম চিকিৎসা হইয়াছে, কোন ফল

হয় নাই। আমি তাহাকে **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে ৩বার করিয়া খাইতে দিলাম এবং **সিনোবিন তেলের** স্যাক্ ব্যবস্থা করিলাম। তিনদিন পর গিয়া দেখিলাম সামান্য পুঁজ বাহির হইয়া গেলে যন্ত্রণা কম পড়িল। পঞ্চম দিনে ডাকিলে গিয়া গাড়ী হইতে নামিয়াই ৫।৬জন হিন্দুস্থানীকে পাইয়া রোগীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম—'ঠিক হ্যায়' বলিয়া গাড়ী হইতে ঔষধের বাক্সটী নামাইয়া লইয়া আমার আগে আগে চলিল। গাড়ী এক গাছতলায় রাখিবার জন্য কোচম্যানকে বলিয়া দিলাম। আমি রোগীর নিকট গিয়া রোগীকে দেখিয়াই অবাক হইলাম। রোগীর কপাল, মুখ, বুক, পেট, হাত পা ইত্যাদি সমস্ত মিলাইয়া একশতেরও বেশী জায়গায় বসন্তের মত বাহির হইয়া পাকিয়া পুঁজ হইয়াছে। কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা বেদনা কিছুই নাই। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তাহারা অসভ্যের মত যা তা বলিয়া গালাগালির ভাষায় উত্তর দেয়। কেহ কেহ গায়ে আঙ্গুল দিয়া খোঁচা মারিয়া বলে রোগীর এই দশা কেন করিয়াছ, উত্তর দাও। হরি সাউ আমাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। সেও আমার মত অবাক হইয়া সমস্ত দেখিতেছে শুনিতেছে। তাহারা আমাকে কোন কথা বলিতে দেয় না। কোন কথার গালাগালি ছাড়া উত্তর দেয় না। হরি সাউ না থাকিলে এতক্ষণে তাহারা আমাকে মারিত। আমি একটা দিয়াশলাইর কাঠি দিয়া রোগীর কপালের একটা ফোস্কা খোঁচা দিয়া পুঁজ বাহির করিতেই দেখিতে পাইলাম কি যেন একটা পদার্থ চক্‌চক্ করিতেছে। কাঠি দিয়া নাড়িতে

নাড়িতে দেখিলাম একটা বালির মত কাচের গুঁড়া। হরি সাউকে দেখাইলাম, অন্যেরাও দেখিল। আরও ২।৩টাতে খোঁচা দিয়া জলের মত পূঁজ বাহির করিলাম। তাহার ভিতরও কাচের টুকরা। আমি সকলকে শান্তভাবে কথা শুনিতে ও উত্তর দিতে বলিলাম। কপালে, মুখে, বুকে, পেটে যত জায়গায় দাগ—সমস্ত জায়গায়ই পাকিয়া উঠিয়াছে—পূঁজ বাহির করিলেই বালির কত কাচ চক্‌চক্‌ করে, ইহার কারণ কি? প্রায় আধঘণ্টা পর রোগীর নিকট জানিতে পারিলাম—সে শ্যামবাজারে এক সোডা ওয়াটারের কলে ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে কাজ করিত। গরমের সময় একদিন খালি গায়ে কাজ করিবার সময় হঠাৎ একটা বোতল ভাঙ্গিয়া ছিট্‌কাইয়া তাহার গায় পড়ে। অগৌনে হাসপাতালে নেওয়া হয়। বড় একটা কাটা স্থান কাঁধের উপর গলার নিকট সেলাই করা হয়। অন্যান্য স্থানে ঔষধ লাগাইয়া দেওয়া হয়। সমস্ত ঘা শুকাইয়া যায়। তাহার পর ১২।১৩ বৎসর কাজ করিতেছে আর কোন কিছু বুঝিতে পারে নাই। উপস্থিত লোকগুলির এত আগ্রহ ও আমোদ বাড়িল যে প্রত্যেকেই একটা কাঠি খোঁচাইয়া জলের মত পূঁজ ও বালির মত কাচ বাহির করিতে লাগিল।

মঙ্গলময়ের দয়াতে ও গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে এতগুলি অশিক্ষিত লোকের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলাম। চিকিৎসা চলিল। **সাইলিসিয়া ২০০** ৭দিন অন্তর খাইতে দিয়া ও **সিনোবিন তেল** পটি দিয়া ভগন্দর সারিয়া গেল।

৬৫। ভবানীপুরের সৌদামিনী দাসী—বয়স ৭০ বৎসর। বিখ্যাত কীর্ত্তন গায়িকা।

নেত্র নালীতে ৭।৮ বৎসর ভুগিতেছে। অপারেশন হইয়াও সারে নাই, বরং চক্ষের জল পড়া বেশী হইয়াছে। গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে দেখাইলে আমাকে দেখাইয়া তিনি রোগিণীকে বলিলেন—"বরদাই তোমাকে চিকিৎসা করিয়া আরাম করিবে, দরকার মত আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। তোমাকে এতদূর আসিতে হইবে না। (রোগিণী তখন শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে তাহার মেয়ে রেকর্ড গায়িকা মিস্ নৃত্যকালীর নিকট থাকিত)। বরদা তোমাদের নিকটে আছে—আমার সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য তাহাকে মাঝে মাঝে দুইটা টাকা ফি দিও।" সেইদিন তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহাদের ঔষধই আমার নিকট আছে—আমার নিকট হইতে ঔষধ দিতে আমাকে বলিয়া দিলেন। **এসিড ফ্লুরিক ৬** দিনে ২বার করিয়া খাইতে দিতে বলিলেন। ক্রমে শক্তি বাড়াইতে হইবে। সারিতে সময় লাগিবে। বিশ্রামের সময় গুরুদেবকে আমার নিকট হইতে ঔষধ দেওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি বলিলেন—"বরদা! আমার নিকট এই ঔষধের দাম এবং কন্সল্টেশন ফি—সমুদ্রে শিশির বিন্দু। এখন ইহা তোমার বিশেষ দরকার। এখন খাইয়া বাঁচিয়া থাকিলে তোমরাই ত' ভবিষ্যতে প্রতাপ হইবে। আমি কি চিরদিন বাঁচিয়া থাকিব?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই রোগিণীকে **সাইলিসিয়া** না দিয়া এসিড ফ্লুরিক দিলেন কেন ?"

তিনি বলিলেন—"চক্ষের কোণে যে দাগ রহিয়াছে—কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াও পরিষ্কার বুঝা যায় যে গর্ম্মির কঠিন ক্ষতে (হার্ডশ্যাঙ্কারে) পারা ব্যবহৃত হইলে এই দাগ পড়ে, তাহার পরে যে কোন কষ্টসাধ্য ক্ষত বা নালী হইলে বিশেষতঃ নেত্রনালী হইলে অপারেশনে সারে না। তোমার এই রোগী **ফ্লুরিক এসিডেই** সারিবে। গর্ম্মি পারা বিষে জর্জ্জরিত দেহে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। এমন কি এই **বিষে হাড় খাইতে** থাকিলেও ইহা কার্য্যকরী। রোগিণী কি রোগীকে এই সকল কথা কখনও জিজ্ঞাসা করিবে না, জিজ্ঞাসা করিয়া ঠিক উত্তর পাইবে না বরং অনর্থ ঘটিবে। রক্ত পরীক্ষা দ্বারা অবশ্য ধরা যায়—অনেকে তাহাও করাইতে রাজী হয় না। **পাপ, পারা, পার্গেটিভ** কখনও গোপন থাকে না।"

আমি গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলাম। তিনি দার্জ্জিলিং থাকাকালীন এই রোগিণী সম্বন্ধে চিঠিতে অবস্থা জানাইয়াছিলাম। তিনি **এসিড ফ্লুরিক ২০০** পরে হাজার শক্তি দিতে চিঠির উত্তরে উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। ক্রমে ক্রমে এই ঔষধের ৬ হইতে ৩০, ২০০ এবং সর্ব্বশেষ একহাজার শক্তি ১৪ দিন পর পর ২ মাত্রা দেওয়াতে নেত্রনালী সম্পূর্ণ সারিয়া গেল। অপারেশনের দোষের জন্য চক্ষের নীচের পাতার ছিদ্র (ল্যাক্রিম্যাল ডাক্ট) যাহা নাকের

সঙ্গে সংযোগ আছে—চক্ষের জল যে ছিদ্র দিয়া নাকের ভিতর যায় তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় নেত্রনালী সারিয়া গিয়াও উপর দিয়া চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িত। সারিতে ৪ মাস সময় লাগিয়াছিল॥

৬৬। ১০৩নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট—হরিপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মূত্রনলীতে ছিদ্র হইয়া কষ্টভোগ করিতেছেন। ইহার মূল কারণ—গনোরিয়া বা প্রমেহ রোগ। প্রমেহ রোগে মূত্রনলীর (ইউ-রেথ্রার) ভিতর ঘা হইয়া ষ্ট্রিক্চার হয়, অর্থাৎ ঘা জুড়িয়া যায়। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। রবার ক্যাথিটর দিয়া প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সিলভর ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করান হয়। প্রত্যহ এইভাবেই প্রস্রাব করান হইতে থাকে। মূত্রনলীর ঘা আরোগ্য না হইয়া রহিয়া গেল। ক্রমে ঘা বাড়িয়া নলীর নীচ দিকে ছিদ্র হইয়া যায়। মূত্র বাহির হওয়ার সময় নীচের ছিদ্র দিয়া ফোঁটা ফোঁটা মূত্র বাহির হইয়া জমিয়া ছোট বলের মত হয়। অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। পরামর্শের জন্য আমাকে ও ডাক্তার এস্, কে, নাগকে ডাকা হইল। ডাক্তার নাগ এল, এম, এস পাশ করিয়া হোমিওপ্যাথী শিখিবার জন্য আমেরিকা গিয়া এম, ডি হইয়া আসেন। তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতেছিলেন। একদা এক রোগীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার নাগ গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে পরামর্শের জন্য

ডাকেন। রক্তামাশয় কঠিন ভাবের (ব্যাসিলারী ডিসেণ্টরী) ছিল। ডাক্তার নাগের একান্ত ইচ্ছা ২।১টা এমেটিন ইন্‌জেকশন দেওয়া। তিনি গুরুদেবকে বলিলেন, ২।১টা এমেটিন ইন্‌জেকশন দিতে আপত্তি কি? হোমিওপ্যাথ ডাক্তারগণ যদি এলোপ্যাথীর ভাল জিনিষ নেয় এবং এলোপ্যাথগণ হোমিওপ্যাথীর ভাল জিনিষ নেয়, তবে চিকিৎসা ভাল হয় না কি?

গুরুদেব বলিয়াছিলেন—"সুশীল! জানিয়া রাখ, ঠিকমত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা হইলে এলোপ্যাথী চিকিৎসা তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। বিলাতী ভাব মাথা হইতে দূর করিয়া ভালভাবে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় মন দাও। তোমাদের মত প্রতিভাবান ছেলেই হোমিওপ্যাথীর দরকার। এই রোগীকে তুমি এমেটিন ইন্‌জেকশন দিতে ইচ্ছা করিয়াছ। বরদা! এই রোগীকে একমাত্রা **এলোজ ২০০** দিয়া দেখাইয়া দাও যে, এই রোগী ইপিকাকের রোগী নয়।" (এমেটিন-ইপিকাকেরই সার)।

গুরুদেবের আদেশমত তাঁহার গাড়ীর বাক্স হইতে একমাত্রা **এলোজ ২০০** দিলাম। তখন বেলা ৯টা, বিকাল বেলা ৩টার সময় গিয়া দেখিলাম—রোগী বেলা ২টার সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পেটের যন্ত্রণা নাই। আমরক্ত বাহ্যে অনেক কমিয়া গিয়াছে। জলবার্লি পথ্য দেওয়া হইয়াছে। রাত্র ৯টার সময় গিয়া দেখিলাম—বেলা ৫টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। একবার বাহ্যে হইয়াছে, রক্ত নাই। আমমিশ্রিত মল বাহ্যে হইয়াছে, টেলিফোন করিয়া গুরুদেব ও ডাক্তার নাগকে

জানাইলাম। গুরুদেব ঔষধ বন্ধ রাখিতে বলিলেন। পরদিন প্রাতে গিয়া দেখি রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। গুরুদেব ও ডাক্তার নাগকে জানাইলাম। ঔষধ বন্ধ রহিল। একমাত্রা ঔষধেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল। এই রোগীর চিকিৎসার সময়ই গুরুদেব আমাকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন—

"এখনও হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করিবার জন্য এলোপ্যাথী নিয়মে সমস্ত জানা দরকার হয়—খুব ভাল করিয়া হোমিওপ্যাথী মেটেরিয়া মেডিকা পড়িবে—তবে ভবিষ্যতে উন্নতি করিবে। আজ পর্য্যন্ত এলোপ্যাথ ডাক্তারগণই হোমিওপ্যাথ হইয়া উন্নতি করিয়াছে। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এলোপ্যাথ হয় নাই।"

আজ হরিপ্রসন্ন বাবুর চিকিৎসায় রোগীর মতেই ডাক্তার এস্, কে, নাগকে ডাকা হইল। ডাক্তার নাগের মতে আজই অপারেশন হওয়া দরকার—অপারেশন করিয়া মূত্রনালীর নীচের ছিদ্র সেলাই করিয়া দিলে সারিয়া যাইবে। মূত্র জমিয়া সেপ্টিক হইলে বিপদ ঘটিবে। আমি বলিলাম এখন রোগীর ৪০ বৎসর বয়স। ডাক্তার নাগ কি বলিতে পারেন—রোগীর কখনও উত্তেজনা আসিবে না এবং উত্তেজনা হইলে এই সেলাই টিকিবে। সেলাই করিলেই মূত্রনালীর এই সেলাইএর জায়গা সরু হইবে এবং সেলাই ছিঁড়িয়া গেলে পুনরায় সেলাই করিলে তখন অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ২৪ ঘণ্টা সময় দিলে অর্থাৎ আগামী কাল অপারেশন হইলে ক্ষতি হইবে কি?

যত শীঘ্র হয় ততই ভাল বলিয়া মত দিয়া যাইবার জন্য উঠিলেন। আমি কি ঔষধ দিব জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—যাহা ভাল বুঝেন দিন, এই বলিয়া ফিএর টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। আমার সমস্ত কথা শুনিয়া রোগীর বড় ভাই—জি, পি, রায় ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন—আজ আপনি ঔষধ দিন, উপকার না হইলে আগামী কল্য যাহা হয় করা যাইবে। আমি গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া **এপিস** ২০০ ৪ ঘণ্টা অন্তর ২মাত্রা দিলাম। বিকালে ৪টার সময় আমাকে ডাকিলেন, আমি গিয়া দেখি বলটা ফাটিয়া সমস্ত প্রস্রাব বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রস্রাব করিবার সময় রবার ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করিতে বলিলাম। খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। **সিনোবিন তেল** দিয়া তুলা ভিজাইয়া গুটি করিয়া বাঁধিয়া দিতে লাগিলাম। প্রস্রাবের পরই বাঁধন খুলিয়া নূতন করিয়া বাঁধিয়া দিতাম। তিনদিন পর হইতে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দিনে ২বার **সাইলিসিয়া** ৩০ খাইতে দিলাম। ৭দিন দিয়া ৩দিন বন্ধ রাখিয়া **সাইলিসিয়া** ২০০ একমাত্রা দিলাম। তুলার গুটি ক্রমেই কম ভিজিতে লাগিল। সাতদিন পর আরও একমাত্রা **সাইলিসিয়া** ২০০ দিলাম। তুলার গুটি আরও কম ভিজিতেছে দেখিয়া ১মাত্রা **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** দিলাম। তুলার গুটি আর ভিজে নাই দেখিয়া ব্যাণ্ডেজ বন্ধ করিলাম। সরলভাবে প্রস্রাব হইতে লাগিল। ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। রোগও সারিয়া গেল॥

৬৭। বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট—মহারাজ হরেন্দ্রের বাড়ী। জ্ঞানবাবুর স্ত্রী, বয়স ২২ বৎসর।

কুইনাইন ইন্‌জেকশনের স্থান পাকিয়া নালী হয়। ডাক্তার দুর্গাচরণ সাহা এম, বি মহাশয় চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বড় সার্জেন ডাক্তার ললিত ব্যানার্জিকে ডাকিয়া অপারেশন করাইলেন। নিয়মমত ড্রেস ইত্যাদি করিবার পরও নালী হইল। ৬ ইঞ্চি লম্বা নালী। পুনরায় অপারেশনের ব্যবস্থা করিতেছিল। হোমিওপ্যাথী মতে বিনা অপারেশনে উপকার হইতে পারে কিনা জানিবার জন্য আমাকে ডাকিল। বিনা অপারেশনে নির্দ্দোষভাবে সারিতে পারে বলিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। রোগিণীর আত্মীয় কাঞ্চনপুরের শ্রীগোবিন্দ-বাবু বলিলেন—রোগ সারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে। রোগিণী নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হইল—কিন্তু তাহারা পুরস্কার দেওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। ঠিক এরূপ আর একটি রোগিণীর কথা পরে লিখিতেছি—তাহারাও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করিয়া পরে ভুলিয়া গিয়াছেন। গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয় সদয়কৃষ্ণ পোদ্দার মহাশয়ের সোনার ঘড়ি, চেন ও মেডেল পুরস্কার দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন—মামলা মোকদ্দমা জিতিলে উকীল ব্যারিষ্টার বহু পুরস্কার পায়—রোগী আরোগ্য হইলে চিকিৎসকের ভাগ্যে পুরস্কার খুব কমই মিলে। ঔষধের দাম ও ফি বাকী থাকিলে তাহাও সব সময় মিলে না।

জ্ঞানবাবুর স্ত্রীর চিকিৎসা **সিনোবিন তেল** দিয়া দুইবেলা প্রেসার ব্যাণ্ডেজ ও দিনে ২বার করিয়া **সাইলিসিয়া** ৩০ ৭দিন খাইতে দেওয়াতে পাতলা পূঁজ বেশী পড়িতেছিল। ২দিন ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। একই অবস্থা, **সাইলিসিয়া** ২০০ একমাত্রা দেওয়াতে সামান্য কম হইল। একমাত্রা **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** দিয়া ৭দিন খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া দিনে ১বার প্রেসার ব্যাণ্ডেজ রাখিলাম। পূঁজ পড়া বন্ধ হইল। নালী সম্পূর্ণরূপে জুড়িয়া সারিয়া গেল॥

৬৮। গ্রে, ষ্ট্রীট হরেন্দ্র নিবাস—কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরীর মায়ের বয়স ৪৫ বৎসর। বিধবা।

কুইনাইন ইন্‌জেকশনের পর পাকিয়া উঠে। ডাক্তার সুবল সরকার চিকিৎসা করিতেছেন। বড় সার্জ্জেন ডাক্তার পঞ্চানন চ্যাটার্জি দ্বারা অপারেশন করাইয়া নিয়মমত চিকিৎসা করিয়াও ৮ ইঞ্চি লম্বা নালী হইল। পুনরায় অপারেশন হইবে স্থির হইল। হোমিওপ্যাথী মতে বিনা অপারেশনে চিকিৎসায় সারে কিনা দেখিবার জন্য আমাকে ডাকা হইল। কয়দিনে সারিবে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম দুই সপ্তাহ সময় লাগিবে। চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলাম। **সাইলিসিয়া** ২০০ তিনদিন অন্তর একমাত্রা করিয়া খাইতে দিলাম এবং **সিনোবিন তেল** দিয়া প্রত্যহ ১বার করিয়া চাপিয়া বাঁধিতে দিলাম। নবম দিনের দিন

ডাক্তার সুবল সরকার প্রুফ দিয়া দেখিলেন প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা নালী রহিয়াছে। **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** ১মাত্রা খাইতে দিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে দিলাম। ৭দিন পর প্রাতঃ ৮টার সময় গিয়া দেখিলাম নালী সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে। ক্ষতস্থানে টিপিয়া দেখিলাম বেদনা ইত্যাদি কিছুই নাই। ডাক্তার সুবলবাবু প্রুফ দিয়া দেখিতে চাহিলেন—প্রুফ ভিতরে ঢুকিল না দেখিয়া বলিলেন—৪দিন পূর্ব্বেও ৬ইঞ্চি নালী দেখিয়াছিলেন, আজ দেখিলেন অদ্ভুতভাবে সারিয়া গিয়াছে—আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই॥

৬৯। শোভাবাজার ষ্ট্রীট, রেবতী ভবন—কুলদা রায় চৌধুরীর স্ত্রী। বয়স ২২ বৎসর, স্থূলকায়া।

১০ মাস গর্ভাবস্থায় ২বার দুটী মরা সন্তান হয়। প্রথম সন্তান জীবিত আছে। চতুর্থ গর্ভ। ১০ মাস গর্ভাবস্থায় ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তার নরেন বসুকে দেখান হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন এবারও মরা সন্তান পেটে আছে। তাহার ৬দিন পর আমাকে দেখান হয়। আমি পরীক্ষা করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এইমাত্র বুঝিলাম, মরা সন্তান পেটে থাকিলে এতদিন গর্ভিনী সুস্থ থাকিতে পারিতেন না, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই চিন্তা করিয়াই বলিলাম—গর্ভস্থ শিশু জীবিত আছে। এই কথা বলাতে প্রসূতি এবং অন্যান্য

সকলেই একটু আশ্বস্ত হইল। নরেন বসু এতবড় ডাক্তার—তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ইহা কি মিথ্যা হইতে পারে? আমি বলিলাম, স্থূলকায়া মায়ের এতবড় পেটে বাহির হইতে পরীক্ষা ঠিক না-ও হইতে পারে। যাহা হউক ৩দিন পর অর্থাৎ ডাক্তার নরেন বসুর পরীক্ষার ১০ দিন পর রাত্র ৮টার সময় সামান্য ব্যথা হইতেই ডাক্তার দুর্গাচরণ সাহা এম, বি উপস্থিত থাকিয়া বেদনা বেশী হইয়া প্রসব হওয়ার জন্য নানাপ্রকার ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন। কোন ফল হয় নাই। রাত্র ৩টার সময় আমাকে ডাকেন। আমি ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, **অস্**এর মুখ ৪ আঙ্গুল ফাঁক হইয়াছে কিনা? পরীক্ষা করিয়া বলিল, হ্যাঁ হইয়াছে। জলও (লাইকর এম্নিআই) ভাঙ্গিয়াছে—অথচ বেদনা নাই। জল ভাঙ্গিয়া সন্তান এত সময় পেটে থাকিলে অনিষ্ট হইতে পারে।

প্রসূতিকে আধঘণ্টা অন্তর **সিকেলিকর ৩০** খাইতে দিলাম। ২মাত্রা খাওয়ার পরই খুব জোর প্রসব বেদনা হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই প্রসব হইল। সন্তান বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধাত্রী বলিল মরা সন্তান হইয়াছে—এখনও ফুল পড়ে নাই। আমি আঁতুড়ঘরে ঢুকিয়া অতি দ্রুত শিশুর মুখে আঙ্গুল দিয়া মুখ পরিষ্কার করিয়া দিয়া এক গামলা গরম জল ও এক গামলা ঠাণ্ডা জল লইয়া (প্রসবের পূর্ব্বেই এরূপ জল রাখা নিয়ম, অন্ততঃ আমি রাখি) শিশুকে একবার গরম ও একবার ঠাণ্ডা জলে নাক মুখ কান বাদ রাখিয়া ডুবাইতে লাগিলাম।

(ফুল না-পড়া পর্য্যন্ত এই কাজ অতি সাবধানে করিতে হয়—যাহাতে নাড়ীতে টান না লাগে। নাড়ীতে টান লাগিলে প্রসূতি মারা যায়।) কয়েকবার এইরূপ করিতেই শিশু কাঁদিয়া উঠিল। ফুলও পড়িল, পুত্রসন্তান হইয়াছে। পরিবারে আনন্দের শাঁখ বাজিতে লাগিল। ডাক্তার দুর্গাচরণ সাহা তখনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন ব্যাপার কি ? আমি বলিলাম, মঙ্গলময় মালিকের দয়া। তিনি বিষয়টা সরল মনে জানিতে চাহিলেন—আমি **সিকেলিকর ৩০** দিয়াছিলাম বলাতে, তিনি বলিলেন—তিনি **আর্গট মিক্সচার** দিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন অথচ আমি এই **আর্গট** অর্থাৎ **সিকেলি** দিয়া কিরূপে কৃতকার্য্য হইলাম। আমি বলিলাম সত্যই আমি জানি না। আমার ভরসা—গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ও মালিকের দয়া। আর্গটেরই সার সিকেলি। জরায়ুর উপর তাহার **সাক্ষাৎ কাজ** অর্থাৎ **ডাইরেক্ট একশন**। জরায়ুর সঙ্কোচন ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া সন্তান প্রসব হওয়ার সাহায্য করে—তাহারই নাম প্রসব বেদনা। প্রথমে জানিতে হয় অস্ত্রের মুখ ৪ আঙ্গুল খুলিয়াছে কিনা ? মুখ খুলিল না বা সম্পুর্ণ না খুলিলে সন্তান বাহির হইতে পারে না। একদিকে মুখ বন্ধ অপর দিকে সন্তানকে বাহির হওয়ার জন্য জরায়ু ঠেলিতেছে, ইহাতে নানারূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, এমন কি জরায়ু ফাটিয়া যাইতে পারে। দুর্গাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—মুখ না খুলিলে কি করিতে হইবে ? আমি বলিলাম—মুখ সম্পুর্ণ না খোলা পর্য্যন্ত **সিকেলি** দিবে না।

—**জেলসিমিয়ম ১x** তিনফোঁটা জলের সঙ্গে অৰ্দ্ধঘণ্টা অন্তর ২।৩ মাত্রা দিলেই মুখ সম্পূর্ণ খুলিয়া যায়। যদি এক আঙ্গুল দুই আঙ্গুল কি তিন আঙ্গুল পর্য্যন্ত খুলিয়া আর না খুলে তখন **পলসেটিলা ৩০** অৰ্দ্ধঘণ্টা অন্তর দিলেই কৃতকার্য্য হইবে।

প্রসব সম্বন্ধে আমার সামান্য জ্ঞানে ও গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে হোমিওপ্যাথী মতে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রসবের এরূপ ব্যবস্থায় কুলদাবাবুর পিতা নাতির জন্মতে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে একশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন॥

৭০। ১১নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, বালিয়াটীর জমিদার রমণীমোহন রায় চৌধুরীর নাতি—বয়স ১২ বৎসর।

টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়। ডাক্তার সুবল সরকার ও অমল রায় চৌধুরী চিকিৎসা করিতেছিলেন। নয়দিন চিকিৎসার পর তাঁহারা রোগীর চিকিৎসা ছাড়িয়া দেন। ডাক্তার অমল রায় চৌধুরী বলেন—রোগীকে একফোঁটা জল পর্য্যন্ত খাওয়ান যায় না—শুধু গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন করিয়া কয়দিন রাখিবেন? রমণীবাবু হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকেন। তখন রোগীর অবস্থা—চক্ষু অত্যন্ত লাল, চোয়াল বদ্ধ (লক্ জ), জ্বর ১০৩°, সামান্য সামান্য পচা দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যে, পেট সামান্য ফাঁপা, গোঁ গোঁ শব্দ, ডবল নিউমুনিয়া, বিছানায় অনবরত এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে নীচ দিকে (পায়ের দিকে)

নামিয়া যাওয়া, দুইজনে ধরিয়া বালিশে উঠাইয়া দিলে মাথা চালিতে থাকে এবং বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে করিতে নামিয়া যায়। সারা দিন-রাত্রে একবার সামান্য লাল রংএর প্রস্রাব হয়। এই কয়দিনে চোয়াল বন্ধের জন্য একফোঁটা জলও খাওয়ান যায় নাই। আমি তাহাকে ৩ঘণ্টা অন্তর ১মাত্রা **বেলেডোনা ২০০** খাইতে দিলাম। কয়েকটি বড়ো দাঁতের গোড়ায় দিয়া রাখিলাম। পরে **মেনিনজাইটিসকে** প্রধান ধরিয়া **লরোসিবেসস ৩০** তিনঘণ্টা অন্তর দিতে লাগিলাম। চামচে ২।১ ফোঁটা জল লইয়া তাহাতে একফোঁটা ঔষধ দিয়া অনেক চেষ্টায় দাঁত ফাঁক করিয়া ঔষধটুকু মুখে দিতাম। অনবরত এপাশ ওপাশ করিয়া পায়ের দিকে নামিয়া যাওয়া লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী ঔষধ **মিউরিয়েটিক এসিড ৬** দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিলাম। পরামর্শের জন্য ডাক্তার জ্ঞান মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলাম। ডাক্তার মজুমদার আসিয়া পাঁচফোঁটা জলের সঙ্গে পাঁচফোঁটা হোমিওপ্যাথী ঔষধ তৈরীর স্প্রীট মিশাইয়া মাঝে মাঝে দাঁত ফাঁক করিয়া ঔষধ খাওয়ার মত খাওয়াইবার ব্যবস্থা দিলেন এভাবে খাওয়াইতে পারিলেও শক্তি থাকিবে। এই স্প্রীট মেশান জলই পথ্য এবং যখন যে লক্ষণ উপস্থিত হয় সেই অনুযায়ী ঔষধ চলিল। দিবা-রাত্র রোগী লইয়া পড়িয়া রহিলাম। ক্রমে নিউমুনিয়া পেট ফাঁপা, পাতলা বাহ্যে ইত্যাদি সমস্তই কম পড়িল। এই সকল লক্ষণের জন্য **লরোসিরেসাস, মিউরিয়েটিক এসিড** এই দুই ঔষধকে

প্রধান রাখিয়া মাঝে মাঝে কখনও **ব্যাপ্টিসিয়া ২০০,** কখনও **ব্রায়োনিয়া** ৬ ইত্যাদি ঔষধ চলিতেছে। ডাক্তার গুরু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে টাইফয়েড জ্বরের রোগী যতক্ষণ নিজে খাইতে না চাহিবে ততক্ষণ জল ছাড়া কিছুই দিবে না। জল পান করিতে পারিলে বা চাহিলে প্রচুর জল পান করাইবে। ডাক্তার শিবাপদ ভট্টাচার্য্য এম, ডি মহাশয়ের ও এই মত। এই জলেই শরীরে শক্তি থাকে এবং অন্ত্র ধুইয়া বিষাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। প্রস্রাবও পরিষ্কার হয়। অমল রায় চৌধুরী এম. ডি মহাশয় যিনি প্রথমেই এই রোগীর চিকিৎসায় ডাক্তার সুবল সরকার এম, বি,র পরামর্শদাতা ছিলেন —জ্বরের প্রথম আক্রমণের দিন হইতে নয়দিন অর্থাৎ দ্বিতীয় সপ্তাহে চোয়াল বদ্ধ অবস্থায় কিছুই খাইতে এমন কি এক চামচ জল পর্য্যন্ত খাইতে দিতে না পারিয়া রোগীর চিকিৎসা ছাড়িয়া দিলেন। এরূপ স্থলে গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয় বলিয়াছিলেন এবং গড়পারে এক রোগীর চিকিৎসায় দেখাইয়াছিলেন— মুখে জল পান করিতে না পারিলে জলে গামছা ভিজাইয়া শরীর মুছাইয়া দিলেও অনেকটা জলের কাজ করিবে। রোগীর বিশেষ উপকার হইবে। এভাবে ৪১ দিন কি আরও বেশী দিনও রোগীকে বাঁচাইয়া রাখা যায়। এই রোগী সম্বন্ধে স্বর্গীয় গুরুদেবের উপদেশ মতই করিতে লাগিলাম। রোগী ক্রমেই সুস্থ হইতেছিল। হঠাৎ ২২ দিনের দিন পেট ফাঁপিয়া উঠিয়া অত্যন্ত ঘাম দিতেছিল এবং নাড়ী লুপ্ত হইতেছিল।

আধ ঘণ্টা অন্তর **কার্ব্বোভেজ** ২০০ চারি মাত্রা দেওয়ার পর পেট ফাঁপা কমিল এবং ঘাম বন্ধ হইল, নাড়ীও ক্রমে স্বাভাবিক হইল। দিবারাত্র এই রোগী লইয়া কিভাবে কাটিতেছিল—শান্তিদাতা পরমেশ্বরই জানেন। রোগীর প্রায় সমস্ত লক্ষণই কমিয়াছে; কিন্তু চোয়াল যেমন বন্ধ তেমনই আছে। ২৮ দিন অর্থাৎ চতুর্থ সপ্তাহ কাটিল। ২৯ দিনের দিন রাত্র ৩টার সময় পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠিল, ১০।১৫ মিনিট খুব ঘাম দিয়া ঘাম বন্ধ হইয়াছে, চক্ষু শিবনেত্র, নাড়ী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লুপ্ত হইয়াছে। চোয়াল পূর্ব্ববৎ বন্ধ। সকলেই কান্নাকাটি করিতেছে। হরিনাম, রামনাম ইত্যাদি কপালে, বুকে লেখা হইয়াছে, চরণ তুলসী পদরজঃ দেওয়া হইয়াছে। কানে রামনাম শুনাইতেছে। শিয়রে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছে। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম তখনও সামান্য ঘাম হইতেছে; চোয়াল টানিয়া দেখিলাম পূর্ব্ববৎ শক্তই আছে। ভাবিলাম মৃতের ঘাম বন্ধ হইয়া যায়। চোয়ালের বন্ধভাব থাকে না, অতএব রোগী এখনও মরে নাই। গুরুদেবের উপদেশ মনে হইল—"যাহার জীবনী শক্তি যত নিস্তেজ তাহাকে তত শীঘ্র ঔষধ দিবে। শ্মশান পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিবে।" তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া **আর্সেনিক লক্ষ শক্তির** ২০নং ৪টা বড়ী নীচের ঠোঁট টানিয়া দাঁতের গোড়ায় দিলাম, এসময়ে জোর করিয়া দাঁত ফাঁক করিয়া দেওয়ার সাহস পাইলাম না। ৫ মিনিট পরে ঠোঁট টানিয়া দেখি যেমন বাড় তেমনই আছে।

পুনরায় ৪টা বড়ী দিয়া চামচে করিয়া ২।৩ ফোঁটা জল দিলাম। ১০ মিনিট অন্তর ৪টা বড়ি ও ২ ফোঁটা জল। ৬ মাত্রা **আর্সেনিক লক্ষ শক্তি** দেওয়ার পর শুনিলাম ঢক করিয়া মুখের সমস্ত জল গিলিয়াছে—নীচের চোয়াল নরম হইয়া অনেকটা ফাঁক হইয়াছে। চক্ষু নামিয়াছে, হাতে নাড়ী পাওয়া যাইতেছে। শব্দ করিয়া অনেকটা বায়ু নিঃসরণ হইয়া পেট ফাঁপা কমিয়াছে। রাত্র প্রভাত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে দুঃখের ও দুশ্চিন্তার নিশিও প্রভাত হইয়াছে। রোগীকে জল খাইতে দিলাম, প্রায় এক পোয়া জল খাইল। প্রস্রাব হইল। একবার খুব পাতলা আধপোয়া জলবার্লি, মিশ্রির গুঁড়া মিশাইয়া খাইতে দিলাম। দিবারাত্র সিদ্ধকরা জল খাওয়াইলাম। সমস্ত ঔষধ বন্ধ রহিল। পরদিনও ৩।৪ বার জলবার্লি এবং দিবারাত্র সিদ্ধকরা জল পথ্য রহিল। পরদিন দেখা গেল জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু অন্য এক উপসর্গ—কথা সম্পূর্ণ বন্ধ (এফেসিয়া), জিজ্ঞাসা করিলে—আকার ইঙ্গিতে কাগজ পেন্সিলে লিখিয়া সকল কথারই উত্তর দেয়। কথা কহিতে পারে না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি খাইবে? রোগী ইঙ্গিতে কাগজ পেন্সিল চাহিল। কাগজ পেন্সিল দিলে—লিখিয়া দিল—**মাগুর মাছের মুড়াচিবাব**। পরদিন দিব বলিলে ঘাড় নাড়িয়া আনন্দের সহিত সম্মতি জানাইল। একমাত্রা **সলফর ৩০** খাইতে দিলাম। পরদিন প্রাতে গিয়া দেখিলাম রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ আছে—কথা কহিতেছে—আমাকে প্রণাম

করিল—যেন কোন্ বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। মাগুর মাছের ঝোলভাত পথ্য দিলাম। রোগীর মা আমাকে তিনশত শিশি ঔষধপূর্ণ জার্মান ব্যাগ পুরস্কার দিলেন॥ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাক্তার প্রভাসচন্দ্র নন্দী এল, এম, এস,—(হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করেন) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কোন্ থিওরির অনুযায়ী লক্ষশক্তির আর্সেনিক ১০ মিনিট অন্তর ৬ মাত্রা দিলাম?

উত্তরে আমি বলিলাম—গুরুদেবের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ, রোগীর প্রাণরক্ষা, সর্ব্বোপরি পরমেশ্বরের দয়া—ইহাই থিওরি॥

●

৭১। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্শরোগের চিকিৎসার জন্য গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে ডাকেন। চীনদেশে যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার অর্শের রক্তস্রাব সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথী মতে কিছু করা যায় কিনা? অর্শ হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হইত। দুই মাস পর পর এত বেশী রক্ত পড়িত যে হাতের আঙ্গুল অনেকক্ষণ জলে ভিজিলে যেমন চুপসিয়া যায়—সেইরূপ চুপসিয়া যাইত। এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসার জন্য সর্ব্বপ্রধান সার্জেন ডাক্তার সুরেশ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে ডাকিলে তিনি বলিলেন বহু বৎসর যাবৎ নানারূপ চিকিৎসায় কিছুই হইল না একমাত্র, অপারেশন ভিন্ন এখন অন্য উপায় নাই। অর্শের বলি (পলিপস্) কাটিয়া বাদ দিয়া সেই স্থান **কটারাইজ** করিয়া দিলে (পলিপসের অপারেশনের স্থান পোড়াইয়া দিলে) এই

ভীষণ রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাইবে। অবশ্য এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। বিশেষতঃ রোগী ক্লোরোফর্মকে ভয় করিতেন। পরদিন গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, সমস্ত অবস্থা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন—"যে সকল স্ত্রীলোকের নিয়মমত রজঃস্রাব হয় এবং যে সকল রোগীর নিয়মমত অর্শের রক্তস্রাব হয় তাহাদের প্রায় অন্য কোন রোগ হয় না এবং দীর্ঘায়ু হয়॥ যন্ত্রণা থাকিলে তাহার চিকিৎসা করিয়া তাহা দূর করিতে হয় এবং অত্যন্ত রক্তস্রাব হইয়া দুর্ব্বল হইলে স্রাব কমাইবার জন্য চিকিৎসা করিতে হয়। অপারেশনের পর স্রাব বন্ধ হইয়া কোন কোন রোগীর নাক মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে এবং আমি তাহার চিকিৎসাও করিয়াছি।" গুরুদেব অপারেশনের বিষয়ে অমত করিয়া হোমিওপ্যাথী ঔষধ ব্যবহার করিতে বলিলেন। তিনি প্রাতে **সলফর ৩০** এবং দুপুরে ও রাত্রে আহারের পর **নক্সভমিকা ৩০** এক সপ্তাহ খাওয়ার পর সংবাদ জানাইতে বলিলেন। অতিরিক্ত রক্তস্রাব কমাইবার জন্য **হ্যামেমেলিস ১x** ৫ ফোঁটা করিয়া জলের সঙ্গে তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলেন। স্রাব কমিলেই হ্যামেমেলিস বন্ধ রাখিয়া পূর্ব্ব নিয়মে সলফর ৩০ ও নক্সভমিকা ৩০ খাইবেন। তিনদিন **হ্যামেমেলিস ১x** খাওয়ার পর রক্তস্রাব কমিল। তাহার পর ৭ দিন পূর্ব্ব ব্যবস্থিত ঔষধ খাওয়ার পর পুনরায় গুরুদেবের ডাক আসিল। রোগী অনেক ভাল আছেন। কিছুদিন ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ

উপকার হইল। রবীন্দ্রনাথ চীনদেশে রওয়ানা হইবেন, হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক রূপে আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার কথা হইল। পরে মত বদলাইয়া ঔষধ সঙ্গে লইয়াই রওয়ানা হইলেন। গুরুদেব কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া কোন কোন স্ত্রীলোকের নাথ মুখ দিয়া রক্ত পড়ে। অর্শরোগেও জোর করিয়া রক্তপড়া বন্ধ করিলে কোন কোন রোগীর এরূপ হয়।"

৭২। রামধন খাঁ লেন, শোভাবাজার—একজন মহিষ গাড়ীর গারোয়ানের কলেরা রোগ হয়। ডাক্তার ক্ষীরোদলাল দে—সেলাইন ইন্‌জেকশন ও ঔষধাদি দিয়া ২ দিন চিকিৎসা করেন। সে প্রায় সুস্থ হইয়া আসিল ; কিন্তু এক অদ্ভুত লক্ষণ দেখা দিল—পেটের ভিতর অসহ্য জ্বালা—থাকিয়া থাকিয়া 'জ্বল যাতা রে,' 'জ্বল যাতা রে' বলিয়া ভীষণ চাৎকার করিতেছে। ক্ষীরোদবাবু নানাপ্রকার ঔষধ দিয়াও চীৎকার বন্ধ করিতে না পারিয়া রোগী ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর আমার ডাক আসিল। গিয়া দেখিলাম রোগী সকল দিকেই ভাল, প্রস্রাব হইয়াছে। জল, সরবৎ, জলবার্লি যাহা খায় সঙ্গে সঙ্গে বমি হইয়া যায়, এবং ভীষণ চাৎকার 'জ্বল যাতা রে'। মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা। একমাত্রা **আইরিস ২০০** খাইতে দিলাম। আগুনে জল পড়িল, ১০ মিনিটের মধ্যে জ্বালা, বমি বন্ধ হইল। আধ ঘণ্টা পর জলবার্লি খাইয়া রোগী ঘুমাইয়া পড়িল।

৭৩। বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট, মহারাজ হরেন্দ্রের গদী। জগৎ বৈরাগীর বয়স ৬০ বৎসর। কলেরা রোগ হয়। লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা করিতেছিলাম। রোগীর আত্মীয়গণের মতে ডাক্তার এস, কে, নাগকে পরামর্শের জন্য ডাকা হইল। সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া **আইরিস ভার্স** দেওয়া স্থির হয়; কিন্তু কত ডাইলিউশন দেওয়া হইবে? ডাক্তার নাগ বলিলেন, আইরিস ৩x, ৬x ইত্যাদি নিম্নক্রমই ব্যবহৃত হয়। তাহার বেশী শক্তি ব্যবহার হয় না। আমি শুনিয়া অবাক হইলাম। গুরুদেবের সঙ্গে গোপী দালালের চিকিৎসার সময় তাঁহার উপদেশ এবং রামধন খাঁ লেনের গাড়োয়ানের চিকিৎসায় আইরিস্ ভার্স ২০০ শক্তির কাজ দেখিয়া জানিয়াছি উচ্চশক্তির ক্রিয়া কত বেশী। যাহা হউক ডাক্তার নাগের সম্মুখে ১ মাত্রা **আইরিস্ ৬** দিয়া এক ঘণ্টা পর ১ মাত্রা ২০০ শক্তি দিতে বিশেষ উপকার হইল। পরে লক্ষণানুযায়ী অন্যান্য ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিলাম। রোগী আরোগ্য হইল। ৫ম দিনে অন্ন পথ্য দিলাম।

৭৪। এখন এক অদ্ভুত লোকের চিকিৎসার কথা লিখিব :—তাহার চেহারা, বুদ্ধি এবং আহারাদির অবস্থা দেখিয়া আমার ছেলেমেয়েরা তাহার নাম রাখিয়াছে 'ঘটোৎকচ'। লোকটী অত্যন্ত সরল। ২ বার রোগ আরোগ্য হওয়ার পর হইতে আমার একান্ত ভক্ত হইয়াছে। শরীরে অসাধারণ শক্তি। আপার

চীৎপুর রোড, মদনমোহনতলা, সাইন বোর্ড লেখক নিত্যানন্দ দাসের ছেলে, নাম পচা। বয়স ২৫ বৎসর। ২১ বৎসর বয়সে চীৎপুর হ্যারিসন রোডের জংশনে ট্যাক্সি চাপা পড়িয়া শরীরের বহু জায়গায় অত্যন্ত জখম হয়। অজ্ঞান অবস্থায় তাহার জানা ড্রাইভার তাহাকে বাড়ী লইয়া আসে এবং জ্ঞান হইলে চিকিৎসার জন্য এবং ক্ষতি পূরণস্বরূপ কিছু টাকা তাহার বাবাকে দিয়া যায়। ড্রাইভারের বিরুদ্ধে কেস হয় নাই। আমি তাহার চিকিৎসার জন্য গিয়া দেখিলাম তাহার মাথা, মেরুদণ্ড এবং বাম কনুই ও স্কন্ধের জোড়ায় অত্যন্ত জখম হইয়াছে। ধনুষ্টঙ্কার হওয়া অসম্ভব নয়। আমি তাহাকে **আর্ণিকা ৩** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম এবং এক বোতল হোমিওপ্যাথী ঔষধ তৈরীর স্পীরিট লইয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর ক্ষতস্থানসহ মুছাইয়া দিতে লাগিলাম, যাহাকে স্পিরিট বাথ বলে। প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিল, ক্ষতস্থানে **সিনোবিন** তেলের পটি দিলাম, তেল কড়া করিয়া তৈরী করিয়া দিয়াছিলাম। কিছুদিন নিয়মমত চিকিৎসায় সারিয়া গেল। ৪ বৎসর পর সে সর্দ্দিগর্ম্মিতে (সানষ্ট্রোকে) আক্রান্ত হয়। বেলা ৪টার সময় গিয়া দেখিলাম বিরাট দেহ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে, অসাড়ে বাহ্যে হইতেছে। চক্ষু বুঁজিয়া আছে, জ্বর ১০৫° ডিগ্রী। রোগীর বাবার বাচণিক জানিলাম রোগের কারণ—গঙ্গার ঘাটে নৌকা বোঝাই হইয়া গুড় আসে। গুড়ের কলসীর তলায় খড় বিছান থাকে, পচা তাহার পোষা গাভীর জন্য সেই খড় বোঝা বাঁধিয়া

লইয়া আসে। সেই খড় ভিজা থাকে, গুড়ের কলসী ভাঙ্গিলে সেই গুড় খড়ের উপর পড়ে। গুড়সহ সেই খড় বাড়ী আনিয়া ধুইয়া গুড়জল বাহির করিয়া জ্বাল দিয়া গুড় বাহির করিয়া লয়। খড়গুলি গাভীকে দেয়। এক সের আধ সের কলসী ভাঙ্গা গুড় নৌকাতেই খাইয়া শেষ করে, জ্বাল দেওয়া গুড় পরে খায়। রোগ আক্রমণের কারণ—আজ দুপুর বেলায় নৌকায় গিয়া দেখে একটী গুড়ের কলসী ভাঙ্গা গিয়াছে। সে পরমানন্দে আড়াই সের, তিন সের গুড় নৌকায় বসিয়াই খাইয়াছে। আসিবার সময় ভিজা খড়ের ১টা তিন মনের বোঝা মাথায় করিয়া আনিয়াছে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর হঠাৎ ৪।৫ সের বাহ্যে হয়। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়। জ্বর দেখা দেয়। এখন ১০৫° ডিগ্রি উত্তাপ। আমি তাহাকে **একোনাইট ১x** ৫ ফোঁটা করিয়া জলের সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিলাম এবং বালতি বালতি ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া স্নান করাইয়া দিতে বলিলাম। ৪ মাত্রা ঔষধ খাওয়ার পর সন্ধ্যা ৭টায় গিয়া দেখি কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই বরং শরীর ঠাণ্ডা। নাড়ী লুপ্ত, অজ্ঞান অবস্থা, অসাড়ে মল বাহির হইতেছে, চক্ষুস্থির, মুখ হাঁ করিয়া আছে, মুখে জল দিলে গড়াইয়া পড়িয়া যায়। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম সামান্য ঘাম হইতেছে, মৃতের সমস্ত অবস্থা হইলেও এখনও মরে নাই। মৃতের ঘাম সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায় এবং মলমূত্র নির্গমণও বন্ধ হয়। গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া **আর্সেনিক ২০০** সামান্য জলের সঙ্গে এক ফোঁটা রোগীর হাঁ-করা মুখে ৫ মিনিট অন্তর দিতে লাগিলাম।

কোন নিয়ম নাই, থিওরি নাই, নয় মাত্রা ঔষধ ৫ মিনিট অন্তর অন্তর দেওয়াতে মুখভরা জলসহ ঔষধ ঢক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিল এবং মা মা বলিয়া গম্ভীর স্বরে গোঙ্গাইতে লাগিল। আমি স্থিরভাবে বসিয়া আছি, দর্শকবৃন্দ অবাক্ হইয়া দেখিতেছে। ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। এক ঘণ্টা পর রোগী চক্ষু ঘুরাইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। নাম ধরিয়া ডাকিলে উত্তর দেয়। রাত্রটা প্রায় অজ্ঞান অবস্থায়ই কাটিয়া গেল। পরদিন ৮।১০ বার পাতলা বাহ্যে হইয়া ক্রমে সুস্থ হইল। আর ঔষধ দরকার হইল না।

ইহার প্রায় ২ বৎসর পর একদিন তাহার গাভী খুঁজিতে মদনমোহনের বাড়ীর গেটের নিকট গিয়া শুনিতে পাইল দুই জনে কথা হইতেছে—১ম ব্যক্তি বলিল—তাহার খোকার অসুখ করিয়াছে, কাহাকে দেখাইবে?

২য় ব্যক্তি বলিল—ডাক্তার বরদাবাবুকে দেখাও।

১ম বলিল—বরদাবাবু কি জানে—সে আবার একটা ডাক্তার? এই কথা পচা (ঘটোৎকচ) কানে শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ধমক দিয়া ১ম ব্যক্তিকে বলিল—সাবধান! তুই আমার ডাক্তারবাবুর নিন্দা করিতেছিস—২ বার আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছেন, আর তুই কিনা তাহার নিন্দা করিবি? তোকে খুন করিব, জিহ্বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব ইত্যাদি—লোকে লোকারণ্য, ১০।১২ জন লোকে তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। তখন বেলা ৫টা—আমি

এক রোগী দেখিতে যাইতেছিলাম—তাহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া নামিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। তাহার সমস্ত বক্তব্য শুনিয়া বলিলাম—যাহার ছেলে আরোগ্য হয় নাই সে কি আমার প্রশংসা করিবে, না নিন্দা করিবে? যাহার ছেলে আরোগ্য হইয়াছে সে বলিবে আমার মত ভাল ডাক্তার এই কলিকাতায়ই নাই। আমি কাহার উপর ক্রোধ করিব এবং কাহার উপর সন্তুষ্ট হইব? আমাকে নিন্দাস্তুতি দুইকেই আশীর্বাদ মনে করিয়া দশজনের সেবা করিয়া যাইতে হইবে। পরমেশ্বর এই শক্তি ও সদ্বুদ্ধি দিন, এই প্রার্থনা করি। এজন্য এত ক্রুদ্ধ হইয়াছ কেন? সে তখনই থামিল এবং উপস্থিত জনমণ্ডলীও সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল॥

৭৫। হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট—কাঞ্চনপুরের জমিদার বিজয় গোবিন্দ রায়ের পায়ে ঘা হইয়া গ্যাংগ্রিন হয়। প্রস্রাবে সুগার ছিল। অপারেশন চলিবে না, হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ইউনান ও জে, কাঞ্জিলালকে পরামর্শের জন্য ডাকা হইল। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয়। **সিনোবিন তেল** খুব কড়া করিয়া তৈরী করিয়া দিতেছিলাম। ডাক্তার কাঞ্জিলাল রোজ নিজ হাতে ড্রেস করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে ব্যাণ্ডেজ সম্বন্ধে নানা মূল্যবান উপদেশ পাইলাম, তিনি খুব ভাল সার্জেন ছিলেন। প্রেসার ব্যাণ্ডেজ সম্বন্ধে যে

সকল উপদেশ পাইয়াছি ও এই রোগীতে দেখিয়াছি, ডাক্তারী পড়িবার সময় এমন কি হাউস সার্জেন থাকা কালীনও তাহা দেখি নাই, শুনি নাই। এই রোগীর হোমিওপ্যাথী খাওয়ার ঔষধে বিশেষ ফল হয় নাই। শুধু ড্রেসিংএ যতটুকু উপকার হইয়াছিল। চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করা হইল। বড় সার্জ্জেন ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য্য দ্বারা অপারেশনের ৩।৪ দিন পরই রোগী মারা যায়॥

৭৬। ১ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট—দোয়ারা কাহারের ৫ বৎসরের মেয়ের ডবল নিউমুনিয়া হয়। এলোপ্যাথী মতে ৪ দিন চিকিৎসার পর আমার চিকিৎসাধীনে আসে। ডাক্তার গোলাপ দত্ত এম্. বি পাশ করিয়া আমার সঙ্গে রোগী দেখিতেন। এই মেয়ের জ্বর কাশির সঙ্গে মুখমণ্ডলে যেন কালী মাখিয়া রাখিয়াছে এরূপ দেখাইতেছে। গোলাপবাবু দেখিয়াই বলিলেন এই রোগীর **কার্ব্বন ডায়ক্সাইড** এত বেশী হইয়াছে—সে অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যাইবে। আমি বলিলাম, এই রোগী নিশ্চয়ই বাঁচিবে। (কার্ব্বন ডায়ক্সাইড—কার্ব্বন খুব বেশী হওয়া রক্তে অক্সিজেন বেশী থাকিয়া জীবনী শক্তি সতেজ রাখিয়া মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে, সেই অক্সিজেন নষ্ট হইয়া কার্ব্বন বিষ হয় তাহাতে জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া মৃত্যু হয়)। আমি রোগীকে ৩ ঘণ্টা অন্তর **এন্টিমটার্ট ৩০** চারি মাত্রা দিলাম। রোগীর মুখমণ্ডলের

কালামাখা রংটা দূর হইয়া ক্রমে পরিষ্কার হইতেছে। পরদিন প্রাতে ৮ টার সময় গিয়া দেখিলাম জ্বর ১০৩° হইতে ৯৯°তে নামিয়াছে। কাশি কমিয়াছে—মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়াছে। নিউমুনিয়া অনেকটা কমিয়াছে। দুধ সাগু পথ্য দিলাম। আরও ৪ মাত্রা দিনে ২ বার করিয়া **এণ্টিমটার্ট ৩০** দিলাম। রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল॥

৭৭। শোভাবাজারের পূর্ব্বধারে বস্তিতে সেখ রসুলের ডবল নিউমুনিয়া হয়। ডাক্তার অতুল ভাদুড়ী ও তুলসী দত্ত এল, এম, এস চিকিৎসা করিতেছিলেন। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। জ্বর ১০৪°। ফেনা ফেনা কফের সঙ্গে ছিটা ছিটা রক্ত। প্রলাপ ইত্যাদি। চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিল। আমি তাহাকে **ফস্ফোরস ৩০** ছয় ঘণ্টা অন্তর দুই মাত্রা দিলাম। রাত্র ১০টার সময় গিয়া দেখি—জ্বর ১০২°, কাশি কম, কফের সঙ্গে রক্ত নাই। রোগী বাম কাতে শুইয়া আছে। নিউমুনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সময় হইতে ৪ দিন বাম কাতে শুইতে পারে নাই। ঔষধ বন্ধ রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া দেখি জ্বর ৯৯° কাশি প্রায় নাই। সামান্য কফ উঠিলে দেখা গেল কফের সঙ্গে রক্তের চিহ্নমাত্রও নাই। ৩ দিন ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। রোগী ক্রমে সুস্থ হইল। (ফস্ফোরস বেশী দিবেনা, কাজ হইলে একমাত্রাই যথেষ্ট) পরে দিনে ৩ বার করিয়া **ব্রায়োনিয়া ৩০** তিন দিন দিয়াছিলাম॥

৭৮। ৭ নং আনন্দ লেন, শ্যামপুকুর—বীণার বয়স ২৫ বৎসর, ডবল নিউমনিয়াতে আক্রান্ত হয়। জ্বর ১০৪°, আমরক্ত বাহ্যে, বিকার। ২ মাসের শিশুপুত্র। মায়ের দুধ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় স্তন দুইটাতে দুধ জমিয়া প্রদাহ মত হইয়াছে। ৪ দিন এলোপ্যাথী চিকিৎসায় ফল না হওয়ায় কাবরাজ দক্ষিণারঞ্জন সেন এল, এম, এসকে ডাকে। আমি উপস্থিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছি। দক্ষিণাবাবু রোগিণীকে দেখিয়া বাহিরে গিয়া রোগিণীর ভাসুরকে বলিল—কোন আশা নাই। কথাটা আমার কানে আসিল। হঠাৎ আমার মুখ হইতে বাহির হইল—হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় নিউমুনিয়া রোগী মরিতে পারে না। কবিরাজ মহাশয় এই কথা শুনিতে পাইয়া শ্লেষপূর্ণ একটু মৃদু হাসি হাসিলেন তিনি চলিয়া গেলে সকলের মতে আমি এক মাত্রা **ফস্ফোরস ২০০** দিয়া বাড়ী আসিয়া দেখি দেওঘর দুম্‌কা রোডে লীলামন্দির হইতে যাইবার জন্য ডাক আসিল। আমি এই রোগিণীর জন্য কয়েক মাত্রা ঔষধবিহীন সুগার অব মিল্কের পুরিয়া দিয়া গেলাম। **ফস্ফোরস** বেশী দিতে হয়না বিশেষতঃ এই ঔষধের ২০০ শক্তি এক মাত্রাই যথেষ্ট। যদি উপকার না হয় তবে এই রোগিণীর জীবনের আশা বৃথা। যাহা হউক আমি দেওঘর চলিয়া গেলাম। ঔষধ দেওয়ার তৃতীয় দিনে বেলা ১১টার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিবামাত্র দেখিলাম রোগিণীর লোক আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে দেখিয়াই বুঝিলাম রোগিণী মরে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম জ্বর ৯৯° কাশি কম, বুকে

বেদনা নাই, ২।৩ বার বাহ্যে হইয়াছে রক্ত নাই সামান্য আম আছে, মৃদু তিরস্কারও শুনিলাম—যে আমি দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য এমন কঠিন রোগী ফেলিয়া গিয়াছে ঔষধও ফুরাইয়া গিয়াছে—বার্লি পথ্য দিয়াছে আর কি পথ্য দিবে ইত্যাদি। আমি গিয়া দেখি রোগ বারো আনা কমিয়াছে—ভাল ঔষধ অর্থাৎ ঔষধ বিহীন সুগারের পুরিয়া দিয়া জল বার্লি পথ্য রাখিয়া আসিলাম। রোগিণী ক্রমে সুস্থ হইতেছিল। জল বার্লির সঙ্গে ছাগল দুধ মিশাইয়া দিতে বলিলাম। ৪ দিন পর সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে মাছের ঝোল ভাত ও দুধ ভাত পথ্য দিলাম। ব্রেষ্ট পাম্প দিয়া স্তন দুধ বাহির করিবার ব্যবস্থা করিলাম। ইহাতে কোন কষ্ট রহিল না। শিশুকে পুনরায় স্তন্য দেওয়া হইল।

৭৯। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সত্যেন দাসের (সতুবাবুর) স্ত্রী কলিকাতা আসিয়া নিমতলা ষ্ট্রীটে নিজ বাড়ীতে আছেন। আত্মীয় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ২।৩ বার পাতলা বাহ্যে ও বমি হয়। সঙ্গে সঙ্গে এলোপ্যাথী চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। সতুবাবু ধনী, অত্যন্ত খেয়ালী ও অস্থির মতি। প্রত্যেক ঘণ্টায় ডাক্তার চাই। নীলরতন সরকার। বিধান রায়, নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, অমল রায়চৌধুরী, শিবাপদ ভট্টাচার্য্য, লালবিহারী গাঙ্গুলী এবং ছোটখাটো এম বি ডাক্তার আসিয়া বাড়ী ভর্ত্তি হইয়া গেল। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের ত কথাই নাই।

আমার উপর ভার পড়িল বি, কে, পাল কোম্পানি হইতে যত ঔষধ ব্যবস্থা মত সাপ্লাই করা এবং দিনে ৪ জন রাত্রে ৪ জন বাঙ্গালী নার্স ঠিক করিয়া দেওয়া আমি তাহাই করিয়া রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। ডাক্তারগণের মধ্যে যখন যিনি আসেন ১টা সেলাইন ইন্‌জেশন দেওয়ার ব্যবস্থা এবং একটা প্রেস্‌ক্রিপসন করিয়া যান। যতই সেলাইন পড়ে বাহ্যের সংখ্যা ততই বেশী হইতে হইতে ঘণ্টায় ২।৩ বার দিবারাত্র চলিতে লাগিল। রোগিণী চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—"আরে শুকুনির পাল তোরা ফির টাকা লইয়া চলিয়া যা আমারে একটু দিশা হইবার দে।" ডাক্তার মহারথীগণ বলেন—রোগিণী প্রলাপ বকিতেছে—চালাও ইন্‌জেক্‌শন। ছয় দিনের দিন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ও সতুবাবু (রোগিণীর স্বামী) রমণীমোহন রায়চৌধুরী ও তাঁহার স্ত্রী এই চারিজনের সম্মুখে আমি বলিলাম এই যে অতিরিক্ত সেলাইন ইন্‌জেক্‌শন্ চলিয়াছে—এই ইন্‌জেক্‌শনের অপব্যবহারের ফলে ১০ দিনের দিন রক্ত বাহ্যে, রক্ত প্রস্রাব এমন কি চামড়া দিয়া লোমের গোড়ায় গোড়ায় ঘামের মত রক্ত ছুটিবে, তোয়ালে দিয়া মুছাইয়া দিলে তোয়ালে লাল হইয়া যাইবে। **১৩ দিন কাটিলে রোগিণীর জীবনের আশা করিবেন।** আমি কিরূপে জানিলাম প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম—আমি আমার গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে সুকিয়া ষ্ট্রীটে এক ধনী বড় লোকের বাড়ীতে ঠিক এরূপ চিকিৎসায় অত্যাচারিত রোগিণী দেখিয়াছিলাম। সেই রোগিণীর দশ দিনের দিন রাত্রে

এরূপ রক্ত ছুটিয়াছিল। পর দিন প্রাতে ৮ টার সময় গুরুদেবের ডাক আসিল। তিনি গিয়া এক মাত্রা **সলফর ৩০** দিয়া সেই রোগিণীকে আরোগ্য করেন। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই অবস্থা হয় কেন জানিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেনঃ—সেলাইন বা জল দেয় কেন? কলেরার বাহ্যে বমিতে অথবা অতিরিক্ত রক্ত স্রাবের সময় রক্তের জল কমিয়া গেলে—রক্তে জলের সমতা রক্ষার জন্য পূর্ব্বে শুধু জল প্রচুর পরিমাণে পান করিতে দেওয়া হইত। তাহাতে দুই কাজ হইত। অন্ত্র ধুইয়া বিষাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া যাইত—কতক জল অন্ত্র টানিয়া নিয়া রক্তে জলের সমতা রক্ষা করিত। আজকাল সেলাইন দিয়া সেই কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু তাহাতে এই রকম দোষ হয়। যতক্ষণ রক্তবহা নাড়ীতে রক্তে মিশ্রিত জলের স্থান করিতে পারে রাখিবে—বেশী হইলেই বাহ্যে প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির করিয়া দেয়। এজন্যই সেলাইনের পর বাহ্যে বেশী হইতে থাকে। অযথা জল বিশেষতঃ নুন মিশ্রিত জল অধিক হইলে বাহ্যে প্রস্রাবেও বাহির করিয়া দিতে না পারিলে চামড়া দিয়া বাহির করিয়া দিতে থাকে, লোমকূপের সাহায্যে সেই জল মিশ্রিত রক্ত বাহির হইতে থাকে। তোয়ালে দিয়া মুছিলে তোয়ালেতে এই রক্ত লাগে।" সুকিয়া ষ্ট্রীটের রোগীতে ঠিক এইরূপই দেখিয়াছিলাম—দশম দিনে তাহা হয় এবং এই সকল রোগীর তের দিনের দিন বিপজ্জনক (ক্রাইসিস ডে) দিন। এই দিন কাটিলে বসন্ত, কলেরা এবং এইরূপ চিকিৎসার নামে অত্যাচারিত

রোগীর সাধারণতঃ বিপদ কাটিয়া যায়। আপনাদের এই রোগিণীর তাহাই হইবে। তাঁহারা আমাকে হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম—অসম্ভব। আমাকে চিকিৎসা করিতে দিলে আমি সর্ব্বপ্রথমে রোগিণীকে মায়ের মত করিয়া এমনভাবে আগ্‌লাইয়া রাখিব যে কাহাকেও স্পর্শ করিতে, এমন কি রোগিণীর কাছে যাইতেও দিবনা। আগে এমন অত্যাচার বন্ধ করিয়া পরে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিব। অত্যাচার বন্ধ করাই হইবে আমার প্রথম চিকিৎসা। অতএব আমা দ্বারা এই রোগিণীর চিকিৎসা হওয়া অসম্ভব। নবম দিনে আমি দেশে রওয়ানা হইয়া গেলাম। দশম দিন প্রাতে বাড়ী পৌঁছিয়া বিকাল বেলায় টেলিগ্রাম পাইলাম অগৌণে আসিয়া রোগিণীর চিকিৎসার ভার লইবার জন্য। সন্ধ্যার ট্রেণ ধরিয়া পরদিন রাত্র ৯টায় এখানে আসিয়া জানিলাম যে একাদশ দিনে সন্ধ্যা ৭টার সময় রোগিণী মারা গিয়াছে। দশম দিনের দিন সকাল বেলা রক্ত বাহ্যে, রক্ত প্রস্রাব ও চামড়ার লোমকূপ দিয়া রক্ত ছুটিয়াছে। তোয়ালে দিয়া মুছাইলে রক্তমাখা হইয়া যায় দেখিয়াই আমার খোঁজ হইয়াছিল এবং টেলিগ্রাম করিয়াছিল। ২।৩ জন ডাক্তার ও রোগিণীর আত্মীয় স্বজন দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম—আমি কিরূপে ইহা জানিলাম। উত্তরে আমি স্নুকিয়া ষ্ট্রীটের রোগীর কথা ও গুরুদেবের উপদেশের কথা বলিয়াছিলাম। ইহার কিছুদিন পর একজন বেরিবেরি রোগীর চিকিৎসার পরামর্শের জন্য অদ্বিতীয়

প্রতিভাবান ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ আই, এম, এস্‌কে ডাকিলে কথা প্রসঙ্গে-তাঁহার নিকট হইতে গুরুদেবের উপদেশে যাহা শুনিয়াছিলাম ঠিক তাহাই জানিয়াছিলাম। ইনিই কলেরার সেলাইন আবিষ্কার করিয়া ডাক্তার রজার্সকে দিয়াছিলেন এবং কালাজ্বরের এন্টিমোনিয়ম আবিষ্কার করিয়া ডাক্তার ইউ, এন্ ব্রহ্মচারীকে দিয়াছিলেন। এই তিনজন ডাক্তারই তখন ক্যাম্বেল হাসপাতালে ছিলেন—ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ আই, এম, এস, সর্ব্বোপরি ছিলেন। আই, এম্, এস, নাকি কোন কিছু পেটেণ্ট করিতে পারেনা। সরকারী নিয়ম নাই। তাঁহার বাচনিক এই সকল কথা শুনিয়াছিলাম ॥

৮০। গঙ্গা প্রসাদ লেন, কুমারটুলী—হারাণ চন্দ্র দে—বিদ্যাসাগর কলেজের বিজ্ঞানের ডিমনষ্ট্রেটর। বয়স ৬০ বৎসর। নীচের চোয়ালের শেষভাগে নালী হইয়া মুখের ভিতর ও বাহিরে ডান কাণের গোড়ার দিক দিয়া পূঁজ পড়িতে থাকে। তাঁহার ছাত্র ডাক্তার ননী কুণ্ডু এম, বি, চিকিৎসা করিতেছিলেন। অপারেশনের জন্য তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি করেন। নীচের চোয়ালের ডান দিকের অর্দ্ধেকটা কাটিয়া বাদ দিয়া রবারের মাড়ী বসাইয়া দাঁত বসাইয়া দেওয়া হইবে এরূপ স্থির হয়। ব্লাড-প্রেসার, সুগার ইত্যাদি দেখিয়া কয়েক দিন হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করিয়া স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল

হইলে অপারেশন হইবে। একদিন ডাক্তার বিজয় সেন, কালীকিঙ্কর পাল, নিরঞ্জন পাল এক সঙ্গে আসিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে বলে। হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করাইতে হইলে রোগীকে বাড়ী আনা দরকার। পরদিনই তাঁহাকে বাড়ী আনা হইল। আমি তাঁহাকে **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** ১ মাত্রা খাইতে দিলাম এবং **সিনোবিন তেল** দিয়া ড্রেস করিতে দিলাম। খাওয়ার ঔষধ ৭ দিন বন্ধ রাখিলাম। দেখা গেল পুঁজ অনেক কম হইয়াছে। আরও ১ মাত্রা **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** খাইতে দিলাম এবং **সিনোবিন তেল** দিয়া দুই বেলা ড্রেস করিতে দিলাম। পুঁজ ও যন্ত্রণা আরও কম পড়িল। পুনরায় ৭ দিন পর ১ মাত্রা খাইতে দিলাম। ব্যাণ্ডেজ পূর্ব্ববৎ। আরও ১ মাত্রা ৭ দিন পর খাইতে দিলাম। দিনে ১ বার প্রেসার ব্যাণ্ডেজ দিলাম। এক মাস পর দেখা গেল সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। এই রোগীকে ৪ মাত্রা **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি** দেওয়া হইল কেন? তাঁহার ৬০ বৎসর বয়সে একমাত্রা ঔষধের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলাম না এবং ঔষধের কাজও ভাল হইয়াছে। রোগী আরোগ্য হইয়া পুনরায় কাজ করিতেছেন॥

৮১। ১নং রসিক ঘোষ লেন। হরি মিস্ত্রীর মেয়ে বীণা। বয়স—১০ বৎসর।

বীণা টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়। তাহার ছোট দুই বোন ও এক ভাইয়েরও একসঙ্গে এই জ্বর হয়। ছোট তিন ভাই বোনের জ্বর আমার চিকিৎসার আয়ত্বের ভিতর ছিল। একমাত্র এই মেয়েটির জ্বর এবং বিকার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। জ্বর ১০৪°-১০৫°, বিকার। বিকারের প্রধান অবস্থা হইল দিবারাত্র ঠোঁট ছেঁড়া। নীচের ঠোঁটটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে মাংসের টুকরা ও চামড়া ছিঁড়িয়া রক্তাক্ত করিয়া ফেলিতেছে। আঙ্গুলে ন্যাক্ড়া জড়াইয়া দিলে ঠোঁট ছিঁড়িতে না পারিয়া বিকট চীৎকার করে। কিছুতেই রাখিতে পারা যায় না, বিছানা হইতে উঠিয়া পড়ে। বাধ্য হইয়া আঙ্গুলের ন্যাকড়া খুলিয়া দিলাম। ঠোঁট ছিঁড়িতে লাগিল তবে শান্ত রহিল। **ব্যাপ্টিসিয়া** কোন কাজই করিতেছে না। ডাক্তার জগৎ রায় এল, এম, এস, প্রাচীন হোমিওপ্যাথ। তাঁহাকে ১৩ দিনের দিন পরামর্শের জন্য ডাকিলাম। তিনি **ষ্ট্র্যামোনিয়ম ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে বলিলেন। বরফ যেমন চলিতেছে চলিবে। তিনদিন **ষ্ট্র্যামোনিয়ম ৩০** দিয়া উপকার না হওয়ায় **২০০** দিলাম, যেমন তেমনই রহিল। পরামর্শের জন্য তাঁহার বাড়ী গেলে তিনি বলিলেন—"বরদাবাবু! এই রোগী রক্ষা পাইবে না—আপনার ইচ্ছামত চিকিৎসা করন।"

আঠার দিনের দিন রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। সাদা

খড়ি গোলার মত সামান্য একটু প্রস্রাব হইল। আমি **সিনা ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর ৮ মাত্রা দেওয়ার পর জ্বর ১০২°তে নামিল। বিকার ঠোঁট ছেঁড়া একরকমই রহিল। দুর্গন্ধযুক্ত সামান্য প্রস্রাব হইল। প্রস্রাবের ঘোলাটে সাদা রং নাই কিন্তু তিন ঘণ্টা ধরিয়া রাখিয়া দেখিলাম নীচে তলানী জমিয়াছে। প্রায় একপোয়া জল খাইল। তাহার পূর্ব্বে ৮।৯দিন একফোঁটা জলও খায় নাই। আজ একটু ভাল মনে হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুমাইল। ২ ঘণ্টা পর জ্বর ১০৩° উঠিল। বিকার আরম্ভ হইল। ঠোঁট ছেঁড়া পুর্ব্ববৎ। **সিনা ২০০** একমাত্রা দিলাম। শেষ রাত্রে জ্বর ১০১° হইল। বিকার ঠোঁট ছেঁড়া কম পড়িল। এক গ্লাস জল খাইল। একবার প্রস্রাব হইল। পেট সামান্য ফাঁপা আছে। প্রাতে ৮টার সময় সামান্য দুর্গন্ধযুক্ত পচা বাহ্যে হইল। রোগিণীর বাবা মনে করিল রোগিণী অনেকটা ভাল আছে। আদর করিয়া কোলে করিয়াছে, হঠাৎ তাহার কাঁধে এমন জোরে কামড়াইয়া ধরিল—কিছুতেই ছাড়ান যায় না। মুখের ফাঁকের ভিতর সাঁড়াশীর ডাট ঢুকাইয়া ফাঁক করিয়া ছাড়ান হইল। ৮টা দাঁত কাঁধের মাংসেতে বসিয়া গিয়াছে। টিংচার আইয়োডিন দিয়া বাঁধিয়া দিলাম এবং আর্নিকা খাইতে দিলাম। এইভাবে একুশ দিন কাটিল। বাইশ দিনের দিন সংবাদ পাইলাম গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয় দার্জিলিং হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে আনিতে গেলাম। আজ তিনি বিশ্রাম করিবেন, আসিবেন না। আমার বাচনিক সমস্ত শুনিয়া

সিনা ১ হাজার শক্তি ১মাত্রা দিয়া অপেক্ষা করিয়া—পরে সংবাদ দিতে বলিলেন। তাঁহার উপদেশ মত একমাত্রা সিনা এক হাজার শক্তি দিবার ১০ ঘণ্টা পর জ্বর ১০১°তে নামিল। ঠোঁট ছেঁড়া কমিয়াছে। ৪ ঘণ্টা ঘুমাইল। ঘুম ভাঙ্গার পর অনেকটা সুস্থ মনে হইল। ডাকিলে হুঁ, হাঁ করিয়া সাড়া দেয়। জল খাইল। একবার লাল রংএর প্রস্রাব হইল। ছয় ঘণ্টা একভাবে থাকিয়া জ্বর বাড়িয়া ১০২° হইল। বিকার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরদিন গুরুদেবের নিকট গিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলাম এবং আসিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলাম। তিনি না আসিয়া বলিলেন—"তুমি চিকিৎসা করিয়া এই রোগী আরাম কর। আজ ২৪ দিন, মনে হয় ভয় কাটিয়া গিয়াছে। খুব সাবধানে চিকিৎসা করিও। জল ছাড়া অন্য কিছু খাইতে দিও না। আজ **এরাম ট্রাইফোলিয়ম ৬** ৪ ঘণ্টা অন্তর দিও।" গুরুদেবের উপদেশ মত ৪ ঘণ্টা অন্তর এরাম ট্রাই-৬ষ্ঠ ৬ মাত্রা দিলাম। জ্বর ১০০°তে নামিল। মাঝে মাঝে ঘুমাইয়াছে। ঠোঁট মাঝে মাঝে ছিঁড়িতেছে। গুরুদেবের নিকট সমস্ত জানাইলাম—তিনি ঔষধ বন্ধ রাখিতে বলিলেন। রাত্রটা ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। পরদিন প্রাতে ৮টার সময় জ্বর পুনরায় বাড়িতেছে, ১০২°এর উপর উঠিল। ঠোঁট ছেঁড়া আরম্ভ হইল। মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার, হাসি, থু থু করিয়া অনবরত থুতু দিতে এবং প্রস্রাবের দ্বারে হাত দিতে লাগিল। আমি গিয়া গুরুদেবকে জানাইলাম—তিনি **হাইয়োসায়েমস**

২০০ একমাত্রা দিয়া দরকার হইলে রাত্রে আরও একমাত্রা দিতে বলিলেন। বেলা ১০টায় একমাত্রা **হাইয়োসায়েমস ২০০** দিলাম। সমস্তই কম পড়িল। ৩।৪বার জল খাইল। মাঝে মাঝে ঘুমাইল। সারাদিন জ্বর ৯৯° থাকিয়া রাত্র ১০টায় ১০১° উঠিল। ঠোঁট ছেঁড়া সারাদিন প্রায় ছিল না। থুতু দেওয়া ঠোঁট ছেঁড়া ইত্যাদি পুনরায় দেখা দিল। আর একমাত্রা **হাইয়ো সায়েমস ২০০** দিলাম। রাত্র ১টার সময় জ্বর নামিয়া ৯৮° হইল। বিকার বন্ধ হইল। ঘুম হইল। পরদিন প্রাতে ৬টার সময় ঘুম ভাঙ্গিল। প্রস্রাব হইল। ২ গেলাস জল খাইল। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে হুঁ করিয়া উত্তর দেয়, কিছু বলে না। একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গুরুদেবকে সমস্ত জানাই-লাম। তিনি ঔষধ বন্ধ রাখিয়া শুধু জল খাইতে দিতে বলিলেন। সারাদিন জ্বর ৯৮° রহিল। বিকার ইত্যাদি কিছুই নাই। শান্তভাবে ঘুমাইতেছে। তুইবার প্রস্রাব হইয়াছে—তলানী নাই। রাত্র ৯টার সময় জ্বর ৯৯° হইল। গুরুদেবকে টেলিফোনে জানাইলে তিনি ঔষধ বন্ধ রাখিতে বলিলেন। রাত্র ১২টায় জ্বর ৯৮° হইল। পরদিন প্রাতে ২৯ দিনের দিন জ্বর ৯৬° হইল। অন্য কোন উপসর্গ নাই। কথা জিজ্ঞাসা করিলে ২।১টা কথার উত্তর দেয়। জল ছাড়া অন্য কিছু খাইতে চায় না। ঔষধ বন্ধ রহিয়াছে। এইভাবে সারা দিন রাত্র কাটিল। পরদিন প্রাতে ৮টার সময় দেখি মুখ হইতে রক্ত পড়িতেছে। উত্তাপ ৯৬°, অন্য কোন উপসর্গ নাই। মুখ হাঁ করিতে দেখা গেল মুখের

ভিতর, জিভ ও দাঁতের গোড়ায় ঘা। মুখ ধুয়াবার চেষ্টা করিলাম। জলের সঙ্গে টিংচার **ক্যালেণ্ডিউলা** মিশাইয়া দিলাম। মুখ হাঁ করিয়া কুলকুচি করিতে পারিল না। মুখের ঘায়ের জন্যই খাইতে চায় না—খুব পাতলা করিয়া জলবার্লিও খাওয়াইতে পারিলাম না।

গুরুদেবের নিকট গিয়া সকল অবস্থা জানাইতে তিনি বলিলেন—"অতিরিক্ত দুর্ব্বলতার জন্য উত্তাপ ৯৬° ডিগ্রি হইয়াছে। তাহাতে ভয়ের কারণ নাই—মধুর সঙ্গে **ক্যালেণ্ডি-উলা আরক** মিশাইয়া মুখের ভিতর লাগাইবে। রোগী সুস্থ হইয়া যতক্ষণ খাইতে না চাহিবে জল ছাড়া অন্য কিছু দিও না। না খাইলে রোগী মরে না, খাইয়াই যত রোগী মরে। মধুর সঙ্গে ক্যালেণ্ডিউলা মুখে দিলে পেটে গেলেও অনিষ্ট হইবে না। এই রোগীর মুখের ঘায়ের সঙ্গে গলার ভিতরেও ঘা আছে।"

মিউরিয়েটিক এসিড ৬ষ্ঠ দিনে ২ বার করিয়া খাইতে দিতে বলিলেন। তিন দিন দেওয়াতে মুখের ঘা ইত্যাদি কমিল। ৩৩ দিনের পর রোগিণী আগ্রহের সহিত জলবার্লি খাইল। ঔষধ বন্ধ আছে। ক্রমে রোগিণী সুস্থ হইতে লাগিল। তাহার নীচের ঠোঁট, চামড়া ও মাংস ছিঁড়িবার দরুণ সামান্য ছোট রহিয়াছে॥

৮২। মেদিনীপুর, ঘাটাল হইতে মন্মথ ঘোষ, বয়স—৩৫ বৎসর।

চিকিৎসার জন্য মন্মথ আমার নিকট আসিল। ৮।৯ দিন হইল তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া চোখ নাক মুখ হইতে দিবারাত্র ভীষণ সর্দ্দির মত অবিরাম জল পড়িতেছে এবং জ্বালা হইতেছে। মাথায় কাপড় জড়ান, মাঝে মাঝে শীত কম্প। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম কোন কিছু নাই, প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই অবস্থা। এলোপ্যাথী ডাক্তারের নিকট গেলে তিনি এক মিক্সচার দিলেন। ৬ দাগ ঔষধ খাইয়া আরও বাড়িয়া গেল। এই কয়দিনে এই অবস্থা হইয়াছে। রোগী বলিল যে তাহার কোন রোগ ছিল না। দুই হাঁটুর জোড়ায় জয়েণ্টে বেদনা ছিল। বাতের বেদনা মনে করিয়া **শান্তিরস সালসা** ৪।৫ দিন খাওয়ার পরই বেশ উপকার বুঝিয়াছিল। এই অবস্থা হওয়ার পূর্ব্বদিনও ২ মাত্রা খাইয়াছিল। এলোপ্যাথী ঔষধ **পটাস আইয়োডাইডের** বিষক্রিয়াকে **আইয়োডিজম্** বলে, ইহা আয়োডিজম ছাড়া অন্য কোন রোগ নয়। শান্তিরস সালসায় নিশ্চয়ই পটাস আইয়োডাইড আছে। বাতের বেদনা ইত্যাদির এলোপ্যাথী পেটেণ্ট ঔষধে পটাস আয়োডাইড থাকে। আয়ুর্ব্বেদ মতে **বিষস্য বিষম্ ঔষধম্** এবং হোমিওপ্যাথী মতে **সমে সমং সময়তি** নিয়মে চিকিৎসা করিতে হয়। যেমন সুরাপানে মাতাল হইয়া—তৃতীয় ষ্টেজে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থায় পৌছিলে পুনরায় খুব কম মাত্রায় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া সুরা

খাওয়াইলে নেশা কাটিয়া যায়। এই নিয়মে চিকিৎসা করিয়া কুমারটুলীর দেবেন সেন নামক এক দুর্দ্দান্ত মাতালের চিকিৎসা করিয়া প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছিলাম। এই মাতালের ঘরে ঢুকিয়াই দেখি অনবরত ফিট্ (কন্‌ভল্‌সান্) হইতেছে। আমি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসার কথা মনে করিয়া ১০ মিনিট অন্তর ৫ ফোঁটা করিয়া **বেলেডোনা ২০০** খাওয়াইতে লাগিলাম। উদ্দেশ্য এই স্পিরিটই সুরার কাজ করিবে। ঠিক তাহাই হইল, ৪।৫ মাত্রা দেওয়ার পরই ফিট্ বন্ধ হইয়া নেশা কাটিয়া গেল। এই আয়োডিজমের রোগীকে **কেলি আইয়োডাইড ৩০** (পটাস আয়োডাইড ৩০) ৪ ঘণ্টা অন্তর ৪ মাত্রা দিয়া ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। পরদিন প্রাতে দেখিলাম অনেক কমিয়া গিয়াছে। ঔষধ বন্ধ রাখিয়া কয়েকটা সুগার অব্ মিল্কের পুরিয়া দিলাম। কমিয়া এক ভাবেই আছে। তখন মনে পড়িল যদিও বিষের ঔষধ বিষ, কোন কোন স্থলে তাহা খাটে না। যেমন কুইনাইনের বিষক্রিয়া হইলে (কুইনিজম হইলে) কুইনাইন (চাইনিনম সলফ্) দিলে কোন কাজ করে না—এস্থলে কুইনাইনের গুণনাশক (দোষনাশক) ঔষধ আর্সেনিক ইত্যাদি দিতে হয়। এই আইয়োডিজমের রোগীকেও পটাশ আয়োডাইডের দোষনাশক দিলে উপকার হইবে। এলোপ্যাথী মতে পটাশ আয়োডাইড যত কম মাত্রায় দিবে—ততই তাহার ক্রিয়া বেশী হইবে। হোমিওপ্যাথী মতে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় পড়িলে ২।১ মাত্রাই যথেষ্ট। এ স্থলে ৪ মাত্রা দেওয়াতে তাহার ক্রিয়া ভাল ফল

যতটুকু হওয়ার হইয়াছে। আর বেশী মাত্রায় অথবা উচ্চশক্তি দিলে রোগ বৃদ্ধি হওয়ার (এগ্রাভেশন হওয়ার) আশঙ্কা বেশী। এজন্য বিশেষ চিন্তা করিয়া ১মাত্রা **হিপার সলফর ২০০** দিয়া সেইদিন ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। পরদিন প্রাতে দেখিলাম রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। আর ঔষধ দরকার হইল না॥

৮৩। ৭০ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট—মণি সাহা (পালোয়ান), বয়স ২৬ বৎসর।

ঘাড়ের উপর বহু মুখযুক্ত এক কার্ব্বাঙ্কল হয়। অপারেশনের ব্যবস্থা করিতেছিল। রোগীর সম্পূর্ণ অমতে অপারেশন বন্ধ হয়। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমার ডাক হইল। আমি সিনোবিন তেলের পটি ২ ঘণ্টা অন্তর বদলাইবার ব্যবস্থা দিয়া **এন্থ্রাক্সিন ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা কম পড়িল। তিনদিন এই ব্যবস্থা মত চালাইয়া **হিপার সলফর ৩০** চারিঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। **সিনোবিন তেলের** পটি ২ ঘণ্টা অন্তর পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা রহিল। বেশী পরিমাণে সাদা পূঁজ এবং পূঁজের সঙ্গে সাদা পর্দ্দা বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে চিকিৎসায়—২০।২৫ দিনে এতবড় কার্ব্বাঙ্কল আরোগ্য হইল। ইহার প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে রোগীর কাকা সুরেন সাহার ঘাড়ে—আকারে ছোট ঠিক ইহার মত কার্ব্বাঙ্কল হইয়াছিল। তাহার চিকিৎসা ডাক্তার গঙ্গাধর

প্রামাণিক করিতেছিলেন এবং মেডিক্যাল কলেজের বড় সার্জেন বার্ডসাহেব অপারেশন করিয়াছিলেন। ২ মাস ভুগিয়া আরোগ্য হইয়াছে। প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। মণি সাহার কার্ব্বাঙ্কল এক মাসেরও কম সময়ে আরোগ্য হইল এবং তাহার খরচও পঞ্চাশ টাকার বেশী হয় নাই॥

৮৪। ৪এফ্ নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট। পুলিন পোদ্দারের ছেলে পটল, বয়স—১৪ বৎসর।

বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। শীতলার বামুন ও একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার চিকিৎসা করিতে থাকে। ১০ম দিনে আমাকে ডাকে। বসন্ত ভীষণ ভাবে বাহির হইয়া পূঁজ হইয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে। শরীর অত্যন্ত ফুলিয়া কদাকার হইয়াছে, দেখিলে ভয় হয়। ডবল নিউমুনিয়া। ফুস্ফুসে বসন্ত বাহির হইলে নিউমুনিয়া হয়। এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া শীতলার বামুন ও হোমিওপ্যাথ ডাক্তার উভয়ই সরিয়া পড়িয়াছে। রোগী মশারীর ভিতর আছে। গুরুদেবের শ্রীচরণোদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলাম। গলার ভিতর বসন্ত বাহির হইয়াছে—নাক, চোখ বুঁজিয়া গিয়াছে। চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম ডান চোখের রেটিনার উপর ১টা বসন্ত বাহির হইয়াছে। কর্নিয়া ভাল আছে। চোখের বিশেষতঃ কর্নিয়াতে বসন্ত বাহির হইলে চক্ষু লাল, বেদনা, যন্ত্রণা ইত্যাদি হয় এবং

চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। চক্ষে বসন্ত বাহির হইলে চক্ষু নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইউফ্রেসিয়া লোশন করিয়া চক্ষু মুছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। নিউমুনিয়ার অবস্থা দেখিয়া ও গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ থাকাতে **এণ্টিমটার্ট ৬** ৪ঘণ্টা অন্তর এবং বসন্তে অত্যন্ত পূঁজ হইয়াছে দেখিয়া এবং চক্ষুকে নিরাপদ রাখিবার জন্য **মার্কুরিয়স সল ৩০** ৪ ঘণ্টা অন্তর—এই দুই ঔষধ একের ২ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় ঔষধ, এইভাবে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলাম। গিলিতে কষ্ট হইতেছে—অল্প মাত্রায় দুধ-বার্লি খাইতে দিলাম। মার্কুরিয়সে অতি সত্বর পূঁজ শোষিত হয় এবং বসন্তে পূঁজ হওয়ার পূর্ব্বে মার্কুরিয়স পড়িলে বেশী পূঁজ হয় না। দুর্গন্ধের জন্য ঘরে ধূনা জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিলাম। শীতলার বামুন ধূনা দিতে বলিলে, হোমিও-প্যাথ ডাক্তার ঔষধের গুণ নষ্ট হওয়ার ভয়ে ধূনা গন্ধক পুড়ান বন্ধ করিয়াছেন। যাহা হউক সত্বর পূঁজ কমাইতে না পারিলে অনিষ্ট হইবে। নিউমুনিয়া, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগে ১৩ দিনের দিন মারাত্মক এবং টাইফয়েড জ্বরে ১৪ দিনের দিন মারাত্মক—এই দিনকে **ক্রাইসিস ডে** বলে।

বসন্তের পূঁজ বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। একটা শিশিতে **কার্ব্বলিক এসিড** লইয়া বড় একটা সূঁচ দিয়া একহাতে সাদা বা লাল তুলা জলে ডুবাইয়া নিংড়াইয়া সেই তুলা হাতে রাখিয়া প্রতিবারে সূঁচের অগ্রভাগে শিশির **কার্ব্বলিক এসিড** লাগাইয়া বসন্তের গুটিতে খোঁচা দিয়া

ভিতরের পুঁজ হাতের তুলা দিয়া চাপা দিয়া বাহির করিয়া দিতেছিলাম। এইরূপে কার্ব্বলিক এসিডে বসন্তের বীজাণু মরিয়া যায় এবং ভেসিকেলে (গুটিতে) স্ক্যাব পড়িয়া যায়। এই প্রক্রিয়াতে অত্যন্ত সুফল হয়। অতি সাবধানে এই বিপজ্জনক কাজ করিতে হয়। কোনরূপে বসন্তের পুঁজ নিজ শরীরে প্রবেশ করিলে শরীরের কোন স্থানে চুলকানি বা চামড়া কাটা থাকিলে তাহাতে পুঁজ ঢুকিলে নিজদেহে এই বসন্ত রোগ আসিতে পারে। কলেরা বসন্ত ইত্যাদি রোগ যাহারা চিকিৎসা বা শুশ্রূষা করে পরমেশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করেন। নিজে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া চিকিৎসা বা শুশ্রূষা করিবে।

রোগীর বড় বোন নিঃসন্তান, বিধবা, ২০ বৎসর বয়স। ছোট ভাইকে অত্যন্ত স্নেহ করে। আমি এই মেয়েটিকে বলিলাম—মা! তুমি যদি আমার সঙ্গে যাহায্য কর—তবে তোমার ভাই রক্ষা পাইবে। কোন ভয় নাই। ভয় অনেক সময় অনিষ্টের কারণ হয়। সত্যই এই মেয়েটিকে পাইয়া আমার এই কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইল। প্রথম দুইদিন আমি নিজে মশারীর ভিতর থাকিয়া নিজ হাতে এই কাজ করিয়া মেয়েটিকে দেখাইলাম। তৃতীয় দিনে সে নিজ হাতে করিতে লাগিল। রোগী ক্রমে ভাল হইল। ১৮ দিনের দিন দুধ-ভাত পথ্য দিলাম। সমস্ত স্ক্যাব উঠিয়া গেল। খুব সাবধানে এই সকল স্ক্যাব জমা করিয়া পুড়াইয়া ফেলিবে॥

৮৫। নন্দরাম সেন, ষ্ট্রীট ফাষ্ট লেন অভয় সরকারের স্ত্রী বয়স ৫০বৎসর। ৮ দিন যাবৎ পেটা ফাঁপা। পেটে যন্ত্রণা, বাহ্যে বন্ধ। বমি ও বমির ভাব। সামান্য জ্বর। এলোপ্যাথী চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ডাক্তার গোপাল দত্ত এম, বি, ব্রজবল্লভ সাহা, ক্ষীরোদ লাল দে, পরপর এবং একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। গ্লিসিরিণ এনিমা (পিচকারী) দিলেন। ৩ বার এনিমা দেওয়া হইল। প্রতি বারেই শুধু গ্লিসিরিণ টুকুই বাহির হইয়া আসিল। একজন সবজান্তা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ২ দিন চিকিৎসা করিল। কিছুই হইল না। আমাকে ডাকিল। আমি রোগ নির্ণয় করিতে না পারিয়া ডাক্তার প্রভাস চন্দ্র নন্দী এল, এম, এস, মহাশয়কে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য ডাকিলাম। তাঁহাকে ডাকিবার পূর্ব্বে আমি পূর্ব্বোক্ত ৩ জন এলোপ্যাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিন জনই বলিলেন, তাঁহারা রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পরে ডাক্তার নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনিও আরও একবার গ্লিসিরিণের এনিমা দিয়া অকৃতকার্য্য হইলে হাসপাতালে পাঠাইতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন রোগিণীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। পরদিন প্রাতে ডাক্তার জ্ঞান মজুমদার এফ, আর, সি, এস্ মহাশয়কে হোমিও-প্যাথী চিকিৎসার জন্য ডাকিলাম। তিনি সম্প্রতি আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি ঘুরিয়া এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন। বিদেশে যাওয়ার পূর্ব্বে এম, এস, সি পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজ

হইতে বিশেষ সম্মানের সহিত সোনার মেডেল ইত্যাদি পাইয়া এম, বি পাশ করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, বিশেষভাবে এনাটমি জানা ডাক্তার কলিকাতা যে কয়জন আছেন ডাক্তার জ্ঞান মজুমদার তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। তিনি আসিয়া রোগিণীকে এক মিনিট দেখিয়াই বলিলেন—"পারফোরেশন অব দি এসেণ্ডিং কোলন—অর্থাৎ বৃহদন্ত্রের এক ভাগে ছিদ্র হইয়াছে এই দিয়া মল বাহির হইয়া এক জায়গায় লোকেলাইজড্ অর্থাৎ জমা হইতেছে। এখনই একমাত্রা **সলফর ৩০** দিয়া অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। হাসপাতালে পাঠাইবার দরকার নাই। রোগিণীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এখন কিছুতেই অপারেশন চলিবেনা।" বেলা ১০ টায় একমাত্রা **সলফর** ৩০ দিলাম। সারাদিন রাত্র কোন ঔষধ দেওয়া হইলনা। পরদিন প্রাতে ৬টার সময় পাতলা কাদার মত হলুদ রং এর ক্রমে তিন সরা মল বাহ্য হইল। শেষ বারের বাহ্যের সঙ্গে ছোট ছোট সাদা কৃমি কিল্ বিল্ করিতেছে। সমস্ত দেখিয়া আমি জ্ঞান মজুমদারের নিকট গিয়া জানাইলাম—শুনিয়া আমাকে বলিলেন এখন আপনার কি মনে হয়? আমি বলিলাম আমার একান্ত বিশ্বাস রোগিণী বিপদমুক্ত হইয়াছে। তিনি বলিলেন "আপনি ঠিক বলিয়াছেন। এখন কি ঔষধ দিবেন?" আমি বলিলাম ছোট কৃমি দেখিয়া মনে হয় **টিউক্রিয়ম** ৬ দেই; কিন্তু মেটেরিয়া-মেডিকা পড়িয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন আপনার ঔষধ নির্ব্বাচন ঠিক হইয়াছে। বিশেষ লক্ষণ পাওয়া

গেলে হোমিওপ্যাথী মতে প্রায় সমস্ত ঔষধই সকল রোগে প্রয়োগ করা যায়।" টিউক্রিয়ম ৬ দিনে ৩ বার করিয়া এক সপ্তাহ চলিল এই এক সপ্তাহ জলীয় পথ্য দুধ সাগু খাইতে দিলাম। এক সপ্তাহ পর ঔষধ বন্ধ রাখিয়া পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলাম। রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। আমি ডাক্তার জ্ঞান মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম অন্ত্রের ছিদ্র দিয়া যে পাতলা মল বাহির হইয়াছিল তাহার কি হইবে? তিনি বলিলেন:—"অন্ত্র এবং পেরিটোনিয়মের মধ্যে যে জায়গায় মল জমিয়াছে ক্রমে তাহার জলীয় ভাগের রস শুকাইয়া মল সেই জায়গায়ই থাকিবে —কোন অনিষ্ট হইবেনা।" ৪ বৎসর পর দেখিলাম সেই জায়গায় একটা ছোট বলের মত হইয়া আছে। রোগিণী সুস্থই আছে।

৮৬। ৭০ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, রবীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরীর স্ত্রী বয়স ২৫ বৎসর। হৃদকম্প রোগে ভুগিতেছিল। একদিন নাড়ীর গতি মিনিটে ১৬০ পর্য্যন্ত উঠিল। ডাক্তার ব্রজবল্লভ সাহা চিকিৎসা করিতেছিলেন, পরামর্শের জন্য ডাকার নীলরতন সরকারকে ডাকিলেন। তিনি রোগিণীকে দেখিয়া বলিলেন—রোগিণীর জীবনের আশা নাই। রোগিণীর শ্বশুর মধুপুর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ডাক্তার সরকার তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। সারাদিন ব্রজবল্লভ বাবু ডাক্তার সরকারের পরামর্শ মত চিকিৎসা করিয়া ফল হইল না দেখিয়া

রাত্র ৯টার সময় সকলের মতে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্ত আমাকে ডাকিলেন। আমি তাহাকে জলের সঙ্গে নলিনল ১০ ফোঁটা করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিলাম। তিন মাত্রা দেওয়ার পর নাড়ীর গতি মিনিটে ১২০ বার হইল। ২ ঘণ্টা পর আরও একমাত্রা দেওয়ার পর রোগিণী ঘুমাইয়া পড়িল। শ্বাস কষ্ট কমিল। নাড়ীর গতি পর দিন প্রাতে ৯০তে নামিল। অদ্য চতুর্থ দিন। রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিল। হঠাৎ অত্যন্ত ঘাম দিয়া নাড়ীর গতি ৮২ হইল। একমাত্রা কার্ব্বোভেজ ২০০ খাইতে দিয়া দুধ বার্লি খাইতে দিলাম। একটানা ৪ ঘণ্টা ঘুমাইল ঘুম ভাঙ্গিবার পর একমাত্রা নলিনল খাইতে দিয়া দশ মিনিট পর প্রচুর পরিমাণে বেদানার রস খাইতে দিয়া তাহার এক ঘণ্টা পর দুধ বার্লি খাইতে দিলাম। শুধু দুধ খাইলে পেটে বায়ু হয়। এই রোগিণীর পেটে বায়ু জন্মিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। হৃৎপিণ্ডের গতি পুনরায় বাড়িয়া উঠিতে পারে এজন্য শুধু দুধ দিলাম না। সমস্ত ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং নিয়মমত পথ্য দিতে রোগিণী সুস্থ হইল। নলিনল ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রাতে সন্ধ্যায় এক সপ্তাহ খাইতে দিলাম। রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

৮৭। ৩নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য [কেলো হাবলা] বয়স ৩৫ বৎসর। ডবল নিউমুনিয়া রোগে আক্রান্ত

হয়। সে অধিকাংশ সময়ই মাতাল থাকিত। বাম ফুস্ফুস বেশী ধরিয়াছিল। বুকের বাম ভাগে বেশী বেদনা, প্রবল জ্বর ফেনা ফেনা রক্ত মিশ্রিত কফ উঠিতেছে। ২।৩ বার পাতলা বাহ্যে হইয়া রক্ত বাহ্যে দেখা দিল। ৫।৬ বার শুধু রক্তই বাহ্যে হইল। [কোন কোন মাতালের রক্ত বাহ্যে হয়]। একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ২।৪ মাত্রা ঔষধ দিয়া রক্ত বাহ্যে দেখা দেওয়া মাত্রই ভয় পাইয়া এলোপ্যাথ ডাক্তার অতুল ভাদুড়ীকে নিজে গিয়া ডাকিয়া আনিল। ভাদুড়ী মহাশয়ের চিকিৎসায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উপকার না হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রোগীর বাবা আমাকে ডাকিলেন। আমি রোগীর উপস্থিত লক্ষণানুযায়ী ফস্ফোরস ৩০ চারিঘণ্টা অন্তর ২ মাত্রা দেওয়াতে বিশেষ উপকার হইল। বুকের উপরের এণ্টিফ্লোজেষ্টিনের প্ল্যাষ্টার ছিল তাহা উঠাইয়া ফেলিলাম। ২ মাত্রা ফস্ফোরস ৩০ খাওয়ার পরই বুকের বাম দিকের বেদনা বন্ধ হইল। রোগী ৩ দিন বাম কাতে শুইতে পারিত না। অদ্য শুইতে পারিয়াছে। কাশি অনেক কমিয়াছে, মাঝে মাঝে কাশি হইয়া কফ উঠিতেছে— কফে রক্ত নাই, ফেনা নাই। জ্বর ১০০ ডিগ্রি। রক্ত বাহ্যে বন্ধ হইয়াছে। সুনিদ্রা হইয়াছে। ২৪ ঘণ্টায় ১ বার নরম ভাল বাহ্যে হইয়াছে। ঔষধ বন্ধ আছে। ৩৬ ঘণ্টা একই অবস্থায় রহিল। প্রথমে জল বার্লি পরে দুধ বার্লি খাইতে দিলাম। একমাত্রা ফস্ফোরস ২০০ দেওয়ার ৩।৪ ঘণ্টা পর জ্বর ৯৮তে নামিল। অন্যান্য সকল উপসর্গই কমিল। আর

ঔষধ দরকার হইল না। আমি রোগীকে, রোগীর বড় ভাই, বাবা, বোন স্ত্রী সকলকেই সাবধান করিয়া বলিলাম—রোগী যদি পুনরায় মদ খায় এবং তাহার ফলে রক্ত বাহ্যে হয় তাহা হইলে চিকিৎসায় কিছুই হইবে না—মারা যাইবে। রোগ আরোগ্যের পর তাহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল হইল। কিছুদিন পর পুনরায় মদ্যপান করিতে লাগিল। দুই বৎসর পর রক্ত বাহ্যে হইল। রাত্রে আমাকে ডাকিতে আসিল। গুরুদেবের আদেশ —"অবাধ্য অত্যাচারী রোগীর চিকিৎসা করিবেনা।" তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বলিলাম—আমি এই অবাধ্য রোগীর চিকিৎসায় যাইব না। অন্য একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার চিকিৎসা করিতে আসিয়া পরামর্শের জন্য ডাক্তার এস, কে, নাগকে ডাকিল। দুই দিন পর রোগী মারা গেল।

৮৮। একাদশী সর্দ্দার, বয়স ৪০ বৎসর। ৮ দিন বাহ্যে বন্ধ। পেট ফাঁপা। হিক্কা। পেটের যন্ত্রণা। সামান্য জ্বর, ডাক্তার গঙ্গাধর প্রামাণিক চিকিৎসা করিতেছেন। কয়েকদিন চিকিৎসায় উপকার হইতেছেনা। প্রথমে গ্লিসিরিণ বাত্তি, পরে গ্লিসিরিণ এনিমা, কিছুই হইল না, এনিমা যাহা দেয় তাহাই বাহির হইয়া যায় ভিতরে ঢুকেনা। গঙ্গাধর বাবু সার্জেন করুণা চাটার্জিকে ডাকিলেন। তিনি **অন্ত্রাবরোধ [অবষ্ট্রাক্সন অব ইণ্টেষ্টাইন]** রোগ নির্ণয় করিয়া অপারেশন ব্যবস্থা দিলেন।

পরদিন অপারেশন হইবে। রাত্র ৪টার সময় পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে। পরদিন প্রাতে ৬টার সময় মল বমি হইল। আত্মীয়গণ ভয় পাইয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিল। আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দারজিলিংএ ছিলেন। ডাক্তার ইউনানকে পরামর্শের জন্য ডাকিলাম। তিনি আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া প্লাম্বম্ মেটালিকম ২০০ একমাত্রা ব্যবস্থা করিলেন। বেলা ১২টার ঔষধ দেওয়া হইল। পথ্য শুধু সিদ্ধ করা জল ভিন্ন কিছুই দেওয়া হইবেনা। সন্ধ্যা ৬টার সময় বায়ু নিঃসরণ হইল। রাত্রে অনেকবার বায়ু নিঃসরণ হইল। পরদিন প্রাতে দেখা গেল পেট ফাঁপা নাই। পেট নীচু হইয়া গিয়াছে। পিপাসা হইয়াছে। প্রচুর জল পান করিল। রাত্রিতে নিদ্রাও হইয়াছে। ডাক্তার ইউনানকে আসিবার জন্য টেলিফোন করিলে—আসিবার দরকার নাই। বলিয়া আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন। আমি গিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলাম। ঔষধ বন্ধ রাখিয়া সামান্য দুধ মিশাইয়া বার্লি দিতে এবং ঠাণ্ডা জলে গা মুছাইয়া দিতে বলিলেন। বেলা ৪টার সময় বাহ্যে প্রস্রাব দুই-ই হইয়া রোগী সুস্থ হইল।

৮৯। ঈশ্বর চৌধুরীর স্ত্রী বয়স ৫০ বৎসর। মেদিনীপুর হইতে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা নাথের বাগান ষ্ট্রীটস্থ নিজ বাটীতে লইয়া আসেন। ঈশ্বর চৌধুরী এখানে স্কুলের কাজ করেন। বহুদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। অনেক কুইনাইন খাওয়ান হইয়াছে, জ্বর বন্ধ হয় নাই। বর্ত্তমানে লিভারের বেদনায় ভুগিতেছে। দুই বৎসর বহু ইন্‌জেকশন হইয়াছে। লিভারের বেদনায় এক একবার অসহ্য হইয়া উঠে। ডাক্তারগণ লিভারে পাথর (গলষ্টোন) হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়া কলিকাতা আসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। সেমতে রোগিণীকে কলিকাতা আনা হইয়াছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাকে ডাকিল। আমি পরামর্শের জন্য আমেরিকা হইতে নবাগত ডাক্তার জ্ঞান মজুমদারকে ডাকিলাম। প্রাতে ৯ টার সময় তিনি আসিয়াছেন— তাহার পূর্ব্বেই ৮টার সময় রোগিণী লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে। অত্যন্ত কম্প হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল রোগিণী দুই বৎসর জ্বরে ভুগিতেছে—দেড় বৎসর হইল ২।৪ দিন পরপর এইরূপ ভয়ংকর কম্প দিয়া জ্বর হয়। দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা এই কম্প থাকে। জ্বরের সময় লিভারের বেদনাও অসহ্য হয়। যেদিন জ্বর আসে, সেই দিনই প্রাতে ঠিক ৮টার সময় ভয়ঙ্কর কম্প হইয়া জ্বর আসে। জ্ঞানবাবু বলিলেন এখন আমি যে ঔষধ দিব তাহা দিনে ৩ বার করিয়া ৭ দিন খাওয়ার পর আমি এক্স-রের ছবি উঠান, রক্ত পরীক্ষা

ইত্যাদি করিব। **সিড্রন ৬** ব্যবস্থা হইল। সেই দিনই জ্বর কম্প ইত্যাদি বন্ধ হইল। ক্রমে এই সাত দিনে লিভারের অসহ্য বেদনা বন্ধ হইয়া রোগিণী সুস্থ হইতে লাগিল। আরও ১ সপ্তাহ দিনে ২ বার করিয়া **সিড্রন ৬** দেওয়া হইল। রোগিনী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। আর কিছু দরকার হইল না। আমি ডাক্তার জ্ঞান মজুমদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—লিভারের অসহ্য বেদনায় রোগিণীকে এত কষ্ট দিয়াছে তাহা লিভারের পাথরের জন্য নয় কি? তিনি বলিলেন—এই রোগিণীর ম্যালেরিয়া—কুইনাইনে না সারিয়া বরং অনিষ্ট করিয়াছে। এই লিভারের বেদনা কুইনাইনের অপব্যবহারেরই পরিণাম। লিভারের পাথর ইত্যাদি কিছুই নয়। রোগিণীর ভাগ্য ভাল যে লিভারের বেদনা হইয়াই রক্ষা পাইয়াছে, রক্ত বাহ্যে/রক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি হয় নাই। কুইনাইনের অপব্যবহারে রক্ত বাহ্যে/রক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি হইলে ডাক্তারগণ তাহার নাম দেন—**ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার**। তাহার ঔষধ **সোডি ব ইক র্ব্ব** জলে মিশাইয়া খাইতে দিলেই সারিয়া যায়॥

৯০। হাওড়া, সালকিয়া, সীতানাথ বসু লেন—রমণী চ্যাটার্জ্জ বয়স ৬০ বৎসর। পৃষ্ঠে কার্ব্বাঙ্কল হয়। সমস্ত পিঠে এতবড় কার্ব্বাঙ্কল আমার ৪০ বৎসর ডাক্তারী জীবনে নিজে চিকিৎসা করি নাই, দেখিও নাই। স্থানীয় এলোপ্যাথ ডাক্তার চিকিৎসা

করিতেছিল। কলিকাতা হইতে বড় সার্জেন ডাক্তার ললিত ব্যানার্জীকে ডাকা হইল। ললিত বাবু দেখিয়া বলিলেন—ব্লাডপ্রেসার বেশী এবং প্রস্রাবে সুগার আছে—এমতাবস্থায় অপারেশন করিলে রোগী মারা যাইবে। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসার জন্য সেখানকার ডাক্তার কান্তিবাবুকে দেখান হয়। পরামর্শের জন্য আমাকে ডাকিলেন। আমি গিয়া দেখি—পিঠের ডান দিকে প্রথমে কার্ব্বাঙ্কল হইয়া—ক্রমে বাম দিকে আসিতেছে। মেরুদণ্ড পর্য্যান্ত আসিয়াছে এবং মেরুদণ্ডের পরে বাম দিকে অনেকটা জায়গা প্রদাহিত হইয়াছে। ডাক্তার কান্তিবাবু বলিলেন এভাবেই নাকি ছড়াইয়া আসিতেছে। এতশীঘ্র ৫।৬ দিনের মধ্যে পিঠের প্রায় বারো আনা আক্রান্ত হইয়াছে। বেদনা, জ্বালা দুইই বেশী। ভালভাবে পূঁজ হইতেছেনা এবং পূঁজ বাহির হইয়াও আসিতেছে না। জ্বর ১০২° ১০৩° পর্য্যন্ত হইতেছে। আমি **এনথ্রাক্সিন ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিয়া **সিনোবিন তেল** দিয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া সমস্ত কার্ব্বাঙ্কল টার উপর দিতে এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই তেলের ন্যাকড়া বদলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। সারাদিন রাত্রে ৬ মাত্রা **এনথ্রাক্সিন ৩০** খাইয়াছে এবং ৮ বার **সিনোবিন তেলে** ভিজান ন্যাকড়া বদলাইয়াছে। জ্বালা, বেদনা ইত্যাদি যন্ত্রণা নাই। মাঝে মাঝে ঘুম হইয়াছে। রোগীর সন্ধ্যাবেলা আফিং খাওয়া অভ্যাস আছে।—ডাক্তার কান্তি বাবু আফিং খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন

—আফিং খাওয়ার সময় হইলেই অত্যন্ত কষ্ট হইত। আমি ঔষধ খাওয়ার দুই ঘণ্টা পরে আফিং খাওয়ার এবং আফিং খাওয়ার দুই ঘণ্টা পরে ঔষধ খাওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। পরদিন প্রাতে ৮ টার সময় গিয়া দেখি জ্বর অন্য দিনের মতই ১০১° ডিগ্রি। জ্বালা, বেদনা প্রায় নাই। তখনও কার্ব্বাঙ্কলে পূঁজ ধরে নাই। আমি ব্যবস্থা করিলাম ১নং **এন্‌থ্রাক্সিন ৩০** এবং ২নং **হিপার সলফর ৩০** দুই ঘণ্টা পর পর পাল্টা পাল্টি করিয়া খাইতে দেওয়া এবং পর পর সিনোবিন তেলে কার্ব্বাঙ্কল ভিজাইয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দুইঘণ্টা পর পর পটি বদলাইয়া দেওয়া। রাত্র ৮টার সময় গিয়া দেখি পূঁজ পড়িতেছে। দুধ সাগু পথ্য এবং ঔষধের ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ রহিল। পর দিনও একই ব্যবস্থা রহিল। পরদিন গিয়া দেখি প্রদাহিত স্থানে পূঁজ ধরিয়াছে ও পূঁজ পড়িতেছে। কিন্তু বাম দিকে আরও প্রসার হইতেছে, যে সকল স্থান হইতে পূঁজ পড়িতেছে সেই সকল স্থানে কাল রং এর ঘা দেখা দিয়াছে। আমি দুই ঘণ্টা পর পর **ল্যাকেসিস ৩০** এবং **হিপার সলফর ৩০** দিতে এবং **সিনোবিন তেল** কড়া করিয়া তৈরী করিয়া দিলাম। পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা রহিল। রোগীর আত্মীয়গণ রোগীর অবস্থা ও ভাবী ফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম—ঘা মেরুদণ্ডের উপর দিয়া গেলে ভয়ের কারণ নাই; কিন্তু মেরুদণ্ডের নীচ দিয়া গেলে খুবই ভয়ের কারণ এখন আপনাদের ভাগ্য। পরদিন গিয়া দেখি ঘা মেরুদণ্ডের উপর দিয়াই চলিয়াছে। মেরুদণ্ডের নীচে কোন কষ্ট নাই।

ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ রহিল। সমস্ত পিঠ হইতে অবিরাম পূঁজ পড়িতেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় **সিনোবিন তেলের** পটি বদলান হইতেছে। জ্বর বন্ধ হইয়াছে। রোগীর কোন কষ্ট নাই। বসিয়া উপুর হইয়া ঘুমও হইতেছে। ঘায়ের কাল রং দূর হইয়াছে। **ল্যাকেসিস** বন্ধ করিয়া **হিপার সালফর ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়ার এবং সর্ব্বদা পূঁজ পরিষ্কার করিয়া **সিনোবিন তেলের** পটি চলিবে। ৭।৮ দিন এইভাবে দিবারাত্র পূঁজ পড়িয়া প্রদাহ কমিতেছে। দুধ সাগু, দুধ রুটী ইত্যাদি পথ্য দিলাম। রোগীর মাছ খুব প্রিয় খাদ্য, এজন্য মাছের ঝোল রুটী খাইতে চাহিলেন। মাছে ঘা বৃদ্ধি করে এজন্য আমার কোন ঘায়ের রোগীকেই মাছ খাইতে দেইনা। এই রোগীকেও মাছ খাইতে দিলাম না। ভাত বন্ধ রহিল। গব্য ঘৃতের লুচি ও প্রচুর পরিমাণে দুধ খাইতে দিলাম। প্রস্রাবে চিনি (সুগার) থাকিলে দুধের সর খাইতে দেই না। এই রোগীকেও সর বাদ দিয়া দুধ খাইতে দিলাম। সাধারণ লোকের ধারণা দুধে পূঁজ বাড়ে। কার্ব্বাঙ্কল এবং দূষিত ঘা ইত্যাদিতে সাদা পূঁজ হইলে বিশেষ উপকার হয়। সাদা পূঁজ নির্দ্দোষ। শুনিয়াছি গলিত কুষ্ঠ রোগীর ঘা দুধ দিয়া ধোয়ায়। যে কোন কারণে রোগী দুর্ব্বল হইলে একমাত্র দুধই তাহার নষ্ট স্বাস্থ্য পুষ্ট করে। ক্রমে **হিপার সলফর ৩০** চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম এবং আবশ্যক মত দিনরাতে **সিনোবিন তেলের** পটি বদলের ব্যবস্থা দিলাম। একমাস দশ দিনে রমণী বাবুর কার্ব্বাঙ্কল

সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হইল। প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল কার্ব্বাঙ্কল আরোগ্য হওয়ার পর মাত্র ৪ গ্রেণ সুগার আছে। পূর্ব্বে এবং অপারেশনের প্রস্তাবের সময় ২৬ গ্রেণ সুগার ছিল। কার্ব্বাঙ্কল ইত্যাদি হইয়া প্রচুর পূঁজ বাহির হইয়া গেলে—প্রস্রাবের সুগার অনেক কমিয়া যায়। যাহাদের প্রস্রাবে সুগার থাকে তাহাদের প্রায়ই কার্ব্বাঙ্কল হয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম॥

৯১। ১১নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, রবীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরীর মেয়ে মিণ্টো বয়স ১৭ বৎসর। সন্তান প্রসবের সময় এক ঘণ্টা পরে এক্লামসিয়া দেখা দেয়। এক্লামসিয়া সাধারণতঃ সন্তান প্রসবের পূর্ব্বেই হয়, কদাচিৎ পরে হয়। এক্লামসিয়া রোগে বিপদের আশঙ্কা বেশী, বিশেষতঃ প্রসবের পরে হইলে বিপদাশঙ্কা খুবই বেশী-প্রায় প্রসূতিই মারা যায়। এই প্রসূতিকে রোগ দেখা দেওয়া মাত্রই ডাক্তার ব্রজবল্লভ সাহা এম বি, এলোপ্যাথ ডাক্তার চিকিৎসা করিতে থাকেন। আমি উপস্থিত ছিলাম। এই সময় রোগিণীর কনভলশন (ফিট) আরম্ভ হইয়াছে। আমি বলিলাম এক্লামসিয়া—মর্ফিয়া ইনজেকশন দিন। ডাক্তারবাবু এই মনে করিয়া প্রতিবাদ করিলেন—আমি যদিও এলোপ্যাথ ডাক্তার ছিলাম বর্তমানে তাঁহার মনের ভাবে ঘৃণ্য হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতেছি—আমি এখন সামান্য একটা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক।

আমি কেন রোগের কথা বলিব? অধিকন্তু মর্ফিয়া ইনজেকশনের কথা পর্য্যন্ত বলিলাম। তিনি বড় প্রাকটিশনার। তিনি বলিলেন—ইহা এক্লামসিয়া নয় এবং লুমিন্যাল ইনজেক্শন্ দিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার আধঘণ্টা পর পুনরায় কন্ভল্শন আরম্ভ হইল। প্রথম আক্রমণের সময় রোগিণীর শ্বশুর উপস্থিত ছিলেন। রোগ দেখা দেওয়া মাত্র তিনি তাঁহার মটরগাড়ী লইয়া ডাক্তার সুবোধ মিত্রকে আনিবার জন্য চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। দ্বিতীয়বার কনভলশনের সময় ডাক্তার ব্রজবল্লভ বাবুকে আনিবার জন্য রোগিণীর কাকা রাজেন বাবুকে পাঠাইলাম। ডাক্তার বাবুর বাড়ী ৫ মিনিটের রাস্তা। আসিতে দেরী দেখিয়া আমি নিজে গিয়া তাঁহাকে রাজেন বাবুর সম্মুখেই বলিলাম এক্লামসিয়া। তিনি বলিলেন, আপনি কোন পয়েণ্ট ধরিয়া বলিলেন? আমি বলিলাম আমি জানিনা—আপনি আসিয়া দেখুন। অগত্যা তিনি আমার সঙ্গে আসিলেন। তখন তৃতীয়বার কনভলশন হইল। তিনি পুনরায় লুমিন্যাল ইন্জেকশন দিলেন। পাঁচ মিনিট বসিবার জন্য রোগিণীর মা অনুরোধ করিলে—তিনি সময় নাই বলিয়া নীচে ফুটপাথে নামিয়াছেন এমন সময় ডাক্তার সুবোধ মিত্র আসিলেন। তখন ডাক্তার বাবু বাধ্য হইয়া তাঁহার সঙ্গে উপরে উঠিয়া রোগিণীর ঘরে যাওয়া মাত্র চতুর্থবার কনভলশন হইতে লাগিল। ডাঃ সুবোধ মিত্র বলিলেন—এক্লামসিয়া পোষ্ট পার্টম। এখনই মর্ফিয়া ইনজেকশন দিন। তৎক্ষণাৎ মর্ফিয়া ইনজেকশন

দিলেন। সুবোধবাবু নিজে ভারি স্প্রীং-এর এম্বুল্যান্সের জন্য টেলিফোন করিলেন—(এই রোগে নড়াচড়া বা ঝাঁকি লাগিলে ফিট বেশী হইয়া বিপদ ঘটে। ভারি স্প্রীংএর এম্বুল্যান্স গাড়ী আনিলে পাঁচ টাকা চার্জ দিতে হয়।) ৫ মিনিটের মধ্যে এম্বুল্যান্স গাড়ী আসিল। আমি রোগিণীর সঙ্গে এই গাড়ীতে এবং ডাক্তার সুবোধ মিত্র রোগিণীর বাবা ও শ্বশুরকে সঙ্গে লইয়া অন্য গাড়ীতে আর, জি. কর হাসপাতালে গিয়া চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি দুই রাত্র একদিন হাসপাতালে কাটাইলাম। দুইদিন পর রোগিণী নিরাপদ অবস্থায় আসিল। তৎপরে রোগিণী আরোগ্য হইয়া বাড়ী আসিল। ভুল মানুষ মাত্রেই হয়। আমি অতি সামান্য মানুষ। চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষতঃ রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে এই অহঙ্কারী ডাক্তার প্রবরের এক সুরে (ভুল হইলেও) সুর মিলাইতে পারিলাম না বলিয়া ঘৃণা করা ও তাচ্ছিল্য ভাব দেখান উচিত কি? ডাক্তার সুবোধ মিত্র না হইলে রোগিণীর অবস্থা কিরূপ হইত ভাবিতেও ভয় হয়। মঙ্গলময় পরমেশ্বর সকলকে সুবুদ্ধি দিন এই প্রার্থনা করি।

৯২। চন্দ্র গোয়ালার মেয়ে। বয়স ১২ বৎসর। টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়। ৪নং কৃপানাথ লেনে তাহার

চিকিৎসার জন্য যাই। দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১১ দিনের দিন পরামর্শের জন্য এলোপ্যাথ ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য্য এম, ডি মহাশয়কে ডাকিলাম। তিনি পথ্য এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা বলিলেন এবং আমাকে ঔষধ দিতে বলিলেন। টাইফয়েড জ্বর সম্বন্ধে বলিলেন—"যত কম মাত্রায়ই এলোপ্যাথি ঔষধ দেওয়া যায় রোগীর পক্ষে তাহাই বেশী হয়।" শুধু জল এবং জলীয় জিনিষ ছাড়া অন্য কোন কিছু খাইতে দিতে নাই, প্রচুর পরিমাণে জল খাইতে দিতে হয়। তাহাতে রোগীর জীবনীশক্তি সতেজ থাকে এবং সমস্ত অন্ত্র ধুইয়া যায়। টাইফয়েড জ্বর অন্ত্র দূষিত হইয়া হয়। হোমিওপ্যাথী ঔষধে বিশেষ উপকার হয়। (ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য্য—টাইফয়েড্ এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের বিশেষজ্ঞ হইয়া এম্, ডি ডিগ্রি পাইয়াছেন এবং ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের প্রফেসর হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই পদে কোন বাঙ্গালী অধিষ্ঠিত হন নাই।) আমি এই রোগিণীকে লক্ষণানুযায়ী ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিতেছিলাম। তাহার প্রস্রাব আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া **ইণ্ডিক্যান** অর্থাৎ লাল রিং পাইয়াছিলাম। দুই রকম রিং পড়ে—১। বদহজমের। ২। কৃমির। এই রোগিণীর প্রস্রাবে কৃমির চওড়া রিং পাইয়া **সিনা** ৩০ ঔষধ দিয়া উপকারও পাইলাম কিন্তু কৃমিও বাহির হয় নাই। গুরুদেব প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন—"আমি তখন তোমার মত যুবক—হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতেছি—সুকিয়া ষ্ট্রীটে এক

রোগীতে কৃমির লক্ষণ দেখিয়া কৃমির ঔষধ দিলাম। রোগী ক্রমে আরোগ্য হইল। ৭।৮ দিন ছাদের উপর বাহ্যে করাইলাম। একটি কৃমিও দেখিতে পাইলাম না। তোমরা লক্ষণানুযায়ী ঔষধ দিবে, তাহাতেই সুফল হইবে।" এই রোগিণীর চিকিৎসায়ও তাহাই দেখিলাম। গুরুদেব বলিয়াছিলেন "টাইফয়েড রোগী যতদিন আরোগ্যের দিকে আসিয়া খাইতে না চাহিবে—ততদিন জল, ডাবের জল, ছানার জল ইত্যাদি ছাড়া কিছুই খাইতে দিবে না। খাইতে চাহিলেও প্রথমে পাতলা জল বার্লি দিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে রোগকে খাইতে দিবে না, রোগীকে খাইতে দিবে।" ডাঃ শিবাপদ ভট্টাচার্য্যেরও একই ব্যবস্থা।

৯৩। শ্রীরামপুর লাহিড়ীপাড়া পদ্মহরি পালের ছেলে কালীবাবুর স্ত্রী—বয়স ২৫ বৎসর, টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হয়। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ এলোপ্যাথী ডাক্তার ননীবাবু এম্, বি চিকিৎসা করিতেছেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতা হইতে ডাক্তার শিবাপদ ভট্টাচার্য্য এম, ডি মহাশয়কে পরামর্শের জন্য ডাকেন এবং যদি হোমিও—প্যাথী মতে চিকিৎসার দরকার হয় এজন্য তাঁহাদের পরামর্শের সময় আমাকেও ডাকেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—

এলোপ্যাথী ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শে আমার কোনরূপ আপত্তি হইবে কি না ? আমি বলিলাম, বরং ভালই হইবে। তিন জনের এক সঙ্গে পরামর্শ হইয়া স্থির হইল শুশ্রূষা এবং পথ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে ননীবাবু ও শিবাপদ বাবু ব্যবস্থা করিবেন এবং ঔষধ সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথী মতে আমি ব্যবস্থা করিব। ২ জন নার্স নিযুক্ত আছে। আমি এবং শিবাপদ বাবু একদিন অন্তর রোগিণীকে দেখিতে যাইতাম। তৃতীয় দিনে গিয়া দেখি রোগিণীর ২৪ ঘণ্টা প্রস্রাব হয় নাই। মূত্রস্থলীতে (ব্লাডারে) প্রস্রাব জমিয়া বলের মত হইয়া আছে। ভুল বকিতেছে। ননীবাবুর একান্ত ইচ্ছা ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করান—আমাদের যাওয়ার অপেক্ষা করিতেছেন। শিবাপদ বাবু ও আমি এক সঙ্গে গিয়া পৌঁছিলাম। শিববাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই অবস্থায় হোমিওপ্যাথী মতে কিছু করিতে পারিব কিনা ? আমি বলিলাম, আশা করি আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ হইবে। শিববাবু বলিলেন, তাঁহারা একঘণ্টা অপেক্ষা করিবেন। বিকার অবস্থায় ক্যাথিটার না দিয়া আপনা হইতে হইলেই ভাল। আমি সলফর ৩০ একমাত্রা খাওয়াইয়া দিলাম—১৫ মিনিটের মধ্যে বেডপ্যান ভর্ত্তি ১৬ আউন্স প্রস্রাব হইল। দেখিয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন।—লক্ষণানুযায়ী ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। ৪৫ দিনে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

৯৪। কুমারটুলী ষ্ট্রীট—সাধন বয়স ১২ বৎসর, টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়। আমি রাত্রি ১১টার সময় রোগীকে দেখিতে যাই। ঘরে ঢুকিয়া দেখি একটা ভাঙ্গা চৌকিতে রোগীকে শুয়াইয়া রাখিয়া তাহার মা একদৃষ্টে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। একটা মাটির ডিবিতে কেরোসিনের বাত্তি জ্বলিতেছে। একটা মাটির ঘটিতে খাওয়ার জল। অশ্বিনী দাস নামীয় এক ভদ্রলোক আমাকে ডাকিয়া নিয়া আমাকে পৌছাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আজ ১১দিন জ্বর হইয়াছে। আমি রোগীর সমস্ত অবস্থা দেখিলাম। রোগী ভুল বকিতেছে। জ্বর ১০৪°—নিউমুনিয়া, পেট খারাপ—পচা মল বাহ্যে হইতেছে। রোগীর মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল রোগী বাঁচিবে কিনা? আমি বলিলাম বাঁচিবে। হঠাৎ রোগীর মা ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমার সাধনকে বাঁচাইয়া দিয়া যাও। আমি তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়া বলিলাম—মা! এখনই আরাম হইবার হইলে আমি বসিয়া থাকিয়া আরাম করিয়া দিয়া যাইতাম। এখনই'ত হইবে না—সময় লাগিবে। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। সন্তানের জন্য মা পাগলিনী। মা! তুমি আজ আমাকে মা চিনাইলে! কোন চিন্তা করিও না—আমি রোজ আসিয়া দেখিয়া যাইব এবং যথাসাধ্য চিকিৎসা করিব। যার কেহ নাই—তার তিনি আছেন—যিনি তোমাকে পুত্র দিয়াছেন, তিনিই তোমার পুত্রকে রক্ষা করিবেন। ব্যাপ্টিসিয়া ৩০ তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে ৮টার সময় রোগীকে দেখিতে যাইতেছি—খোলার বাড়ীর সম্মুখে একটা ছোট বটগাছের গোড়ায় রোগীর বাবা শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। বাড়ীর ভিতর হইতে মায়ের কান্না শুনিয়া রোগীর বাবাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি? বুড়া বাবা বলিল—না কিছু না, রোগী একটু ভালই আছে। রোগী দেখিতে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহার গোপাল নামে ২৫ বৎসরের ছেলে হাওড়া রেলে ৬০৲ টাকা মাহিনায় চাকুরী করিত। তাহার টাইফয়েড জ্বর হয়। শ্যামবাজার কম্বলিয়াটোলার ডাক্তার যোগেন ঘোষ এল, এম, এস একমাস দশদিন চিকিৎসা করে। ৫ দিন হইল সে মারা গিয়াছে, এইটার নাম সাধন ছোটছেলে—১১দিন, এইটাকে দেখিতে পারি নাই। সামান্য গহনা, ঘটি বাটি সমস্ত বিক্রি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত গোপালের চিকিৎসা করাইয়াছি। ডাক্তার রোজ একবার আসিলে ৪৲, দুই বেলা আসিলে ৮৲ ফি নিয়াছে। ঔষধের দাম নিয়াছে। চারিশত টাকা খরচ করিয়া ছেলেকে বিসর্জন দিয়াছি। এতটাকা খরচ করিয়াও ছেলেকে বাঁচাইতে পারিলাম না। আর তুমি এক পয়সাও না নিয়া চিকিৎসা করিবে? আমার সাধনও বাঁচিবে না।" আমি বলিলাম—মা! সাধন আমার ছোট ভাই। বড় ভাই কি ছোট ভাইয়ের চিকিৎসা করিয়া টাকা পয়সা নিতে পারে? মা বলিতে লাগিলেন, "যোগেন ঘোষকে ডাকিয়া গতকাল এইটাকেও দেখাইলাম। কানের রিং বিক্রীর দুইটা টাকা ছিল—ডাক্তারের হাতে দিয়া বলিলাম—আমার আর

কিছুই নাই ডাক্তারবাবু! আমার সাধনকে ভাল করিয়া দাও। তাহার বাবা নতুনবাজার মুড়িমুড়কির দোকানে কাজ করে, একমাসের অগ্রিম মাহিনা আনিয়াছে, এখন আর পাইবে না। কতদিন কাজও কামাই করিয়াছে। যোগেন ঘোষ টাকা দুইটা পকেটে রাখিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলিল—আমার ফি-এর ৪৲ টাকার মধ্যে ২৲ পাইলাম। বাকী ২৲ টাকা ও ঔষধের দাম লইয়া আমার ডাক্তারখানায় গিয়া ঔষধ আনিতে পাঠাইও। এই বলিয়া যোগেন ঘোষ ডাক্তার গাড়ীতে চড়িয়া চলিয়া গেল। সারাদিন কাঁদিয়া কাটাইয়াছি—রাত্রে অশ্বিনীবাবু তোমাকে ডাকিয়া দিয়াছে।" আমি বলিলাম, মা! ঐ ঔষধ বিষ না খাওয়াইয়া ভালই হইয়াছে, কোন চিন্তা করিও না। নিয়মমত চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। ২৮ দিনে জ্বর ত্যাগ হইল। সমস্ত উপসর্গ দূর হইয়া রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। গুরুদেবের শ্রীচরণোদ্দেশ্যে প্রণাম ক।রয়া আন্তরিক প্রার্থনা জানাইলাম—গুরুদেব! আশীর্ব্বাদ করুন এ জীবনে যেন ঘটী-বাটী বিক্রির টাকা স্পর্শ না করিয়া চিকিৎসা করিয়া আপনার সুনাম রক্ষা করিতে সমর্থ হই। গরীব যে আপনার অতি প্রিয় ও আদরের বস্তু॥

৯৫। প্রাইভেট রোড দম্‌দম্—চিত্তরঞ্জন চন্দ—বয়স ২৭ বৎসর, এম্, এ পাশ করিয়া ষ্টেনোগ্রাফী শিখিতেছিল।

ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে নখের গোড়ায় বেদনা হইয়া ফুলিয়া উঠে। যন্ত্রণা ক্রমে অসহ্য হয়। পেনিসিলিন ইনজেক্‌শন করিয়া কোন ফল হইল না। চামড়ার নীচে একটা ছোট গুলির মত টিউমর (সিষ্ট) হইয়া তাহা হইতে দিবারাত্র রক্ত পড়িতেছিল। নানা রকম চিকিৎসা চলিল। কিছুই হইল না। ট্রপিক্যাল স্কুলে ২।৪ দিন নানাপ্রকারে চিকিৎসায়ও বিফল হইয়া ঐ সিষ্টের মধ্যে পর পর ৩টা ফুটন্ত গরম জলের ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হইল—উদ্দেশ্য ছিল। সিষ্টটা পচিয়া যায় ও রক্ত পড়া বন্ধ হয়—কিন্তু কিছুই হইল না, অধিকন্তু অসহ্য যন্ত্রণা হইয়া হাত ফুলিয়া উঠিল। রক্ত, প্রস্রাব ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া কোন দোষ পাওয়া গেলনা। অপারেশনের ব্যবস্থা হইল—দরকার বোধে আঙ্গুলটাকে বাদ দেওয়া হইবে। অপারেশনে রোগী ও আত্মীয় স্বজনের অমত হওয়ায় হোমিও-প্যাথী চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিল। সিনোবিন তেল খুব কড়া করিয়া তৈরী করিয়া সম্ভবমত প্রেসারব্যাণ্ডেজ দিয়া এসিড নাই্ট্রিক ৬ তিনঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। ৬ ঘণ্টা অন্তর ব্যাণ্ডেজ বদলাইতে এবং যাহাতে সিনোবিন তেলে ন্যাক্‌ড়া সর্ব্বদা ভিজা থাকে তাহার ব্যবস্থা করিলাম। তিন দিন পর রোগী আসিয়া বলিল—বাসে উঠিবার সময় হ্যাণ্ডেল ধরিতে চাপ লাগিয়া রক্ত পড়িতেছিল। প্রথম দিনে ৩ বার ঔষধ খাওয়া ও ২ বার ব্যাণ্ডেজ বদলাইতেই রক্ত বন্ধ হইয়াছে। এই তিন দিনে হাতের ফুলা সারিয়া গিয়াছে। আঙ্গুলের যন্ত্রণা, বেদনা, রক্ত পড়া সমস্তই সারিয়াছে। আমি দেখিলাম—সিষ্ট

এবং সিষ্টের ঘা ঠিক আছে। পচা গন্ধ নাই। সাইলেসিয়া ৩০ দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার ব্যবস্থা রহিল। ৪ দিন পর দেখিলাম সিষ্ট হইতে রস পড়া অনেক কমিয়াছে, ঘা কমিয়াছে, একটা ছোট গুলির মত আঙ্গুল হইতে সিষ্টটা আলাদা হইয়াছে। সিষ্ট এবং আঙ্গুলের মাঝখানটা সরু হইয়া আছে। সাইলেসিয়া ১ হাজার এক মাত্রা দিয়া তাহার তিন দিন পর হইতে থুজা ৩০ দিনে ৩ বার করিয়া ৮ দিন খাইতে দিলাম। প্রত্যহ প্রাতে ১ বার করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার ব্যবস্থা রহিল। পঞ্চম দিনে দেখা গেল ব্যাণ্ডেজে সিনোবিন তেল ভিজান ন্যাকড়ার সঙ্গে সিষ্টটা খসিয়া আসিয়াছে—এক বিন্দু রক্তের দাগও ন্যাকড়াতে লাগে নাই। থুজা ৩০ আট দিনে ২৪টা পুরিয়াই খাওয়ান হইল। আঙ্গুলটাকে এক সপ্তাহ বিশ্রাম দিলাম। প্রাতে ১ বার করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যাণ্ডেজ চলিল—। ঘা সম্পূর্ণ শুকাইয়া আঙ্গুল স্বাভাবিক হইয়াছে এই আঙ্গুল দ্বারা পূর্ব্ববৎ টাইপ করা চলিয়াছে।

৯৬। মেডিক্যাল কলেজের বড় সার্জেন পঞ্চানন চ্যাটার্জির ভগিনী—বয়স ৪০ বৎসর, রক্তস্রাব রোগে ভুগিতেছিলেন। দুই বৎসর যাবৎ অনেক চিকিৎসা হয়। দুই বৎসর এ্যালোপ্যাথী চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি

স্থানের হোমিওপ্যাথ ডাক্তারগণও ৫।৬ মাস চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফল পান নাই। রোগিণী নিঃসন্তান, তাঁহার স্বামী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী—আসিয়া আমাকে বলীতে ডাক্তার পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জির বাড়ী লইয়া যান। রোগিনী সেখানে ছিলেন। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই প্রতি মাসে ঋতুস্রাবের সময় অতিরিক্ত রজঃস্রাব হইত এবং ৭।৮ দিন পর্যন্ত থাকিত। ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ১৪।১৫ দিন পর্যন্ত থাকে। মাঝে ১০।১২ দিন ভাল থাকে। স্রাবের রক্তের রং ঘোর লাল। এত বেশী স্রাব হয় যে কেহ হঠাৎ দেখিলে ভয় পাইবে। যন্ত্রণা নাই। আমি **ট্রিলিয়ম ৬** তিন ঘণ্টা অন্তর দুইদিন খাইতে দিলাম। তৃতীয় দিনে তাঁহার স্বামী আসিয়া বলিলেন, আজ ঋতুস্রাবের ৬ষ্ঠ দিন। আমি ৪র্থ দিনে গিয়াছিলাম, দুই বৎসরের মধ্যে ৬ষ্ঠ দিনে কখনও এত কম হয় নাই। রোগিনী বলিলেন, তিনি নিজেও অনেক ভাল বোধ করিতেছেন। পুনরায় দিনে রাত্রে ৪ ঘণ্টা অন্তর এই **ট্রিলিয়ম ৬** খাইতে দিলাম। এই ৪ দিনে স্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেল। এই কয়দিন বেশ ভালই ছিলেন। পুনরায় সময়মত ঋতুস্রাব দেখা দিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের মত এত বেশী না হইলেও বেশী রক্তস্রাব হইতেছিল। **ট্রিলিয়ম ৬, ৩০, ২০০** দিয়া কোন ফল হইল না। ৬ষ্ঠ দিন পর্যন্ত ট্রিলিয়ম দিয়া ৭ম দিন হইতে **এরিজিরণ ৬** চারিঘণ্টা অন্তর তিনদিন দিলাম। ১০ম দিনে সংবাদ আসিল স্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়াছে। অন্য কোন উপসর্গ নাই। ১৮ দিন সুস্থ থাকিয়া পুনরায় স্রাব দেখা দিল।

এবারে ততবেশী না হইলেও পূর্ব্ব বারের মত না হইয়া কম হইয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী। রোগিনীর **সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত** পর্য্যন্ত স্রাব হইত, রাত্রে স্রাব একেবারে বন্ধ থাকিত। এবারে একমাত্রা **মেডোরাইনম ২০০** দিয়া এইদিনে ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। পরদিন হইতে **এরিজিরণ ৬** দিনে তিনবার করিয়া দুইদিন দিলাম। স্রাব অনেকটা কম পড়িল। দিনে ২ বার করিয়া **এরিজিরণ ৬** খাইতে দিলাম। ৬ষ্ঠ দিনে স্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। পরবর্ত্তী ঋতুস্রাব ২৭ দিনের দিন দেখা দিল। স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য বেশী হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। দিনে ৩ বার করিয়া খাইবার জন্য **ঔষধ বিহীন সুগার অব মিল্কের** পুরিয়া করিয়া দিলাম। ৬ষ্ঠ দিনে সংবাদ পাইলাম পূর্ব্ব দিনে অর্থাৎ ৫ম দিনে স্রাব বন্ধ হইয়াছে। কোন দোষ নাই। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেন। তাহার ৭ মাস পর রোগিনী একখানা বড় মোটর গাড়ীতে আমার ৩৩নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটের ডাক্তারখানায় আসিয়া বলিলেন—তিনি পঞ্চাননকে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া—বাবাকে (আমাকে) দর্শন করিবার জন্য পঞ্চাননের গাড়ী করিয়াই আসিয়াছেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

৯৭। হুগলী জেলা, প্রতাপপুর গ্রামের নিমাই কর্মকার—বয়স ২৫ বৎসর, স্বাস্থ্যবান যুবক কৃষক, জমিতে জল সেচের

সময় সেউতির টানে ডানহাত সামান্য কাটিয়া যায়। তৃতীয় দিনে সমস্ত হাত ফুলিয়া অসহ্য বেদনা হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পেনিসিলিন ইন্‌জেকশন্ দেওয়া হয়। আরামবাগ হাসপাতালে সেপ্টিকের নানাপ্রকারে যথাসাধ্য চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য হইয়া অপারেশনের ব্যবস্থা হয়। অসুস্থ অবস্থায় রোগী রাত্রে পলাইয়া রেলষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতা চলিয়া আসে। সকাল বেলায় মেয়ো হাসপাতালে যায়। সেখানেও অপারেশনের ব্যবস্থা দেয়। নবম দিনে আমার নিকট আসে। আমি দেখিয়া অপারেশন হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিয়া **এপিসমেল ৩০** ৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম এবং **সিনোবিন তেল** দিয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া সমস্ত হাত জড়াইয়া প্রেসার ব্যাণ্ডেজ দিলাম। জ্বর ১০২° ছিল। পরদিন জ্বর ১০০° হইল এবং ক্ষতের মুখ দিয়া জলের মত পূঁজ পড়িতে লাগিল। ৪ ঘণ্টা অন্তর **এপিসমেল ৩০** খাইতে দিলাম ও ৪ ঘণ্টা অন্তর ব্যাণ্ডেজ বদলাইবার ব্যবস্থা রহিল। ক্রমে বাহুর ফুলা কমিল, জ্বর বন্ধ হইয়া জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি দূর হইল। ক্ষতের মুখ দিয়া অবিরত জলের মত পূঁজ পড়িতেছে। **এপিসমেল ২০০** একমাত্রা খাইতে দিয়া খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর ব্যাণ্ডেজ বদলাইতে দিলাম। রোগী ক্রমে সুস্থ হইতেছে—রস পূঁজ পড়া কমিয়াছে, আরও একমাত্রা **এপিস ২০০** খাইতে দিয়া দু-বেলা ব্যাণ্ডেজ করিতে দিলাম। ১০ দিন পর ৪ আউন্স **সিনোবিন** তেল ও কয়েক মাত্রা সুগার অব মিল্কের পুরিয়া লইয়া রোগী

সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া মনের আনন্দে দেশে গেল। তিন বৎসর পর অন্য এক রোগী সঙ্গে করিয়া আসিয়া আমাকে হাত দেখাইয়া গেল।

৯৮। ১১৮ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট—মহেন্দ্রনাথ সাহা, বয়স ২৮ বৎসর, হাইপোকণ্ড্রিয়া (রোগোন্মত্ততা) রোগে আক্রান্ত হয়। ২২।২৩ বৎসর বয়সের সময় তাহার বড় দুই ভাই মারা যায়। পাবনা জেলায় জন্মস্থান, বড় দুই ভাই অবিবাহিত অবস্থায় মারা যাওয়ার পর দেশের বাড়ী ঘর জায়গা জমি ইত্যাদি ছাড়িয়া কলিকাতা আসিয়া তাহার চিকিৎসা করাইতেছে। তাহার ধারণা যে তাহার বড় দুই ভাই যে ভাবে মরিয়াছে তাহাকেও সেই ভাবেই অবিবাহিত অবস্থায় মরিতে হইবে। ধনীর ছেলে—বড় বড় এলোপ্যাথী ডাক্তারকে দেখান হইতেছে। রক্ত, প্রস্রাব, থুথু ইত্যাদি পরীক্ষা হইতেছে—তাহার রোগ কিছুতেই ধরা পড়িতেছেনা এবং সারিতেছে ও না। এভাবে ৪ বৎসর চিকিৎসা চলিয়াছে, কিন্তু কিছু ই হইতেছে না। দিন দিন শরীর শুকাইয়া চলিয়াছে। প্রতি সপ্তাহে কফ, থুথু, বাহ্যে, প্রস্রাব, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা সর্ব্বশুদ্ধ চারিশতের বেশী হইয়াছে। বড় ডাক্তারগণের মতে ৬ মাস সিমুলতলা স্থান পরিবর্ত্তনে গিয়া রহিল। রোগ একই রকম। সাড়ে চারি বৎসর পরে এলো-প্যাথী চিকিৎসা করাইয়া কোন ফল না হওয়ায় ডাক্তার মহাশয়

গণকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার রোগ কি এবং কেন সারিতেছে না। বহু অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। ডাক্তার মহাশয়গণ কেহই সদুত্তর দিলেন না, অগত্যা এলোপ্যাথী চিকিৎসা ছাড়িয়া কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ করিল। বড় বড় কবিরাজ দেখাইয়া ৬ মাস চিকিৎসা করাইয়া কোন ফল পাইল না। একজন বড় কবিরাজ নাকি তাহাকে বলিলেন যে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করিতে হইবে। **অপান বায়ু** উর্দ্ধ হইয়াছে, তাহাকে নামাইয়া সাম্য করিতে হইবে। অনেক অর্থ ব্যয় হইল—**অপান বায়ু** যেমন তেমনই রহিয়া গেল। কবিরাজী চিকিৎসাও ছাড়িয়া দিল। সে পাগলের মত ঘুরিতে লাগিল। তাহার নাম হইল মহেন্দ্র পাগলা। তাহার বন্ধু জানকীবাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া একদিন সন্ধ্যার পর আমার নিকট আসিলেন। আমার নিকট আসিয়া টেবিলের উপর একটা বড় বাণ্ডিল রাখিয়া আমাকে হাত দেখাইয়া বলিল, আমি আমার রোগ কিছু বলিবন'—আপনার ফি দিব, আপনি নাড়ী ধরিয়া আমার রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিবেন। জানকীবাবু শিক্ষিত লোক, তিনি বলিলেন হোমিওপ্যাথীতে রোগ নির্ণয়ের কিছু নাই—লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা হয়। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর বিরক্তির ভাব দেখা দিল। আমি বলিলাম, নাড়ী দেখিয়া নিশ্চয়ই রোগ নির্ণয় হয়। আন্দাজী চিকিৎসা করিয়া হোমিওপ্যাথীতে রোগ আরোগ্য হয় বটে—তাহাতে রোগীর এবং অন্ততঃ আমার মতে চিকিৎসকের প্রাণে শান্তি আসেনা। আমি মহেন্দ্র

সাহার হাত দেখিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছি—দূর! তাহার কোন রোগ নাই। এই কথা বলামাত্র সে তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বিষণ্ন মুখে চুপ করিয়া ৫।৭ মিনিট বসিয়া রহিল। আমি অন্য এক জন রোগী দেখিয়া পুনরায় মহেন্দ্রের হাত দেখিয়া বলিলাম—আপনার বায়ুপ্রধান ধাত। মাথা ঘোরা, দুশ্চিন্তা, পেটে বায়ু হওয়া, অনিদ্রা এবং যাহা খান তাহা হজম হইয়া শরী র গিয়া পোষণ ক্রিয়া করেনা। বাহ্যে ভাল পরিষ্কার হয় না। কতকটা রোগীর মনের শান্তির জন্য বলিতে হইল—যেমন জ্যোতিষ মহাশয়গণ বলেন—আশা ভঙ্গ, মনস্তাপ ইত্যাদি। আমা কথা শুনিয়া রোগীর মনে যেন শান্তি আসিল—আমাকে বাণ্ডিল খুলিয়া সমস্ত রিপোর্ট দেখিতে বলিল—এবং এজন্য আপনাকে ফি দিব। ফি দেওয়ার কথাটা মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল—তাহাতে বুঝিলাম—প্রায় ৫ বৎসরে ঘাটে ঘাটে কত রকমে কত টাকা দিতে হইয়াছে। আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া খুব জোরের সহিত বলিলাম, তোমার রোগ নিশ্চয়ই সারিবে এবং রোগ সারিয়া গেলেই বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে। রোগী দেখার পর মহেন্দ্র রোগী আমাকে লইয়া বসিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা সমস্ত রিপোর্ট দেখাইল। এক্স-রের ২০।২২ খানা প্লেট ও রিপোর্ট দেখাইল। আমাকে তাহার নিজের বন্ধু মনে করিয়া রিপোর্ট পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে বলিল। তাহার সমস্ত কথা আমাকে মনযোগের সহিত শুনিতে হইল। হাইপোকণ্ড্রিয়া রোগীর চিকিৎসা করা

বড় কঠিন। তাহাদের সমস্ত কথা শুনিতে হইবে—রোগী যদি বুঝিতে পারে যে তাহার কথা শুনিতে অগ্রাহ্য হইতেছে—তাহার চিকিৎসায় কোন ফলই হইবেনা। যাহা হউক, প্রথম দিনেই দেড়ঘণ্টা সময় দিয়াছি দেখিয়া তাহার বিশ্বাস হইল তাহার দুরারোগ্য রোগ এতদিনে সারিবে। সে উঠিয়া যাইবার সময় আমার ফি ছাড়াও দশ টাকা দিয়া বলিল, আপনার সময়ের দাম না দিলে আমার রোগ সারিবে না। প্রতি সপ্তাহে আসিয়া যে তাহার মনের যত কথা বলিত—তাহার জন্য আমায় ১ ঘণ্টা সময় পৃথক রাখিতাম। সে আসিয়া আগেই ফি'র টাকা দিয়া রোগ সম্বন্ধে বর্ণনা করিত। প্রায় পাঁচ বৎসর এলোপ্যাথী ও কবিরাজী চিকিৎসায় প্রতি সপ্তাহে জোলাপের ব্যবস্থা ছিল। আমি জোলাপ বন্ধ করিয়া দিলাম। ঔষধ সর্ব্ব প্রথমে ১ মাত্রা সলফর ২০০ দিয়াছিলাম—পরে কোন সপ্তাহে নক্স ভমিকা ৩০ কোন সপ্তাহে ঔষধ বিহীন সুগার অব মিল্কের পুরিয়া খাইতে দিতাম। ৪ মাস এভাবে চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল। কাঠ সম্বন্ধে তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। কাষ্ঠ ব্যবসায়ী বগলা কোম্পানীতে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে চাকুরী পাইল। এক বৎসর পর আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। তাহার স্বাস্থ্য খুব ভাল হইয়াছে। একটা কাগজের বাক্স খুলিয়া এক-খানা বেনারসী শাড়ী বাহির করিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল, সে রায়বাহাদুর আর, পি, সাহার ভাগিণীকে বিবাহ করিয়াছে—পূজার সময় এই শাড়ীখানা তাহাকে দিবে। তাহার পর

মাসিক চারিশত টাকা বেতনে আসামে কাঠের কাজে ঐ কোম্পানি হইতে গিয়াছে। তিন বৎসর পর তাহার স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক ছেলে সহ আমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল।

৯৯। ১৫নং নাথের বাগান ষ্ট্রীট, বেনেটোলা—ননী নাথ বয়স ৫০ বৎসর, লিভারে পাথর (গল্‌ষ্টোন) হয়। এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসায় কোন ফল হইতেছে না। মাঝে মাঝে অসহ্য বেদনা হইলে মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়া রাখা হয়। পরে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। রোগী অপারেশন করাইবে না। আমার নিকট আসিলে আমিও বলিলাম; পাথর বড় হইয়াছে—অপারেশন করাই ভাল। কিন্তু রোগী ঝোঁক ধরিল—আমাদ্বারা চিকিৎসা করাইলে নিশ্চয়ই সারিবে—তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমি ঔষধ দিলাম। **কার্ডুয়াস** ৬ চার ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিয়া বেদনা অসহ্য হইলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইবার জন্য **বার্বেরিস** ৩ কতকগুলি পৃথক পুরিয়া দিলাম। পথ্য কাঁচা পেঁপে যে কোন রকমে খাইতে হইবে এবং পেঁপের আঁঠা চিনি বা ময়দার সঙ্গে মিশাইয়া গুলি করিয়া দিনে ৩ বার মুখে জল লইয়া গিলিয়া খাইবে। পাকা পেঁপে খাইবে। আমি হতাশের মত চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। রোগীর অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি। একমাস এভাবে চিকিৎসা চলিল। তাহার খেয়ালে রোজ পৃথক জায়গায় বাহ্যে যাইত। একদিন প্রাতে বাহ্যে

গিয়াছে—মলের সঙ্গে বড় রকমের ছয়টা পাথর পড়িল। পাথর ছয়টা মালার মত সাজান যাইত। রোগী পাথরগুলি ধুইয়া কাগজে করিয়া আমাকে দেখাইতে লইয়া আসিল। আমি দেখিয়া অবাক হইলাম। তাহার পরও ননীনাথ সর্ব্বদা পেঁপের আঠা খাইত। তাহার পর ২০।২২ বৎসর বাঁচিয়া গিয়াছে—কখনও লিভারে বেদনা হয় নাই।

১০০। হুগলী জেলা হারিটগ্রাম—সত্য ঘোষের পুত্রবধু। বয়স ২৪ বৎসর, লিভারে পাথর (গলষ্টোন) হয়। তিনমাস এলোপ্যাথী চিকিৎসা করিয়া বিফল হইয়া স্থানীয় ডাক্তারগণ অপারেশনের জন্য হাসপাতালে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমার ডাক আসিল, আমি গিয়া দেখি রোগিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল, হার্ট-দুর্ব্বল। শরীর হল্‌দে রং-এর হইয়াছে। সামান্য জ্বর, প্লীহা সামান্য বড় আছে। আমি তাহাকে **কার্ডুয়সমেরি** ৬ চারিঘণ্টা অন্তর এবং অসহ্য বেদনার জন্য মর্ফিয়া বন্ধ রাখিয়া **বার্বেরিস** ৩ বেদনার সময় ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিয়া আসিলাম। কাঁচা পেঁপের আঠা—চিনি বা ময়দার সঙ্গে মিশাইয়া গুলি করিয়া মুখে জল লইয়া গিলিয়া খাইবে। শুধু মুখে খাইলে আঠা লাগিলে মুখে ঘা হয়। পথ্যের ব্যবস্থা—পেঁপে যত রকম করিয়া খাওয়া যায় খাইবে। পেঁপের আঠার গুলি দিনে ৩ বার খাইবে। হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় জলের সঙ্গে ১০ ফোঁটা করিয়া **নলিনল** খাওয়ার ব্যবস্থা দিলাম। ১৪ দিন চিকিৎসার পর সংবাদ আসিল রোগিণী অনেকটা ভাল আছে। পুনরায়

১৪ দিনের জন্য **কার্ডুয়াস ৬** দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম এবং বেদনা হইলে **বার্বেরিস ৩** বেদনার সময় ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়ার ব্যবস্থা দিলাম। ১৪ দিন পর সংবাদ পাইলাম—রোগিণী ভাল আছে—লিভারের বেদনা নাই। স্বাস্থ্যও অনেক ভাল আছে এবং হার্ট ভাল আছে। মাঝে ২ দিন জ্বর হইয়াছিল—ম্যালেরিয়া জ্বর। **নক্স ভমিকা ৩০** দিনে ৩ বার করিয়া ৭ দিন খাইতে দিলাম। ৭ দিন পর সংবাদ পাইলাম রোগিণী ভাল আছে, মাঝে ২ দিন লিভারে সামান্য বেদনা হইয়াছিল। **কার্ডুয়াস ৬** দিনে ২ বার করিয়া খাইতে দিলাম। ১৪ দিন পর সংবাদ পাইলাম রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। ঔষধ বন্ধ করিলাম।

১০১। হুগলি জেলা হারিট গ্রাম—নারায়ণ পাত্রের তিন বৎসরের পুত্রের শরীরে সমস্ত রক্ত পুঁজ হইয়াছে (পায়েমিয়া হইয়াছে), শরীর ফুলিয়াছে। শরীরের নানাস্থানে ১০।১২ জায়গায় ফুলিয়া এব্‌সেস্‌ হইয়াছে। স্থানীয় ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিয়া ফল না পাইয়া অপারেশনের ব্যবস্থা করিলেন। একজন প্রাচীন এলোপ্যাথ ডাক্তার বলিলেন এখানে অপারেশন হইলে বিপদ নিশ্চিত। কাটামাত্র জলের মত পুঁজ এমন বেগে ছুটিবে যাহা বন্ধ করা অসম্ভব হইবে। তিনি শ্রীরামপুর হাসপাতালের ডাক্তার

ছিলেন। তিনি রোগীকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসিতে পরামর্শ দিলেন। তাহারা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিল। রোগ খুবই কঠিন। ঔষধ খাইতে দিলাম। বলিয়া দিলাম যদি একটা করিয়া ফাটে তবেই সুফল হইবে। তিনঘণ্টা অন্তর **হিপার সলফর ৩০** খাইতে দিয়া **সিনোবিন তেল** পানের প্লেন দিকে লাগাইয়া গরম করিয়া ডান উরুর এবসেসটাতে ৪ ঘণ্টা অন্তর সেঁক দিতে দিলাম। পরদিন একটা ফাটিয়া জলের মত অনেক পুঁজ পড়িল। পুঁজ পড়া বন্ধ হইলে এই তেল দিয়া প্রেসার ব্যাণ্ডেজ দিলাম। পরদিন একটা, দুই দিন পরএকটা—এইভাবে ৮টা এবসেস ফাটিয়া অনেক পুঁজ পড়িল। প্রেসার ব্যাণ্ডেজ এবং **হিপার সলফর ৩০** দিনে ৩ বার করিয়া দিতে লাগিলাম। পরদিন হইতে দিনে ৩বার করিয়া **সাইলোসিয়া ৩০** সাতদিন খাইতে দিলাম। তৎপরে **সাইলিসিয়া ১ হাজার শক্তি** একমাত্র দিয়া খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া **সিনোবিন তেলের** ব্যাণ্ডেজ প্রত্যহ প্রাতে কয়েক দিন দিলাম। রোগী সম্পুর্ণ সুস্থ হইল।

●

১০২। ৩৭নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট—রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, বয়স ২৬ বৎসর। প্রস্রাবে পাথরী (রিন্যাল কলিক) রোগে আক্রান্ত হয়। অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতেছেন—অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা, বমি ইত্যাদি। এলোপ্যাথী চিকিৎসায় উপকার

হইতেছে না। হোমিওপ্যাথী মতেও দুই চারিদিন চিকিৎসা হইয়াছিল কোন ফল হয় নাই। পরে আমার চিকিৎসায় আসিলেন। আমি তাহাকে **বার্বেরিস ভল ৩** তিনঘণ্টা অন্তর খাইতে দিয়া পর দিন প্রাতে দেখিলাম অবস্থা একই। প্রাতে ৭টার সময় ইন্দ্র জোলাপের ব্যবস্থা করিলাম। একঘণ্টা পর হইতেই প্রস্রাবেব মাত্রা বাড়িতে লাগিল। বেলা ৪টার সময় প্রচুর প্রস্রাবের সঙ্গে ২টা বড় পাথর ও ছোট বালির মত কয়েকটা পাথর বাহির হইয়া গেল। রোগী সুস্থ মনে করিল। ইন্দ্র-জোলাপ বন্ধ করিলাম। তাহার পর হইতে রোগী বহুদিন ভালই আছেন। পরে পুনরায় পাথর না হওয়ার জন্য **ওসিমাম ক্যালনম্ ৬** একমাস খাইতে দিয়াছিলাম।

Note—ইন্দ্রজোলাপ—আয়ুর্বেদ মতে একপোয়া কাঁচা খাঁটি দুধ (গরুর দুধ) এক পোয়া জল মোট আধসের করিয়া অর্দ্ধেক অর্থাৎ একপোয়া খাইবে। পুনরায় এক পোয়া জল মিশাইয়া এক পোয়া খাইয়া পুনরায় এক পোয়া জল মিশাইয়া এক পোয়া খাইয়া. পুনরায় এক পোয়া জল মিশাইয়া এই ভাবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইবে। ক্রমে ডাইলিউশন যত বাড়িবে প্রস্রাবের বেগ, পরিমাণ ও বার তত বাড়িবে। যতক্ষণ প্রস্রাবের দরকার ক্রমে এক পোয়া করিয়া খাইবে ও নিয়মমত জল মিশাইয়া লইবে। জল খাওয়া বন্ধ করিলেই জোলাপের প্রস্রাব বন্ধ হইয়া স্বাভাবিক প্রস্রাব হইবে। পাথর বড় হইলে যাহা নলীর (ইউরেটারের) ভিতর দিয়া আসিতে না পারে সেইরূপ পাথরের

জন্য ইন্দ্রজোলাপ দিবে না। তাহাতে প্রস্রাব আটকাইয়া বিপদ ঘটিতে পারে। আজকাল এক্স-রের যুগে সন্দেহ হইলে পরীক্ষা করিয়া সাবধানে ইন্দ্রজোলাপ দিলে সুফল নিশ্চিত।

১০৩। ৯।১এ কাশী মিত্রঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা—বিপিন দাসের স্ত্রী, বয়স ৪৫ বৎসর। (ইউরেটারে) মূত্র নলীর মধ্য জায়গায় বড পাথর আটকাইয়া যায়। রোগিণী অত্যন্ত স্থূলকায়, নিঃসন্তান। অনেক রকম চিকিৎসায় বিফল হইয়া আমার চিকিৎসাধীনে আসে। ডান ইউরেটারে পাথর আটকাইয়াছে। দুই সপ্তাহ যাবৎ অসহ্য বেদনা। সময় সময় বেদনায় অজ্ঞান হইয়া যায়, চীৎকার করে। প্রস্রাব হইতেছে দেখিয়া মনে হইল বাম ইউরেটরটা ভাল আছে। যাহাতে বাম কিড্‌নি (মূত্রযন্ত্র) মূত্র নিঃসরণ করিতেছে। অবস্থা দেখিয়া আমি এক্স-রে পরীক্ষা করিতে বলিলাম। পরীক্ষায় দেখা গেল ডান ইউরেটরের মাঝখানে বড় বাদামের মত একটা পাথর আটকাইয়া আছে এবং তাহার উপর নীচ ইউরেটারের দুই দিকই ফুলিয়াছে। অতএব পাথর সরিয়া আসা অসম্ভব। যত সত্বর সম্ভব ইহা না সরাইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। ইডেন হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইল। বড় সার্জেন ডাক্তার সান্ন্যাল অপারেশন করিয়া পাথরটা বাহির করিয়া পেরিটোনিয়ম সেলাই করিয়া এবং উপরের চামড়া সেলাই করিয়া

দেড় মাসে রোগিণীকে সুস্থ করিয়া বিদায় দিলেন। বাড়ী আসিয়া কিছুদিন ভালই আছে, হঠাৎ একদিন দেখা গেল পেটের ডান দিকে আর একটা ছোট পেট। দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম এবং রোগিণীর স্বামীকে বলিলাম—আপনি ডাক্তার সান্ন্যালকে জানাইয়া আসুন—আমি বলিতে বাধ্য হইব যে তিনি **এবডোমেনের প্রধান আবরক ওয়াল** (প্রাচীর) প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ ৮ ইঞ্চির স্থলে ১২ ইঞ্চি কাটিয়া এই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সেলাই করিয়া দিয়াছেন। পেরিটোনিয়মের মত একটা পর্দ্দা কয়েকটা সেলাইএ কি ভাবে থাকিতে পারে তাহা আমার মত ক্ষুদ্রের বুদ্ধির অগম্য। ইহার জন্য দায়ী কে? রোগিণীর স্বামী ডাক্তার সান্ন্যালের কাছে গিয়াছিল, কিন্তু এতকথা নিশ্চয়ই বলেন নাই। যাহা হউক, ডাক্তার সান্ন্যাল পুনরায় অপারেশনের জন্য ডাকিয়াছিলেন। তাহারা যায় নাই। পেরিটোনিয়ামের সেলাই ছিঁড়িয়া হার্নিয়া হইয়া সেই অবস্থায়ই আছে। আমি ইলাষ্টিক ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি।

১০৪। মেদিনীপুর ঘাটাল ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার, প্রমথ বাবু, বয়স ৬০ বৎসর। প্রস্রাবের রোগে ভুগিতেছিলেন। কখনও ফোঁটা ফোঁটা, কখনও বন্ধ, কখনও সরল ভাবে প্রস্রাব হইতেছিল। তাঁহার ছোট ভাই মন্মথ বাবু কলিকাতা রথতলা

ষ্টীমার ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের ছেলে সনৎ ক্যামবেল মেডিক্যাল স্কুলে ৪র্থ বর্ষে পড়িতেছিল। সে তাহার জ্যেঠা মহাশয়কে কলিকাতা আসিয়া পরীক্ষা করাইয়া দেখিতে পাইল প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ড বড় হইয়াছে। তাহার চাপে প্রস্রাবের এই অবস্থা হয়। প্রমথ বাবুকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইল। ২।৩ দিনের মধ্যে অপারেশন হইবে। আমার মতে বিনা অপারেশনে হোমিও-প্যাথী ঔষধে আরোগ্য হইবে। তাহারা তাঁহাকে হাঁসপাতাল হইতে আনিয়া আমার চিকিৎসাধীনে দিলেন। আমি **মার্কুরিয়স্ সল** ৩০ দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম। বার্লির সরবৎ, ডাবের জল ইত্যাদি খাইতে ব্যবস্থা করিলাম। মাছের ঝোল, দুধভাত—ইত্যাদি সাধারণ খাদ্য পথ্য। ৭দিন ঔষধ খাওয়ার পর ৭ দিন ঔষধ বন্ধ রাখিয়া দেখিলাম বিশেষ উপকার হইয়াছে। সম্পূর্ণ সারে নাই দেখিয়া একমাত্রা **মার্কুরিয়স্ সল** **২০০** দিয়া ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। ৭ দিন পর বুঝিলাম সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। আরও ৭ দিন রাখিয়া সুস্থ দেখিয়া বিদায় দিলাম। ৩ বৎসর পর সংবাদ পাইলাম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

১০৫। এখন যে রোগিণীর বিষয় লিখিতেছি তাহা আমার লিখিত 'সরল হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা' পুস্তকে হিষ্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাচনিক

শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি। স্বর্গীয় বন্ধুবর সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে পাঠক-পাঠিকাগণের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য লিখিতেছি :—পাথুরিয়াঘাটা রোড রাজবাড়ীর শ্বাশুড়ীর একমাত্র পুত্রবধূর হিষ্টিরিয়া রোগ হয়। প্রত্যহ বিকালে ফিট হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় ৫।৭ ঘণ্টা পড়িয়া থাকিত। ১৬।১৭ বৎসর বয়সের শ্বাশুড়ীর আদরে লালিত পালিত বধূমাতা লেখাপড়া বিশেষ জানিত না। অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকার সময় যাহা কিছু প্রশ্ন করিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিত। প্রশ্ন করিল—আমাদের বিশেষ দরকারী দলিল পত্র কয়েকখানা কোথায় আছে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল ঐ ঘরে আলমারীর কাগজের নীচে ৪ খানা দলিল আছে। কাহারও কিছু চুরি গিয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে—অমনি বলিয়া দিল, অমুকে নিয়াছে, তাহার বাক্সের ভিতরে নীচের থাকে আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এখন কোথায় এবং কি করিতেছেন ? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল বার্কিংহাম্ প্যালেসে পশ্চিম মুখো হইয়া বসিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথা বলিতেছেন এইরূপ নানা কথার নানা উত্তর। সাধারণ সকল লোক তাহার শ্বাশুড়ীকে ধরিল বৌরাণী যেমন আছে এভাবেই থাকুক, আমাদের অনেক উপকার হইবে। শ্বাশুড়ীর একান্ত ইচ্ছা চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিলে বৌমার সন্তানাদি হইবে। আত্মীয় স্বজন সকলেরই মত হইল নূতন চিকিৎসা বাহির হইয়াছে—হোমিওপ্যাথী। এইমতে চিকিৎসা হইলে নিশ্চয়ই নির্দ্দোষভাবে রোগ সারিয়া যাইবে এবং সন্তান

হইবে। সেই সময়ের হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ছিলেন সালজ্যার সাহেব, রাজেন দত্ত, মহেন্দ্রলাল সরকার, বিহারী ভাদুড়ী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তখন প্রতাপ মজুমদার যুবক—তাঁহারা যখন যেখানে রোগীর চিকিৎসা করিতেন সকলে এক সঙ্গে যাইতেন। যুবক প্রতাপ সঙ্গে থাকিতেন। এই রোগিণীর চিকিৎসার ভার তাঁহারা লইলেন। বিকাল বেলায় ফিটের সময় গাড়ী পাঠাইলেই তাঁহারা সকলে একসঙ্গে আসিতেন। একদিন তাঁহারা ৬ জনে এক ল্যাণ্ডো গাড়ীতে আসিতেছেন—চীৎপুর হইতে গাড়ী পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে ঢুকিতেছে এমন সময় চক্ষু বুজা অজ্ঞানাবস্থায় রোগিণী বলিতেছে—মুখপোড়ারা আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিতেছে। প্রশ্ন করা হইল, কে কে আসিতেছেন? উত্তর হইল ৬ জন আসিতেছেন। গাড়ীতে কে কোথায় বসিয়া আসিতেছেন? উত্তর হইল—সামনের আসনে রাজেন দত্ত, বিহারী ভাদুড়ী, প্রতাপ মজুমদার, আর এক সিটে মহেন্দ্র সরকার, সালজার সাহেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর। প্রশ্ন: তাঁহারা আসিলে তোমাকে কি ঔষধ দিবেন? উত্তরে বলিল, শ্লেট পেন্সিল দাও, লিখিয়া দিব। বৌ সামান্য বাংলা লেখাপড়া জানিত, ইংরাজী মোটেই জানিত না। শ্লেটে ইংরেজীতে ঔষধের নাম লিখিল Nuxmoscata 30. শ্লেটখানা উপুর করিয়া রাখা হইল। তাঁহারা আসিয়া ব্যবস্থা করিলেন:—এই ঔষধ। শ্লেট উল্টাইয়া দেখা গেল এই ঔষধই তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই রোগিণীর চিকিৎসার ভার একা বিহারী ভাদুড়ী

মহাশয় লইলেন। প্রত্যহ বিকাল বেলা রোগের সময় গাড়ী পাঠাইয়া তাঁহাকে আনা হইত। তিনি রোগিণীর চিকিৎসা করিবেন—রোগিণীর ব্যবস্থা হইল প্রত্যহ অন্দর মহলের ছাদ হইতে বাহিরে সদর পর্যন্ত ঝাড়ু দিয়া ঝাঁট দেওয়া। বৌ অম্লানবদনে বলিল—নিশ্চয়ই পারিব। প্রত্যহ দুবেলা বিশেষতঃ বিকাল বেলা সদর পর্য্যন্ত ঝাঁট দিতে হইত। ঝাড়ুদার মেয়েদের মত কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঝাড়ু হাতে আনন্দের সহিত এভাবে প্রায় দুইমাস ঝাঁট দিতেছে—প্রায়ই রোগের সময়টা রোগের আক্রমণ না হইয়া কাটিয়া যাইত; কিন্তু প্রায় প্রত্যহই বিকাল বেলা গাড়ী পাঠাইয়া ডাক্তার ভাদুড়ী মহাশয়কে আনিবার জন্য তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন সে মতে তাঁহাকে বিকেল বেলা আনা হইত। একদিন বৌমা ঝাঁট দিতে দিতে সদর গেট পর্য্যন্ত আসিয়াছে—ভাদুড়ী মহাশয়ও গাড়ী হইতে নামিয়া আসিতেছেন—দশ হাত তফাৎ দিয়া যাইতে পারিলেও না গিয়া হঠাৎ বৌ-ঝাড়ুদারের গায়ে এক ধাক্কা দিয়া যেন আসিতেছেন এমন ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"রাম রাম, আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হঠাৎ মেথরাণী ছুঁইয়া ফেলিয়াছি।" যেমন বলা অমনি বৌ—হাতের ঝাঁটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া—মাথায় ঘোমটা টানিয়া এই বলিয়া গালি দিতে দিতে ছুটিয়া অন্দরে পলাইয়া গেল—"মুখপোড়া বুড়ো মিন্সে চোখে দেখতে পায় না—আমি রাজার ঘরের বৌ—আমাকে বলে কিনা মেথরাণী!" ভাদুড়ী মহাশয় শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বলিলেন—বৌমার রোগ সারিয়া গিয়াছে, তাহার

আত্মজ্ঞান আসিয়াছে। তাহার পর ভাতুড়ী মহাশয় কয়েকদিন গিয়াছেন—চেষ্টা করিয়াও বৌমার দেখা পাইলেন না। রোগ সারিয়া গেল।

১০৬। ৯।১।এ কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট,কলিকাতা, পঞ্চু দাসের ৪টী ছেলে—পর পর টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়। বড় ছেলে তপন ১০, ২য় ছেলে ৮, তৃতীয় ৬, ৪র্থ ৪ বৎসর বয়স। প্রথম ৪।৬ দিন এলোপ্যাথী চিকিৎসা হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমেই আমার চিকিৎসাধীনে আসে। বড় ছেলে তপনের ডবল নিউমুনিয়া, মেনিনজাইটিস। পচামল বাহ্যে, পেট ফাঁপা, প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণে **ব্যাপ্টিসিয়া ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। শুধু সিদ্ধ করা জল পথ্য। জ্বর প্রাতে ১০২° বিকালে ১০৪°, জ্বর নিয়মে থাকে না। দ্বিতীয় ছেলে জ্বর ১০১° হইতে ১০৩° পেট ফাঁপা, বাহ্যে বন্ধ, প্রলাপ, মাথার ভিতর কি যে যন্ত্রণা হইতেছে বলিতে পারিতেছে না। মাঝে মাঝে চাৎকার করিয়া উঠে। সামান্য লাল রংএর প্রস্রাব। এই রোগীকে **এপিস ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর দিলাম। তৃতীয় ছেলে জ্বর ১০১° হইতে ১০৩°।১০৪° পর্য্যন্ত অনিয়মিতভাবে উঠানামা করিতেছে। পচা বাহ্যে, পেট ফাঁপা, পিপাসা, কাশি, ইত্যাদি। এই দুই জনেরও পথ্য সিদ্ধ করা জল। মেনিনজাই-টিসের মত ইহাকেও **ব্যাপ্টিসিয়া ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর দিয়াই

চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। চতুর্থ ছেলে—জ্বর ১০১° হইতে ১০৩° পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে উঠানামা করিতেছে। বাহ্যে বন্ধ, পেট সামান্য ফাঁপা, পিপাসা, জল আগ্রহের সহিত পান করে, কিন্তু সামান্য সামান্য লাল রং-এর প্রস্রাব হয়। চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত অবস্থায় **চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে**। শুধু এই লক্ষণের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া **জেল সিমিয়ম ৩০** চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। পথ্য শুধু সিদ্ধ করা জল। পর পর ৪টী রোগী লইয়া পড়িলাম। বড় ছেলের ১৩ দিনের দিন বাহ্যে বন্ধ হইয়া পেট ফাঁপিয়া উঠিল। নিজের হাত কামড়াইয়া চীৎকার করিতে থাকে। প্রলাপে কি বলে বুঝা যায় না। চিকিৎসা বুঝাইবার জন্য ৪টী রোগীর বিষয় ১নং ২নং ইত্যাদি দিয়া পৃথক পৃথক চিকিৎসার কথা লিখিত হইল। তাহাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলেই রোগীদের ঠাকুরদাদা বিপিন বাবুকে এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা করাইতে নানামতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন—টাকা না থাকে আমি টাকা দিতেছি—সকল সময় সকলের হাতে টাকা থাকেনা। নানা রকম উপদেশ বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহাদের একজন আত্মীয় রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে চাকুরী করে' তিনি রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করিতেছেন ও উপদেশ দিতেছেন। আমি নির্ব্বাক হইয়া একমনে রোগের শান্তিদাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া ও গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া চিকিৎসায় নিযুক্ত রহিলাম। ১নং রোগীর বিকার প্রবল আকার ধারণ করিল। সকল

উপসর্গের সঙ্গে ১০৪° জ্বরেও চক্ষু সাদা দেখিয়া **হাইয়ো সায়েমস ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর দিলাম। হাইয়োসায়েমসের প্রধান লক্ষণ :—বিকার অবস্থায়ও **চক্ষু সাদা**, এই রোগীর নিউমুনিয়া রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বলে :—"**কফজে অক্ষোশ্চ শুক্লতা**" কফ প্রধান রোগী। বিকার লক্ষণগুলিও হাইয়োসায়েমসের মত। ১০৪° জ্বরেও নাড়ীর গতি এত জোর, ১০১° ডিগ্রিতে নামিয়াও তেমনি প্রবল। "**দুর্ব্বলে সবলা নাড়া—সা নাড়ী প্রাণ ঘাতিকা।**" রোগীর ঠাকুরদাদার আমার উপর একান্ত ভক্তিও বিশ্বাস, কাহারও কথা তিনি শুনিতেছেন না। ক্রমে জ্বর, কাশি, পেট ফাঁপা, বিকার ইত্যাদি কমিতেছে, জ্বর ১০০° পর্যন্ত নামিয়া ১০২° পর্য্যন্ত উঠিয়া একটা নিয়মের মধ্যে আসিল। জল সারাদিন রাত্রে প্রায় দুই সের খাইতেছে। দুইদিন **হাইয়েসায়েমস ৩০** দিয়া আর কমিতেছে না দেখিয়া একমাত্রা **হাইয়োসায়েমস ২০০** দিয়া—৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করিলাম। রোগী একটানা ৪ ঘণ্টা ঘুমাইল। জর ১০১° পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল সমস্ত লক্ষণই কমিতেছিল—হঠাৎ খাওয়ার ঝোঁক ধরিল এবং খাইতে দে, খাইতে দে বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া বাড়ীর লোকজনকে অস্থির করিয়া তুলিল। কি খাইবে জিজ্ঞাসা করিলাম—কিছু না বলিয়া কেবল বিকট চীৎকার। ৬ ঘণ্টা পর আরও একমাত্রা **হাইয়োসায়েমস** ২০০ দিলাম। রাত্রটা এক রকমে কাটিল। পরদিন প্রাতে পুনরায় চীৎকার **খেতে দে**। জ্বর ১০০°, নাড়ী অত্যন্ত

জোর। নিউমুনিয়া কম। একবার প্রস্রাব হইয়াছে। **সিনা ২০০** একমাত্রা দিলাম। আজ ২০ দিন। একটু উপকার হইল। চীৎকার ও খেতে দে ইত্যাদি প্রলাপ বকুনি কমিল, সারাদিন রাত্র ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। পরদিন ২১ দিন। **ক্রাইসিসডে**। এই দিনটা ও এক রকমে কাটিল পরদিন জ্বর ৯৯°তে নামিয়া পুনরায় ১০১° তে উঠিল। কথা জিজ্ঞাসা করিলে কদাচিৎ একটা কথার উত্তরও দিতেছে—সামান্য পাতলা জল বার্লি খাইতে দিলাম—মুখে লইয়া ফেলিয়া দিল। জল আগ্রহের সহিত খায়। ৮ দিন বাহ্যে বন্ধ। অৰ্দ্ধেক গরম জল ও অৰ্দ্ধেক গ্লিসারিণ মিশাইয়া বাহ্যের জন্য এনিমা (মলদ্বারে পিচকারী) দিলাম—মলদ্বারে গুটলে আটকাইল। আঙ্গুল দিয়া বড়গুটলে ২টা বাহির করিয়া দিলাম। কতকগুলি গুটলে বাহির হইল। জ্বর ৯৮° তে নামিল, কিন্তু নাড়ীর গতি মিনিটে ১২০ রহিয়াছে এবং জোর রহিয়াছে এবং ভুল বকুনিও রহিয়াছে দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম। ৯৮° ডিগ্রি জ্বরে প্রলাপ—যাহাকে **কোল্ড ডিলিরিয়ম** বলে। অত্যন্ত খারাপ লক্ষণ। গুরুদেবের সঙ্গে এই রকম রোগী দেখিয়া তাঁহার উপদেশমত **জেলসিমিয়ম ১২** দিয়া উপকার পাইয়াছিলাম। এই রোগীকেও **জেলসিমিয়ম ১২** দিয়া পরামর্শের জন্য ডাক্তার জ্ঞান মজুমদারকে ডাকিলাম। তিনি আসিয়া এই রোগী ও ৩নং রোগী এই দুইটী টিকিবেনা আর ২ এবং ৪ নং এর ২টা বাঁচিবে বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি ৩ ঘণ্টা অন্তর এই ১নং রোগীকে

জেলসিমিয়ম ১২ দিতে লাগিলাম। সারাদিন একই ভাবে কাটিল। রাত্রে জ্বর হঠাৎ ১০৪° তে উঠিয়া প্রলাপ ইত্যাদি সমস্তই বাড়িয়া উঠিল। থুথু দিতে লাগিল। চীৎকার করিতেছে। ঠাকুরদাদার হাত কামড়াইয়া দিল নিজের গায়ে আঁচড়াইয়া রক্ত বাহির করিল। একমাত্রা **হাইয়োসায়েমস** এক হাজার শক্তি ১ মাত্রা দিলাম—বিশেষ উপকার হইল। সমস্ত উপসর্গই কম পড়িল, কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ দূর হইল না। ক্ষুধা হইল, জল বার্লি খাইতে দিলাম। জ্বর ৯৮° হইল। নাড়ীর গতিও প্রায় স্বাভাবিক হইল। মিনিটে ৯০ হইল। রাত্রিতে পুনরায় 'খেতে দে' বুলি হইতেছিল। চীৎকার ছিল না। ২ ঘণ্টা অন্তর জল বার্লি খাইতে দিতেছি। ১ বার সামান্য ভাল বাহ্যে হইল। জ্বর ৯৮° এর নীচে আসেনা। গা স্পঞ্জ করাইয়া দিলাম। অবস্থা একই রকম; একমাত্রা **সলফর ৩০** দিলাম। ২৬ দিনের দিন বিকালে জ্বর ৯৬॥° হইল। পরদিন প্রাতে ৯৭° হইয়া রোগী সুস্থ হইল। ক্রমে মাছের ঝোল ভাত, দুধ ভাত পথ্য দিলাম।

২নং রোগী—দ্বিতীয় ছেলে বয়স ৮ বৎসর। যাহাকে **এপিস ৩০** দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলাম। ক্রমে ১২ দিনের দিন পচা মল বাহ্যে, বিকার এবং মাথার যন্ত্রণা জ্বর ১০১° পেট ফাঁপা। ২ দিন ৩ ঘণ্টা অন্তর **ব্যাটিসিয়া ৩০** খাইতে দিলাম। বাহ্যে, পেট ফাঁপা ইত্যাদি কমিল। বিকারে খেলার সাথীদের নাম ধরিয়া ডাকা, খেলার কথা ইত্যাদি বলা। মাথার

যন্ত্রণা, অত্যন্ত পিপাসা ইত্যাদি দেখিয়া **ব্রায়োনিয়া ৬** চারি ঘণ্টা অন্তর দিলাম। ক্রমে সমস্ত উপসর্গই কমিতে লাগিল। জল এবং জল বার্লি পথ্য দিলাম। ২১ দিন পর রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

৩নং রোগী বয়স ৬ বৎসর—যাহাকে ডাক্তার জ্ঞান মজুমদার বাঁচিবেনা বলিয়াছিলেন—জ্বর ১০৪° পর্যন্ত উঠিতেছে—জ্বরের কিছুই স্থিরতা নাই—কখনও ১০১° কখনও ১০৪° ইত্যাদি জ্বর লাফালাফি করিতেছে—চক্ষু লাল, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, জোরে টিপিয়া দিলে চুপ করিয়া থাকে, তাহাতে বুঝা যায় আরাম লাগে। বাহ্যে বন্ধ, সামান্য পরিমাণে লাল রং এর প্রস্রাব দিনে রাত্রে ২।৩ বার হয়। **বেলেডোনা ৩০** দুই দিন দেওয়া হইল। একই রকম **বেলেডোনা ২০০** দিলাম, প্রায় একই রকম রহিল। তৃতীয় দিনে অর্থাৎ আমার চিকিৎসার ৪র্থ দিনে ১২ দিনের দিন **ভেরেট্রম ভিরিডি ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। কপালে জলপট্টি দিলে আরাম বোধ হয়। দুই দিনে ১০ মাত্রা দেওয়ার পর মাথার যন্ত্রণা কমিল। জ্বর নামিয়া ১০২° হইল। সারাদিন একভাবে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় জ্বর ১০৫° এ উঠিল। মাথায় বরফ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। মাথা অসম্ভব রকম চালিতে লাগিল। বুঝিলাম মেনিনজাইটিস্ ধরিয়াছে—শুধু **মাথা চালাকে** প্রধান ধরিয়া **লরো সিরেসস ৬** ৩ ঘণ্টা অন্তর দিতে লাগিলাম। গা স্পঞ্জ করাইয়া দিলাম। ক্রমে মাথা চালা ইত্যাদি কমিতেছে—

প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে দিতেছি—সারাদিন রাত্রে ৪।৫ ঘণ্টা ঘুম হইয়াছে। **লরোসিরেসস ৩০** ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। বারবার প্রস্রাব হইতেছে। একবার ডাবের জল খাইতে দিয়াছি। পরদিন প্রাতে জ্বর ৯৯° হইল। অন্যান্য উপসর্গ কমিয়াছে। সন্ধ্যায় জ্বর ১০১° উঠিয়া রাত্রে ৯৮° হইল। সুনিদ্রা হইল, পরদিন জ্বর নাই, প্রাতে ৯৭° দুপুরে ৯৮° সন্ধ্যায় ৯৯° হইল। রোগী নিজেই খাওয়া চাহিয়াছে। জল বার্লি মিশ্রি সহ ২ ঘণ্টা ৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। স্পঞ্জ করাইয়া দিলাম। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। অন্ন পথ্য দিলাম। ৪নং রোগী ৪ বৎসর বয়স্ক, ৮ দিনের দিন আমার চিকিৎসাধীনে আসিল। জ্বর ১০৩° পেট সামান্য ফাঁপা, সামান্য সামান্য পচা দুর্গন্ধযুক্ত মল বাহ্যে হইতেছে, প্রস্রাব লাল, জল খাইতে দিলে খায়, নিজে কিছু চায় না। বিছানা হাতড়ান দেখিলে মনে হয় কি যেন খুঁজিতেছে। **ব্যাপ্টিসিয়া ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। জ্বর কখনও ১০২° কখনও ১০৩°, ইহার মধ্যেই উঠানামা করিতেছে। তিন দিন রোগ প্রায় এক অবস্থায় রহিল। ঔষধও ৪ ঘণ্টা অন্তর **ব্যাপ্টিসিয়া ৩০** দিয়া বাহ্যে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল। জ্বর ৯৯° হইতে ১০২° পর্যন্ত চলিয়াছে। পেটের ফাঁপ কমিয়াছে কিন্তু একেবারে সারে নাই দেখিয়া **ব্যাপ্টিসিয়া ২০০** একমাত্রা দিলাম। জ্বর ৯৮° হইতে ১০০ পর্যন্ত হইল। পেট ফাপা নাই। বাহ্যেও বন্ধ হইয়াছে। জলবার্লি সামান্য সামান্য জল প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিলাম।

দুপুরবেলা বার্লি খাইয়া ঘুমাইয়াছে, জ্বর ৯৮° আছে। বিকালে ৫টার সময় বার্লি খাওয়াইবার জন্য গিয়া দেখে যেন ঘুমাইয়া আছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিতেছে না। আমি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম মস্তিষ্কের অবসাদ আসিয়াছে। রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া আছে—ইহাও এক প্রকার কোল্ড ডিলিরিয়মের মত। চক্ষু উপরে উঠিয়া স্থির হইয়া আছে— আমি যাওয়ার পূর্বেই রোগীর মাথা ধুয়াইয়া চক্ষে জলের ঝাপটা দিয়া নানারকম চেষ্টা করিয়া তাহার মা বাবা ও অন্যান্য সকলে অকৃতকার্য্য হইয়াছে। আমি চিন্তা করিয়া বুঝিলাম—মস্তিষ্কের অবসাদই প্রধান—অজ্ঞান অবস্থায় ২।১ বার বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিয়াছে, কেহই বুঝিতে পারে নাই। আমি ১০ মিনিট অপেক্ষা করিয়া দেখিলাম এবং রোগীকে সম্পূর্ণ স্থিরভাবে রাখিয়া একই অবস্থা দেখিয়া **ওপিয়ম ৩০** একমাত্রা দিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই চক্ষু নামিল এবং এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। শিশু তাহার মাকে খুঁজিতেছে। তাহাকে নাড়িতে নিষেধ করিয়া মাকে পাশে শুইতে বলিলাম। জল বার্লি খাইতে দিলাম। রোগী ক্রমে সুস্থ হইল। এই অবস্থায় যদি বিড়্ বিড়্ করিয়া প্রলাপ বকুনি থাকিত তাহা হইলে **ওপিয়ম** না দিয়া জেল্‌সিমিয়ম ১২ দিতাম। শান্তিদাতা মঙ্গলময়ের কৃপায় ৪টী রোগীই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হইয়া সকলেরই আনন্দের কারণ হইল। যাহারা এলোপ্যাথী চিকিৎসার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন—তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার ভক্ত হইয়া উঠিলেন।

Note :—গুরুদেবের একটী অমূল্য উপদেশ :—টাইফয়েড্ জ্বরের প্রথম অবস্থাতে সামান্য লক্ষণ বিশেষতঃ পেটের দূষিত অবস্থা হইলে বা হইবার আশঙ্কা থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া ৩০ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ভোগকালও কমিয়া যায়।

১০৭। ১৮নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট—বীরেন পালের বিধবা ভ্রাতৃবধু—বয়স ৩০ বৎসর। বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়। এলোপ্যাথী মতে ৪ মাস ও কবিরাজী মতে ৩ মাস মোট ৭ মাস চিকিৎসা হইয়া বিফল হইলে আমার নিকট হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আসিল। রোগিণীর প্রথমে পেট খারাপ হইয়া দিনে রাতে ৮।১০ বার ভাঙ্গা দুর্গন্ধযুক্ত মল কখনও কম কখনও একটু বেশী, এইভাবে বাহ্যে হইতেছিল। পা ফুলিয়াছে। চোখে রামধনুর মত রং দেখিতেছে—গ্লোকোমা হইয়াছে। এই সঙ্গে হার্টের বেদনা, বুক ধড়ফড় করা, কখনও কখনও শ্বাসকষ্ট ও কাশি হইতেছিল। এলোপ্যাথগণ ডিজিফোর্টিস নামক ঔষধ যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া কোনও ফল পান নাই। কবিরাজ মহাশয়গণ অর্জ্জুন ঘৃত ইত্যাদি যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া কোনও ফল না পাইয়া রোগিণীকে বিদায় দিলেন। আমি দেখিবার সময় রোগিণীর বাহ্যে বন্ধ হইয়া অর্শ দেখা দিয়াছে। পা হইতে

কোমর পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে। টিপিলে গর্ত্ত হইয়া থাকে। **প্রস্রাব** কম হইতেছে—বুকে সকল সময়ই হার্টের বেদনা। চক্ষের রোগ পূর্ব্ববৎ গ্লোকোমা। আমি একমাত্রা **ফস্ফোরস** ২০০ দিয়া **নলিনল** ১০ ফোঁটায় একমাত্রা করিয়া জলের সঙ্গে দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম। এক সপ্তাহ মধ্যেই গ্লোকোমার দোষটা কমিতেছে ও পায়ের ফুলাও কমিতেছে বুঝিতে পারিলাম —আরও ১ মাত্রা **ফস্ফোরস** ২০০ দিয়া পুরিয়া ঔষধ বন্ধ রাখিলাম—দিনে ৩ বার করিয়া আরও এক সপ্তাহ **নলিনল** পূর্ব্ব নিয়মে খাইতে দিলাম। হাঁটুর বাতে অচল ছিল— বিছানা হইতে উঠিয়া আস্তে আস্তে বাহ্যে প্রস্রাব করিতে যাইতে পারে। বুকের বেদনা ক্রমেই কমিতেছে—হার্টের অবস্থা যতটা অক্ষম হইয়া ছড়াইয়া বড় হইয়া পড়িয়াছিল— তাহার যতই শক্তি আসিতেছিল ততই হার্টের সংকোচন শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বেদনা কমিতেছিল। মুখমণ্ডলের তামার রং পরিবর্ত্তিত হইতেছে, পায়ের ফুলা কমিয়া চলিবার শক্তি হইতেছে, হাঁটুর বেদনা নাই। চক্ষের গ্লোকোমার দোষটাও সারিয়াছে দেখিয়া মনে আশার সঞ্চার হইল যে রোগিণী আরোগ্য লাভ করিবে। **নলিনল** প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রতিবারে ১০ ফোঁটা করিয়া জলের সঙ্গে খাইতে দিলাম। একমাস পর দেখিলাম রোগিণীর সমস্ত রোগ প্রায় অর্দ্ধেক সারিয়াছে। আরও ১ মাস দিনে ২ বার করিয়া **নলিনল** খাইতে দেওয়ার পর প্রায় চৌদ্দ আনা রোগ সারিয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে একবার **নলিনল** ১০

ফোঁটা করিয়া খাওয়ার পর আমি বলিলাম সম্পূর্ণ সারিয়াছে। কার্ডিয়োগ্রাফী করিয়া দেখা গেল যে সত্য সত্যই নির্দোষ-ভাবে সারিয়াছে।

১০৮। ১০নং অভয় মিত্র ষ্ট্রীট, প্রফুল্ল সাহার ছেলে বৈদ্যনাথ—বয়স ১০ বৎসর। মলদ্বারের ৩ ইঞ্চি ভিতরে ঘা হইয়া তাহা হইতে রক্ত পড়ে। বাহ্যে বসিয়া মল বাহির হওয়ার পরই পরিষ্কার লাল রক্ত পড়িতে থাকে। এলোপ্যাথী মতে বহু চিকিৎসা হয়। আর, জি, কর হাসপাতালের ও কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার এম, এন, ব্যানার্জি মহাশয় দেখিয়া বলিলেন তাহার রেক্টামে ঘা হইয়াছে—তাঁহার ব্যবস্থা মত চিকিৎসা হইয়া কিছুই হইল না। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিল—আমি সমস্ত অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে ৪ বৎসর বয়সে তাহার কঠিন রক্তামাশায় হইয়াছিল। এলোপ্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হওয়ার পর হইতেই বাহ্যের পরে রক্ত পড়ে। পূর্ব্বে কম পড়িত, এখন ক্রমেই বেশী হইতেছে। এলোপ্যাথী মতে পারদঘটিত ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল—আমি তাহাকে **এসিড নাইট্রিক** ৬ একমাত্রা খাইতে দিয়া তিনদিন ঔষধ বন্ধ রাখিয়া দেখিলাম উপকার হইয়াছে। আরও ১ মাত্রা দিয়া ৭ দিন সুগারের পুরিয়া দিয়া রাখিলাম। রক্ত পড়া বন্ধ হইল। ভিতরের ঘা সারিয়া গেল।

১০৯। তাহার প্রায় ৬ বৎসর পর তাহাকে বেরিবেরি রোগে আক্রমণ **করিয়া শয্যাশায়ী** করিল। হার্ট আক্রান্ত হইয়া বাত ধরিয়া চলৎশক্তি রহিত করিয়া দিল। হার্টের এই অবস্থাকে **রিউমেটিক হার্ট** বলে। ২০ বৎসরের ভিতর হার্টের এই অবস্থা হইয়া বাতে আক্রান্ত হইলে বিশেষ ভয়ের কারণ। আমি বিশেষ চিন্তিত হইলাম। রোগীর বাবাকে একথা বুঝাইয়া বলিলাম। প্রত্যহ তিনবার করিয়া **নলিনল** ৮ ফোঁটা মাত্রায় জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিলাম এবং নাড়ীর গতি ৩ বার ৪ বার চলিয়া থামিয়া পুনরায় এভাবে চলিতেছে দেখিয়া **ডিজিটেলিস** ৩× দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম। এক সপ্তাহ এইভাবে চিকিৎসায় সামান্য উপকার হইল। এমন সময় রোগীর বাবা ও আত্মীয় সকলের মতে এলোপ্যাথী চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। একমাস এলোপ্যাথী চিকিৎসায় বিশেষ ভাল ফল কিছুই হইল না দেখিয়া বিশেষতঃ বিছানা হইতে উঠিয়া বসিবারও শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে দেখিয়া কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। ২ মাস যথাসাধ্য কবিরাজী চিকিৎসায়ও ফল হইল না, অধিকন্তু কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত ফুলিয়া গিয়াছে—অণ্ডকোষ ফুলিয়া বেদনা হইতেছে। দিবারাত্র সামান্য সামান্য জ্বর লাগিয়াই আছে। এমতাবস্থায় আমাকে ডাকিল। আমি রোগীর অবস্থা দেখিয়া গুরুদেব জিতেন মজুমদার মহাশয়কে পরামর্শের জন্য ডাকিলাম। তিনি রোগী দেখিয়া বলিলেন, খুব কঠিন রোগ। আমাকে পৃথকভাবে

বলিলেন, আশা কিছুই নাই, তবু হোমিওপ্যাথী ঔষধে যদি কিছু হয়—বিশেষ সাবধানে লক্ষ্য কর। তিনি ৪ ঘণ্টা অন্তর **চাইনিনম্ আর্স ৩০** ব্যবস্থা করিলেন। কোন উপকার হইল না। হাঁপানির মত সামান্য সামান্য টান হইতে লাগিল। **নলিনল ৮ ফেঁাটা** করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। তৃতীয় দিনে পেটের অবস্থা খারাপ হইল—মলদ্বার দিয়া অনবরত সামান্য সামান্য পচা দুর্গন্ধযুক্ত মল নির্গত হইতেছিল। পঞ্চম দিনে অর্থাৎ জিতেন মজুমদার মহাশয়ের দেখার ৪ দিন পর রোগীটি মারা গেল।

১১। ১০নং অভয় মিত্র ষ্ট্রীট—কুমারটুলী, প্রফুল্ল সাহা—বয়স ৪০ বৎসর। দুই পায়ের **টিবিয়া হাড়ের** ভিতর বেদনায় দিবারাত্র চীৎকার করে। যন্ত্রণা অসহ্য হইলে মর্ফিয়া ইনজেকশন দিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া রাখে। রক্ত পরীক্ষায় দেখা গেল—**ওয়াসারম্যান টেষ্ট ৪+ পজিটিভ**। স্যাল্‌ভার্সন ইত্যাদি ইনজেকশন্ এবং ক্যালভার্ট সাহেবের পরামর্শ মত ডাক্তার গঙ্গাধর প্রামাণিক চিকিৎসা করিতেছেন। মাসের পর মাস চিকিৎসা রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা সমস্তই চলিল কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না দেখিয়া ৫ মাস পর চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিয়া কবিরাজী চিকিৎসার জন্য শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের পরামর্শমত

শলিত কবিরাজ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কচ্ছপের মাংসের স্যাক্ দেওয়া। শূকরের মাংসের স্যাক্ দেওয়া এবং নানাবিধ কবিরাজী চিকিৎসা। এইভাবে দুই মাস চিকিৎসা হইয়া কিছুই হইল না। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিলেন। আমি গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি রোগী দেখিয়া ও সমস্ত শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রোগী দেখিয়া কি বুঝিলে? কোন্ লক্ষণের উপর জোর দিয়া কোন্ ঔষধ দিবে?" আমি বলিলাম :ঃ পজিটিভ—সিফিলিটিক্ পয়জন, বিশেষ লক্ষণ সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি ভোর পর্য্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা, আমি **সিফিলাইনম্ ২০০** দিব। গুরুদেব খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ঃ—"এই ঔষধের ক্রিয়া অতি গভীর। নোজোড্ ঔষধ মাত্রেরই ক্রিয়া গভীর। হয়ত এক মাত্রায়ই এই রোগ সারিবে। একটি কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে—পয়জন থাকুক না থাকুক—প্রধান লক্ষণ মিলিলে সেই ঔষধ-ই দিতে হয়। এই সিফিলাইনম্ নামটা রোগীর বা কাহারও নিকট না বলাই ভাল, অনেকের তাহাতে আপত্তি বা মনে লজ্জা হয়। এই নামের পরিবর্ত্তে **লিউটিকম** বলিবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় এক মাত্রাতেই যন্ত্রণার শান্তি হইল। একমাস শুধু সুগারের পুরিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। দুই কারণ ১। নিয়ম রক্ষা। ২। ঔষধের ক্রিয়ার বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। শান্তিদাতার কৃপায় এক মাত্রা ঔষধেই অসহ্য যন্ত্রণার শান্তি হইল। হোমিওপ্যাথী অরগ্যানন্ এই কথাই বলে—একমাত্রা ঔষধে চিরদিনের জন্য

রোগ সারিয়া যায় তাহার নাম চিকিৎসা এবং তাহাই হোমিও-প্যাথী।

১১১। জগৎ ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বয়স ২৫ বৎসর, চক্ষের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া প্রায় অন্ধের মত হইয়া যায়। বিদেশ হইতে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আসিয়া চক্ষুরোগের বিশেষ পারদর্শী চিকিৎসকগণ দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া দেখা গেল যে চক্ষের স্নায়ু (অপ্‌টিক নার্ভ) আক্রান্ত হইয়া বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া শুকাইয়া যাওয়ার মত হইয়াছে। চশমায় উপকার হইবে না—তাঁহাদের মতে অন্ধ হইয়া থাকা ছাড়া কোনরূপ চিকিৎসা নাই। রক্ত পরীক্ষায় **পজিটিভ** পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটা ইন্‌জেকশনও হইয়া বিফল হইয়াছে। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিলে আমি গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে দেখাইয়া তাঁহার পরামর্শমত **অরাম মিউরিটিকম** ২× এক গ্রেণ মাত্রায় দিনে ২ বার করিয়া খাইতে দিলাম। একমাস এই নিয়মে ঔষধ খাওয়ার পর বিশেষ উপকার হইল। আরও ১ মাস প্রত্যহ প্রাতে একমাত্রা করিয়া দেওয়াতে সম্পূর্ণ সারিয়া গেল। আর ঔষধ দরকার হইল না।

১১২। ভবানীপুর—সতীশ মুন্সীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বয়স ১৮ বৎসর। ৫ মাস গর্ভাবস্থায় পেটে প্রসব বেদনার মত

অসহ্য বেদনা হয়। একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার চিকিৎসা করিতে থাকে—তুইদিন পর সামান্য রক্তস্রাব হইয়া জল (লাইকর এম্নিআই) বাহির হইয়া যায়। পেটে সন্তান রহিয়া গেল। বেদনা থামিয়া গিয়াছে। ডাক্তারবাবুর ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকিলেও বুঝিতে পারিত যে এমতাবস্থায় পেটে সন্তান জীবিত থাকিতে পারে না। সাধারণ লোকেও তাহা বুঝিতে 'পারে। এই সকল মূর্খ চিকিৎসার নামে হোমিওপ্যাথীর তুর্নাম করে এবং এক দরজা দিয়া একজন এলোপ্যাথী ডাক্তার ঘরে ঢুকিলে অপর দরজা দিয়া পলাইয়া যায়। হোমিওপ্যাথীতে অনেক ঔষধ আছে যাহাতে গর্ভস্থ মরা সন্তান বাহির হইয়া যায়। রোগিণীর শীত করিয়া ভীষণ কম্প দিয়া জ্বর আসিল—ডাক্তারবাবু বলিলেন, চিন্তার কারণ নাই—ম্যালেরিয়া। অবশ্য হোমিওপ্যাথীতে অনেক ঔষধ আছে যে ঔষধে সেপ্টিক জ্বর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড্ ইত্যাদি সকল প্রকার জ্বরের উপরই কিছু না কিছু কাজ করে। হঠাৎ কোন রোগে একটা ঔষধ ঠিকমত পড়িয়া উপকার হইল। তিনি মস্তবড় ডাক্তার হইয়া গেলেন। তখন তিনি সবজান্তা হইয়া আস্ফালন করেন। এই রোগিণীকে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল। ক্রমে যেমন এক দিকে জ্বর একজ্বরী হইয়া চলিয়াছে অপর দিকে তুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হইতেছে। প্রায় এক মাস পর আমি গিয়া দেখি রোগিণী অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, একদিনের জন্যও জ্বর বন্ধ হয় নাই—তুর্গন্ধ স্রাব চলিয়াছে। ডাক্তারবাবু

বলিলেন টি, বি, হইয়াছে। নানারকম পথ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমি গিয়া দেখি একটা মাছের মাথা খাওয়াইতেছে। মুখের মাংস শুকাইয়া গিয়াছে—যেন একটা মৃতের চেহারা—দুই পাটী দাঁতের মাড়ী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বুঝিতে পারিলাম যে সন্তান পেটের ভিতর মরিয়া পচিয়া গিয়াছে বা শুকাইয়া রহিয়াছে—টি, বি, নয় সেপ্টিক জ্বর। অনতিবিলম্বে আমি নিজে চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে গিয়া ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শী যুবক ডাক্তার সুবোধ মিত্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলাম এবং রোগিণীকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলাম। তিনি অগৌণে পেটের ভিতর হইতে একটা মরা শুক্‌না ৫ মাসের বাচ্চা বাহির করিলেন। ভিতর ধুয়াইয়া দিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সাহায্য করিলাম। একজন নার্স নিযুক্ত করিলাম। **পাইরোজেনিয়ম** ২০০ একমাত্রা খাইতে দিয়া রোগিণীকে সম্পূর্ণ স্থির থাকিতে ব্যবস্থা করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরমেশ্বরের দয়াতে রোগিণী এতদিন বাঁচিয়া আছে। ক্রমে রোগিণী আরোগ্যের দিকে আসিতেছে। এক মাত্রা **টিউবা-কিউলাইনম্** ২০০ দিয়া ৫।৭ দিন পর প্রত্যহ দুইবার করিয়া **চাইনিনম আর্স** ৩০ খাইতে দিলাম। প্রত্যহ একবার করিয়া রম জলে ল ইজল মিশাইয়া ৭ দিন জরায়ু ধুইয়া দিবার জন্য এবং শুশ্রূষার জন্য নার্স নিযুক্ত করিয়াছিলাম। ৭ দিন পর নার্সকে বিদায় দিলাম। একমাসে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

১১৩। শরৎ ভুঞা—ময়মনসিং জেলার শেরপুর কাছারীর নায়েব, ৬৫ বৎসর বয়সে—পুরাতন আমাশয়ে ভুগিতেছিলেন। চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আসিয়া ডাক্তার ব্রজবল্লভ সাহার চিকিৎসাধীনে আসেন। ব্রজবল্লভ বাবু পরামর্শের জন্য ৮০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ প্রাচীন ডাক্তার আর, এল, দত্তকে ডাকেন। পরামর্শমত তিনমাস এ্যালোপ্যাথী চিকিৎসায় সুফল না পাইয়া কবিরাজী চিকিৎসার জন্য শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যান। দেশে এলোপ্যাথী ও কবিরাজী চিকিৎসায় কয়েকমাস কাটাইয়া কোন ফল হয় নাই। শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসায়ও তিন মাসে উপকার না পাইয়া—হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকেন। আমি পরামর্শের জন্য ডাক্তার গুরু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। রোগী অত্যন্ত ভোজন-বিলাসী। রোহিত মাছের ডিমের চচ্চরি খাইয়াই উদরাময় দেখা দেয়। লঙ্কার ঝাল রোগীর অতি প্রিয় খাদ্য। সর্ব্বদা পেটে জ্বালা, কখনও কম কখনও বেশী। দুই মাস পূর্ব্ব হইতে পায়ে শোথ হইয়াছে। রক্তশূন্য অবস্থা। দিবারাত্রে ৮।১০ বার সামান্য রক্ত মিশ্রিত আমময় মল বাহ্যে হয়। গুরুদেব **ক্যাপসিকম ৩০** দিনে ৩ বার করিয়া এক সপ্তাহ খাইতে দিলেন। পথ্য জল বার্লি, একবার ঘোলের সরবৎ ও একবার ঝোল ভাত, ঝোলে থানকুনি পাতা থাকিবে। এক সপ্তাহ এই নিয়মে ঔষধ ও পথ্য খাওয়াতে রোগী অনেক ভাল আছে। আরও এক সপ্তাহ দিনে ২ বার করিয়া

ক্যাপসিকম ৩০ ও পূর্ব্ববৎ পথ্যের ব্যবস্থা রহিল। রোগ প্রায় চৌদ্দ আনা সারিয়াও একটু রহিয়া গেল। গুরুদেব একমাত্রা **সলফর ২০০** ব্যবস্থা করিয়া একসপ্তাহ ঔষধ বন্ধ রাখিলেন। পথ্য পূর্ব্ববৎ। রোগ আরোগ্য হইল। পায়ের শোথ ও রক্তহীনতার জন্য **চায়না ৩০** প্রথম দুই সপ্তাহ দিনে ৩ বার ও পরে দুই সপ্তাহ দিনে ২ বার করিয়া খাইতে দিয়া ও ক্রমে বলকারী পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া দেশে গেলেন।

●

১১৪॥ মার্কেট ষ্ট্রীট, হগ মার্কেট, ইব্রাহিম চৌধুরীর ১০ বৎসরের ছেলে বসন্ত রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। শীতলার ঠাকুর চিকিৎসা করিতেছিল। বসন্ত পাকিয়া, ফাটিয়া সমস্ত শরীর ফুলিয়া লেপ্টিয়া যায়। ডবল নিউমুনিয়া। প্রায় বসন্ত রোগীরই ফুসফুসে বসন্ত বাহির হইলে নিউমুনিয়া হয়। ৮ম দিনের দিন জ্বর প্রবল হয়। ১০ম দিনের দিন আমি চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখি—দুর্গন্ধে ঘরে ঢুকা যায় না। মাছি উড়িতেছে বসিতেছে, রোগীর গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ। কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস। চক্ষুর পাতার উপর বসন্ত বাহির হইয়া পাতা ফুলিয়া চক্ষু ঢাকিয়া গিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম চক্ষুর ভিতর ভাল আছে। **এন্টিম টার্ট ৩০** ২ ঘণ্টা অন্তর খাইতে

দিলাম এবং খুব কড়া **সিনোবিন তেল** দিয়া সমস্ত শরীর ভিজাইয়া দিয়া মশারীর ভিতর রাখিবার ব্যবস্থা করিলাম। রোগীর নিকট ৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিলাম। তিনমাত্রা ঔষধ **এন্টিম টার্ট** ৩০ খাওয়াইবার পর ঘড়্ঘড়ানি বন্ধ হইয়া সরলভাবে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে লাগিল। **হিপার সলফর ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। ৬ মাত্রা **হিপার সলফর ৩০** দেওয়ার পর—হঠাৎ নাড়ী লুপ্ত হইয়া ঘনশ্বাস—(নাভীশ্বাস) হইয়াছে, প্রতি মিনিটে ১৮ বারের স্থলে ৮০ বার শ্বাস প্রশ্বাস চলিয়াছে—এমতাবস্থায় মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বুঝিয়া—আধঘণ্টা পর ১ মাত্রা ও ১ ঘণ্টা পর এক মাত্রা মোট তিন মাত্রা **কোব্রা ৬** দেওয়ার পর ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল। বসন্তের ঘা শুকাইয়া মাম্ড়ি না ওঠা পর্য্যন্ত দিনে ৩ বার করিয়া **হিপার সলফর ৩০** খাইতে দিয়া **সিনোবিন তেল** দিয়া দিবারাত্র ভিজাইয়া রাখিতে দিয়াছিলাম। রোগী ক্রমে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল।

●

১১৫। শোভাবাজার ষ্ট্রীট, রেবতী ভবন। পরীক্ষিৎ সাহা বয়স ৪০ বৎসর, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়। কপালের চামড়া, কান ও আঙ্গুল ইত্যাদি ফুলিয়া যায়। ডান গালের উপর, বাম পায়ের এক স্থানে ও কোমরের উপর তিন জায়গায় ৩টী ২ ইঞ্চির মত চাকা ফুলিয়া উঠে। ৩টা চাকার স্থানই অসাড়। পিন দিয়া খোঁচা মারিলেও জানিতে পারে না। আমার নিকট

আসিলে যাহাতে ঘা না হয় এজন্য বিশেষ সাবধান করিয়া বলিয়া দিলাম। রোগীর মনিব তাহাকে কাজ হইতে এবং বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। কবিরাজী চিকিৎসার খরচের জন্যই অসাধ্য বলিয়া সে একজন এলোপ্যাথ ডাক্তারের নিকট গেল। ঘা যাহাতে না হয় আমার একথা ডাক্তারকে বলিলে সেই ডাক্তার নাকি বলিল যে ঘা হইলেই শীঘ্র ২টা ইনজেকশন দিয়া ভাল করিয়া দিবে। **রেজসিন মলম** দিলেন। ঘা হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। কতকগুলি ইন্‌জেকশন। ঔষধ ও রক্ত পরীক্ষা করিয়া গরীব বেচারীর সম্বল সব কয়টী টাকা খরচ করাইয়া লম্বা এবং খুব দামী ঔষধের ফর্দ্দ দিল। সে এতটাকা খরচ করিতে না পারায় সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় তাহাকে বিদায় দিল। সে আমার নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আমি তাহাকে সাহস দিয়া বলিলাম, যাহা হইবার হইয়াছে—যার কেহ নাই তার শাস্তিদাতা মালিক আছেন—যাঁহার দয়াতে অন্ধের চোখ হয়, পঙ্গু পাহাড় ডিঙ্গাইয়া যায়। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হয়। কোন ভয় করিও না, সেই অসহায়ের সহায় দীনবন্ধুকে ডাক। নিশ্চয়ই তাঁহার দয়া হইবে। আমি রোগীকে ৬নং আয়রণ সাইড রোড, বালিগঞ্জ, ডাক্তার জিতেন বাবুর কাছে লইয়া গেলাম। তিনি রোগী দেখিয়া এই রোগীর চিকিৎসায় হাত দিতে বারণ করিলেন—বলিলেন কোন ফল হইবে না। রোগীর কান্নায় আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে অভয় দিয়া বলিলাম—আমি তোমার চিকিৎসা করিব।

আমি আমার গুরুদেব—দীনবন্ধু স্বর্গীয় ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শ্রীচরণোদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া এবং শান্তি-দাতার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিলাম। প্রাণে সাহস ও বল পাইলাম—মাথায় প্রেরণা আসিল যে **সিনোবিন তেল** একটু কড়া হইলে ঘায়েতে লাগিলে জ্বালা করে—সেই তেল অসাড় ঘায়ের জন্য $\frac{১}{১০}$ এর স্থলে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া ৬ মাসের ব্যবহারের মত সেই তেল এবং সপ্তাহে ১ মাত্রা হিসাবে **ব্যাসিলাইনম্** ২০০ খাইতে দিলাম। মধ্যের ৬ দিন—দিনে ৩ বার করিয়া **হিপার সলফর ৩০** ব্যবস্থা করিলাম। পথ্য—নিরামিষ, গব্য ঘৃত ও সহ্যমত গরুর দুধ, আতপ চাউল। ৬ মাসের ঔষধের ও তেলের ব্যবস্থা করিয়া সঙ্গে দিয়া দেশে পাঠাইলাম। ৩ মাস পরে চিঠি আসিল, তিন স্থানের ঘায়ের ভিতরের পচানি সহ সমস্ত খসিয়া পড়িয়া গিয়া ঘা লাল হইয়াছে—**সিনোবিন তেল** দিলে জ্বালা করিতেছে তবে অসহ্য জ্বালা নয়। কপালের চামড়া, কাণ ও আঙ্গুলের ফুলা কমিয়া গিয়া নাই বলিলেই চলে। আমি **ব্যাসিলাইনম্** ২০০ বন্ধ করিয়া **হিপার সলফর ৩০** দিনে ২বার করিয়া খাইতে ও মাঝে মাঝে ঔষধ খাওয়া বন্ধ করিয়া শুধু নরম **সিনোবিন তেল** যাহা পাঠাইলাম তাহাই ব্যবহার করিতে বলিলাম। ৬ মাস পর সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া আসিল। ঘায়ের স্থান মাংস ভর্ত্তি হইয়া সারিয়া গিয়াছে। এ সবই গুরুদেবের স্বর্গীয় আত্মার আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলময় মালিকের দয়া। এস্থলে কোন থিওরি নাই।

১১৬। ৭নং অভয় মিত্র ষ্ট্রীট, গয়ানাথ সাহার এগার বৎসর বয়স্কা মেয়ে—সমস্ত শরীরে পাঁচড়ার মত হইয়া চারি বৎসর ভুগিতেছিল। কবিরাজী ও এলোপ্যাথী চিকিৎসায় প্রায় ৪ বৎসর কাটিয়া গেল। ১৯১৮ ইং আগষ্ট মাসে আমার চিকিৎসাধীনে আসে। আমি **হিপার সলফর সোরাইনম** ইত্যাদি ঔষধ লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিয়া কোন ফল না পাইয়া—গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি **ডল্‌কেমেরা ৬** দিনে ২ বার করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা দিলেন। একমাসে রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—পিতা মাতার রক্ত দূষিত থাকিলে সন্তানের এ সকল রোগ হয়ঃ—বিশেষতঃ গর্ম্মির বিষের সঙ্গে পারা মিশ্রিত হওয়ার পর সন্তানের জন্ম হইলে নানারূপ রোগের সৃষ্টি হয়। এই সকল সন্তানের রক্ত পরীক্ষায় দূষিত কিছু পাওয়া যায় না অথচ এই প্রকার রোগ হয়। হোমিও-প্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হইলে তাহাদের সন্তানের শরীরে কোন দোষ থাকে না।

১১৭। ১৯৫৮ ইং মে মাসে—বেলঘরিয়া—রণজিৎ বাবুর দেড় বৎসর বয়স্ক ছেলের চিকিৎসার জন্য আমার ডাক আসিল। সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখি রোগীর অবস্থা—চক্ষু শিবনেত্র হইয়া শক্ত হইয়া আছে—পেট ফাঁপা। পাতলা দুর্গন্ধ জল মলদ্বার

দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। নাড়ী অতি ক্ষীণ সূতার মত। জানিলাম এত দুর্ব্বল অবস্থায়ও সারাদিন অত্যন্ত অস্থির ছিল—ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অস্থিরতা ছিল—এখন অসাড় নিস্তেজ ইত্যাদি এই অবস্থা। সারাদিন একটু একটু করিয়া জল খাইয়াছে, মাঝে মাঝে সামান্য সামান্য বমিও করিয়াছে, মায়ের স্তনের দুধ সামান্য খাইয়াছে ও বমি করিয়াছে। সমস্ত শরীর শীতল ইত্যাদি। এক বৎসর বয়সের সময় নিউমুনিয়া হইয়াছিল। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়াছে। তাহার দুই মাস পরে জ্বর হইয়া মেনিঞ্জাইটিস্ হয়। চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া আসে। ডাক্তার ব্রজগোপাল চৌধুরী চিকিৎসা করিতে করিতে নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেন। হাসপাতালে রোগীর ঘাড়ের নিকট হইতে পিচ্‌কারী দিয়া নাকি জল বাহির করিয়া মেনিঞ্জাইটিস্ আরোগ্য করিয়াছিল। নানাপ্রকার ঔষধ দিয়াছিল। বাড়ী লইয়া যাওয়ার পর পুনরায় অসুখ করিয়াছিল, তখন স্থানীয় এলোপ্যাথী ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আমি গিয়া যে প্রেসক্রিপসন্ দেখিলাম তাহাতে ব্রোমাইডের ব্যবস্থাই বেশী। আমি আর্সেনিক ৩০ এক ঘণ্টা অন্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসিলাম। সারারাত্রিতে ৮ মাত্রা ঔষধ খাওয়ান হইল। পরদিন প্রাতে রণজিৎ বাবু নিজে আমাকে রোগীর অবস্থা জানাইতে আসিলেন। রোগীর অবস্থা শুনিয়া আশা পাইলাম। গিয়া দেখি রোগী অনেক ভাল আছে। দুইবার বাহ্যে হইয়াছে—

পচা দুর্গন্ধযুক্ত মল। পেট ফাঁপা অনেক কম। নাড়ীর গতি ভাল ও শরীরের উত্তাপ আসিয়াছে। আগ্রহের সহিত জল খাইতেছে, ব্যাপ্টিসিয়া ৩০ তিনঘণ্টা অন্তর দিলাম। জল, খুব পাতলা জল বার্লি, মাঝে মাঝে মায়ের স্তনের দুধ খাইতে দিলাম। রাত্রে রিপোর্ট পাইলাম—সারাদিনে ৩ বার পচা দুর্গন্ধযুক্ত মল বাহে ও প্রস্রাব হইয়াছে। পেট ফাঁপা কম আছে। ঘুম হইয়াছে। জ্বর ৯৯° ডিগ্রি হইয়াছে। চারি ঘণ্টা অন্তর ব্যাপ্টিসিয়া ৩০ দিলাম। পরদিন প্রাতে সংবাদ পাইলাম—উত্তাপ ৯৮° ডিগ্রি, রাত্রে ১ বার পূর্ব্ববৎ বাহে হইয়াছে। পেট ফাঁপা নাই। চারিঘণ্টা অন্তর ঔষধ এবং পথ্যাদি পূর্ব্ববৎ রাখিলাম। কয়েকদিনের চিকিৎসায় রোগী সুস্থ হইল। সাত আটদিন পর রণজিৎ বাবু আসিয়া বলিলেন রোগী সুস্থ আছে বটে কিন্তু বসিয়া খেলা করিবার সময় হঠাৎ পড়িয়া যায়, মিনিট খানেকের মধ্যে নিজেই উঠিয়া বসিয়া আবার খেলা করে। দিনে রাত্রে ১৫।২০ বার এরূপ হয়। তখনই মনে হইল—এলোপ্যাথী ব্রোমাইডের অপব্যবহারজনিত মন্দ ফল। রণজিৎ বাবুকে বলিয়া দিলাম যে এই অপব্যবহারের ফলে যদি অবসাদ আসে তবে এই মৃগী রোগ অতি কঠিন আকার ধারণ করিবে। এমন কি জীবনরক্ষা পাওয়াও সন্দেহ হইবে। যদি এই এপিলেপ্সি (মৃগী) রোগ ক্রমে বাড়িয়া চলে—অত্যন্ত চঞ্চল হয় তবে রক্ষা পাইবে। যাহা ভাগ্যে থাকে হইবে—আমি মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া চিকিৎসা

আরম্ভ করিলাম এবং বলিয়া দিলাম অন্ততঃ ৪।৫ মাস চিকিৎসা করিতে হইবে। সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী আক্রান্ত হইয়াছে। ক্রমে কয়েকটী ঔষধ পর পর ব্যবহারের পর কখনও কম কখনও বেশী ইত্যাদি হইতে লাগিল। **আর্টিমিসিয়া ভলগারিস** ৬ দিনে ৩ বার, পরে দুই বার করিয়া খাইতে দিলাম—বেশ উপকার হইতেছিল—হঠাৎ একমাস কোন খবর না পাইয়া কি বুঝিতে পারিলাম না। পরে জানিলাম দৈব মাদুলী ধারণ করা হইয়াছে। খাওয়ার ঔষধ ইত্যাদি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে—ইহাই নিয়ম। ক্রমে রোগ বাড়িয়া উঠিল। মৃগীর সঙ্গে উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল। দুই বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। আমার নিকট লইয়া আসিতে বলিলাম—মাদুলী দাও, মন্ত্র পড়াও ক্ষতি নাই তবে ঔষধ খাওয়াইতেই হইবে। বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথী ঔষধ পবিত্র। মাদুলী, মন্ত্র, ঝাড়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলে—কুসংস্কারবশতঃ অনেকেই কথা শুনে না বরং বিরক্ত হয়। এজন্য তাহাদের মতে মত দিয়া এবং মাদুলী ইত্যাদির প্রশংসা করিয়া কথা বলিলে সন্তুষ্ট হয়, এইভাবে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। এক সপ্তাহ পরে ডাক আসিল। গিয়া দেখি রোগীর মৃগী বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু পাগলামী বৃদ্ধি হইয়াছে—অত্যন্ত পেটের অসুখ হইয়াছে—দিনে রাত্রে ৩।৪ বার পাতলা বাহ্যে হয় এই মলের সঙ্গে প্রতিবারেই অসংখ্য ছোট সাদা কৃমি বাহির হইতেছে। **আর্টিমিসিয়া ভলগারিস** ৬ দেওয়া বন্ধ করিয়া **টিউক্রিয়ম** ৬

দিনে ৩ বার করিয়া দিলাম। চারিদিনে পাতলা বাহ্যে ও কৃমি পড়া ইত্যাদি বন্ধ হইল; কিন্তু পাগলামীর মধ্যে জিনিষপত্র ফেলা ভাঙ্গা ইত্যাদি কমিয়াছে, কামড়ান রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। হায়োসায়েমস্ ৩০ দিনে ৩ বার করিয়া ৮ দিন দেওয়ার পর একেবারে আরোগ্য হইয়াছে। এখন তাহার স্বাস্থ্যও অনেক ভাল হইয়াছে।

১১৮। উড়িষ্যা রাজগংপুর—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোম্পানির ইঞ্জিনিয়র শ্রীপ্রেযেশ চ্যাটার্জি (বয়স ৩১ বৎসর, অবিবাহিত) কর্ম্মরত অবস্থায় হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া অনতিবিলম্বে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া আসেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যত রকম পরীক্ষা সম্ভব চলিতে লাগিল। প্রথমবার কার্ডিওগ্রাফী করিয়া নাকি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় বারে হার্টের সামান্য দোষ সন্দেহ হইল। তৃতীয়বারে নির্দ্দোষ প্রমান হইল। বাহ্যে, প্রস্রাব, রক্ত, থুথু ইত্যাদি সমস্ত পরীক্ষা করিয়াও রোগ ধরা পড়িতেছে না। যাহা হউক, বড় বড় ডাক্তার এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। একমাস কাটিয়া গেল—কিছুই ফল হইতেছে না বরং অনিদ্রা ও কোষ্ঠবদ্ধতা বদ্ধমূল হইল। ডাক্তার অমল রায়চৌধুরী এম, ডি, মহাশয় চিকিৎসা করিতেছেন—ফল হইতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে

বদ্‌হজম দেখা দিল। শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত এম, ডি মহাশয় উভয়ে পরামর্শ করিয়া একসঙ্গে চিকিৎসার ভার লইলেন। বহু মহামূল্য ঔষধ খাওয়ান ও ইন্‌জেকশন ইত্যাদিতে কিছুই হইল না। কখনও কখনও বুক ধড়্‌ফড় (হার্টের প্যালপিটেশন) হইতে লাগিল। রোগ দাঁড়াইল—অনিদ্রা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বদ্‌-হজম এবং হার্টের প্যালপিটেশন, মাঝে মাঝে জার্কিং। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত এম, ডি মহাশয় তাহার রোগ নির্ণয় করিলেন—খুব সামান্য রকমের এপিল্যাপ্সি (মৃগী)। অনেক ঔষধ ব্যবহার হইতেছে। রোগী কর্ম্মের বাহির হইয়া গিয়াছে—ভাবী ফল অনিশ্চিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে রোজ রাত্রে ক্যাষ্টর অয়েল ইমল্‌শন্‌ খাইয়া ঘুমের জন্য ব্রোমাইড পিল খাওয়ার ব্যবস্থা হইল। রাত্রে ঘুম হয়, প্রাতে বাহ্যে পরিষ্কার হয়। কিন্তু রোগ পূর্ব্ববৎ! দুই মাসে দুই হাজার টাকা খরচ হইল—ফল হইল অকর্ম্মন্য (ইনভেলিড)। রোগীর পিতা শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চ্যাটার্জি এম, এ, ৭২ বৎসর বয়সে ছেলের এই অবস্থায়—অত্যন্ত অস্থির হইয়া চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিলেন। এত বড় বড় মহারথী মহাশয়গণের চিকিৎসা বাদ দিয়া আমার মত ক্ষুদ্রের নিকট আসিয়াছেন। আমি মঙ্গলময় শান্তিদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ও গুরুদেব স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ও স্বর্গীয় জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়-গণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া রোগী পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

বশেষত্ব এই—অগ্রে আমাকে কোন রিপোর্ট বা ফটো কিছুই দেখাইলেন না, আমিও দেখিতে চাহিলাম না। রোগীর প্রথমেই হার্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম হার্ট ভাল—কোন দোষ আমার কানে বাজিল না। তৎপরে পেটের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম সামান্য হজমের দোষ এবং পেটে বায়ু হয়। হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়া এবং শরীরে মাঝে মাঝে সামান্য সামান্য ঝাঁকুনি (জার্কিং) হয়। ইহা বায়ুর জন্য, অনিদ্রা ও বায়ু কর্তৃক এবং অতিরিক্ত এলোপ্যাথী ঔষধ খাওয়া ইত্যাদি এবং প্রত্যহ রাত্রে ক্যাষ্টর অয়েল দেওয়ার জন্য অন্ত্রের উত্তেজনা ও ব্রোমাইড পিল দিয়া নিদ্রা আনয়নের জন্য ব্রোমাইডের অপব্যবহারের জন্য অনিদ্রারোগ নিয়মে দাঁড়াইয়াছে। এইবার রোগীর পিতা আমাকে সমস্ত রিপোর্ট, ফটো, প্রেসক্রিপশন ইত্যাদি দেখাইলেন। যাহা হউক আমি চিকিৎসার জন্য দুই সপ্তাহ সময় লইলাম। এলোপ্যাথী মতে পথ্য ও ঔষধ সমস্ত বন্ধ করিয়া **নক্স ভমিকা ৩০** এবং **নিহিলাইনম ৩০** দিনে ৪ বার, রাত্রে শোবার সময় একমাত্রা **কফিয়া** ৩০ খাইতে দিলাম। মঙ্গলময়ের কৃপায় সঙ্গে সঙ্গেই উপকার হইতে লাগিল। ১২ দিনে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। তাঁহারা কাজে যোগ দেওয়ার জন্য সাটিফিকেট চাহিলেন—আমি বলিলাম, আপনারা ডাক্তার নলিনী সেনগুপ্তের নিকট গিয়া বলিবেন—তাঁহারই ব্যবস্থামত ঔষধ খাইয়া ভাল আছে। তাঁহারা তাহাই করিলেন—ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

তিনি খুব সন্তোষের সহিত সার্টিফিকেট দিলেন। রোগী আনন্দের সহিত কার্য্যে যোগ দিয়া নিজ কাজ করিতেছেন।

১২৯। বেলঘরিয়া—শচীন সিংহের স্ত্রী, বয়স ২৫ বৎসর। সাত বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের ২ বৎসর পর প্রথম সন্তান হইয়াছে। ছোট ছেলের বয়স আড়াই বৎসর। একদিন মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল। এই রক্ত উঠার ১৫।২০ দিন পূর্ব্ব হইতে গলার ভিতর খুব যন্ত্রণা হইতেছিল। ক্রমে খাওয়া বন্ধ ও দুধ, জল পর্য্যন্ত পান করিতে পারিতেছিল না। কয়েকদিন রক্ত উঠিবার পর নরম ভাত দুধের সঙ্গে খাইতে পারিতেছিল। বিবাহের তিনমাস পরই এই রোগিণীর টি, বি হইয়াছে বা শীঘ্রই হইবে বলিয়া একজন অশিক্ষিত ডাক্তার বলিয়া দিয়াছিল। তখন অনেক পরীক্ষা করিয়া কিছু পায় নাই। সাত বৎসর পর এবার সকলেই ভয় পাইয়া ডাক্তার ডাকিলেন—ডাক্তার আসিয়া ক্রমাগত ইঞ্জেক্‌শন চালাইল। ২ বার এক্সরের ফটো তুলিল। নানাপ্রকার ঔষধ ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কিন্তু রক্ত বন্ধ হয় না। রোগিণীর স্বামী শচীন সিংহ শিয়ালদহ রেল অফিসে সামান্য বেতনে চাকুরী করেন। এক মাসের বিনা বেতনে ছুটি লইলেন। চিকিৎসার খরচায় সর্ব্বস্বান্ত ওয়ার মত হইলেন। এত পরীক্ষায় কোন দোষ পাওয়া গেল

না—আন্দাজী বহুমূল্য ঔষধ ব্যবস্থা হইতে লাগিল। পরীক্ষার চূড়ান্ত হইল। চিকিৎসার শেষ পরামর্শ করিবার জন্য একশত টাকা ফি দিয়া অমল রায়চৌধুরীকে কলিকাতা হইতে ডাকিলেন। তাহাতেও কিছু হইল না। একান্ত নিরুপায় হইয়া চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিলেন। আমি গিয়া রোগিণীর সমস্ত অবস্থা দেখিলাম ও শুনিলাম।

রোগিণীর অবস্থা :—একেবারে রক্তশূন্য। অস্থিচর্ম্ম সার। পা সামান্য ভার হইয়াছে। কিছুই হজম হয় না। ছোট সন্তান হওয়ার তিন মাস পর হইতে অর্থাৎ আজ পর্য্যন্ত দুই বৎসর তিন মাস—উদরাময়ে ভুগিতেছে। প্রথম প্রথম দিবারাত্রে ১০।১২ বার পাতলা বাহ্যে হইত। যাহাকে সূতিকা বলে। সন্তান প্রসবের পর ছয় মাস পর্য্যন্ত খুব সাবধানে থাকিতে হয়, বিশেষতঃ খাওয়া সম্বন্ধে—সহজে হজম হয় অথচ বলকারী খাদ্য খাইতে হয়। আমাদের এই হতভাগা অশিক্ষিত দেশে প্রসূতির দিকে পরিবারের কাহারও বিশেষ লক্ষ্য থাকে না—যে কোন রোগ হইলেই সাংঘাতিক অবস্থায় পরিণত হয়। এই রোগিণীরও তাহাই হইয়াছে। বদ্‌হজমের রোগী—যাহা খায় তাহাই হজম না হইয়া শরীরে রস রক্ত দিয়া পোষণ ক্রিয়া না করিয়া পাতলা বাহ্যের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। রোগী উপবাস থাকার চেয়েও দুর্ব্বল হয়। সুস্থলোক উপবাস করিলে তত দুর্ব্বল হয়না—যতটা হয় পাতলা বাহ্যের বদ্‌হজমের রোগীর। এই রোগিণীর

তাহাই হইতেছে। ইহার উপর সংসারের যত কাজ করিতে হইতেছে—এমন কি বালতিতে জল টানিয়া আরও দুর্ব্বল হইয়া হার্টের পালপিটেশন হইতেছে। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, যে মহারথী একশত টাকা ফি লইয়া তিন মিনিট রোগিণীকে দেখিয়া বহুমূল্য ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন—তিনিও আসিবার সময় স্থানীয় ডাক্তারকে টি, বি সন্দেহ করিয়া বলিয়া আসিলেন। যাহা হউক, বহুমূল্য ঔষধে ও কোন ফল হইল না। দিবা রাত্রে ৪।৫ বার পাতলা বাহ্যে হইতেছে। হায়রে—মহারথী মহাশয়! গরীব অসহায়ের কেহ নাই. গরীবের আবার চিকিৎসা কিসের? আমি অতি সামান্য মানুষ। মহারথীদের সম্বন্ধে বলিবার কি ক্ষমতা আছে? গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলাম। তাঁহার উপদেশ ছিল ঃ—"গরীবকে দয়া করিও—তাঁর দয়া পাবে।" গরীব দেশের মেরুদণ্ড। যাহা হউক, এই ৭৬ বৎসর বয়সেও মনে বড় দুঃখ হয়। যার কেহ নাই—তার তিনি আছেন। অসহায়ের একমাত্র তিনিই সহায়। তাঁহার নিকট শান্তির প্রার্থনা করিয়া এই রোগিণীর সমস্ত বিষয় শুনিয়া ও দেখিয়া পরীক্ষা করিলাম। রোগিণীর হজম—শক্তি একেবারে কমিয়া গিয়াছে। মুখ দিয়া রক্ত উঠিবার পর তরল পদার্থ গিলিতে কষ্ট হয় না। নরমভাত ও খাইতে পারে। গলার ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—যতদূর দেখা যায় ভাল আছে—তাহারও নীচে রোগ। কে আমাকে জানাইয়া দিলেন—গলার

ভিতর চুণ লাগিয়া ঘা হইয়াছে। রোগিণী আগে পানখাইত। দুই মাস পান খাওয়া বন্ধ আছে। রোগিণীর আত্মীয়স্বজন মা, শ্বাশুড়ী, স্বামী এই চুণ লাগিয়া ঘা হওয়ার কথা যেন কাহারও বিশ্বাস হইল না। ঐ ঘা হইবার সময়—এখানে অনেক রক্ত জমা হইয়াছিল। কয়েকদিন রক্ত বাহির হইয়া যাওয়ার পর প্রদাহ করিয়া গিয়াছে। ফুসফুস হইতে রক্ত উঠিলে তাহাতে কমবেশী ফেনা থাকিবেই। এই রোগিণীর যতদিন রক্ত উঠিয়াছে একদিনও ফেনা ছিল না। আমি ঠিক করিলাম ঐ ঘা হইতেই রক্ত উঠিয়াছে। পুরাতন উদরাময় রোগই তাহার রক্তশূন্যতা ও দুর্ব্বলতার কারণ। **নেট্রম সলফ ৩০** দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম এবং **সক্কস ক্যালেণ্ডিউলা Q** মধুর সঙ্গে মিশাইয়া দিবা রাত্রে যখন তখন জিভ দিয়া চাটিয়া খাইতে দিলাম যাহাতে ক্ষত স্থানে এই ঔষধ লাগিতে পারে। শারীরিক পরিশ্রম একেবারে বন্ধ করিলাম। পথ্য—যাহা সহ্য হয় এবং যাহা খাইতে কষ্ট না হয়। প্রধান খাওয়ার জিনিষ কচি কাঁচকলা খোসাসহ, ডুমুর একসঙ্গে সিদ্ধ হইবে। খাইবার সময় কাঁচ-কলার খোসা এবং ডুমুর নুন দিয়া চিবাইয়া খাইবে। সামান্য ছোবড়া থাকিলে ফেলিয়া দিবে। পরে ভিতরের নরম শাঁস ভাতের সঙ্গে চটকাইয়া খাইবে। ইহা অত্যন্ত রক্তবর্দ্ধক। কাঁচা পেপে, কাঁচাকলা, ছোট শিঙ্গিমাছ সিদ্ধ করিয়া এই ঝোল ভাতের সঙ্গে খাইবে। ভাত খুব চটকাইয়া সামান্য দুধ চিনি মিশাইয়া কাদার মত নরম করিয়া খাইতে দিবে। স্নান সহ্য

মত। আটদিন পর রোগিণীর স্বামী আসিয়া বলিলেন—রোগিণী অনেক সুস্থ আছে। খাইতে কোনরূপ কষ্ট হয়না। গলার কষ্ট মোটেই নাই। ঘুম হইতেছে। দিবা রাত্রে একবার মাত্র ভাল বাহ্যে হইতেছে। তিনি বলিলেন—অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, রোগিনী পেটের অসুখের জন্য কয়েকদিন বিকালে ছোট কাঁচের গেলাসে এক গেলাস করিয়া চুণের জল খাইত। একদিন জলে বেশী চুণ ছিল এজন্য গলায় বেদনা হওয়ায় সেই দিনই চুণের জল খাওয়া বন্ধ করিল, কিন্তু ক্রমে অন্ননলীর ভিতর প্রদাহ হইয়া ঘা হইয়া খাওয়া বন্ধ হইয়াছিল। তাহার বাড়ীর অন্য একজন ভাড়াটিয়ার বাচনিক শুনিয়া আমাকে জানাইল। সেই প্রদাহিত স্থান ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া সাত আট দিন রক্ত পড়িয়াছিল এবং ক্রমে অন্ননলী খুলিয়া গিয়া পথ্যাদি গিলিতে সক্ষম হইল। পুনরায় **নেট্রম সলফ ৩০** দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম। পথ্য পূর্ব্ববৎ। দুধের মাত্রা ক্রমে বাড়াইতে বলিলাম। ৮ দিন পর শচীনবাবু আসিয়া বলিলেন দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। ৮ দিন দিনে ৩ বার করিয়া **চায়না ৩০** খাইতে দিলাম। এখন আধ সের দুধ তিনবারে খাইয়া সহ্য করিতেছে। আট দিন পর সংবাদ পাইলাম—আড়াই বৎসর পর গতকল্য মাসিক ঋতুস্রাব হইয়াছে। চারি দিনের জন্য **পলসেটিলা ৩০** দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম। চারিদিন পর শচীন বাবু বলিলেন—অত্যন্ত সাদাস্রাব হইতেছে দাঁড়াইলে পা বাহিয়া পড়িতেছে—পূর্ব্বেও ছিল। তিন

দিন অন্তর **এলুমিনা** ২০০ একমাত্রা করিয়া দেওয়ার পর সাদা স্রাব একেবারে সারিয়া গিয়াছে। ঔষধ বন্ধ রাখিয়া নিয়মমত পথ্য ও বিশ্রামে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।

১২০। শ্রীশীতল মণ্ডল—বয়স ৩০, হারিট গ্রাম, জেলা হুগলী। ডান পায়ের একটী আঙ্গুলে ফোস্কামত হইয়া অসহ্য জ্বালা ও যন্ত্রণা হইতে থাকে। তিন দিন পর চুঁচুড়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। পরদিন অপারেশন হয়। অপারেশনের কয়েক ঘণ্টা পর হইতেই অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা ও বেদনা হইতে থাকে। পা ফুলিয়া উঠে। ক্রমাগত ইন্‌জেকশন চলিতে লাগিল। ৫ দিন পর পুনরায় অপারেশন হইল। ইন্‌জেকশন ও খাওয়ার ঔষধ ও ব্যাণ্ডেজ চলিল। জ্বালা যন্ত্রণা একটু কমিল বটে; কিন্তু পা ফুলিয়া জ্বর হইতে লাগিল। ১০ দিন পর পুনরায় অর্থাৎ তৃতীয় বার অপারেশন হইল। অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া ডাক্তারগণের মতে ঘা হইতে ৩২ ইঞ্চি তফাতে কাটিয়া পা একেবারে বাদ দেওয়া হইবে স্থির হইল। রোগী ও আত্মীয়স্বজনের মতে হাসপাতাল হইতে ছুটী লইয়া রোগী বাড়ী গেল। বাড়ীতে ৪ মাস নানা রকম চিকিৎসা করাইয়া কিছুই ফল হল না বরং পা পচিতে লাগিল এবং তাহাতে সাদা মুড়ির মত পোকা হইল—পচা

দুর্গন্ধে তাহার ঘরে কেহ যাইতে পারেনা। আঙ্গুল খসিয়া পড়িল। এই অবস্থায় রোগী ঘরে ঢুকিবামাত্র পচা দুর্গন্ধে কেহই ডাক্তারখানার ঘরে থাকিতে পারিল না। আমার ছোট ছেলে ফটো তুলিবার জন্য ফটোগ্রাফারকে ডাকিল। ফটো তোলা হইল। গ্যাংগ্রিন—(পচা দুষ্ট ঘা) রোগ স্থির করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। ২নং সিনোবিন তেল দিয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া সমস্ত ঘা এবং খানিকটা প্রদাহিত স্থান পর্য্যন্ত ঢাকিয়া জড়াইয়া দিয়া ব্যাসিলাইনম ২০০ প্রত্যহ ১ মাত্রা করিয়া ৭ দিন খাইতে দিলাম। ৪ ঘণ্টা অন্তর ২নং সিনোবিন তেলে ভিজা ন্যাকড়া বদলাইবার ব্যবস্থা করিলাম। ৭ দিন এই নিয়মে ৭ মাত্রা ব্যাসিলাইনম ২০০ খাইতে দিয়া ও ২নং সিনোবিন তেলে ভিজান ন্যাকডা বদলাইবার পর, জ্বর যাহা কখনও কম কখনও বেশী হইত তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া স্বাভাবিক হইল। ঘায়ের পচানি সমস্ত খসিয়া পড়িয়া গেল। দুর্গন্ধ দূর হইল। ঘায়ে জল লাগান একেবারে বন্ধ রহিল। সাইলিসিয়া ৩০ দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম এবং ৬ ঘণ্টা পর পর ২ নং সিনোবিন তেলে ভিজান ন্যাকড়া বদলাইতে ব্যবস্থা করিলাম। ৮দিন পর দেখা গেল ঘায়ের রং ক্রমে লাল হইতেছে। পায়ের ফুলা কমিতেছে, দুর্গন্ধ ইত্যাদি নাই। ২ নং সিনোবিন তেলে ভিজান ন্যাকড়া দিলেই জ্বালা করিতেছে। ঘা তাজা হইয়া নূতন মাংস কণা হইতেছে—এত কড়া তেল সহ্য করিতে

পারিতেছে না। ৩ নং সিনোবিন তেল ব্যবস্থা করিল সাইলিসিয়া ৩০ দিনে ২বার ও ব্যাণ্ডেজ ৬ ঘণ্টা অন্তর বদলাইবার ব্যবস্থা করিলাম। মাছ খাওয়া নিষেধ করিলাম। ঘি দুধ ইত্যাদি সহ্যমত ও সাধ্যমত এবং ১টা করিয়া মুরগীর ডিম খাওয়ার ব্যবস্থা দিলাম। মাছ ঘা বাড়ায়, এজন্য ঘায়ের রোগীকে মাছ খাইতে নিষেধ করি। কিছুদিন এইভাবে চিকিৎসার পর দেখা গেল ঘা সুস্থ এবং পা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। ৩নং সিনোবিন তেলে ভিজান ন্যাকড়া পূর্ব্ববৎ বদলানোর ব্যবস্থা রহিল। দুই সপ্তাহ খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। ঘায়ের অবস্থা অনেকটা ভাল, লাল মাংস কণায় ঘা ভরাট হইতেছে। আমার মনে হইল আরও শীঘ্র আরোগ্য হওয়া উচিত। সাইলিসিয়া ২০০ ৩ দিন অন্তর প্রাতে খালি পেটে ১ মাত্রা করিয়া খাইতে দিয়া এবং ৩ নং সিনোবিন তেলের ন্যাকড়া ৬ ঘণ্টা অন্তর বদলানোর ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎই রাখিলাম।

৪ মাস চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। পায়ের পাতার অর্দ্ধেক যাহা পূর্ব্বেই পচিয়া গিয়াছিল তাহা খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

১২১। ১৫৭নং অপার চিৎপুর রোড। কৃষ্ণা—বয়স ১৬ বৎসর। ডান পায়ের ১টা আঙ্গুল পাকিয়া পুঁজ বাহির হইয়া

ক্রমে নালী হয়। ৮ মাস ভুগিবার পর আর, জি, কর হাসপাতালে গেলে তাহার আঙ্গুলটা কাটিয়া বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। রোগিণীর মাতা অবিবাহিতা মেয়ের আঙ্গুল বাদ দিতে অমত করিয়া চলিয়া আসে। আমি তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলাম। ৭ দিন চিকিৎসার পরই আমার সন্দেহ হইল—ভিতরে মরা হাড় আছে, আঙ্গুলটা ফুলিয়া কদাকার হইয়া আছে। বেদনা নাই, জলের মত রস নির্গত হইতেছে। আমি সাইলিসিয়া ৩০ দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে ও ৩নং সিনোবিন তেল দিয়া বাঁধিতে দিলাম। ৮ দিন এই নিয়মে চিকিৎসায় রস ও পুঁজ বেশী পরিমাণে নির্গত হইতেছে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে আঙ্গুলটা ভাল অবস্থায় আসিতেছে। ৪ দিন খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া শুধু ৩নং সিনোবিন তেল দিয়া দিনে রাত্রে ৩।৪ বার বাঁধিয়া দিতে ব্যবস্থা করিয়া দেখিলাম—এক রকমই আছে। **সাইলিসিয়া** ২০০ একদিন অন্তর প্রাতে খালি পেটে ১ মাত্রা—৮ দিনে ৪ মাত্রা দেওয়ার পর দেখিলাম—নালীর মুখ বড় হইয়া ঘায়ের মত হইয়াছে—এবং ঘায়ের মুখে খর্ খর্ করিয়া একটা কিছু আঙ্গুলে লাগিতেছে। পুনরায় ৪ দিন খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া দেখিলাম—এক রকমই আছে। ব্যাণ্ডেজ দিনে ৩।৪ বার বাঁধিতে দিলাম—সাইলিসিয়া এক হাজার শক্তি ১ মাত্রা প্রাতে খালি পেটে খাইতে দিয়া ৭ দিন খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া দেখিলাম—মাছের আঁইসের মত পাতলা ১টা মরা হাড় বাহির হইয়া আসিতেছে—**সাইলিসিয়া**

লক্ষ শক্তি ১ মাত্রা খাইতে দিলাম—৫ দিনের দিন মরা হাড়টা বাহির হইয়া আসিল। খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া দিনে ২ বার করিয়া ৩নং সিনোবিন তেলের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে দিলাম। পাতলা জলের মত রস পড়িতেছে। সাইলিসিয়া লক্ষ শক্তি দেওয়ার ১৪ দিন পর ১ মাত্রা **ক্যালকেরিয়া সলফ** ২০০ শক্তি খাইতে দিলাম। রস পড়া বন্ধ হইয়া ঘাও সারিয়া আঙ্গুলের ফুলা কমিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল।

১২২। অপার চীৎপুর রোড—শ্রীপ্রদ্যোৎ ঢোল মহাশয়ের ৮ বৎসর বয়স্কা মেয়ে মনি—জামা কাপড়ে আগুন লাগিয়া শরীরের ডান ভাগ কাঁধ, হাত, পেট, বুক হইতে পা পর্য্যন্ত ভীষণভাবে পুড়িয়া যায়। ডান হাতের কনুয়ের খানিকটা জায়গার মাংস পুড়িয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাকে প্রথমে আর, জি, কর হাসপাতালে এবং পরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যায়। উভয় হাসপাতালেই রোগিণীকে ভর্ত্তি না করিয়া ফেরৎ দেয় কারণ ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই মরিয়া যাইবে। তৎপরে নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্ত্তি করে। প্রাথমিক চিকিৎসায় বাঁচিয়া গিয়াছে দেখিয়া চিকিৎসকগণের মনে আশা হইল বাঁচিতে পারে। কয়েকদিন পর হইতেই শুশ্রূষার অবহেলা চলিল। ২৮ দিনের দিন রোগিণীর মা আসিয়া এই সকল কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল তাহার

মেয়ের জ্বর বিকার হইয়াছে, বাহ্যে প্রস্রাব ও পূঁজ একত্রে জমিয়া মেয়েটা মাখামাখি হইয়া আছে। ২ দিন ৩ দিন পর একবার পরিস্কার করে। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। মেয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহার মা বাবা তাহাকে ছুটী করাইয়া লইয়া রিক্সায় করিয়া বাড়ী না গিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। অবস্থা দেখিয়া আমি রিক্সা হইতে নামাইতে বারণ করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতে বলিলাম। অনতিবিলম্বে তাহাকে বাড়ী গিয়া দেখিলাম। রোগিণীকে দেখিয়া তাহার বড় বোন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। বিশেষভাবে সমস্ত ঘা পরিষ্কার করিয়া তাহাতে এক আউন্স অলিভ অয়েলের সঙ্গে এক ড্রাম **ক্যান্থারিস Q বাহ্যিক** মিশাইয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া সমস্ত ঘা ঢাকিয়া দিলাম এবং ১ মাত্রা **পাইরোজেনিয়াম ২০০** খাইতে দিয়া পরে **ক্যান্থারিস ৬** দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম। ক্রমে জ্বর ও বিকার ইত্যাদি কমিতে লাগিল। দুর্গন্ধও ক্রমে দূর হইল। জ্বরের সঙ্গে পেট খারাপ ছিল, এজন্য পথ্য জল বার্লি দিলাম। ক্রমে জ্বর বিকার ও পেটের খারাপ অবস্থা দূর হইলে দুধ বার্লি, দুধ পাঁউরুটী ইত্যাদি সহ্যমত খাইতে দিলাম। ক্যান্থারিস Q ও অলিভ অয়েল মিশান তেল দিয়া দিবারাত্রে ৪।৫ বার পট্টি দেওয়া হইত। এইভাবে দুই সপ্তাহ চিকিৎসায় বিশেষ উপকার হইল। এই ক্যান্থারিস তেলে ক্রমে দিনে ৩ বার দিতে ব্যবস্থা রহিল। ঘা ক্রমে টান ধরিতেছে। ন্যাকড়া ভিজাইয়া দিলে ঘা ন্যাকড়া টানিয়া

ধরে, ন্যাকড়া আটকাইয়া যায়—উঠাইতে গেলে সামান্য টান লাগিলেও রক্ত বাহির হইতে থাকে—পোড়া ঘায়ের নিয়মই এই রকম। এখন কি করা যায়? অয়েল সিল্কএ তেল লাগাইয়া দেওয়া ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দামী। এই রোগিণীর পক্ষে অসম্ভব। ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ, কিন্তু উপায় নাই। এই সময়ে গুরুদেব স্বর্গীয় ডাক্তার জিতেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের একটি উপদেশের কথা মনে পড়িল। তিনি একদা বলিয়াছিলেন, "পল্লীগ্রামে যেখানে হাসপাতাল, ডাক্তারখানা কিছুই নাই অথবা জঙ্গলে হঠাৎ কাটিয়া গিয়া রক্তপাত হইতেছে, কোন ঔষধ ইত্যাদি পাওয়ার উপায় নাই, তখন কি করিবে? দুর্ব্বাঘাস, গাঁদাপাতা ইত্যাদির রস দিয়া রক্তপাত বন্ধ করিবে—ইহাই প্রকৃত চিকিৎসা।" এই উপদেশ মনে করিয়া অয়েল সিল্কের পরিবর্ত্তে নরম কলা পাতার ব্যবস্থা করিলাম। নরম কলাপাতায় ঔষধের তেল মাখাইয়া পোড়া ঘায়ের উপর দিবার ব্যবস্থা করিলাম। টান ধরিবার ভয় রহিল না। **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম। প্রায় ২ মাস এইভাবে চিকিৎসা চলিবার পর ক্যান্থারিস তেল বন্ধ করিয়া ঘা শুকাইবার জন্য **৩নং সিনো-বিন তেল** দিয়া দিনে ২।৩ বার নরম কলাপাতায় লাগাইয়া দিতে দিলাম এবং আরও ৭ দিন **সাইলিসিয়া ৩০** দিনে ২বার করিয়া খাইতে দিলাম। সমস্ত ঘা প্রায় সারিয়াছে, কিন্তু কনুইএর মাংস পোড়া ঘা এখনও আছে। **সাইলিসিয়া ২০০**

তিন দিন পর পর খাইতে দিয়া এবং ৩নং সিনোবিন ভেল দিয়া দিনে ২ বার করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে ব্যবস্থা করিলাম। হাতটা সর্ব্বদা বিশেষ সাবধানে নাড়িতে দিলাম কারণ পোড়া ঘা অতি সহজে টান ধরে। সমস্ত ঘা সারিয়া কনুইর মাংস পোড়া ঘা টান ধরার মত হইয়াছিল। কয়েকদিন হাত নাড়ে নাই এবং আমাকে দেখায় নাই। আমি দেখিয়া বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা হাত নাড়িয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনিলাম। রোগিণী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হইল। সমস্ত পোড়া দাগই প্রায় স্বাভাবিক চামড়ার রং হইবে। কনুইর মাংস পোড়া দাগ কিছুতেই মিশিবে না। হাসপাতাল হইতে আনিবার কয়েক দিন পরই আমার ছোট ছেলে রোগিণীর এই ফটো তুলিয়াছে।

১২৩। ৬ নং দাঁ লেন, বেনেটোলা, শ্রীকেদার সেন মহাশয়ের ১৬ বৎসর বয়স্কা মেয়ের ডাফরিণ হাসপাতালে ১টী সন্তান জন্মে। চতুর্থ দিনে ছুটী হইলে বাড়ী আসে। বাড়ী আসিবার ২ দিন পর বাম স্তনে বেদনা হয়। (প্রসবের পর স্তনে দুধ আসিবার সময় সামান্য জ্বর ও বেদনা হয় এবং ২।৩ দিন পর তাহা আপনা হইতেই সারিয়া যায়। বেদনা ও জ্বর ক্রমে বাড়িতে থাকে। ডাক্তার দেখান হয়। প্রদাহ হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় হয়। (প্রদাহ হইলে তাহার লক্ষণ—১। গরম।

২। লাল। ৩। ফুলা। ৪। বেদনা। এই চারিটি লক্ষণ থাকিবে এবং তাহাকেই ইন্‌ফ্লামেশন বা প্রদাহ বলে) পেনিসিলিন ইন্‌জেকশন, বোরিক কমপ্রেস, খাওয়ার ঔষধ এবং প্রলেপ ইত্যাদি চলিতে থাকে। পরামর্শের জন্য একজন মহারথীকে ডাকা হয়। প্রদাহের দশদিন এইরূপে কাটিবার পর অপারেশনের জন্য রোগিণীকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাত্র ১০টার সময় আমার ডাক আসে। আমি গিয়া দেখি—রোগিণীর ১০৩ জ্বর। স্তনটী ফুলিয়া অত্যন্ত শক্ত হইয়াছে। যন্ত্রণায় রোগিণী এক একবার চীৎকার করিতেছে। সমস্ত স্তনের উপর হইতে রসুনের খোসার মত পাতলা মরা চামড়া উঠিতেছে। যতদূর হইতে মরা চামড়া উঠিতেছে তাহার নীচে সমগ্র স্থান পুঁজে ভর্তি হইয়াছে। (সাধারণতঃ প্রদাহিত স্থানে পুঁজ নির্ণয় করার ইহাই লক্ষণ) স্তনের বোঁটা ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে! স্তন অপারেশন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে আমার যাহা সামান্য অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিতেছি। এই রোগিণীর বিষয়ে আমি বেশী চিন্তিত হইলাম, কারণ প্রথম সন্তানের মা, মাত্র ১৬ দিনের শিশুর মা। অপারেশন হইলে যেমন পুঁজ বাহির হইবে সঙ্গে সঙ্গে দুধ ও পুঁজ এক সঙ্গে যোগান দিবে। বাম স্তনে বিপদাশঙ্কা অনেক বেশী। হার্টের উপরের স্থান। এমতাবস্থায় হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আপনা হইতে সুবিধাজনক স্থানে মুখ হইয়া পুঁজ বাহির হইলে বিশেষ মঙ্গল হইবে। নিম্নে ৩টী অপারেশনের রোগিণীর

কথা লিখিয়া পরে এই রোগিণীর চিকিৎসার বিষয় লিখিলে বুঝিতে সুবিধা হইবে। ১। ১৯১৩ ইং সনে বেলগাছিয়া আর, জি, কর হাসপাতালে আমি হাউস সার্জ্জেণ্ট থাকা কালীন আমাদের ধাত্রী বিত্থার শিক্ষক ডাঃ সুন্দরী মোহন দাসের নিকট ২০।২২ দিন বয়সের ১টী শিশুপুত্রের মা স্তনের প্রদাহ (ম্যাষ্টাইটিস) রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য আসে। ডান স্তনটা পাকিয়া পুঁজ ও দুধ একসঙ্গে মিশিয়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। সুন্দরী বাবুর মতে অপারেশনের ব্যবস্থা হয়। আমাদের সার্জ্জারির শিক্ষক ডাঃ মৃগেন্দ্র মিত্র অপারেশন করেন। ১০।১২ দিন পর পুনরায় প্রদাহ হয় এবং বেশী পরিমাণে দুধ মিশ্রিত পুঁজ পড়িতে থাকে। দ্বিতীয়বার অপারেশন হয়। কয়েকদিন পর দেখা গেল স্তনে ৪।৫টা নালী হইয়াছে আরোগ্যের জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি চলিল। কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিয়া ডান স্তনটী কাটিয়া সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া (এম্পুটেশন করা) হইল এবং উরু হইতে চামড়া কাটিয়া লইয়া ক্ষত স্থানে বসান (স্কিন গ্রাফ্টিং করা) হইল। ঘা শুকাইল বটে, কিন্তু স্তনটী চিরদিনের মত বাদ হইয়া গেল।

২। সাহেবগঞ্জ রেলের গার্ড যামিনী বাবুর স্ত্রীর ডান স্তনের প্রদাহ হয়। স্তনটী অপারেশন করিয়া চিরদিনের মত বাদ দেওয়া হইল। এই স্থানেও স্কিন গ্রাফটিং করা হইয়াছিল।

৩। এই পুস্তকে ৫৪ নং রোগিণীর অবস্থাও ঠিক এই মতই হইয়াছিল। এই সকল রোগিণীর বিষয় চিন্তা করিলাম; আমার চিকিৎসাধীনে ৫৫নং রোগিণী কিভাবে আরোগ্য হইয়াছে তাহাও মনে উদয় হইল, বর্ত্তমানে রোগিণীকে **হিপার সালফার ৩০** তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে এবং ৩নং **সিনোবিন তেল** পানে লাগাইয়া তিনঘণ্টা অন্তর স্যাঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। সারা রাত্র পরদিন এইমত চলিল। রাত্র ৮টার সময় স্তনের মাঝামাঝি একপাশে ফাটিয়া দুধ মিশ্রিত পুঁজ আধসের বাটির একবাটি ঠেলিয়া বাহির হইল। সারারাত্রি এইভাবে পুঁজ পড়িতেছিল—রোগিণীর জ্বালা, বেদনা, যন্ত্রণা দূর হইল—জ্বর বন্ধ হইল। কয়েক দিনের পর এই রাত্রে রোগিনী শান্তিতে ঘুমাইল। পরদিন প্রাতে গিয়া দেখিলাম তখনও পুঁজ পড়িতেছে। স্যাক দেওয়া বন্ধ রাখিয়া ৩নং সিনোবিন তেলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া সমস্ত স্তন জড়াইয়া দিলাম। তিন ঘণ্টা পর পর **হিপার সালফর** খাইতে দিলাম এবং ন্যাকড়া তেলে ভিজাইয়া জড়াইয়া দিতে ব্যবস্থা রহিল। স্তনের প্রদাহ তখনও কিছু ছিল, স্তন শক্ত ছিল বলিয়া স্তনের বোঁটা তখনও ভিতরে ঢুকিয়াছিল। রোগিণীর মা ধরিয়া টানিয়া বাহির করিতে পারিতেছিল না। এই বোঁটার মুখ দিয়া দুধ বাহির করিতে না পারিলে পুজের মাত্রা বাড়াইবে এবং চিরদিনের মত স্তনটি নষ্ট হইয়া যাইবে। পরে সন্তান হইলেও এই স্তনের দুধ পাইবে না। ব্রেষ্ট-পাম্প দিয়া দুধ বাহির করিবার

ব্যবস্থা করিলাম। প্রথম ২।৩ দিন কষ্ট হইতেছিল, ক্রমে বোঁটা বাহির হইয়া দুধ আসিতেছিল এবং যন্ত্রণাও কম হইল। এই তিন দিনও **হিপার সলফর** ৩০ দিনে তিনবার করিয়া খাইতে দিয়া এবং **৩নং সিসোবিনতেলের** পট্টি দিনে রাত্রে ৪ বার দেওয়ার ব্যবস্থা রহিল। **সাইলিসিয়া৩০** দিনে ৩বার করিয়া ৪ দিন খাইতে দিলাম। তিন দিন ঔষধ বন্ধ রাখিয়া **সাইলিসিয়া ২০০** প্রত্যহ ১ মাত্রা করিয়া ৪ দিন খাইতে দিলাম। পূঁজ অনেক কমিয়া গেল। **সাইলিসিয়া** ২০০ বন্ধ রাখিলাম। একই অবস্থা রহিল। ৩ দিন পর পর **সাইলিসিয়া এক হাজার শক্তি** খাইতে দিলাম, পূঁজ বন্ধ হইয়া রস পড়িতে-ছিল। এক মাত্রা **ক্যাল্‌কেরিয়া সলফ্ ২০০** খাইতে দিলাম—রস পড়াও বন্ধ হইল। প্রত্যহ ৩।৪ বার ব্রেষ্টপাম্প দিয়া দুধ ফেলিয়া দিয়া স্তনের দুধ স্বাভাবিক হইয়াছে দেখিয়া শিশুকে খাইতে দিলাম। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় মা ও শিশু সুস্থ আছে।

*

১২৪। ৫৫ বৎসর বয়স্কা এক ভদ্র মহিলার নাকের ও উপর—ঠোঁটের মধ্যস্থলে একটি ছোট টিউমর (সিষ্ট) হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এক বৎসরে একটা ছোট বলের মত হয়ে। ইহাকে সাধারণ কথায় টিউমরে বলিলেও

ঠিক টিউমার নয়। চামড়ার নীচে একটা পর্দ্দার থলে হইয়া তাহাতে ডিমের লালার মত এক রকম পদার্থ জমিয়া ক্রমে বড় হইয়া এরূপ হয়। ইহা নাড়িলে নড়ে। ডাক্তার দুর্গাচরণ সাহা, এম, বি, অপারেশনের ব্যবস্থা করেন। যদিও সামান্য অপারেশন (চামড়া কাটিয়া নীচ হইতে এই বলটি বাহির করিয়া সেলাই করিতে হয়) তবু মুখের উপর একটা বিশ্রী দাগ হইবে বলিয়া রোগিণীর অপারেশনে অমত হয়। আমি রোগিণীকে দেখিবার সময় দুর্গাবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন—"স্যার! আপনাদের হাই-ডাইলিউসন ঔষধে কি মিশিয়া যাইবে?" কথাটা একটু উপহাসের মত অন্ততঃ আমি তাহাই বুঝিয়াছিলাম। যাহা হউক আমি তিন দিন অন্তর এক মাত্রা করিয়া **ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুরিকা** ২০০ ৮।১০ মাত্রা দেওয়ার পর দেখা গেল এই টিউমরটী (সিষ্টটা) সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছে। ৫ মাস পর এই রোগিণীর বাড়ীতে অন্য একটি রোগী দেখিবার সময় দুর্গাবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ ঔষধে এমনভাবে সারিয়া গেল?" উত্তরে আমি বলিলাম, এ সম্বন্ধে আপনি বেশী জানিতে চাহিলে আপনার জাতি যাইবে অর্থাৎ এলোপ্যাথি চিকিৎসা বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

১২৫। রামচন্দ্র মৈত্র লেনস্থ তপনকুমার শীল নামক ৪ বৎসরের একটী ছেলের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর জন্ম হইতেই ১টী ছোট আঙ্গুল হইয়াছে। আঙ্গুলটা থাকাতে হাতটা বিশ্রী দেখায়। তাহার পিতা আঙ্গুলটাকে বাদ দেওয়ার জন্য অপারেশন করাইবার ব্যবস্থা করেন। ডাক্তারগণের মতে কোন কোন রোগীর অপারেশনের পর রক্তপাত হইতে থাকে, রক্তপাত কিছুতেই বন্ধ হয় না। অনেক চেষ্টার পর ছেলেকে আমার নিকট লইয়া আসেন। বিশেষ চিন্তার পর স্থির করিলাম কোন রকমে এই ছোট আঙ্গুলটার গোড়ায় ক্ষত করা যায় কি না; ক্ষত হইলে হয়তঃ কিছু হইবে। অনন্তর আঙ্গুলের গোড়ায় **রেজসিন** লাগাইয়া ক্ষত করিলাম এবং **৩নং সিনোবিন তেল** দ্বারা সর্ব্বদা ক্ষতটা ভিজাইয়া রাখিয়া আঙ্গুলটাকে সামান্য সামান্য মুচড়াইতে লাগিলাম যাহাতে ক্ষতটা ঠিক থাকে। ক্রমে আঙ্গুলটা আলগা হইতে লাগিল, কোন যাতনা নাই। খুব হুঁসিয়ার রহিলাম যাহাতে রক্তপাত না হয়। প্রায় দেড় মাস এরূপ করার পর আঙ্গুলটা প্রায় খসিয়া আসিয়াছে দেখিয়া **৩নং সিনোবিন তেল** দিয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া আঙ্গুলটা জড়াইয়া দিলাম—আঙ্গুলটা খসিয়া পড়িলে যাহাতে রক্তপাত না হয়। সিনোবিন তেলের রক্তপাত বন্ধ করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। ৪ দিন সিনোবিন তেলে ভিজানো ন্যাকড়া জড়াইয়া দেওয়ার পর আঙ্গুলটা খসিয়া পড়িল, রক্তপাত হইল না। তথাপি রক্তপাত হওয়ার ভয়ে ১ মাত্রা **ফস্ফরাস ৩০** খাইতে দিলাম।

রক্তপাতপ্রবণ ধাতের রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য ফস্ফরাসের অসীম ক্ষমতা আছে। এই রোগীর রক্তপাত না হইলেও প্রতি-ষেধক হিসাবে ১ মাত্রা **ফস্ফরাস ৩০** দিয়া পরে ক্ষত শুকাইবার জন্য দিনে ২বার করিয়া **সাইলিসিয়া ৩০** ৪ দিন খাইতে দিলাম এবং **৩নং সিনোবিন তেলে** ন্যাকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দেওয়াতে কয়েক দিনে ক্ষত শুকাইয়া গেল।

১২৬। ৪৫নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ঘর ভাড়া লইয়া পাবনা জিলা হইতে ইন্দ্রমোহন সাহা (বয়স ৪৫ বৎসর) চিকিৎসার জন্য আসিয়া ডাক্তার ব্রজবল্লভ সাহা এম, বি-কে নিযুক্ত করিলেন। ব্রজবল্লভ সাহা একমাস চিকিৎসা করিয়া পরা-মর্শের জন্য ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারকে ডাকিলেন. ডাক্তার সরকার রোগ নির্ণয় করিলেন Intestinal colic অর্থাৎ অম্লশূল। তাঁহার ব্যবস্থা মত এক সপ্তাহ চিকিৎসায় উপকার না হওয়ায় পুনরায় তাঁহাকে ডাকা হইল। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। ডাক্তার সরকার আসিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতরে দোতালায় গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটী পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার সাহাকে বলিলেন, ইহার সহিত পাঁচ ফোঁটা করিয়া Tr. opii প্রতি মাত্রায় দিয়া দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিন। ডাক্তার

সরকারকে বসিতে বলিলে তিনি বলিলেন—"No time অর্থাৎ সময় নাই" বলিয়া ফিরিয়া চলিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া বসা পর্যন্ত ঠিক সাত মিনিট সময় লাগিল। প্রথম দিন বত্রিশ টাকা ফি দিয়া আজ দ্বিতীয় দিনে ষোল টাকা লইয়া হাত জোড় করিয়া গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া রোগী বলিল—"আমি গরীব মানুষ, আজ দয়া করিয়া ষোল টাকা গ্রহণ করুন।" ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার বলিলেন— I am not for the poor" অর্থাৎ আমি গরীবের জন্য নহি। বত্রিশ টাকা দেওয়া হইল। আরও সাতদিন তাঁহার ব্যবস্থা মত ঔষধ ব্যবহার করিয়া উপকার না হওয়ায় হোমিও-প্যাথী চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা হইল গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয় তখন স্বর্গে। জিতেন মজুমদার মহাশয় ও ডি, এন, রায় উভয়ে দারজিলিং। ডাক্তার ইউনান সাহেবকে ডাকিলাম। তিনি একমাত্রা Plumbum 200, প্লাম্বাম ২০০, ব্যবস্থা করিলেন। তিনদিন অপেক্ষা করিয়া উপকার না হওয়ায় চতুর্থ দিনে আমি ডাক্তার ইউনানের বাড়ী গিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলাম। তিনি ১ মাত্রা Pecrotoxin 200, পীক্রোটাক্সিন ২০০ ব্যবস্থা করিলেন। আমি কয়েকটি হোমিওপ্যাথী দোকানে না পাইয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে, এম, ভট্টাচার্যের ইকনমিক্ ফার্মাসীতে গিয়া Original 199 ডাইলিউশন পাইলাম। ২০০ শক্তি দিতে হইলে এখানে ডাইলিউশন করিয়া দিবে। আমি পুনরায় ডাক্তার সাহেবের নিকট গিয়া জানাইলে তিনি বলিলেন—

199 & 200—action will be same, give him original 199. I think original is better, Always remember that selection will be right অর্থাৎ ১৯৯ এবং ২০০ এক রকম কাজই হইবে। এই রোগীকে ১৯৯ শক্তিই দাও, সর্ব্বদা মনে রাখিও ঔষধ নির্ণয় নির্ভুল হওয়া চাই।” পরদিন প্রাতে খালি পেটে একমাত্রা ১৯৯ শক্তির পিক্রোটক্সিন খাইতে দিলাম। সেইদিন হইতেই বেদনা যন্ত্রণা কমিয়া চতুর্থ দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। আমি ডাক্তার ইউনানের নিকট গিয়া রোগীর বিষয় জানিতে প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেনঃ—“Thank god—পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।” ৭দিন Tr. opii রোজ ১৫ফোঁটা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও কয়েকদিন দিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। Obstruction of intestine অন্ত্রাবরোধ হওয়া অসম্ভব ছিল না। আমাদের মাষ্টার—হ্যানিমান এই কথাই বলেন—১ মাত্রা ঔষধে চিরদিনের মত রোগ আরোগ্য হইয়া যায়—ইহাকেই বলে হোমিওপ্যাথী।” তিন বৎসর পর ইন্দ্রমোহন সাহা রোগী আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল—সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।

১২৭। শিলচরের রমেন্দ্র দেশমুখের মায়ের দুই চক্ষে ছানি হয়। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। বোম্বে পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের চক্ষের

ডাক্তার অপারেশন করিয়া ছানি পরিষ্কার করিয়া দেন। দুই বৎসর পর হইতে দুই চক্ষুতেই বেদনা হইতে থাকে। চক্ষু সামান্য ভারি মনে হয়। ক্রমে রেটিনা আক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিরও ব্যাঘাত হয়। অপারেশনের পর হইতে চশমা ব্যবহার করিয়া পরিষ্কার দেখিতে পাইতেন—কোন কষ্ট ছিল না। বর্ত্তমানে রামধনুর মত নানা রং দেখিতেছেন। আলোকের দিকে তাকাইলে এই রং বেশী দেখা যায়। অনেক রকম পরীক্ষা ও চিকিৎসা করার পর পুনরায় গ্লোকোমা অপারেশন স্থির করা হয়। আমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিলেন। আমি তিনমাস সময় লইলাম। ছানি অপারেশন খুব ভাল হইয়াছিল। ছানি কাটিয়া উঠাইয়া দিলে তাহার চারিদিকের গোড়া থাকিয়া যায়। ইহাতে রোগীর কিছুই ক্ষতি করে না। কদাচিৎ কোন রোগীর এই গোড়ায় সামান্য প্রদাহ লইয়া ক্রমে রেটিনা আক্রান্ত হইলে এই অবস্থা হয়। ইহাকে ইনফ্লামেশন অব দি সিলিণ্ডার বলে। রোগিণীর সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে চক্ষু সারিবে। ব্রাহ্মণের বিধবার আহারের ব্যবস্থা সাত্ত্বিক। নিরামিষ, দুধ, ঘি ইত্যাদি। ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম—দুই সপ্তাহ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সাইলিসিয়া ৩০ খাইবেন। প্রত্যহ দুপুর বেলায় অন্ততঃ পাঁচ মিনিট সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া চক্ষুতে তেজ ধারণ করিতে হইবে। গ্লোকোমা রোগে সূর্যরশ্মির মত এমন শক্তিশালী চিকিৎসা আর নাই বলিয়া আমি সাহসের সহিত দৃঢ়ভাবে প্রচার করিতে পারি।

বেরি বেরি রোগের এপিডেমিকের সময় এই প্রক্রিয়া দ্বারা বহু গ্লোকোমা রোগীর চিকিৎসা করিয়া দেখিয়াছি আশাতীত ফল পাইয়াছি। এই রোগিণীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলাম। দুই সপ্তাহ সাইলিসিয়া ৩০ খাওয়ার পর চক্ষের বেদনা ইত্যাদি দূর হইলে একমাত্রা **ফস্ফপাস** ২০০ খাইতে দিয়া খাওয়ার ঔষধ বন্ধ রাখিয়া প্রত্যহ ৫।৭ মিনিট করিয়া সূর্য্যরশ্মি ধারণ করিতে দিয়া দুই মাসে চক্ষের রোগ গ্লোকোমা ইত্যাদি সম্পূর্ণ সারিয়া গেল। অপারেশনের দরকার হইল না। এখন রোগিণী চশমা ছাড়াই পরিস্কার দেখিতেছেন। চক্ষের কোনরূপ গ্লানিই নাই। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে মাছ মাংস ইত্যাদি খাইতে নিষেধ নাই।

১২৮। অশ্বিনী জানার স্ত্রী, বয়স ২৮ বৎসর। চতুর্থ সন্তান প্রসবের পর দুই বৎসর যাবৎ বদহজম, দিবারাত্রে ৮।১০ বার পাতলা বাহ্যে সামান্য জ্বর, রক্তাল্পতা ইত্যাদিতে ভুগিয়া অস্থিচর্মসার হইয়াছে। রাত্রিতেই পাতলা বাহ্য বেশী হয়। এক বৎসর কবিরাজী চিকিৎসায় বিশেষ উপকার হইতেছে না দেখিয়া চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করিয়া এ্যালোপ্যাথী মতে ডাক্তার সুবল সরকার সূতিকা রোগের চিকিৎসা করিতে-ছেন—পরামর্শের জন্য ডাক্তার অমল রায় চৌধুরীকে মাঝে

মাঝে ডাকিতেছেন। তাঁরা চারিমাস চিকিৎসায়ও বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না। টিউবার্কুলসিস রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ দিলেন। দুইখানা এক্সরের ফটো উঠাইলেন। দেখা গেল যে বুক ভাল আছে অর্থাৎ ফুসফুস ভাল আছে, সামান্য জ্বর কিছুতেই সারিতেছে না। বদ হজমের বাহ্যে কখনও দুই চারিদিন কম থাকে আবার কয়েকদিন পর প্রবল বেগে দিনে রাত্রে পনর কুড়িবার পর্যন্ত জলের মত বাহ্য হইতে থাকে। আরও দুই মাস এইভাবে চিকিৎসায়ও কোন উপকার হইল না। রোগিণী অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উত্থানশক্তি রহিত হইল। স্বামীর দেহ হইতে অথবা ব্লাড্ ব্যাঙ্ক হইতে রক্ত আনিয়া রোগিণীর শরীরে দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ব্লাড ব্যাঙ্ক হইতে রক্ত কিনিয়া আনিয়া দিয়াও কিছুই উপকার না হওয়ায়—হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার মত হইল। আমি গিয়া দেখিলাম—রোগিণী মেঝেতে উত্থানশক্তিরহিত অবস্থায় শুইয়া আছে। মৃতের মত চেহারা। কখনও অজ্ঞান, কখনও জ্ঞান এই অবস্থায় কথা নাকে লাগিয়াছে অতি কষ্টে কথা বলে—অর্দ্ধেক কথাও বুঝা যায় না। সামান্য সামান্য ছানার জল, বার্লির জল ইত্যাদি দেওয়া হইতেছে। জলের মত দুর্গন্ধযুক্ত অতি অল্প মল অসাড়ে মলদ্বার হইতে নির্গত হইতেছে। পেটে সামান্য ফাঁপা আছে—এবং পৃথকভাবে বেশী পরিমাণে জল পান করিতে চাহিতেছে। জ্বর ৯৮ ডিগ্রী, নাড়ীর গতি অতি দুর্ব্বল—মিনিটে ষাট বার ও শ্বাস প্রশ্বাস মিনিটে ২৪ বার চলিয়াছে। প্রথমে একমাত্রা **সালফর ২০০** দিব ভাবিলাম, কিন্তু এগ্রাবেসান

অর্থাৎ ঔষধের বৃদ্ধি হইলে এই অবস্থায় রোগিণী সহ্য করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ করিয়া একমাত্র **আর্জ্জেণ্টস্ নাইট্রিকম** ২০০ লক্ষণানুযায়ী দিলাম। মঙ্গলময় শান্তিদাতার দয়াতে এই ঔষধে উপকার হইলে **সলফর** ২০০ সমন্ধে পরে বিবেচনা করা যাইবে। পথ্য পাতলা জল বার্লি বার বার দুই চার ঝিনুক করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলাম। বিছানা পরিবর্ত্তন করিয়া খুব সাবধানে নরম বিছানা করিয়া দিতে বলিলাম। বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুইবার বাহ্যে হইল? রাত্র ৯টায় খবর পাইলাম সশব্দে একটু ঘন হলুদ রংএর বাহ্যে হইয়াছে—দুর্গন্ধ কম, জ্বর ৯৭ ডিগ্রী। বার্লি যাহা সামান্য সামান্য দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল রোগিণী এখন নিজে চাহিয়াই একটু বেশী খাইতে চাহিতেছে। কোন কোন সময় সবুজ রংএর আম মিশ্রিত জলও আছে—ইত্যাদি আমি গিয়া দেখিলাম সশব্দে বায়ুর সঙ্গে মল নিঃসরণ হওয়ার পর হইতে পেট একেবারে নীচু হইয়া আছে। রোগিণী বলিল, অনেকদিন এমন ক্ষিধা হয় নাই। ৪ আউন্স বার্লি দিত, তাহাও সারাদিনে খাইতে পারিতাম না। রোগিণী আগ্রহ করিয়া আমাকে বার বার বলিল—এখন আমার সামনে একবাটী বার্লী একটু লেবুর রস নুন ও মিশ্রি মিশাইয়া খাইবে আমি যেন আপত্তি না করি। আমি বিশেষ চিন্তিত হইলাম—এ অবস্থায় একবাটি বার্লী খাইয়া আবার পেট ফাঁপিলে কি উপায় করিব? যাহা হউক শান্তিদাতার দোহাই দিয়া একবাটী বার্লী মিশ্রি নুন,

লেবুর রস মিশাইয়া রোগিণীর ইচ্ছামত খাইতে দিলাম। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শায়িত অবস্থায় থাকিয়াই নিজ হাতে বাটি ধরিয়া সমস্ত বার্লিটুকু খাইল। কয়েকটা সুগারের পুরিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিবার সময় বলিয়া আসিলাম—রাত্রিতে পেট ফাঁপিলে যেন অগৌণে আমাকে সংবাদ দেয়। রাত্রিতে কোন সংবাদ পাইলাম না। ভোর বেলায় গিয়া দেখি রোগিণীর মুখের চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সারারাত্রি নির্বিঘ্নে ঘুমাইয়াছে। শেষরাত্রে একবার ঘন হলুদ রংএর বাহ্যে হইয়াছে। আমাকে দেখাইবার জন্য মল রহিয়াছে। আমি মলের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। পরিষ্কার মল—মিউকস্ (আম) নাই, দুর্গন্ধ নাই। রোগিণীর অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে—সহ্য করিতে পারিতেছে না। আমি বসিয়া থাকিয়া পূর্ব্ববৎ এক বাটী বার্লি খাওয়াইলাম। রোগিণীর স্বামী বলিলেন—বহুদিন রোগিণীর এমন ক্ষুধা হয় নাই—এমন বাহ্যেও হয় নাই। পূর্ব্বের দেওয়া পূরিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। রোগিণী নিজেই বলিল—খুব সুস্থ বোধ করিতেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল বাঁচিবে ত? আমি বলিলাম, হাঁ, মা। নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন, রোগ ত' মানুষেরই হয়। বহুদিন স্নান করে না—আজ অন্ততঃ মাথা ধুয়াইয়া গা মুছাইয়া দিতে বলিলাম। তাহাই হইল—রোগিণী শান্তিতে প্রায় ৩ ঘণ্টা ঘুমাইল। একবার প্রস্রাব হইল। পুনরায় এক বাটী বার্লি খাইল। দিনে ২বার ও সন্ধ্যায় ও বেশী

রাত্রে মোট ৪ বাটী বার্লী খাইল। সন্ধ্যার সময় একবার ও রাত্র ১১টায় একবার এবং শেষরাত্রে একবার বাহ্য হইল। দুইবার পৃথকভাবে প্রস্রাব হইল। জ্বর নাই। ৯৭° ডিগ্রির উপর উঠে নাই। নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে সত্তরবার ও শ্বাস প্রশ্বাস কুড়িবার হইল। তিনদিন শুধু সুগারের পুরিয়া খাইতে দিলাম, বাহ্যে দিবারাত্রে চারিবার পাঁচবার হয়। রোগিণী স্নান করিবার জন্য বিশেষ ঝোঁক ধরিল—অগত্যা বসিয়া বসিয়া স্নান করিতে দিলাম এবং একবার গলা ভাত ও মাগুর মাছের একটু ঝোল দিয়া খাইতে দিয়া দেখিলাম একরকমই আছে, অন্য সময় জল বার্লী। প্রত্যহ সামান্য স্নান ও দুপুর বেলা সামান্য মাছের ঝোল ও গলা ভাত রোগিণী যতটুকু তৃপ্তিতে খাইতে পারে খাইবে। এইভাবে সাতদিন কাটিয়া গেল। সাতদিন এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া বিশেষ লক্ষ্য করিলাম—**আর্জেণ্টম্‌নাইট্রিকম** ২০০ দেওয়ার পর—

১। অত্যন্ত ক্ষিধা, ভোর রাত্রে বাহ্যে যাওয়া। স্নানের জন্য একান্ত আগ্রহ। (যদিও সল্‌ফরের রোগী স্নান করিতে চায় না) এখানে তাহার বিপরীত। নানাবিধ ঔষধ, কবিরাজী, এলো-প্যাথী ইত্যাদি অত্যন্ত বেশীমাত্রায় ঔষধ পড়িয়া তাহার অপব্যবহারে অন্ত্রের এরূপ অবস্থা। সূতিকারোগ অর্থাৎ অন্ত্রের ক্ষয়রোগে অন্ত্রের যে দুর্ব্বল অবস্থা ঘটে তাহাতে যত ঔষধ পড়ে তত অন্ত্রের উত্তেজনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া রোগ আরও জটিল ও দুরারোগ্য হইয়া উঠে। এই সমস্ত অবস্থা

ভাবিয়া এবং এই সাতদিনে রোগিণীর একটু শক্তি হওয়ায় সলফরের বৃদ্ধি হইলেও সামলাইতে পারিবে ইত্যাদি ভাবিয়া এবং গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া শান্তিদাতার শক্তি ঔষধ একমাত্রা **সলফর** ২০০ রোগিণীকে খাইতে দিলাম—এবং ৪ ঘণ্টা অন্তর সুগারের পুরিয়া খাইতে দিলাম—সলফরের বৃদ্ধি সামান্য হইলেও একদিন পর হইতেই বিশেষ উপকার হইতেছে। কিন্তু হজমশক্তি যতক্ষণ ঠিক না হইবে দুধ ও মাছ মাংস ইত্যাদি কিছুই হজম হইবে না। দিবা-রাত্রে ৩।৪ বার নরম বাহ্যে হইতেছে—রক্তশূন্য, দুর্ব্বল—পা একটু ফুলিয়াছে। **চাইনিনম্ আর্স** ৩০ দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম—সামান্য সামান্য উপকার হইতেছে কিন্তু হজম হইতেছে না। মধ্যে দুই দিন ৬।৭ বার করিয়া পাতলা বাহ্যে হইল। যে কোন রোগ হোমিওপ্যাথী ঔষধে আরোগ্য হয়। চিকিৎসার নিয়ম হইল—রোগ আরোগ্য করা। পথ্যাতে স্বাস্থ্য দিবে। পথ্য হজম করার জন্য ব্যবস্থা—হোমিওপ্যাথী ঔষধে যাহা আছে—এই রোগিণী বিশেষতঃ সূতিকা রোগিণীর পক্ষে যাহারা রোগে আক্রমণের সময় হইতেই উগ্র ঔষধ খাইয়া রোগকে দুরারোগ্য করিয়া ফেলে তাহাদের জন্য আশু ফলদায়ক কম মাত্রায় যে কোন ঔষধে উপকার হয়, তাহাই দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া **হিউলেটের লাইকর বিসমাথ উইথ পেপসিন্‌কম্ ওপিও** পেটেণ্ট ঔষধটি আহারের পর এক চামচ করিয়া জলের সঙ্গে খাইতে

দিলাম, আশ্চর্য্য উপকার হইল। আমি হোমিওপ্যাথী ঔষধ কখনও **চায়না ৩০** কখনও **নক্সভমিকা ৩০** খাইতে দিতাম। এই নিয়মে ব্যবস্থায় চারিমাসে রোগিণী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী হইয়াছে। আরও ৩টী সন্তান হইয়াছে।

১২৯। হরিপদ শাস্ত্রার স্ত্রী, বয়স ২৮ বৎসর। কামারকুণ্ডু, গ্রাম—হুগলী জেলা। চারিটি সন্তানের মা। পল্লীগ্রামের লোক, খুব পরিশ্রমী, স্বাস্থ্য ভাল ছিল। আড়াই বৎসর পূর্বে সন্তান হইয়াছে। তাহার দুই মাস পর হইতে বদহজম দেখা দিল। দিবারাত্রে ৭।৮ বার পাতলা বাহ্যে হইতেছে— কিছুই খাইয়া হজম করিতে পারিতেছে না। সূতিকা রোগ হইয়াছে। প্রথমে একমাস টোটকা চিকিৎসায় ফল না হওয়ায় কবিরাজী চিকিৎসা ছয় মাস হইয়া বিফল হইল। দিনে দিনে দুর্ব্বল ও অস্থিচর্ম্মসার হইল—মাথাঘোরা প্রবল হইল—সংসারে দ্বিতীয় কেহ নাই— যে তাহাকে সাহায্য করিবে। স্বামী লিলুয়া রেলওয়ের ওয়ার্কশপে কাজ করে—ভোরবেলা ৭টায় কাজে যোগ দিতে হয়। রাত ৪টায় নিদ্রা হইতে উঠিয়া স্বামীর জন্য রান্না করিতে হয়। ইহা নিয়মে অভ্যাস হইয়াছিল। রোগিণী এই সূতিকা রোগে আক্রান্তা হইলে—রাত্রিতে ৪।৫ বার বাহ্যে যাওয়ার জন্য উঠিতে হয়—অনিদ্রা, তাহার উপর শেষরাত্রে রান্না ইত্যাদি করিয়া

স্বামীকে ভোর ৬টার মধ্যে খাওয়াইতে হইত। দিনের বেলায় যে সময়টুকু ঘুমাইত—তাহার উপর সংসারের যাবতীয় কাজ করিয়াও স্বাস্থ্য ভালই ছিল। সূতিকা রোগে তাহাকে এরূপ অবস্থা করিয়াছে। এলোপ্যাথী চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। চারিমাস গ্রামের এলোপ্যাথী ডাক্তার চিকিৎসা করিলেন। রোগিণীর অবস্থা ক্রমে আরও খারাপ হইল—সিংগুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দিল। আট মাস যথাসাধ্য চিকিৎসা হইতেছে—আট মাসে প্রায় এক শত টাকার নানারকম ঔষধ তাহার স্বামী ব্যবস্থামত বাহির হইতে কিনিয়া দিয়াছে। সকলই বিফল হইল। আরও দুই মাস চিকিৎসা হইল—সুফল কিছুই হইল না বরং একটা ইন্‌জেক্‌শন পাকিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইল। অপারেশন করা হইল। দশদিন পর পুনরায় অপারেশন হইল। এইভাবে আরও একমাস পর—টি, বি, হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়া ফটো তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। এক্স্‌রের ফটোতে কোন দোষ পাওয়া গেল না; সামান্য জ্বর, কাশি ও হার্টের প্যালপিটেশন দিনে দিনে প্রবল হইতেছে দেখিয়া রোগিণীর স্বামী অতিশয় চিন্তিত হইয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—এরূপ হইতেছে কেন? এই কথায়ই ডাক্তারবাবু অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া ধম্‌কাইয়া বলিলেন—“তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার কে? আমি কি তোমাকে কৈফিয়ৎ দিব? তোমার রোগী এক্ষুনি লইয়া যাও।” এই বলিয়া তখনই রোগিণীকে ছুটী দিল। অতি কষ্টে বাড়ী আনিয়া পরদিন হইতে পুনরায় কবিরাজী চিকিৎসা

করাইয়া তিন মাসে বিশেষ কিছু উপকার না পাইয়া অনিচ্ছা-সত্বেও পুনরায় চুঁচুড়া হাসপাতালে ভর্ত্তি করিল। দুই মাসে কিছুই উপকার হইল না দেখিয়া রোগিণীর স্বামীকে বলিল—টি, বি, রোগী এখানে বিশেষ চিকিৎসা হইবে না—এবং এখানে টি, বি, রোগী রাখিবার ব্যবস্থাও নাই—তাহাকে টি, বি, হাসপাতালে দাও। এক্স্‌রের ফটো দেখানো হইল, ডাক্তারবাবু দেখিয়া বলিলেন—সকল সময় ছবিতে পাওয়া যায় না। রোগিণীকে ছুটী দিলেন। বাড়ী গিয়া কয়েকদিন পর—আমাকে ডাকিলেন। আমি গিয়া রোগিণীর অবস্থা দেখিলাম—অস্থিচর্ম্মসার, জ্বর ৯৯° ডিগ্রি, খুক্‌খুকে কাশি, হার্টের প্যালপিটেশন, এক একবার দম্ আট্‌কাইয়া যায়। দিবারাত্রে ৭।৮ বার পাতলা বাহ্যে, কোন সময় জলের মত বর্ণহীন—কোন সময় হলুদগোলা জল। আমি গিয়া যে মলটা দেখিলাম—হলুদ গোলা জলের মত, সামান্য দুর্গন্ধ ও সামান্য পেট ফাঁপা। তাহার স্বামীর বাচনিক শুনিলাম, '৩।৪ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাল কাল রংএর বাহ্যে হইয়াছে, তাহাতে সিকনির মত থাকিত। মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, রক্তশূন্যতা, অরুচি। খাওয়া সামান্য কাঁচা কলা ও সিঙ্গি মাছের ঝোল একবার। আর দুই তিনবার পাতলা জল বার্লি—তাহাতেও এত বাহ্যে কোথা হইতে আসে? ডাক্তারী মতে দুই হাসপাতাল হইতেই বলিল—রোগীর টি, বি, এত টাকা খরচ করিয়া ছবি উঠান হইল, ছবিতে কিছু পাওয়া গেল না অথচ ডাক্তার বাবুরা বলেন, টি, বি।" আমি

বলিলাম যে ডাক্তার বাবুরা টি, বি বলিয়াছেন এক দিকে তাহা ঠিকই—টি, বি = টিউবার্কুলসিস = ক্ষয়। যে কোন ক্ষয়রোগকেই টি, বি বলিবার একটা ফাঁকি কথা আছে, তাহা কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে হইবে। যেমন মেরুদণ্ডের টিবি—স্পাইন্যাল-টিউবার্কুলসিস হাড়ের টি, বি, বোন টিউবার্কুলসিস—হাড়ের ক্ষয়। ফুস্ফুসের টিউবার্কুলসিস যাহা ডাক্তারগণ সচরাচর বলেন—পাল্মুনারী টিউবার্কুলসিস্। অন্ত্রের টিবি = অন্ত্রের ক্ষয়—ইণ্টেষ্টাইন্যাল টিউবার্কুলসিস = সূতিকা বলিয়া খ্যাত। এই সকল টিবি—টিউবার্কুলসিস = ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে আমি বিস্তৃতভাবে 'সরল হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা' পুস্তকে লিখিয়াছি। এই রোগিণীকে দেখিয়া আসিয়া শুধু সূতিকা সম্বন্ধেই লিখিতেছি :—এই রোগ নির্দ্দোষে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়। সন্তান প্রসবের পর—সাধারণতঃ ছয় মাস—অর্থাৎ পুনরায় ঋতুস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে এবং আয়ুর্ব্বেদ মতে আঠার মাস পর্য্যন্ত সময়কে সূতিকাক্ষেত্র বলে। যাহা হউক পুনরায় ঋতুস্রাব না হওয়ার সময় পর্য্যন্ত হজম-শক্তি খুব দুর্ব্বল ও অন্ত্র ও তাহার গ্ল্যাণ্ড—পেয়ার্স প্যাচেজগুলি দুর্ব্বল থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তার আশ্চর্য্য নিয়ম যে গর্ভে সন্তান থাকা সময়ে গর্ভিণীকে যত গুরুপক্ব বলকারী বস্তু খাইতে দিলে অনায়াসে হজম করে—ইহাতে মা এবং গর্ভস্থ শিশু দুইই শক্তি পায়, এজন্যই সর্ব্বদা গর্ভাবস্থায় বলকারী ডবল খাওয়া দিতে হয়। আর্য্য ঋষিগণ—পঞ্চামৃত, সপ্তামৃত, সাধভক্ষণ

ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—ইহাতে মা এবং সন্তান উভয়েরই মঙ্গল হয়। পঞ্চামৃত সপ্তামৃততে গর্ভস্থ শিশু নীরোগ হয় এবং মায়েরও দুর্ব্বলকারী কোন রোগ হইতে পারে না। সন্তান প্রসবের দুই একদিন পূর্ব্বেও গুরুপক্ক খাদ্যতে সাধভক্ষণ করিয়া অনায়াসে হজম করিবে। প্রসবের পরেই অতি সাবধানে খুব লঘু পথ্য দিতে হয় নতুবা হজম করিতে পারে না। প্রসবের পরে ছয় মাস আট মাস পর্য্যন্ত লঘু অথচ বলকারী পথ্য দিতে হয়। এই সূতিকাক্ষেত্রে যে কোন ব্যারাম বিশেযতঃ বদ্‌হজম ইত্যাদি রোগ হইলে অতি সহজেই দুরারোগ্য হইয়া রোগিণী ভুগিতে থাকে, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। ডাক্তারবাবুরা আর একটা সর্ব্বনাশ করেন—প্রথম হইতেই মায়ের স্তন্যদুধ শিশুকে খাওয়াইতে নিষেধ করেন। আমার মত ক্ষুদ্রের ধারণা মায়ের স্বাস্থ্য বিশেষ খারাপ না হইলে মায়ের বুকের অমৃত খাওয়া বন্ধ করা বিশেষ অন্যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই মায়ের স্তনে দুধ দিয়া রাখিয়াছেন—নির্দ্দোষ শিশু কি তাঁহার শত্রু। তাহাদের জন্য মায়ের বুকের অমৃতের সঙ্গে বিষ দিবেন? তিনি মঙ্গলময়। সর্ব্বাগ্রে মায়ের রোগ আরোগ্য করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। মঙ্গলময় শান্তিদাতার নিকট মনে প্রাণে মায়ের রোগমুক্তির জন্য ঠিক ব্যবস্থার প্রেরণা করিবার জন্য প্রার্থনা করিবেন। স্থিরচিত্তে ঔষধ নির্ব্বাচনের শক্তি তিনিই দিবেন। ঔষধ তাঁহার শক্তি—তাঁহারই দয়াতে রোগী আরাম হয়—মা এবং সন্তান উভয়ের জন্য চিকিৎসককে

সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। হরিপদ বাবুকে বলিলাম—মঙ্গলময় শান্তিদাতার দয়াতে রোগিণী রোগমুক্ত হইবে। রোগিণী কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে তাহার রোগের সমস্ত অবস্থা বলিতেছে। আমি রোগিণীকে বলিলাম—মা! তুমি আমার মেয়ে—তুমি নিশ্চয়ই রোগমুক্ত হইবে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ শরীরে স্বামী পুত্র কন্যা লইয়া সুখে সংসার কর, রোগ ত মানুষেরই হয়। আমি প্রথম দিনে এক মাত্রা **সলফর ২০০** দিয়া তিন দিন পর হইতে সাত দিনের জন্য একুশ পুরিয়া **নেট্রাম সলফ্ ৩০** খাইতে দিলাম। রোগ বৃদ্ধি অর্থাৎ ঔষধের বৃদ্ধি হইতে পারে—ভয়ের কারণ নাই, পরবর্ত্তী ঔষধ নিয়মমত চলিবে। পথ্য—মাগুর, সিঙ্গি কই ইত্যাদি জীবন্ত মাছের ঝোল, কাঁচা পেঁপে, কাঁচা কলা সামান্য দিবে। খুব সিদ্ধ হইয়া মাছ, কলা, পেঁপে গলিয়া যাইবে। গলা ভাত, সামান্য একটু ঘরে তৈরী ঘোল ভাতের সঙ্গে খাইবে, রাত্রিতে জলবার্লি—অথবা সুবিধা থাকিলে যবের মণ্ড। দশ দিন পর সংবাদ দিতে বলিয়া আসিলাম। দশ দিন পর রোগিণীর স্বামী আসিয়া বলিল—প্রথম দিন ঔষধ ১ মাত্রা খাওয়ার দিন রাত্রে জ্বর ১০১° ডিগ্রি হইয়াছিল, পরদিন হইতে কমিয়া ক্রমে ৯৬° ডিগ্রিতে দাঁড়াইয়াছে—কম বেশী নাই, কাশি নাই বলিলেই হয়। বাহ্যে দিন রাতে ৫।৬ বার হয়—হজম হয় না। এত চট্‌কাইয়া দেওয়া হয় তবুও বাহ্যের সঙ্গে এই সকল জিনিষ বাহির হয়। ঘোলটা খুব আগ্রহের সহিত খায়, বেশী দেওয়া

যাবে কি না ? ক্ষুধা হয় না। বুকের ধড়্ফড়ানি এক রকমই আছে—পূর্ব্ববৎ দম আট্‌কাবার মত ২।১ বার হয়। পথ্যের ব্যবস্থা—তুপুরবেলা গলা ভাত একটু, মাছসিদ্ধ চট্‌কান—তরকারী বাদ। ভাতের সঙ্গে ঘোল খাইবে—পৃথকভাবেও সারাদিনে অন্ততঃ তুই গেলাস ঘোল খাইবে—ঘরের গাইতুধের তৈরী পাতলা হওয়া চাই। ঔষধ পুনরায় **নেট্রম সলফ্ ৩০** দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম। **হিউলেটের মিক্শ্চার উইথ ওপিয়ম** তুপুরে ও রাত্রে খাওয়ার পর খাইতে দিলাম। সাত দিন পর হরিপদ বাবু আসিয়া বলিলেন—রোগিণী অনেক ভাল আছে—দিনে রাতে ২ বারের বেশী বাহ্যে হয় না, ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে। বুকের ধড়্ফড়ানি এক রকমই আছে। **চায়না ৩০** দিনে ৩ বার, প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১০ ফোঁটা করিয়া **নলিনল** এবং তুবেলা আহারের পর হিউলেট মিকশ্চার খাইবে। তুবেলা গলা ভাত—মাছসিদ্ধ, ঘোলভাত ও ঘোল খাইতে দিলাম। মঙ্গলময় শান্তিদাতার কৃপায় ক্রমে রোগমুক্ত হইয়া রোগিণী সংসারের কার্য্য করিতেছে।

১৩০। বীণা—বাইশ বৎসর বয়স। ৬৮ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট—রমেশ মিস্ত্রির ভাগিনী। তুইটী সন্তানের জননী। ছোটটীর বয়স নয় মাস। নবদ্বীপ শ্বশুর বাড়ী।

চাষী গৃহস্থ পরিবার। স্বামী ছুতার মিস্ত্রির কাজ করে। ঘরের বৌ লক্ষ্মীর সূতিকা রোগ হইয়া ক্রমে শয্যাশায়িনী হইল। ইহার উপরও বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত লোকদিগের নিয়মে যাহা হয়—রান্না ইত্যাদি তাহার শক্তিতে যাহা সাধ্য করিতেছে—রোগের জন্য সামান্য সামান্য চিকিৎসা করান হইতেছে। রোগিণীর মা সংবাদ পাইয়া মেয়েকে দেখিতে গিয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া দুইটী শিশু সন্তানসহ মেয়েকে লইয়া আসিল। হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিক্সা করিয়া বরাবর আমার ডাক্তারখানায় আসিয়া মেয়েকে বেঞ্চিতে শোওয়াইয়া দেওয়া-মাত্র অজ্ঞান হইয়া গেল। দশ মিনিট পর জ্ঞান হইলে—পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—অস্থিচর্ম্মসার, হার্টের প্যাল্‌পিটেশন মিনিটে ১৩০, টেম্পারেচার ৯৭°, শ্বাসপ্রশ্বাস ৩০, রক্তশূন্য। রোগিণীর বাচনিক জানিলাম দিবারাত্রে ৮।১০ বার বাহ্যে হয় পাতলা আমযুক্ত। পেটে সর্ব্বদাই সামান্য বেদনা থাকে। পিপাসা খুব বেশী, অরুচি, সামান্য পেট ফাঁপা থাকে। পথ্যের কোন নিয়ম নাই। বর্ত্তমানে কিছু খাওয়ার কথা মনে হইলেও বমির ভাব হয়। দুইদিন বমিও হইয়াছে। শ্বশুর বাড়ীর সকলে এমন কি স্বামী পর্য্যন্ত তাহাকে অবহেলা করিতেছে। রোগিণীকে এক ঘণ্টা শোওয়াইয়া রাখিয়া পাতলা জলবার্লি খাওয়াইলাম। ঔষধ—**কল্‌চিকম্ ৬**, চারিঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। পথ্য—জলবার্লি এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম ব্যবস্থা করিলাম। ২৪ ঘণ্টায় ৩ বার বাহ্যে হইল, ঘুম হইয়াছে, পেটের বেদনা ও ফাঁপা এবং

বাহ্যের সঙ্গে আম নাই। **কলচিকম্ ৬.** চারি ঘণ্টা অন্তর এবং জল বার্লিই ব্যবস্থা রহিল। পরদিন একই ঔষধ এবং পথ্য—সামান্য ঘোল ব্যবস্থা করিলাম। পরদিন ঘোল একটু বেশী দিতে বলিলাম। ঔষধ পথ্য পূর্ব্ববৎ। দুপুরবেলায় গলা ভাতের সঙ্গে কাচকলা শিং মাছ সিদ্ধ করিয়া চট্‌কাইয়া দিতে বলিলাম। সন্ধ্যাবেলায় একবার বার্লি খাইয়াছে, রাত্র ১০টায় রোগিণীর মামা আসিয়া কাঁদিতেছে—রোগিণী এখনই মারা যাইবে পেট ফাঁপিয়াছে—সামান্য বাহ্যে যাহা হইয়াছে—মলের সঙ্গে দুপুর বেলার খাওয়ার জিনিষ আস্ত ভাত কাচাকলা চট্‌কান যাহা দেওয়া হইয়াছিল এই সমস্ত বাহির হইয়াছে, দুপুরবেলা গলা ভাত না দিয়া নরম ভাত দিয়াছিল ইত্যাদি। রোগিণী অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে–অসাড়ে পাতলা জলের মত দুর্গন্ধযুক্ত মল গড়াইয়া পড়িতেছে। **নলিনল ১০ ফোঁটা** সামান্য জলের সঙ্গে মুখে দিলাম। আধঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান হইল। এক মাত্রা **চায়না ৩০** ও আধঘণ্টা পর **ইনাথোড়া ৬** পর পর চারি মাত্রা দেওয়া হইল। রোগিণী ঘুমাইয়া পড়িল। ৪ দিন জলবার্লি, যবের মণ্ড এবং ঘোলের ব্যবস্থা রাখিলাম। দিনে ৩ বার করিয়া **নলিনল** প্রতিবারে দশ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে খাইতে দিলাম। দুপুরবেলা গলা ভাত ও মাছ সিদ্ধ ব্যবস্থা দিলাম। হজম হয় নাই—ঢেকুর উঠিতেছে ঢেকুরের সঙ্গে দুপুর বেলার মাছ সিদ্ধের গন্ধ। পেট ফাঁপা আছে। **কার্ব্বোভেজ ২০০** এক ঘণ্টা অন্তর দুই মাত্রা দিলাম। সমস্ত উপসর্গ কমিল,

রাত্রে কিছুই খাইতে দিলাম না। বাহ্যে হয় নাই, অস্থিরভাবে ঘুম হইয়াছে। প্রাতে জল বার্লি, ঘোল, দুপুরবেলা গলা ভাতের সঙ্গে ঘোল মাখাইয়া খাইতে দিলাম। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাইলাম—হজম হইয়া ক্ষিধা হইয়াছে। যবের মণ্ড একবার খাওয়াইতে বলিলাম। পরদিন প্রাতে পাতলা বাহ্যে হইয়াছে —অন্যান্য উপসর্গ এক রকম। এক মাত্রা **সলফর ২০০** দিলাম। রোগিণীর অবস্থা প্রায় একই রকম রহিয়াছে—অত্যন্ত পিপাসা হইতেছে—রোগিণী নিজেই সরবৎ খাইতে চাহিতেছে—আমি এক গেলাস ঘোলের সরবৎ দিতে বলিলাম। বেলা চারিটার সময় আধ সের সরবৎ দেওয়া হইল। দুই বারে খাইল। রাত্রে আর কিছু খাইতে দিলাম না। রাত্র ১০টার সময় একবার বাহ্যে হইল। একটু ঘন মল। প্রত্যহ দুই মাত্রা **চায়না ৩০** ও **ইনাথোরা ৬** দুই মাত্রা পর পর দেওয়ার ব্যবস্থা রাখিলাম। পরদিন প্রাতে যবের মণ্ড এবং দুপুরে গলা ভাতের সঙ্গে—থানকুনি পাতার সহিত কৈ মাছ সিদ্ধ করিয়া সুক্ত ঝোল দিয়া সামান্য খাইতে দিয়া কতকটা গলা ভাত ঘোলের সঙ্গে খাইতে দিলাম। —প্রাতে ও সন্ধ্যায় দশ ফোঁটা করিয়া **নালিনল** এবং দুপুরে ও রাত্রে **হিউলেটের মিক্‌চার উইথ ওপিয়াম** পথ্য খাওয়ার পর খাইতে দিলাম। **চায়না ৩০** চারি ঘণ্টা অন্তর খাইবার ব্যবস্থাও রহিল। ক্রমে পথ্যের ব্যবস্থা দুবেলা মাছের ঝোল ভাত ও একবার ঘোল এবং একবার বার্লি বা যবের মণ্ড খাইতে ব্যবস্থা দিলাম। এই অবস্থায়ও কোলের শিশুর মাতৃস্তন্য

বন্ধ করি নাই। তিন মাসে রোগিণী রোগমুক্ত হইয়া ক্রমে সুস্থ ও সবল হইতেছে। রোগিণীর স্বামী মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যায়। আমি অন্ততঃ এক বৎসর মায়ের কাছে থাকিতে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম। সম্প্রতি মঙ্গলময় শান্তিদাতার কৃপায় সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে।

১৩১। রামধন খাঁ লেন—শোভাবাজার—জ্ঞানদা দাসী (ছোট জ্ঞানদা) বয়স ২৩ বৎসর। খুব পরিষ্কার রং, গঠন সুন্দর। ছয় মাস যাবৎ রক্তস্রাব রোগে ভুগিতেছিল—কবিরাজী চিকিৎসা চলিয়াছে—রোগ না সারিতেই বেরিবেরি রোগে আক্রান্তা হইল। হার্ট খারাপ হইয়া হাঁপানির মত হইল—দিবা রাত্র টান হইতেছে—কাশির বিরাম নাই। বিছানায় শুইলেই কাশি বেশী হয়। প্রথমে ছয় মাস এবং বেরিবেরি হওয়ার পর দুই মাস মোট আট মাস কবিরাজী চিকিৎসায় বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া কোনও রূপ বিশেষ উপকার না পাইয়া, পর পর তিন জন এলোপ্যাথী ডাক্তার নানারূপ চিকিৎসা করিলেন। সকলই বৃথা হইল। আমার ডাক আসিল। গিয়া দেখিলাম—১। রোগিণী শয্যাগত, ২। জ্বর—৯৯।১০০° ডিগ্রি—দিবারাত্র বিরাম নাই। ৩। শ্বাসপ্রশ্বাস চল্লিশ। ৪। অরুচি, ৫। দিন রাতে বাহ্যে ২।১ বার হয়। নরম থসথসে—পরিমাণ কম।

৬। কাশি ৭। হাঁপানির মত টান—দিবারাত্র চলিয়াছে। ৮। শুইলেই কাশি বেশী হয়। ৯। কফের সঙ্গে কখনও ছিটা ছিটা কখনও ফেনা ফেনা রক্ত। ১০। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। ১১। চক্ষুর তারকা বিস্তৃত। ১২। নাসিকা (পয়েণ্টেড) সরু হইয়াছে। ১৩। মাঝে মাঝে সামান্য রক্তস্রাব হয়। ১৪। কথা কহিতে কষ্ট হয়। ১৫। মাথায় লম্বা চুল—এখন উঠিতেছে। ১৬। **রোগিণীর মৃত্যুভয় হইয়াছে**। আমাকে এক্স্‌রের ফটো দেখাইল। ১৭। পাল্মোনারী থাইসিস্ অর্থাৎ বুকের যক্ষ্মা বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছে। উভয় ফুস্‌ফুসেই দোষের ছায়া পড়িয়াছে। সমস্তই দেখিলাম, শুনিলাম। শান্তিদাতার নিকটপ্রার্থনা করিলাম, গুরুদেবের স্বর্গীয় আত্মার নিকট প্রার্থনা করিলাম। আমার প্রথম লক্ষ্যই হইল—রোগিণীর মৃত্যুভয় দেখা দিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে চরক ঋষি বলিয়াছেন—রাজযক্ষ্মা অর্থাৎ অসাধ্য যক্ষ্মা রোগে যাহাতে মৃত্যু নিশ্চিত—সেই রোগীর মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্ব্ব পর্যান্ত মৃত্যুভয় হয় না। ঋষিবাক্য কি মিথ্যা হইবে? আমি মনে যেন নূতন প্রেরণা পাইলাম—এই রোগিণী বাঁচিবে। **ফস্ফোরস্ ৬** প্রাতে সন্ধ্যায় দুই মাত্রা খাইতে দিলাম—এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্ক ডেভিচের ক্রিয়োজুটেড্ কড্‌লিভার অয়েল দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা রহিল। পরদিন হইতে ৭ দিনের জন্য **হাইয়ো-সাইয়েমস্ ৩০** দিনে তিনবার করিয়া খাইতে দিয়া—হার্টের জন্য নলিনল ১০ ফোঁটা করিয়া দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিয়া বিশেষ উপকার হইল। একাদিক্রমে তিন মাস চিকিৎসা ও বলকারী

পথ্যাদি দেওয়াতে মঙ্গলময়ের কৃপায় রোগিণী রোগমুক্ত হইয়া শান্তি পাইল। আমার প্রাণেও শান্তি পাইলাম।

১৩২। ইলা মেথরাণী—বয়স ৩০ বৎসর (শোভাবাজার বাজারের দক্ষিণ মেথরপল্লী, দুই বৎসর একাদিক্রমে জ্বর, কাশি, কফের সঙ্গে রক্ত—রক্ত ও কফে ফেনা বুদ্বুদ, ইত্যাদিতে ভুগিতেছে—জ্বর কম বেশী লাগিয়াই আছে—শরীর শুকাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে একটি সন্তান হইয়া আর সন্তান হয় নাই। স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। মাসিক ঋতু স্রাবের কোন দোষ ছিল না। এই দুই বৎসর ঋতুস্রাব হয় না। কর্পোরেশনের ডাক্তার প্রথম এক বৎসর চিকিৎসা করিয়াছিল। উপকার না হওয়ায় যথাসাধ্য খরচ করিয়া প্রাইভেট চিকিৎসা করাইতেছিল। এক্স্‌রে করিয়া ফুস্‌ফুসের ক্ষয়রোগ অর্থাৎ যক্ষ্মা রোগ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। ২৭ বৎসর পূর্ব্বে নূতন কোন ইন্‌জেক্‌শন বাহির হয় নাই। ক্যাল্‌সিয়ম ক্লোরাইড বহু ইন্‌জেকশন হইল। প্রথমে ৮৩'২ পরে ৪'৫ কোনই ফল হইল না। ঘটি বাটী বিক্রয় করিয়া ও রোগিণীর স্বামীর মাহিনা হইতেও যথাসাধ্য খরচ করিয়া কোনরূপ উপকার না পাইয়া হতাশ হইয়া রোগিণীকে দেশে পাঠান স্থির করিয়া একবার আমাকে দেখাইতে লইয়া আসিল। রিক্সা হইতে নামাইতে যাইবামাত্রও একবার

একটু রক্ত কফের সঙ্গে উঠিল। আমি রিক্সা হইতে নামাইতে বারণ করিয়া রোগিণীকে সেই অবস্থায়ই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ও সমস্ত অবস্থা শুনিয়া—একমাত্রা **ব্যাসিলাইনম ২০০** দিয়া ও কয়েকটী সুগারের পুরিয়া করিয়া তিন দিন পর পুনরায় ঔষধ দিব বলিয়া দিলাম এবং যথাসাধ্য বলকারী পথ্যের ব্যবস্থা করিলাম। এই রোগিণীর জন্য দিবা রাত্র শান্তিদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম—চতুর্থ দিন প্রাতে মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদের প্রেরণা মাথায় আসিল—রোগীর জীবন রক্ষা এবং শান্তির জন্য—এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী বলিয়া পৃথক পৃথক কিছু নাই, যাহাতে রোগ আরোগ্য হয় ও রোগী শান্তি পায় তাহার নামই চিকিৎসা। আমি চিকিৎসার কি জানি? যিনি শান্তি দাতা—ঔষধ তাঁহারই শক্তি—তিনি আমাকে তাঁহার শক্তি ঔষধ দিতে নিযুক্ত করিয়াছেন—আমাকে চিকিৎসক ডাক্তার বলে—তিনি তাঁহার শক্তি ঔষধ মাথায় প্রেরণা দেন—আমি ঔষধ দেই, রোগী শান্তি পাইলে তাঁহারই দয়া তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধি হয়—মনিবের সুনাম, চাকরের আনন্দ। রোগিণীর ভাগ্যে তাঁহার প্রেরণা পাইলাম—

হোমিওপ্যাথী ঔষধ তাঁহারই সূক্ষ্মশক্তি দিয়া রোগের চিকিৎসা করিব—চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইলে রোগীর স্বাস্থ্য ভাল হইয়া দেহ সবল করিতে বলকারী পথ্যের দরকার হয় এবং খাদ্য দ্রব্য সহজে পরিপাক হইয়া দেহে রস-রক্ত হয়। আমি রোগিণীর স্বামী আশুকে বলিলাম, আমি মাঝে মাঝে গিয়া

দেখিয়া আসিব—আমাকে কিছু দিতে হইবে না—তুমি চেষ্টা করিয়া রোগিণীর জন্য যাহা যাহা পথ্যের ব্যবস্থা করিব যোগাড় করিবে এবং একটা পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবস্থা করিব, তাহা খাওয়াইবে এবং আমার ঔষধ চলিবে তাহার দাম দিতে হইবে না। পার্ক-ডেভিস-কোম্পানীর ক্রিয়োজুটেড কড্-লিভার অয়েল—তিনবার আহারের পর পর এক চামচ করিয়া জলের সঙ্গে বা দুধের সঙ্গে খাইতে দিবে। তাহাই ব্যবস্থা হইল। চতুর্থ দিনে ফস্ফরাস ২০০ এক মাত্রা খাইতে দিলাম। এই দিন অন্য কোন ঔষধ দিলাম না—জ্বর আজ ১০৩° উঠিল। কাশি ও রক্ত বেশী উঠিতেছিল। রক্ত ওঠা বন্ধ করার জন্য সামান্য নুন মিশাইয়া এক এক চুমুক জল খাইতে দিলাম। পথ্য দুধ সাগু রহিল। পর দিন প্রাতে জ্বর, কাশি কম পাইল, রক্ত উঠে নাই—বুকে সামান্য বেদনা দেখা দিল। পূর্ব্বেও বুকের দুই দিকেই মাঝে মাঝে বেদনা হইত বলিল। ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। রোগিনীর জ্বর ৯৯° ডিগ্রি—কাশি কম। ৩।৪ ঘণ্টা সুনিদ্রা হইয়াছে—পথ্য দুধ সাগু। একবার ভাল বাহ্যে হইয়াছে। বিকাল বেলা জ্বর ৯৮° ডিগ্রি। খাঁটি গব্য ঘৃতের ৪।৬ খানা লুচি এবং দুধ খাইতে দিলাম। পরদিন প্রাতে আমি গিয়া দেখিলাম রোগিণী ঘুমাইতেছে—রাত্রিতেও নাকি ভালই ছিল, কাশি হয় নাই। মাগুর মাছের ঝোল ভাত ও দুধ ভাত ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ—ব্রায়োনিয়া ৩০ দিনে ৩ বার খাইতে দিলাম। মাছের ঝোল ভাত খাওয়ার পরই এক চামচ পেটেণ্ট ঔষধ

দিলাম। পরদিন প্রাতে জ্বর ৯৮° ডিগ্রি, কাশি নাই, বুকের বেদনা নাই। সকালবেলায় দুধ সাগু খাবারপর দুপুরে মাছের ঝোল ভাত সন্ধ্যার পর লুচি, হালুয়া ও দুধ খাওয়ার পর মোট দিনে ৩ বার করিয়া পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম। ব্রায়োনিয়া ৩০ দিনে ৩ বার করিয়া এক সপ্তাহ খাইতে দেওয়ার পর—**চাইনিনম্ আর্স** ৩০ খাইতে দিলাম। পথ্য—মাগুর শিঙ্গি কৈ ইত্যাদি মাছ, মাঝে মাঝে মাংস, রোজ ১টা করিয়া কাঁচা মুরগীর ডিম—আপেল কলা ইত্যাদি ফল চলিল। একমাসে জ্বর কাশি ইত্যাদি বন্ধ হইয়া—শরীরে শক্তি আসিল—চেহারা অনেক সুন্দর হইল। মুখ মণ্ডলের ছাই মাখা ভাব দূর হইরা চাকচিক্য ভাব আসিল—(যাহাকে আয়ুর্ব্বেদে ওজঃ ধাতু বলে)। ঔষধ **চাইনিনম্ আর্স** ৩০, কখনও ব্রায়োনিয়া ৩০ দিনে দুইবার করিয়া খাইতে দিলাম। আরও একমাস এইভাবে ঔষধ ও পথ্য চলিল। রোগিনীকে দেখিয়াই মনে আনন্দ হইল। এক সপ্তাহ ঔষধ বন্ধ রাখিলাম, পথ্য পূর্ব্ববৎ। রোগিনীর চলাফিরা করিতে কষ্ট হয় না। হাঁটিয়া আমার নিকট আসিয়া দেখাইয়া যায়। প্রত্যহ সূর্য্যপক্ক সরিষার তেল মাখিয়া গরম-ঠাণ্ডা জলে স্নানের ব্যবস্থা দিলাম। ঔষধ বন্ধ, পথ্য ও পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ। দুইমাস পর রোগিনীর ঋতুস্রাব দেখা দিয়া নিয়মমত হইল—কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। **চাইনিনম্ আর্স** ৩০ প্রত্যহ প্রাতে এক মাত্রা করিয়া খাইতে দিলাম। এই ভাবে বিশেষ নিয়মের সহিত আরও দুই মাস রাখিলাম। চারিমাস পর

সে পূর্ব্ব কাজে নিযুক্ত হইল। সে সুস্থ শরীরে কাজ করিতেছে। সময় মত পুত্রের বিবাহ দিয়াছে, নাতিনাতনী লইয়া সুখে বাস করিতেছে—সম্প্রতি তাহার স্বামী বিয়োগ হইয়াছে। এই রোগিণীকে যখনই দেখি তখনই মনে অত্যন্ত আনন্দ হয়। হে শান্তিদাতা মঙ্গলময়! তোমার দয়াতে যাহাকে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে দুরারোগ্য—অসাধ্য রাজযক্ষ্মা বলিয়া ভয়ে অস্থির হই তাহাও নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়।

এস্থলে আমার মত ক্ষুদ্রের এই মিনতি—প্রত্যেক চিকিৎসক যাঁহারা সত্যসত্যই রোগীর আরোগ্য ও শান্তি চাহেন এবং যে কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জনই কাম্য নয়, তাঁহারা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া হোমিওপ্যাথী মতে ঔষধ দিয়া রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিবেন এবং এই সঙ্গে এলোপ্যাথী, কবিরাজী ইত্যাদি পথ্য স্বরূপ যাহা জ্ঞান বিশ্বাস মত ভাল বুঝিবেন—দরকার হইলে তাহা ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে শান্তি দেওয়ার জন্য মনে প্রাণে চেষ্টা করিবেন—শান্তিদাতা মঙ্গলময় শান্তি দিবেন।

১৩৩। বনমালী খাঁড়া, বয়স ২৭ বৎসর, সালকিয়া, হাওড়া। টাইপ রাইটিং মেসিন মেরামতের কাজ করে। ৪ বৎসর যাবৎ ডিউডিন্যাল আল্‌সারে ভুগিতেছিল। আমার নিকট

চিকিৎসার জন্য আসিল। অস্থিচর্ম্মসার। মাঝে মাঝে পেটে বেদনা। ৪ বৎসরের মধ্যে প্রায় প্রতি মাসেই ২।৩ বার আল্কাতরার মত বাহ্যে হইয়াছে। যথাসাধ্য খরচ করিয়া চিকিৎসা করাইয়াছে। গরীব মানুষ—সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এলোপ্যাথী মতেই আদ্যোপান্ত প্রায় চিকিৎসা হইয়াছে, মাঝে কয়েকদিন কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা হইয়াছে, কিছুই উপকার না হওয়ায় শেষবারে এলোপ্যাথী চিকিৎসা হইতেছিল—ডাক্তারগণ অপারেশনের ব্যবস্থা করিলেন। রোগীর সম্পূর্ণ অমত হওয়ায় আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিল। আমার নিকট আসিবার ৪ দিন পূর্ব্বেও আল্কাতরার মত বাহ্যে হইয়াছে—আমি প্রথমেই তাহার ওজন লইলাম—৯৭ পাউণ্ড। **লেপ্টেণ্ড্রা ৬** দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিলাম—যথাসম্ভব বিশ্রাম লইতে বলিলাম। রোগী বলিল—না খাটিলে পেট চলিবে না, চিকিৎসার খরচায় নিঃস্ব হইয়াছে। অগত্যা সামান্য পরিশ্রমের কাজ করিতে বলিলাম। আল্কাতরার মত বাহ্যে হইলে অথবা ডিউডিনামের স্থানে ব্যথা হইলে এলোপ্যাথ ডাক্তারগণ বরফ লাগাইতে বলেন—আমিও তাহাই করিতে বলিলাম। পথ্য—গলা ভাত, দুধ, দুধভাত, ঝোল ভাত দুধসাগু ইত্যাদি যাহা ব্যবস্থা ছিল—তাহাই রাখিলাম—এক সপ্তাহ দিনে ৩ বার করিয়া ঔষধ খাওয়ার পর রোগী বলিল—যেরূপ বেদনা লইয়া সে আসিয়াছিল—তাহা অনেক কমিয়াছে—যেরূপ বেদনা ছিল—এরূপ বেদনা হইলেই রক্ত বাহ্যে হয়। এখন

বেদনা নাই বলিলেই চলে—এবার আর রক্ত বাহ্যে হইবে না। বর্ত্তমানে ঐ স্থানে জ্বালা ও সামান্য বেদনা হয়। আমি ১ মাত্রা **সলফর ২০০** খাইতে দিয়া ৬ দিনের জন্য শুধু সুগারের পুরিয়া করিয়া দিলাম—১৬ দিন চিকিৎসার পর ওজন দেখিলাম ৪ পাউণ্ড বাড়িয়াছে। পেটে জ্বালা নাই, মাঝে মাঝে বদ্‌হজমের মত হইয়া সামান্য বেদনা হয়—**নক্সভমিকা ৩০** দিনে ৩ বার আহারের পর খাইতে দিলাম। ৮ দিন পর রোগী দেখিলাম। নিয়মমত হজম হইতেছে। পেটের কোনরূপ বেদনা নাই। রোগীর চেহারা সুন্দর হইয়াছে, মুখমণ্ডলের চাকচিক্য ভাব ও মনের আনন্দ আসিয়াছে, ওজন ১০৭ পাউণ্ড হইয়াছে। **নক্সভমিকা ৩০** আরও এক সপ্তাহ পূর্ব্ববৎ খাইতে দিলাম—পথ্য পূর্ব্ববৎ। আটদিন পর ঔষধ বন্ধ রাখিয়া সুগার অব মিল্কের পুরিয়া খাইতে দিলাম। পুনরায় **নক্সভমিকা ৩০** পূর্ব্ববৎ খাইতে দিয়া—৮ দিন পর ৮ দিনের জন্য সুগার অব মিল্কের পুরিয়া দিলাম। দুইমাস পর ওজন লইয়া ১১০ পাউণ্ড পাইলাম। পেটের কোন রকম দোষ নাই দেখিয়া চিকিৎসা বন্ধ রাখিয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া দিলাম। বর্ত্তমানে সে নিয়মমত পরিশ্রমের কাজ করিতেছে।

১৩৪। গিরিধারী ঠকর; বয়স ৪০ বৎসর। কানপুর হইতে কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা আসে। তাহার বগলে ফোঁড়া হয়।

পাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণা হয়। মেডিক্যাল কলেজে অপারেশন হয়। কয়েকদিন পর পুনরায় অপারেশন হয়। একমাস পর প্রুফ শলাকা দিয়া দেখা গেল প্রায় ৪ ইঞ্চি নালী হইয়াছে। কিছুদিন চিকিৎসার পর তৃতীয় বার অপারেশনের ব্যবস্থা করিয়াছে। রোগী ও তাহার বন্ধুগণ অমত করিয়া চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসে, আমি **সাইলিসিয়া** ৩০ দিনে ২ বার করিয়া খাইতে দিয়া—৩নং সিনোবিন তেলের পটি দিয়া তুলার প্যাড্ করিয়া প্রেসার ব্যাণ্ডেজ দিলাম। ভিতরের **লিণ্ট** ফেলিয়া দিলাম। এক সপ্তাহ পর দেখিলাম—সামান্য উপকার হইয়াছে। ব্যাণ্ডেজ পূর্ব্ববৎ রাখিয়া **সাইলিসিয়া** ২০০ তিনদিন অন্তর দুই মাত্রা খাইতে দিলাম। সাতদিন পর দেখিলাম—আশানুরূপ উপকার হয় নাই। ব্যাণ্ডেজ পূর্ব্ববৎ রাখিয়া **সাইলিসিয়া লক্ষশক্তির ১ মাত্রা** দিয়া ৭ দিন পর দেখিলাম বিশেষ উপকার হইয়াছে প্রুফ শলা এক ইঞ্চি ভিতরে যায়। আমি আনন্দে ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া পুনরায় ১ মাত্রা সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি দিলাম—তিনদিন পর দেখিলাম প্রুফ শলা ভিতরে যায় না; কিন্তু ডিমের লালার মত সামান্য পরিমাণে রস বাহির হইতেছে, সাইলিসিয়া বেশী পড়িয়াছে—ভাবিয়া **ক্যাল্কেরিয়া সলফ** ২০০ একমাত্রা দিলাম—রস পড়া বন্ধ হইয়া রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

১৩৫। রুগ্ন—২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক। একদিন প্রাতে পূর্ব্ব রাত্রের বাসী ভাত তরকারী ইত্যাদি খাইয়া তুপুর বেলা ভাত মাছ, তরকারী, ডাল ইত্যাদি আহার করে। সন্ধ্যা বেলা হঠাৎ পেটে বেদনা হইয়া প্রচুর সমপরিমাণ মল ও রক্ত বাহ্যে হয়। সঙ্গে সঙ্গে কম্প দিয়া জ্বর আসে। বেসামাল ভাবে বাহ্যে হইয়া কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত অত্যন্ত নোংড়া হইয়াযাওয়ায় জল ঢালিয়া সমস্ত ধুইতে হয়। তাহার শুচি বায়ুর জন্য জল একটু বেশী ঢালিতে হইয়াছিল। জ্বর ১০২° উঠে। রাত্র ৯টার সময় এক ডিস্ রাব্ড়ি খায়। প্রথমেই সন্ধ্যা ৬টা হইতে **একোনাইট ১x** পাঁচ ফোঁটা করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় ৩ মাত্রা দেওয়াতে কম্প, জ্বর কম পড়ে। রাব্ড়ি খাওয়ার পর জ্বর ও পেট ফাঁপা বাড়িতে থাকে। রাত্র ১২টায় জ্বর ১০৬ ডিগ্রিতে উঠে। পেট ফাঁপিয়া শক্ত হইয়াছে, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইতেছে, বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ। চক্ষু রক্তবর্ণ, মাথায় বরফ চলিল। রোগী অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছে, আমি ঘণ্টায় ঘণ্টায় **বেলেডোনা ২০০** ও **ব্যাপ্টিসিয়া ৩০** পর পর দিতে লাগিলাম। সারারাত্রি ভোর ৫টা পর্য্যন্ত ১০৬° ডিগ্রির নীচে জ্বর নামিল না। ভাবিতে ছিলাম গামলায় বরফ জলে রোগীর সমস্ত শরীর ডুবাইয়া রাখিব কিনা। উত্তাপ কমাইবার এইরূপ একটা নিয়ম আছে। পরদিন প্রাতে ৬টায় দেখিলাম জ্বর ১০৫° ডিগ্রি, ঔষধ পূর্ব্ববৎ ঘণ্টায় ঘণ্টায় **বেলেডোনা ২০০** ও **ব্যাপ্টিসিয়া ৩০** দিতেছিলাম—বেলা ৭টার সময় জ্বর ১০৪° ডিগ্রি। একটানা জ্বর চলিয়াছে—

পেট ফাঁপা একরকমই রহিয়াছে। বিশেষ চিন্তিত হইলাম—যে কোন মুহূর্ত্তে হার্টে পেটের দূষিত গ্যাসের ধাক্কা লাগিলেই হার্ট ফেল করিবে। শান্তিদাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট রোগীর শান্তির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছিলাম, ঔষধ তাঁহারই শক্তি—তাঁহার দয়াতেই রোগী রোগমুক্ত হইয়া শান্তি পাইবে। একজন প্রাচীন অভিজ্ঞ বন্ধু এলোপ্যাথী ডাক্তার আসিলে তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিলাম—তিনি রোগীকে কোনরূপ উৎপাত করিতে বারণ করিয়া যেমন চিকিৎসা চলিয়াছে তাহাই করিতে বলিলেন, এমতাবস্থায় ডুস্-দেওয়া অথবা মিক্শ্চার খাওয়া চলিবে না, একমাত্র ইন্‌জেক্শন ও বরফ ছাড়া অন্য কিছু করা যাইবে না। ইহাতে কতটা কি হইবে তিনি বলিতে পারেন না। আমি শান্তিদাতা মঙ্গলময়ের দয়াতে অন্তরে প্রেরণা পাইলাম—যেমন চিকিৎসা চলিয়াছে তাহাতেই রোগের শান্তি হইবে। দৃঢ়মনে একভাবে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় পর পর **বেলেডোনা** ২০০ ও **ব্যাপ্‌টিসিয়া** ৩০ চালাইলাম। একটানা ১৬ ঘণ্টা রোগী এক অবস্থায় থাকিবার পর সন্ধ্যা ৬টায় খুব জোরে বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত মল ও রক্ত প্রচুর পরিমাণে বাহ্যে হইল, জ্বর ১০৩° ডিগ্রিতে নামিল। রাত্র ৮টায় পুনরায় রক্তসহ দুর্গন্ধযুক্ত মল বাহ্যে হইয়া জ্বর ১০২$\frac{১}{২}$° পেট ফাঁপা কমিয়া নরম হইয়াছে; চক্ষের লালভাব তখনও আছে। নিয়ম আছে—জ্বর ১০৩° ডিগ্রির নীচে নামিলে বরফ বন্ধ রাখিতে হয়—অগত্যা জলপট্টি দিতে হয়। ১০৩° ডিগ্রির নীচে

জ্বর নামা—বরফ মাথায় দিলে—অনেক সময় ঠাণ্ডা নীচের দিকে আসিয়া বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া যায়, এমন কি নিউমুনিয়া পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। এই রোগীকে ১০২° ডিগ্রি পর্য্যন্ত মাথায় বরফ চাপাইব, যতক্ষণ চক্ষু লাল থাকিবে। ক্রমে রোগী ঘুমাইয়া পড়িল। মাথায় বরফ চলিয়াছিল, ১০২° জ্বর দেখিয়া বরফ বন্ধ করিয়া কপালে জলপট্টি দিলাম। সারারাত্রি নির্বিঘ্নে ঘুমাইল। পরদিন প্রাতে অনেকটা টাটকা রক্ত বাহ্যে হইল। পেট নীচু হইয়াছে। জ্বর ১০০° ডিগ্রী হইল। শুধু জল, মিশ্রির জল। ডাবের জল পথ্য দিলাম, বেলা ১টায় পুনরায় রক্ত বাহ্যে হইল। পেটে যন্ত্রণা, ফাঁপা ইত্যাদি কিছুই নাই—জ্বর বৃদ্ধি পাইয়া বেলা ২টার সময় ১০২° ডিগ্রি হইল। সমস্ত রাত্র হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ঔষধ বন্ধ ছিল। বেলা ৪টার সময় জ্বর ১০২° এবং রক্ত বাহ্যে হইয়া অস্থিরতা, পিপাসা ও বমির ভাব ইত্যাদি দেখা দিল—**আর্সেনিক ৩০** ৩ ঘণ্টা অন্তর ৪ মাত্রা দিলাম। রাত্রে নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন প্রাতে সমস্ত উপসর্গ দূর হইল; কিন্তু জ্বর ১০২° ডিগ্রি রহিয়া গেল। একমাত্রা **আর্সেনিক** ২০ দিলাম। সমস্তদিন জ্বর ১০১° রহিল। প্রচুর পরিমাণে মিশ্রির জল, ডাবের জল, শুধু জল—পাতলা বার্লিজল পথ্য দিলাম। জ্বর ১০১° ডিগ্রিই রহিল। একমাত্রা **ব্যাপ্‌টিসিয়া** ২০০ দিলাম, রাত্র ৮টা হইতে সমস্ত রাত্র শান্তিতে কাটিল—ভাল ঘুম হইল। পরদিন প্রাতে জ্বর ছাড়িয়া ৯৭°

ডিগ্রি হইল। জলবার্লি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ পথ্য রহিল। জিভ পুরু ময়লায় আবৃত ছিল, ক্রমে পরিষ্কার হইতেছে দেখিয়া ঔষধ বন্ধ রাখিয়া জিহ্বা পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত পথ্য ব্যবস্থা রাখিলাম, পরদিন গলা ভাত ও সামান্য ঝোল দিয়া জলবার্লি ইত্যাদি পথ্য রাখিলাম। মঙ্গলময় শান্তিদাতার কৃপায় রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইল। চিকিৎসার মধ্যে সময়ে প্রাচীন বহুদর্শী বিদ্বান ডাক্তার যিনি পুনরায় আসিয়াছিলেন—তিনি আমার পরিচিত বন্ধু। তিনি অবাক হইয়া বন্ধুভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ ঔষধে কি ভাবে এইরূপ রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল? উত্তরে আমি বলিলাম—মঙ্গলময় শান্তিদাতা মালিকের দয়াতে রোগী সুস্থ হইল। ঔষধ তাঁহারই শক্তি। তিনি বলিলেন—তিনি হোমিওপ্যাথী বিশ্বাস করেন। তিনি জানেন ব্যাপ্টিসিয়া টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ—এই রোগীতে ব্যাপ্‌টিসিয়া ২০০ আমি কেন প্রয়োগ করিলাম! তিনি হোমিওপ্যাথী বই পড়িয়াছেন—টাইফয়েডে ব্যাপ্টিসিয়া ১×, ৩× ইত্যাদি ব্যবহার হয়। এই রোগীকে কেন ব্যাপ্‌টিসিয়া ২০০ দিলাম এবং ইহার ফলও আশ্চর্য্যজনক হইল? আমি বলিলাম—আমার হোমিওপ্যাথীতে ৪৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা ও গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে দুইটী বিষয় দেখিতেছি—১। গুরুদেবের উপদেশে জানিয়াছিলাম—তিনি বলিয়াছিলেন "যত দিন যায় ততই দেখিতেছি উচ্চ শক্তিতে কাজ বেশী করে।" ২। হোমিওপ্যাথী

যে কোন ঔষধে লক্ষণানুযায়ী মিলিলে যে কোন রোগে কাজ করিবে। আমার সারাজীবনের চিকিৎসায় দেখিয়াছি পেটের দোষজনিত জ্বর যাহাকে **এণ্টেরাইটিক্‌ফিভার** বলে তাহাতে টাইফয়েডের বীজাণু থাকুক বা না থাকুক—**ব্যাপ্‌টিসিয়া** উপকার করিবেই। আমি গুরুদেবের উপদেশমত সাধারণতঃ ৩০ শক্তিই ব্যবহার করি। অবস্থা বিশেষে উপকার হইয়াও শেষ মিটিতে ২০০ শক্তি বহু রোগীকে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। খাইয়া যত রোগী মরে—না খাইয়া তত মরে না। কুপথ্য বিষ অনেক সময় প্রাণ নষ্ট করে। জ্বরে লঙ্ঘনম্ পথ্যম্, জ্বরান্তে লঘু ভোজনম্—আয়ুর্ব্বেদে ঋষিবাক্য অতি সত্য।

৫৮

১৩৬। ৫৫।৩ বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট—শ্রীঅভিমন্যু দে'র স্ত্রী, বয়স—৪০ বৎসর। চারিমাস পূর্ব্বে অর্শরোগ হয়। একটা পলিপস্ (বলি) হইয়া যন্ত্রণা হইতে থাকে। এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা হইতেছিল। একটা মলম লাগাইতে দেয়—যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অগত্যা অপারেশনের ব্যবস্থা হয়। রোগিণী অমত করিলে হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা চলিতেছিল, তাহাতেও উপকার না হওয়ায় আমাকে ডাকিলেন। প্রত্যহ অর্শ হইতে অনেক রক্ত পড়ে। পায়খানা হইতে আসিলে

দুই তিন ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকারে বাড়ীর লোক পর্য্যন্ত অস্থির হয়। আমি প্রাতে **সলফর ৩০** ও দুপুরে রাত্রে আহারের পর **নক্সভমিকা ৩০** খাইতে দিলাম এবং **ইস্কিওলস্ মলম** লাগাইতে দিলাম, দুইদিন পর সংবাদ পাইলাম—একে অসহ্য যন্ত্রণা তাহার উপর অর্শের 'বলি'তে আমার দেওয়া মলম লাগাইবামাত্র আরও বেশী যন্ত্রণা জ্বালা হয়। অর্শের বলিটা প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা এবং সরু আঙ্গুলের মত মোটা। পায়খানা হইতে বাহির হইয়া পায়খানার দরজার বাহিরেই শুইয়া পড়েন। যতক্ষণ বলি ভিতরে না ঢুকে ততক্ষণ যন্ত্রণার লাঘব হয় না। আমার দেওয়া **ইস্কিউলস মলম** লাগাইলে যন্ত্রণা বেশী হয়, অধিকন্তু অসহ্য জ্বালা হয়। মঙ্গলময়ের দয়াতে বুঝিতে পারিলাম **এলোপ্যাথী মলম** লাগাইবার পর হইতেই অর্শের 'বলিটা' ফুলিয়া এত বড় হইয়াছে এবং **'বলি'তে ঘা** হইয়াছে। ঘা না হইলে আমার দেওয়া মলমে কখনই জ্বালা হইত না কারণ মলমে **ইস্কিউলাস মাদার টিংচারে** সামান্য পরিমাণে স্পিরিট যাহা আছে তাহাতে জ্বালা করিত না, অধিকন্তু প্রায় পনর দিন পূর্ব্ব হইতে যে এলোপ্যাথী মলম লাগান হইয়াছে—সেই সময় হইতেই অর্শের 'বলি'টা ফুলিয়া এত বড় হইয়াছে এবং জল লাগিলে পর্য্যন্ত জ্বালা করে। বর্ত্তমানে বলিটার ভিতরে কট্‌কট্ করিয়া কামড়ায় ও অসহ্য বেদনার সঙ্গে জ্বালা। আমার নিশ্চিত ধারণা হইল—এলোপ্যাথী মলম লাগাইবার পর 'বলি'তে ঘা হইয়াছে ও 'বলিটা' পাকিয়াছে। আমি

পরিষ্কার **ইটালীয়ান অলিভ অয়েল** লাগাইতে ও **সাইলিসিয়া ৩০** ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। পর দিন সংবাদ পাইলাম **তেলটা** লাগাইবামাত্র জ্বালা বন্ধ হয়; কিন্তু বলির বেদনা ও ভিতরের কামড়ান বেশী হইতেছে। পুনরায় **সাইলিসিয়া ৩০** ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম এবং তেলটা তুলা ভিজাইয়া লাগাইয়া রাখিতে বলিলাম। পরদিন কোন সংবাদ পাইলাম না। তার পরদিন বেলা ১০টায় ডাক আসিলে গিয়া দেখি :—রোগিণী হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল এবং বলিল—"যাবা! আমি ভাল হইয়া গেছি—আমি ১৩টা সন্তানের মা, এত প্রসব বেদনা সহ্য করিয়াছি; কিন্তু এমন অসহ্য বেদনা জ্বালা কখনও ভোগ করি নাই। পরশু রাত্রে অসহ্য হইয়া খানিকটা আফিং সংগ্রহ করিয়া হাতে মুঠো করিয়া রাখিয়াছি—এমন সময় বুঝিতে পারিলাম—আমার মলদ্বার হইতে জলের মত পদার্থ বাহির হইয়া পরণের সাড়ীতে লাগিয়া ভিজিয়াছে। 'বলি'র বেদনা, কামড়ান ইত্যাদি নাই—বলিটা ভিতরে ঢুকিয়াছে। দেখিলাম কাপড়ে পূঁজ ও রক্ত লাগিয়াছে—তাহার পর সারারাত্র ঘুমাইয়াছি। পর দিন প্রাতে পায়খানায় গিয়া বসিতেই সামান্য পূঁজ রক্ত বাহির হইয়া মল বাহ্যে হইল—অর্শের বলিটা নাই বলিলেই চলে। কোনরূপ বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা কিছুই নাই। চারিমাস পরে আমি মনের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিয়াছি।" আমি বলিলাম—মা! আমার রোগীর মুখে প্রাণ-খোলা নির্ম্মল হাসি দেখিলে আমি আত্মভোলা হইয়া যাই।

তাঁহার মেয়েরা বলিল, আমাদের মা সর্ব্বদাই আনন্দের সহিত হাসিতেন। চারিমাস পর মায়ের মুখে হাসি দেখিয়া আমাদেরও কত আনন্দ হইতেছে। **সাইলিসিয়া ৩০** আরও ৩ দিন দিনে ২ বার করিয়া খাইতে দিয়া ও **অলিভ অয়েল** লাগাইতে দিলাম। শান্তিদাতার কৃপাতে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন।

১৩৭। শৈল দে—বয়স ২০ বৎসর। ৫৩।৩ বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। পিঠের মাঝখানে মেরুদণ্ডের উপর কার্ব্বাঙ্কল হয়। অপারেশনের মত করিয়া **একস্-রে** করান হয়। মেরুদণ্ডের উপরে ও নীচে যে অবস্থায় কার্ব্বাঙ্কলটা হইয়াছে তাহাতে সার্জ্জেন অপারেশনে অমত করেন। ক্রমে কার্ব্বাঙ্কলটা বাড়িয়া উঠে এবং মেরুদণ্ডের ভিতর হইতে মাথার পেছন দিক পর্য্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা হইতে থাকে। প্রায় ২০।২৫ টা মুখ হইয়া বাহিরে ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠে। জ্বর দেখা দিয়া ১০২° পর্য্যন্ত হয়। পেনিসিলিন ইত্যাদি কয়েকটী ইন্‌জেক্‌শন হয়। সকল অবস্থাই ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমার চিকিৎসাধীনে আসিল। আমি তাহার প্রস্রাবের রিপোর্ট দেখিলাম। কোন দোষ নাই। চল্লিশ বৎসরের বেশী বয়স হইলে কখনও আরও কম বয়সেও প্রস্রাবে সুগার থাকিলে—বহুমূত্র রোগে প্রায়ই কার্ব্বাঙ্কল হয় এবং কখনও কখনও

অপারেশনে ভাল হয়—আবার অনেক সময় বিপদও ঘটে। স্থান বিশেষে অপারেশন চলে; কিন্তু এই রোগীর পিঠের স্থানটা অত্যন্ত খারাপ মনে করিয়া সার্জ্জেন অপারেশান অমত করিলেন। যে সকল রোগীর প্রস্রাবে সুগার থাকে—কার্ব্বাঙ্কল হইয়া কতক **পুঁজ লিউকোসাইট** বাহির হইয়া গেলে প্রস্রাবের (চিনি) সুগার করিয়া রোগীর অনেক উপকার হয়। কিন্তু এই যুবকের বিষয়ে তিনি কিছুতেই অপারেশনের মত দিলেন না—অগত্যা পুঁজ হইলে পাম্প করিয়া পুঁজ বাহির করিয়া দেওয়া চলে এবং ইহাতে কোন কোন রোগীর উপকারও হয়। রোগীর মা, বাবা, আত্মীয়স্বজন সকলের মতে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকা হইল। রোগীর সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া কার্ব্বাঙ্কলের বেদনা ও জ্বালা নিবারণের জন্য **এনথ্রাক্সীন** ৩০ এবং শীঘ্র পুঁজ উৎপাদনের জন্য **হিপার সলফর** ৬ দুই ঘণ্টা পর পর পর্য্যায়ক্রমে দিলাম এবং ৩নং **সিনোবিন তেল** ন্যাকড়া ভিজাইয়া পটি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। জ্বর ১০১ ডিগ্রী। দুধ সাগু পথ্য দিলাম। কেহ কেহ বলিলেন—দুধ দিতেছেন কেন? রোগীর এই অবস্থায় যত শীঘ্র পুঁজ হয় ততই মঙ্গল। দুধে পুঁজ জন্মায় বলিয়া অনেকের ধারণা। যাহা হউক তৃতীয় দিনে কার্ব্বাঙ্কলের সমস্ত মুখ দিয়া পুঁজের ধারা বহিতে লাগিল। বেদনা, জ্বালা, জ্বর ইত্যাদি দূর হইল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ৩নং সিনোবিন তেলের পটি বদলানোর ব্যবস্থা দিলাম—**এনথ্রাকসিন** বন্ধ রাখিয়া **হিপার সলফর** ৩০

চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম। মঙ্গলময়ের কৃপায় দশদিনে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

১৩৮। ১৬নং ব্রজ দুলাল ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাটা চন্দ্র ছেরওয়াগী—বয়স ১৪ বৎসর। ৪ মাস পূর্ব্বে টাইফয়েড্ ফিভার—(আতিসারিক বিকার জ্বর) হয়। এলোপ্যাথী মতে—ক্লোরোমাইসেটিন ইত্যাদি দিয়া চিকিৎসা হইতে থাকে। তৃতীয় সপ্তাহে জ্বর নিয়মের দিকে আসিয়া সামান্য সময় বিজ্বর অবস্থায় থাকিয়া প্রত্যহ জ্বর আসিতে থাকে। ২৮ দিনে সকল উপসর্গ দূর হইয়া প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া ৩২ দিনের দিন হইতে পুনরায় জ্বর ১০৩ ডিগ্রিতে উঠে; সামান্য বিকার, সামান্য পেট ফাঁপা ইত্যাদি দেখা দেয়। চিকিৎসা পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে, উপসর্গ দূর হইয়া ৪২ দিনের দিন জ্বর সম্পূর্ণ ত্যাগ হয়। খুব সাবধানে নিয়মরক্ষা করিয়া পথ্যাদি দেওয়া হইতে থাকে। এক সপ্তাহ সুস্থ থাকিবার পর হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসিয়া ১০২° পর্য্যন্ত উঠিয়া কয়েক ঘণ্টা পর জ্বর ছাড়িয়া যায়। বাহ্যে স্বাভাবিক হয়। ৩ দিন পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ জ্বর আসিয়া ১০২° ডিগ্রিতে উঠে ও পেটে সামান্য বেদনা হয়। এলোপ্যাথী মতে বড় ডাক্তারের সঙ্গে পুনরায় পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা চলিতে থাকে। রক্ত পরীক্ষায় বিশেষ কোন দোষ

পাওয়া গেল না। বাহ্যে পরীক্ষায় টাইফয়েড্ বলিয়া সন্দেহ হইল। জ্বর প্রত্যহ ছাড়িয়া ছাড়িয়া কমবেশী আসিতেছে। অন্য কোন উপসর্গ নাই। এই অবস্থায় দশদিন চিকিৎসায় উপকার না দেখিয়া চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করা হইল। ৫২ দিনের পর কবিরাজী মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। কবিরাজ মহাশয় জ্বরের উপর-ই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতেছেন—সাবধানে পথ্য দেওয়া হইতেছে—অবস্থার একটুও পরিবর্ত্তন হয় নাই। এক সপ্তাহ সমস্ত চিকিৎসা বন্ধ রাখিয়াও দেখা গেল জ্বরের অবস্থা একই প্রকার। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকা হইল। আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত এলোপ্যাথী প্রেসক্রিপ্সন, রক্ত পরীক্ষা, বাহ্যে পরীক্ষার রিপোর্ট দেখিলাম। পথ্য ও নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থা জানিলাম। এলোপ্যাথ ডাক্তার ও কবিরাজ মহাশয়ের মতে স্বাস্থ্যের জন্য স্থান পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে বলিলে রোগীর বাবা ও আত্মীয়স্বজন বলিলেন জ্বর সম্পূর্ণ ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও যাইবেন না। আমারও মতে সম্পূর্ণ ভাবে যে কোন রোগ আরোগ্য হইলে স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে হয়। এরূপ জ্বর ইত্যাদিতে স্থান পরিবর্ত্তনে উপকার হয়; কিন্তু কোন কোন সময় উপকার না হইয়া অনিষ্ঠ ও দুর্ভোগ হইয়াছে। আমি রোগীর সমস্ত লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ও শুনিলাম। **ম্যাগ্ বার্নস পয়েণ্টে** টিপিয়া দেখিতেই রোগী বিশেষ বেদনা বোধ করিল। কোন কোন সময়ে এই স্থানে রোগী বেদনা বোধ করে,

(বিশেষতঃ জ্বর আসিবার পূর্ব্বে কম বেশী বেদনা হইবে।) আমি বলিলাম—যতই রক্ত পরীক্ষা বাহ্যে পরীক্ষা করুন—কিছু দোষ না পাইলেও আমি ম্যালেরিয়া না বলিয়া—টাইফয়েডের দোষ সম্পূর্ণ সারে নাই বলিব—আমি ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া এক মাত্রা **ব্যাপ্টিসিয়া ২০০** ও **নয় পুরিয়া সুগার অব মিল্ক** দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিয়া প্রথম দিনে মাত্র ব্যাপ্টিসিয়া ২০০ খাওয়াইয়া তাহার পরদিন হইতে ৩ দিন, মোট ৪ দিন পর, সংবাদ দিতে বলিয়া আসিলাম। পথ্য—নরম গলা ভাত, দুধ বার্লি ইত্যাদি পূর্ব্বতন ডাক্তার ও কবিরাজ মহাশয়গণের মতে যাহা—তাহাই রাখিলাম। ৪ দিন পর সংবাদ পাইলাম—প্রথম দিনে এক মাত্রা **ব্যাপটিসিয়া ২০০** খাওয়াইয়া আসার সময় ছিল বেলা ৯টা—অন্যান্য দিন বেলা ১২টা, ১টার মধ্যে জ্বর আসিয়া বেলা ৪টা ৫টার সময় ছাড়িয়া যাইত। জ্বর আসিবার সময় সামান্য শীত হইত এবং ছাড়িবার সময় সামান্য ঘাম দিত। এই দিন সন্ধ্যা ৬টায় সামান্য শীত করিয়া জ্বর আসিল এবং রাত্র ১০টার সময় অত্যন্ত ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া ১০২° ডিগ্রি হইতে ৯৭° ডিগ্রিতে নামিয়া তাহার পর তিন দিন আর জ্বর আসে নাই। প্রথম দিন জ্বর ভোগের সময় অত্যন্ত জল পিপাসা হইয়াছিল—প্রচুর জল খাইয়াছে। রাত্র ১২টার সময় একবার নরম বাহ্যে হইয়াছিল, প্রস্রাবও অন্যান্য দিন অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। রাত্রকালে প্রস্রাবের রং বুঝা গেল না—পরদিন হইতে পরিষ্কার প্রস্রাব হইতেছে—পূর্ব্বে সর্ব্বদাই প্রস্রাবের রং লাল্‌চে হইত।

পর দিন হইতে স্বাভাবিক মল বাহ্যে হইতেছে। ঘুম ক্ষুধা ইত্যাদি সমস্ত স্বাভাবিক। আমি গিয়া রোগীকে দেখিয়া সমস্ত অবস্থা জানিলাম। এবং **ম্যাগ্ বার্ণস্** পয়েন্ট টিপিয়া দেখিলাম—বেদনা নাই এবং এই চারদিনের মধ্যে একবারও বেদনা হয় নাই। রোগীকে স্নানের ব্যবস্থা ও পূর্ব্ববৎ পথ্যাদির ব্যবস্থা দিয়া খুব ভাল ঔষধ **সুগার অব মিল্কের** ১২ পুরিয়া প্রত্যহ তিনবার করিয়া খাইতে দিলাম এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় ময়দানে অথবা গঙ্গার ধারে—হাওড়া ব্রিজের উপর ইত্যাদি স্থানে বেড়াইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া আসিলাম। চারদিন পর গিয়া দেখিলাম যে রোগী সম্পূর্ণসুস্থ আছে; চেহারাও ভাল হইয়াছে—নিয়মিত স্নানাহার করিতেছে, ১২ মাত্রা সুগার অব মিল্কের পুরিয়া দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিয়া আসিলাম। তাহার পর ঔষধ বন্ধ রাখিলাম।

এই রোগী সম্বন্ধে আমার একজন বন্ধু হোমিওপ্যাথ ডাক্তার—যিনি আমার নিকট হইতে চিকিৎসা বিষয়ক অনেক বিষয়ে উপদেশ পাইয়াছেন—তিনি আমাকে দুইটি মূল্যবান্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—১। "আপনিই বলিয়াছিলেন—ম্যালেরিয়া এবং ম্যালেরিয়ার লক্ষণযুক্ত জ্বর সময়ানুযায়ী ১২টা হইতে ৩টার মধ্যে হইলে আর্সেনিক ২০০, ১০০০ ইত্যাদি অব্যর্থ, কিন্তু এই রোগীতে ম্যালেরিয়ার আর্সেনিকের মত পরিষ্কার লক্ষণ পাইয়াও **ব্যাপ্টিসিয়া ২০০** দিলেন কেন?" আমি উত্তরে বলিলাম, এই রোগী প্রথমেই টাইফয়েড জ্বরে

আক্রান্ত হইয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত ম্যাগ্ বার্নস্ পয়েণ্টে দোষ ছিল, যে কোন সময় পুনরাক্রমণ হইতে পারিত। টাইফয়েডের শেষ অবস্থায় কোন কোন রোগীর ম্যালেরিয়ার মত—ইণ্টারমিটেণ্ট লক্ষণ দেখা দেয়! এই রোগীর এলোপ্যাথী মতে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন যাহা দেখিলাম তাহাতে তাঁহারা ম্যালেরিয়ারও অনেক রকম চিকিৎসা করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়ও নিশ্চয়ই জ্বরের চিকিৎসা করিয়াছেন। রক্তপরীক্ষায় কোন কোন সময় ম্যালেরিয়ার বীজানু না পাওয়া গেলেও ম্যালেরিয়া জ্বরের মত চিকিৎসায় জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। এই রোগীতে কিছুই হয় নাই। অনেক সময় অতিরিক্ত ঔষধ বিশেষতঃ এলোপ্যাথী ঔষধের অপ-ব্যবহার হইলে রোগ আরোগ্য না হইয়া বিগড়াইয়া যায়। এই রোগীতে ইহাই হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। দ্বিতীয় প্রশ্ন— "দশ বার দিন শুধু সুগার অব মিল্কের পুরিয়া দিয়া রাখিলেন কেন? আপনি-ই এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে আপনার গুরুদেব স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছিলেন—এক মাত্রা ঔষধে রোগ সারিলে দ্বিতীয় মাত্রার আশা করিও না—তাহাতে মনে করিতে পার—টাকা কম পাইবে—তাহা নয়—দুই টাকার পেছনে দুই হাজার টাকা লুকান আছে।" ডাক্তার কেণ্ট লিখিয়াছেন—Learn to wait. ইহার দুইটা অর্থ—যেমন এই রোগীকে দশ বার দিন খুব নিয়মে লক্ষ্য রাখা—যাহাকে অব্‌জারভেশন বলে। দ্বিতীয়—রোগীর ও আত্মীয়গণের মনে ঔষধের উপর

বিশ্বাস রাখার জন্যও দিতে হয়॥ শান্তিদাতার দয়াতে রোগী রোগমুক্ত হইয়া শান্তি পাইয়াছে, ইহাই আমার অসীম আনন্দ। আমি তাঁহারই গুণে গরবিনী, রূপসী তাঁহারই রূপে! হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর! সর্ব্বদা আপনার শক্তি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর রোগ মুক্ত হইয়া শান্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতে পারি এই শক্তি দিন। এই ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়া আপনার শক্তি বিকাশ করিয়া শান্তি দিন—আপনি কত মহৎ, কত শক্তিমান—কত গৌরবময়—এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কি বুঝিব? আপনি বুঝাইয়া দিন—গুরুদেব! জয় শান্তিদাতা পরমেশ্বর। ধন্য হ্যানিম্যান! ধন্য গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ধন্য গুরুদেব মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়! ধন্য হোমিওপ্যাথী।

১৩৯। ২নং নয়নসুর লেন, হাটখোলা, কলিকাতা। মামুদপুরের জমিদার ধনী—অত্যন্ত অনিয়ম, অত্যাচার ও উত্তেজক ঔষধ এবং নানা প্রকার খাদ্য খাইয়া দিবারাত্র ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় নিযুক্ত থাকিত। ক্রমে অবসাদ আসিতে আসিতে চলৎশক্তিরহিত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিল। অথর্ব্ব অবস্থায় কিছুদিন থাকার পর আত্মীয়স্বজন তাহাকে বারুদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নিকট লইয়া গেল। তখন শ্রাবণ মাস। ব্রহ্মচারী ঠাকুরের আদেশে রোগীকে আনিয়া মুষলধারা বৃষ্টির

মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। দুইদিন দুইরাত্র অবিরত ভিজিতেছে দেখিয়া আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত অস্থির হইয়া তৃতীয় দিন প্রাতে ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে বার বার বিরক্ত করিতেছিল। ব্রহ্মচারী ঠাকুর অতিষ্ঠ হইয়া বলিয়াছিলেন—আর একদিন একরাত্র ভিজিলে ভাল হইত—রোগীর ভাগ্যে এখন যাহা হয় হউক॥ এই বলিয়া উঠিয়া গিয়া রোগীর বুকে পিঠে ও মাথায় তিনটা লাথি মারিয়া রোগীকে উঠিয়া বসিতে বলিলেন। রোগী কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল। ব্রহ্মচারী ঠাকুর বলিলেন—"তোরা রোগীকে নিয়ে চলে যা—তাহার ভাগ্যে এই পর্য্যন্ত"। তাহারা রোগীকে ধরিয়া নৌকায় করিয়া বাড়ী লইয়া গেল। রোগী এখন উঠিয়া বসিতে পারে, হামাগুড়ি দিয়া পায়খানায় যায়, দুইজনে ধরিয়া উঠাইলে দাঁড়াইতে পারে, অতিকষ্টে নিজহাতে খাইতে ও জলশৌচ করিতে পারে। আস্তে আস্তে কথা বলিতে পারে, তবে জিভ জড়াইয়া যায়।

রোগীকে কলিকাতা আনিয়া বিশেষভাবে কয়েক বৎসর কবিরাজী চিকিৎসা করাইয়া বিশেষ কিছু উপকার হইল না। দুই বৎসর এলোপ্যাথী ও আরও কিছুদিন টোট্‌কা চিকিৎসা ইত্যাদি হইল। আরও কিছুদিন নানা প্রকার চিকিৎসা করা হইল—রোগীর অবস্থার বিশেষ কোন রূপ পরিবর্ত্তন হইল না। পুনরায় একবৎসর নিয়মিত ভাবে ডাক্তার গঙ্গাধর প্রামাণিক প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার ক্যালভার্ট সাহেবের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। পুনরায় শ্যামাদাস

কবিরাজের চিকিৎসায় একবৎসর কাটিল। সকল চেষ্টাই বিফল হইল। তৎপরে ১৯২০ ইং জানুয়ারী মাসে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য ডাক্তার গুরু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে ডাকা হইল। রোগীর বয়স ৭০ বৎসর, বাত ব্যাধিগ্রস্থ—অধিকন্তু সায়েটিকা রোগে অসহ্য বেদনা—যন্ত্রণায় অচল অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছেন। রোগীর রোগের প্রথমাবধি কারণ ও অবস্থা যথাসম্ভব শুনিয়া আমরা অবাক হইলাম। যত প্রকার চিকিৎসা যত দিন হইয়াছে সমস্ত শুনিয়া আমি কিছুই বুঝিলাম না। গুরুদেবকেক জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার জন্য আগ্রহ হইল, গুরুদেব তখন কিছুই বলিলেন না। Gnaphalium 6 **ন্যাফালিয়ম ৬** দিনে রাত্রে চারিঘণ্টা অন্তর খাইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। পথ্যাদি সহজপাচ্য সাধারণ—এক সপ্তাহ এই নিয়ম চলিবে। এই দিন রবিবার ছিল। গুরুদেবের বাড়ী ৩৪নং থিয়েটার রোডের বাড়ীতে রবিবার ভিন্ন অন্যদিনে বেলা ৩টা হইতে ৫টা বিশেষ পরামর্শের রোগীকে বাড়ীতে দেখিতেন—এই সময়ে অবসরমত এই অধমকে চিকিৎসা বিষয়ে উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন। পরদিন যথা সময়ে আমি এই রোগী সম্বন্ধে জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিলাম। উত্তরে গুরুদেব বলিলেন—"গীতাতে লিখিত আছে—যুক্ত আহার বিহারশ্চ অর্থাৎ নিয়মিত আহার বিহার করিবে। এই রোগী—বিলাসী স্বেচ্ছাচারী ধনী জমিদার—অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে পাইতে তাহার পরিণামে এই অবস্থা হইয়াছে—সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী ক্রমে

নিস্তেজ হইয়াছে—ইহা দুরারোগ্য ব্যাধি। মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী পদাঘাতে তাহার শরীরে ইলেক্‌ট্রিসীটি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন—তাহাতে স্নায়ুমণ্ডলী কতকটা সতেজ হইয়াছে। রোগীর দুর্ভাগ্য—মহাপুরুষের কথামত আরও ২৪ ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজিলে আরও ইলেক্‌ট্রিসিটি দিতে পারিতেন—ভিজাতে ক্ষতি হয় না বরং ইলেক্‌ট্রিসিটি বেশী ধরিতে পারে। মহা তেজস্বী মহাপুরুষগণের ইচ্ছামত তাঁহাদের শরীর হইতে হাত, পা এবং চক্ষু এই তিনটি স্থান দিয়া বিশেষ ভাবে ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রয়োগ করেন—কাহারও কাহারও সমস্ত শরীর—পিঠ, বাহু ইত্যাদি হইতেও প্রকাশ করিতে পারেন—অর্থাৎ তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার আবিষ্কারক হ্যানিম্যান দুইটি হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে এরূপ রোগীর দেহে হাত বুলাইয়া ইলেক্‌ট্রিসিটির ব্যবহার দ্বারা পুনর্জীবিত করেন—এবং বহু মৃতপ্রায় রোগীর রোগমুক্ত করিয়াছেন। একথা এক্ষণে অনেকেই বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে বিজ্ঞান তাহা নিশ্চয়ই প্রমান করিবে। এই রোগীকে মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রবেশ করাইয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে সতেজ করিয়া দিয়াছেন—আমি আশা করি এজন্যই হোমিওপ্যাথী ঔষধে তাহার উপকার হইতে পারে।" আমি বলিলাম—ক্যাল্‌ভার্ট সাহেব ও গঙ্গাধর প্রামানিক ব্যাটারী দ্বারা ও নানা প্রকারে শরীরে ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রবেশ করাইয়া চিকিৎসা করিয়াছেন, তাহাতে কিছুই সুফল হইল না। গুরুদেব বলিলেন, তাহাতে

সুফল না হইয়া বরং কুফলই হইয়াছে—তাহাই হয়। মহাপুরুষদের শারীরিক ইলেক্ট্রিসিটি—ও কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন ইলেক্ট্রিসিটির তুলনাই হয় না। এখন বুঝিবেনা—আমার মত চুল পাকিয়া দাঁত পড়িলে কিছু বুঝিতে পারিবে।" ঔষধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম —**ন্যাফালিয়ম ৬** দিলেন কেন ? তিনি বলিলেন, "সায়েটীকা ও স্নায়ুমণ্ডলীর বেদনার জন্য-ই-প্রথমে এই ঔষধ দিলাম। মর্ফিয়া ইনজেকশন—ব্রোমাইড ইত্যাদি দেওয়ার পর এই ঔষধ কতটা কাজ করিবে ইহাই বিবেচ্য বিষয়—দেখা যাউক কিরূপ হয়।" সত্য সত্যই চতুর্থ দিন হইতে বেদনা যন্ত্রণা কম পড়িল। রোগীর সুনিদ্রা হইল। সাতদিন পর গুরুদেব আসিয়া পুনরায় ৭ দিন, দিনে তিনবার করিয়া **ন্যাফালিয়ম ৬** খাইতে দিলেন। চারি সপ্তাহে স্নায়ুর বেদনা দূর হইল। তৎপরে একটি বিশেষ লক্ষণ দেখা দিল, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না। কোমর হইতে নিম্নাঙ্গ অসাড়, পূর্ব্ব হইতেই ইহা ছিল, গুরুদেব বলিলেন, ইহা মেরুমজ্জা ক্ষয় জন্য হইয়াছে। ঊর্দ্ধাঙ্গের কম্পন—হাতে কোন জিনিষ ধরিতে দিলে হস্ত কম্পনের জন্য অতি কষ্টে ধরিতে পারে। ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া গুরুদেব **জিঙ্কম ফস্ফরিকম ৬** Zincum Phosphoricum 6 প্রাতে ও সন্ধ্যায় দিনে দুইবার ও দুপুরে রাত্রে **প্ল্যাসিবো** Placebo. ঔষধশূন্য শুধু **সুগার অব মিল্কের** পুরিয়া ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধ বেশী না দিলে রোগীর বিশ্বাস হয় না। এত বড় রোগ—আর এত কম ঔষধ ! এক সপ্তাহ পরে তিনি আসিয়া

দেখিলেন রোগী এক অবস্থায়ই আছে। আরও এক সপ্তাহ এই নিয়মে ঔষধ চলিল। এক সপ্তাহ পরে আসিয়া দেখিলেন ঊর্দ্ধাঙ্গের কম্প অনেক কমিয়াছে—এই **জিঙ্কম ফস্ফ ৬** Zincum Phos 6 এই নিয়মে একমাস নির্ভয়ে চালাইবার উপদেশ দিয়া তিনি বিশ্রামের জন্য Change-এ দারজিলিং গেলেন। আমি নিয়ম মত রোগীকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। এক মাসে ঊর্দ্ধাঙ্গের কম্প সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়াছে—কথার জড়তাও কমিয়াছে—আমি খুব আনন্দের সহিত বিশেষ আশান্বিত হইয়া গুরুদেবকে দার্জিলিং-এর ঠিকানায় রোগীর বিস্তৃত বিবরণ সহ চিঠি লিখিলাম। গুরুদেব আনন্দের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া উপদেশসহ লিখিলেন, "বিশেষ কোন কঠিন লক্ষণ দেখা দিলে উপস্থিত লক্ষণানুযায়ী Short Acting অল্পসময় ক্রিয়াবিশিষ্ট ঔষধ দিবে—নতুবা যে ঔষধে কাজ করিতেছে তাহা চালাইয়া যাইবে। বন্ধ করিও না। এই রোগীর রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আমি মে মাসের প্রথম সপ্তাহ-তক কলিকাতা যাইব। কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা বা ভয় করিও না। আমার শরীর ভাল আছে। স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও।" ইতি

৭ই এপ্রিল
১৯২০ ইং

আশীর্ব্বাদক
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র শর্ম্মা

এই চিঠিখানা পাইয়া আমি বিশেষ উৎসাহিত হইয়া রোগীর যথাসাধ্য যত্ন লইয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধ-ই প্রয়োগ করিতেছিলাম। এক মাস পর গুরুদেব কলিকাতায় আসিলেন। রোগীকে দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। তাহার উর্দ্ধাঙ্গের কম্প দূর হইয়াছে। জিহ্বার জড়তা নাই—নিম্নাঙ্গের অসাড়তাও একটু কম মনে হয়। দুইজনে ধরিয়া উঠাইলে পা টানিয়া এক-পা এক-পা করিয়া চলিতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—হোমিওপ্যাথী ঔষধে উপকার হইতেছে বুঝিতে পারিলে সেই ঔষধ পরিবর্ত্তন করিবে না। তিনি বলিলেন—"প্রায় ঔষধের-ই যে কোন রোগের উপর ক্রিয়া আছে—ধৈর্য্য ধরিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। বিশেষতঃ এই প্রকার জটিল রোগের চিকিৎসায় বিশেষ ধৈর্য্যের দরকার জানিও। পুনরায় Zincum Phos 6. দিনে ২বার ও Placebo ২বার এই নিয়মেই ঔষধ আরও একমাস দিলাম। ক্রমে রোগীর উঠিয়া চলিবার ইচ্ছা হইতেছে দেখিয়া ঔষধ দেওয়া বন্ধ রাখিয়া দুই ভাগে এক নম্বর দুই নম্বর করিয়া পূর্ব্ববৎ Placebo খাইতে দিলাম। এক মাস এইভাবে দেওয়ার পরও এক ভাবেই রহিল। Zincum Phos 200, তিন দিন অন্তর প্রাতে খালিপেটে খাইতে দিয়া প্রত্যহ পূর্ব্ববৎ Placebo খাইতে দিলাম।

বিশেষ কোনরূপ উন্নতি হইল না, কেবল অন্যের সাহায্য ব্যতীত থপ্ থপ্ করিয়া এক পা এক পা চলিতে পারে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, সমস্ত জায়গা উঁচু নীচু—তাহার পা পাছে

জখম হয়, কোথায় পা পড়ে বলিতে পারে না। কখনও মনে হয় যেন তুলার উপর পা পড়িতেছে, হঠাৎ সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া যায়। এ অবস্থাটা ডাক্তার গঙ্গাধর বাবু ও ক্যাল্‌ভার্ট সাহেবের ব্যাটারী চিকিৎসার পর হইয়াছে ইত্যাদি। গুরুদেব এই সকল লক্ষণকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া **অনস্‌মোডিয়ম ৩০** (Onosmodium-Virginianum 30.) দিনে ৩ বার করিয়া ক্রমে দুই সপ্তাহ খাওয়ানোর ব্যবস্থা দিলে দেখা গেল পা প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফেলিতে পারিতেছে; কিন্তু অসাড় ভাবটা একই রকম রহিয়াছে। আরও দুই সপ্তাহ একই নিয়মে ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহারের পর বিশেষ কোন উন্নতি দেখা গেল না। তিন দিন অন্তর প্রাতে খালিপেটে এক মাত্রা **অনস্‌মোডিয়ম ২০০** ৪মাত্রা এবং Placebo দিনে ৩ বার করিয়া খাইতে দিয়া উন্নতি বুঝা গেল। টলিয়া পড়িবার ভাব দূর হইয়াছে। পা ঠিক মত ফেলিয়া রোগীর শোবার ঘরের দোতলায় আঙ্গিনায় কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে চলিতে পারিতেছে, অসাড় ভাবটা অনেক কমিয়াছে। শরীরের ভিতরে ইলেক্‌ট্রিসিটি দেওয়ার পর (গঙ্গাধরবাবু ও ক্যাল্‌ভার্ট সাহেবের চিকিৎসার সময়ে ব্যাটারী লাগাইবার পর) ইলেক্‌ট্রিক শক্‌ লাগার মত সর্ব্বদাই চিড়িক মারিতেছে। গুরুদেবের মতে এক মাত্রা **ইলেক্‌ট্রিসিটস্‌ লক্ষ ডাইলিউশন** প্রাতে খালিপেটে খাওয়াইয়া দিলাম। পরদিন হইতে প্রত্যহ ৩মাত্রা করিয়া Placebo খাইতে দিলাম।

দুই সপ্তাহের পর দেখা গেল এই দোষটা সম্পূর্ণ সারিয়াছে। অন্যের সাহায্য ব্যতীত পা ঠিকমত ফেলিয়া চলিতে পারিলেও চলিবার সময় রোগী সম্মুখ দিকে একটু ঝুঁকিতেছে এবং একটু অস্বাভাবিক ভাব দেখা যাইতেছে। গুরুদেব পুনরায় Onosmodinm 1M,হাজার শক্তি ৭দিন অন্তর প্রাতে খালিপেটে খাইতে দিলেন। পর পর ৩ মাত্রা দেওয়ার পর দেখা গেল এই সকল লক্ষণগুলিই কমিয়াছে। Placebo পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। রোগীর একান্ত ইচ্ছা—বাড়ীর সম্মুখে পোর্ট কমিশনের রেললাইন পার হইয়া গঙ্গার ধারে প্রাতে ও সন্ধ্যায় একটু সময় প্রত্যহ নিয়ম মত বেড়াইবে। গুদামের উপর অত্যন্ত উঁচু খাড়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামাইয়া আনিয়া গঙ্গার ধারে বেড়ানোর পর এই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠাইতে আমি প্রথমে অমত করিলাম। পরে রোগীর একান্ত আগ্রহে ও আত্মীয় স্বজনের একান্ত অনুরোধে মত দিলাম। তাহারা বিশেষ সাবধানে রোগীর দুইপাশে দুই জনে ধরিয়া নীচে নামাইয়া রেল লাইন পার করিয়া গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া বাড়ী আসিয়া সিঁড়িতে অতি সাবধানে উপরে উঠাইলেন। পর দিন বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বলিয়া তাহার পরদিন পুনরায় ঐ ভাবে নামাইয়া বেড়াইবার ব্যবস্থা করিলাম। ক্রমে একটু করিয়া বেশী চলিতে পারিতেছে দেখিয়া আমার অসীম আনন্দ হইল। রোগীর সঙ্গে ৪।৫ জন লোক থাকিত। পূর্ব্ব নিয়মেই ঔষধ চলিল। রোগী প্রায় বারো আনা ভাল আছে। রোগী ও

তাহার আত্মীয়গণের একান্ত ইচ্ছা যে আমাকে গাড়ীঘোড়া পুরস্কার দিবে। তাহাদের বিশেষ পরিচিত আত্মীয় মির্জ্জাপুরের সদয়কৃষ্ণ পোদ্দার ৭৫০৲ টাকায় সোনার ঘড়ি চেন ও মেডেল পুরস্কার দিয়াছেন। তাঁহারা তাহার চেয়ে বেশী ১২৫০৲ টাকায় গাড়ী ঘোড়া দেওয়া স্থির করিলেন—গাড়ী ঘোড়া দেখা হইল। তাহাতে প্রতিবাদী হইল রোগীর কর্ম্মচারী খোসামোদকারী মোসাহেব কেশব গাঙ্গুলী! রোগী কানে কম শুনিত। অনেক সময় ধরিয়া অথবা চীৎকার করিয়া বলিতে হইত। যৌবন বয়সে সিফিলিস (Syphilis) রোগে শ্রবণ শক্তি নষ্ট হইয়াছে, ইহা সারিবে না। গাঙ্গুলী আমার ডাক্তারখানায় আসিয়া বলিল :— সে মত না দিলে কিছুতেই গাড়ী ঘোড়া মিলিবে না। এই জন্য তাহাকে ৫০০৲ টাকা অন্ততঃ ৩০০৲ টাকা দিতে হইবে এবং এখন হইতে ঔষধের দাম বেশী ধরিয়া অর্দ্ধেক তাহাকে দিতে হইবে। আমি ঘৃণার সহিত এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম এবং বলিয়া দিলাম আমি ঘুষ দিয়া চিকিৎসা করি না—গাঙ্গুলী বলিল যে তাহার মনিবকে কোন কথা বলিতে হইলে সে ছাড়া কানের কাছে চীৎকার করিয়া বলিবার কেহ নাই। সকল সময়ই সে জোঁকের মত কামড়াইয়া ধরিয়া আছে। মনস্তুষ্টির জন্য রোগীর জীবনী লিখিতেছে। আমি নূতন প্রাক্‌টিশনার। গাঙ্গুলীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া অবাক হইলাম। গুরুদেবকে তাহার সমস্ত কথা জানাইলাম। এই সকল জঘন্য প্রস্তাবের কথা শুনিয়া গুরুদেব গল্পচ্ছলে Half the profitএর কথা বলিলেন এবং

এই রোগীর চিকিৎসা করিতে নিষেধ করিলেন। আমি ঘৃণার সহিত কেশব গাঙ্গুলীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কথা বলিলাম। তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া সময় হইলে গাড়ীঘোড়া আপনা হইতেই আসিবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি প্রার্থী ছিলাম না—গাড়ী ঘোড়া না পাওয়ায় বিন্দুমাত্র দুঃখিতও হইলাম না। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর বর্দ্ধমান জেলার বৈদ্যপুরের জমিদার নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে গাড়ী ঘোড়া পুরস্কার দেওয়াইয়া পরমেশ্বর স্বর্গীয় গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ সফল করিলেন॥

১৪০। জোড়াসাঁকোর হরেন শীল। যে বাড়ীতে বর্ত্তমানে লোহিয়া মাতৃ সেবাসদন প্রভৃতি হাসপাতাল হইয়াছে—এই বাড়ীর মালিক ছিলেন, তাঁহার মত কাপ্তেন বাবু সেই সময়ে কেহ ছিল না। প্রত্যহ এক হাজার টাকা খরচের বরাদ্দ ছিল। বিলিয়ার্ড খেলা, মদ খাওয়া এবং দিবারাত্র বেশ্যা লইয়া থাকা ইত্যাদি ছিল প্রধান কার্য্য। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাই ছিল তাঁহার শারীরিক অবসাদজনিত বাতব্যাধির কারণ। সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী যতই অসাড় হইতেছিল ততই অত্যন্ত দামী মদ্য এবং তৎসহ মাংস ইত্যাদি খাইয়া উত্তেজনা আনিত, পরে একেবারে অসাড় হইয়া গেল। এক

দিকে চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, অপর দিকে ঋণজালে জড়িত হইতে হইতে অভাবের চরমে পৌঁছিল। বাড়ীখানা চল্লিশ লক্ষ টাকায় বিক্রির ব্যবস্থা করিয়া পরে বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিল। কাপ্তানির সহচর বন্ধুগণ যে যেভাবে পারিল, যাহা পারিল, লইয়া সরিয়া পড়িল। বাড়ীতে মাড়োয়ারী ভাড়া দিয়া সেই ভাড়ার টাকায় খরচ অতি কষ্টে চলিতেছিল, চিকিৎসার জন্য যথা সাধ্য টাকা খরচ করিয়া অবস্থা অচল হইল। কোনো কিছুতেই ফল হইল না। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমার ডাক হইল। গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয় তখন স্বর্গধামে। ডাক্তার ইউনান সাহেবকে পরামর্শের জন্য ডাকিলাম। সাহেব স্থির ভাবে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—চিকিৎসার বাহির হইয়াছে। যাহা হউক আমরা পরামর্শ করিয়া Zincum met 200 একমাত্রা দিলাম। ৭ দিন পর কোন ফল না দেখিয়া পুনরায় আর একমাত্রা দিলাম। প্রথম দিনের ডাক্তার ইউনানের ফি ও আমার ফি বাড়ীর ভাড়াটিয়া মাড়োয়ারী ধলারাম বাবু দিলেন। সাতদিন পর ফি দিতে অক্ষম হওয়ায় ডাক্তার সাহেবকে ডাকিতে পারিলাম না, আমিও অর্দ্ধেক ফি লইলাম। রোগীর লক্ষণের মধ্যে প্রধান লক্ষণ—ধরিয়া উঠাইলে চলিবার চেষ্টা করে—সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে ও এক-পা এক-পা করিয়া চলে। কোথায় পা পড়ে বুঝিতে পারে না—থপ্ থপ্ করিয়া চলে। এই শক্তিহীন অবস্থায়ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ

করার ইচ্ছা প্রবল। আমি সাহেবকে রোগীর আর্থিক দুরবস্থার কথা জানাইয়া মাঝে মাঝে ফ্রি কনসাল্ট করিতাম। এই অবস্থা শুনিয়া তিনি বলিলেন—এই সকল রোগী ক্রমে মৃত্যুর দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই এই সকল দুর্লক্ষণ বাড়ে, এমন কি অসাড়ে শুক্রক্ষয় পর্য্যন্ত হইতে থাকে। ক্ষয় রোগীরও এই সকল শুক্রক্ষয় ইত্যাদি হইয়া ক্রমে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। এই রোগীর Nymphomania (কামোন্মাদ) রোগ হইয়াছে। এই অবস্থার রোগীর তাহাই হয়। তিনি এখন তাহাকে Selenium 30 দিতে বলিলেন। কোন ফল হইল না। আমি সাহেবকে Onsmodiumএর কথা বলিলাম—সাহেব বলিলেন যে এই ঔষধ সম্বন্ধে তিনি বলিতে পারেন না, তবে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে বলিলেন। আমি গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের ব্যবস্থামত ১৩৯ নং রোগী সীতানাথ চৌধুরীর চিকিৎসায় এই ঔষধের উপকারিতা দেখিয়াছিলাম। দিনে ৩ বার করিয়া এক সপ্তাহ প্রয়োগের পর সামান্য উপকার বুঝিয়া আরও দুই সপ্তাহ এই নিয়মে এই ঔষধই প্রয়োগ করিলাম। সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া থপ্ থপ্ করিয়া চলাটা কম হইল—অন্যান্য উপসর্গ এক রকমই রহিয়া গেল। আমার যাওয়া বন্ধ করিলাম, কোন সংবাদ পাইলাম না। পরে জানিলাম ঋণের দায়ে বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া কিছু দিন পর মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। তাহার সকল যন্ত্রণার শান্তি হইয়াছে॥

১৪১। মাদ্রাজ হিন্দ সংবাদ পত্রের সম্পাদক এস্, নারায়নম্ ৮ বৎসর যাবৎ ভুগিতেছিলেন। রোগ—প্রতি ৩ মাস নব্বই দিন অন্তর—মুখমণ্ডল হইতে সমস্ত শরীরে চাকা চাকা প্রদাহ দেখা দিত। তাহাতে সামান্য জ্বালা সহ চুলকানি হইত। রস রক্ত কিছুই নির্গত হইত না। বার হইতে পনর দিন এই অবস্থায় থাকিয়া আপনা হইতেই মিলাইয়া যাইত। প্রদাহ অবস্থায় দেখিতে কদাকার হইয়া যাইত। রক্ত, প্রস্রাব ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া কোন দোষ পাওয়া যায় নাই। বহু ইন্‌জেক্‌শন ইত্যাদি নানা মতে চিকিৎসিত হইয়া কিছুই উপকার হয় নাই। আরোগ্য বিষয়ে হতাশ হইয়া হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসার জন্য আমার শরণাপন্ন হইলেন। আমি বিশেষ চিন্তার পর পিরিয়োডিক্ চিকিৎসা করিব স্থির করিলাম। গুরুদেব স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে ম্যালেরিয়া জ্বরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বর আসা—ধরিয়া চিকিৎসায় বিশেষ সুফল হইত—এই স্থির চিন্তা করিয়া এবং প্রতি তিন মাস অর্থাৎ নব্বই দিন অন্তর রোগ প্রকাশ পায় ও অন্যান্য লক্ষণ মিলাইয়া যায় এবং আর্সেনিকের ক্রিয়ার স্থায়িত্ব নব্বই দিন ইত্যাদি সকল দিক লক্ষ্য করিয়া প্রদাহ দেখা দেওয়ার ও পনর দিন ভুগিবার পর প্রদাহ সম্পুর্ণ মিলাইয়া গেলে এক মাত্রা **আর্সেনিক** ২০০ শক্তি প্রাতে খালিপেটে খাইতে দিলাম। ঔষধ দেওয়ার তারিখ ঠিক ভাবে লিখিয়া রাখিলাম। আশা দিন কাটিয়া গেল, ক্রমে নব্বই দিন কাটিল। প্রদাহের উপসর্গ কিছুই দেখা দিলনা। আর ঔষধ দিলাম না। আরও

তিন মাস কাটিয়া গেল, কোনরূপ উপসর্গ নাই। আরও তিন মাস —ক্রমে এক বৎসর কাটিল, রোগী সুস্থ আছেন। তিনি ৬ মাসের জন্য আমেরিকা ভ্রমণে গেলেন। আমেরিকা হইতে আসিয়া আমার মেয়ে প্রীতিকে বলিলেন—তিনি একমাত্রা ঔষধ সেবনের পর সুস্থ শরীরে আমেরিকা ইউরোপ ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন—কোন গ্লানি নাই। এই রোগ থাকাকালীন তিনি দিন হিসাব করিয়া ভদ্র সমাজে মিশিতেন ও লজ্জা বোধ করিতেন।

এখানে তিন বৎসর তিনি সুস্থ আছেন। গত বৎসর আমি মাদ্রাজ গেলে—আমাকে সাদরে আহ্বান করিলেন। আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বলিলেন, তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার কথা শুনিয়াছিলেন। মাদ্রাজে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা ও চিকিৎসক নাই। আমাকে একশত টাকার একখানা নোট দিয়া সম্মান করিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না—একমাত্রা **আর্সেনিক** ২০০ শক্তিতে আট বৎসরের পুরাতন রোগ কি ভাবে আরোগ্য হইল! একদা ডাক্তার ডব্লিউ ইউনান্ আমাকে বলিয়াছিলেন "আমাদের মাষ্টার **হ্যানিম্যান** তাঁহার অর্গাননে বলিয়াছেন একমাত্রা ঔষধে চিরদিনের জন্য রোগ দূর হইয়া যায়, তাহারই নাম হোমিওপ্যাথী"!

১৪২। মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন পুরাতন এড্‌ভোকেট, বয়স ৬০ বৎসর। গুজরাটি। বহুদিন যাবৎ নানা প্রকার

চর্ম্মরোগ—ইরাপসান্—ঘা ইত্যাদিতে ভুগিতেছিলেন। বিশেষতঃ ঘাড়ের উপর একটি দুরারোগ্য ঘা—কিছুতেই সারেনা। রক্ত পরীক্ষায় পজিটিভ ছিল। বহু চিকিৎসা হইয়াছে, বিশেষ কিছু উপকার হয় নাই। রোগীর স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই চর্ম্মরোগ, ঘা ইত্যাদিতে ভুগিতেছিল। রোগী সপরিবারে আমার চিকিৎসাধীনে আসিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার ৪ বৎসরের একটি পুত্র—মাথার উপর দূষিত ঘা হইয়া মারা গিয়াছে। ১৮ বৎসর বয়স্কা কন্যার হাতে বিশ্রী ঘা। তাহারাও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা বকে না। যাহা হউক চিকিৎসার ভার লইলাম, রোগী ও তাহার স্ত্রীকে একমাত্রা করিয়া **লিউটিকম ২০০, সিফিলাইনম ২০০,** এবং মেয়েকে ১ মাত্রা **হিপার সলফর** ২০০ খাইতে দিলাম। সাতদিন অন্তর একমাত্রা ঔষধ ও মাঝের ৬ দিন প্রত্যহ তিনমাত্রা করিয়া **সুগার অব মিল্কের** পুরিয়া খাইতে দিলাম। এই নিয়মে একমাস চিকিৎসায় বিশেষ উপকার হইল। মেয়ের হাতের ঘা সারিয়া গেল। তাঁহার স্ত্রীর সমস্ত শরীরে পাঁচড়ার মত বাহির হইল। পুঁজ যুক্ত ইরাপ্সান এবং কোমরে অসহ্য বেদনা হইতেছিল। রাত্রিকালে এই বেদনা বেশী হইত। **ডল্‌কেমেরা ৬** দিনে ২ বার করিয়া দুই সপ্তাহ খাইতে দিলাম। রোগিনী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলেন, এই সঙ্গে রোগিনীর বহু বৎসরের পুরাতন প্রদর-স্রাবও সারিয়া গেল। মূল রোগী উক্ত ভদ্রলোকের ৪ মাত্রা **লিউটিকম ২০০, সিফিলাইনম্ ২০০,** খাওয়ার পর সমস্ত শরীরের পুরাতন চুলকানি নূতন হইয়া দেখা দিল। সারা

রাত্রি অসহ্য চুলকানি—অনিদ্রা ইত্যাদি। একমাত্রা লক্ষ শক্তির উক্ত ঔষধ দিলাম। চুলকানি প্রায় এক রূপই রহিল, কেবল রাত্রির চুলকানি অনেকটা কমিল। আরও সাত দিন ঔষধ বন্ধ রাখিলাম—তাহাতেও একরূপই রহিয়াছে দেখিয়া ১ মাত্রা **আর্সালফ ২০০** একমাত্রা দেওয়ায় বিশেষ উপকার হইল। এক সপ্তাহ পরে আরও একমাত্রা দেওয়ার পর সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল। চামড়ার রুক্ষভাব দূর করিবার জন্য সমস্ত শরীরে **অলিভ অয়েল** মাখাইবার ব্যবস্থা দিলাম। প্রত্যহ রাত্রিতে ১ বার মাত্র অলিভ অয়েল মাখিবার সময় পাইতেন। মাসাধিক কাল এই ভাবে তেল মাখাইবার পর চামড়ার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল।

১৪৩। মিষ্টার রাও—বয়স ৪০ বৎসর। খুব স্বাস্থ্যবান্—দুইবৎসর যাবৎ হার্টের প্যালপিটেসানে প্রায় প্রত্যহই সামান্য কষ্ট ভোগ করেন। ক্ষণস্থায়ী অবস্থায় বেশী কষ্টও হয় না—গ্রাহ্যও করেন না। তিনি বলেন— তাহার মহারাষ্ট্র দেশে এ রোগ নাই —তিনি একবার কার্ডিয়োগ্রাফী করাইলেন—কোন দোষ পাওয়া গেল না অথচ প্যালপিটেশন হয় কেন? চিকিৎসাও কম হইতেছে না। আমার চিকিৎসাধীনে আসিলেন—জিজ্ঞাসায় জানিলাম—আহারের পর বিশ্রাম না করিয়াই কাজে নিযুক্ত

হন। আহারের ২।৩ ঘণ্টা পর হইতে এই প্যাল্‌পিটেশন দেখা দেয় এবং অর্দ্ধ হইতে এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। ৮ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মাঝে মাঝে কখনও ডান পা, কখনও বাম পায়ের গোড়ালীর এবং বড় আঙ্গুলের নীচে বেদনা হয়। অন্য কোন রোগ নাই। আমি প্রথম দিনে ১মাত্রা **থুজা ২০০** শক্তি দিয়া পর দিন হইতে দুই সপ্তাহ দুপুরে ও রাত্রে আহারের পর একমাত্রা করিয়া **নক্সভমিকা ৩০** শক্তি খাইতে দিলাম। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। দুই বেলা আহারের পর আধ ঘণ্টা করিয়া বিশ্রামের জন্য উপদেশ দিয়াছিলাম।

১৭৭। মিসেস মল্লিক—বয়স ৫৬ বৎসর। পাঞ্জাবী মহিলা। ছিপ্‌ছিপে পাতলা—অতি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী চেহারা। তাঁহার ৩০ বৎসরের ও ২৫ বৎসরের দুই মেয়ের সঙ্গে দাঁড়াইলে তিন বোনের মতই বোধ হয়। এই মহিলার সামান্য বদ্‌হজম, সামান্য আমাশায়, পাকস্থলীতে সামান্য বায়ু সঞ্চয় হয়। অনেক রকম চিকিৎসা মাদ্রাজে শেষ করিয়া কলিকাতা আসিয়াও চিকিৎসা করাইয়া বিফল মনোরথ হইয়া মাদ্রাজে ফিরিয়া যান—কলিকাতায় প্রায় ছয়মাস এলোপ্যাথী চিকিৎসা হইয়াছিল। মাদ্রাজে আমার চিকিৎসাধীনে আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তাঁহারা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার নাম শুনিয়াছেন—

কিন্তু কখনও হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসিত হন নাই। আমি বিশেষ চিন্তিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—তাঁহার ডান দিকের উপরের মাড়ীর দুইটা দাঁত সামান্য নড়ে, কখনও কখনও বেদনা হয় ও ফোলে। দাঁতের গোড়ায় ঔষধ লাগাইলে কমিয়া যায়; কিন্তু সর্ব্বদাই একটু একটু পাতলা পুঁজের মত নোন্‌তা স্বাদযুক্ত জলের মত নিঃসরণ হয়। আমি স্থিরনিশ্চিত হইলাম যে এই পুঁজই এই সকল রোগের কারণ। অতি সত্বর দাঁত দুইটা উঠাইয়া ফেলিবার জন্য উপদেশ দিলাম এবং একমাত্রা **সল্‌ফর** ২০০ খাইতে দিলাম। চতুর্থ দিনে দুইটি দাঁতই উঠান হইল। সাতদিন পর হইতে তিনদিন পর পর তিনমাত্রা **মার্কুরিয়স ভাইভস** ২০০ শক্তি খাইতে দিলাম—সর্ব্বশেষে একমাত্রা **সাইলিসিয়া** ২০০ দিলাম। সকল রোগেরই শান্তি হইল। পরে দুইটি দাঁত বাঁধাইয়াছেন॥

১৪৫। অলক সেন—বয়স ১৮ বৎসর। প্রবল জ্বর, জ্বরের চতুর্থ দিনে ১০৩·৫° জ্বরের সময় রুটী ও আলু পটলের তরকারী ইত্যাদি পেট পুরিয়া খায়। সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর ১০৪° ডিগ্রিতে উঠে—পেট ফাঁপা, অজ্ঞানাবস্থা, চক্ষু অত্যন্ত লাল, মাথার যন্ত্রণা, পিপাসা, মেনিন্‌জাইটিস্, প্রস্রাব লাল। চিকিৎসা করিতে গিয়া আমি অবাক হইলাম। ভেরেট্রম ভিরিডি ৩০ তিন ঘণ্টা

অন্তর দিলাম। ছয়মাত্রা দেওয়ার পর জ্বর ১০২° ডিগ্রিতে নামিল আরও দুইমাত্রা খাওয়ার পরও জ্বর একই রকম, চক্ষুর লাল এক রকম, মাথায় বরফ বন্ধ রাখিয়া কপালে জলপট্টি দিলাম। জ্বর এবং পেট ফাঁপা একই রকম। ১মাত্রা ভেরেট্রম ভিরিডি ২০০ দিলাম, দুই ঘণ্টা পর প্রচুর পরিমাণে পাতলা থস্থসে বাহ্যে হইয়া ক্রমে জ্বর কমিয়া পর দিন ঘাম দিয়া ৯৭° ডিগ্রিতে নামিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। কিন্তু চক্ষু সামান্য লাল রহিয়া গেল। দুই দিন শুধু জল খাওয়াইয়া রাখা হইল। বাহ্যে হওয়ার পর জলবার্লি ও শুধু জল খাইতে দিলাম। পর দিনও একই অবস্থা—চক্ষুর লাল ভাব রহিয়াছে। মাথায় সামান্য যন্ত্রণা আছে, এই দিনও পথ্য জল বার্লি। একবার খানিকটা থস্থসে মল বাহ্যে হইল, আরও একমাত্রা ভেরেট্রম ভিরিডি ২০০ খাইতে দিলাম। পর দিনও জ্বর নাই, অত্যন্ত ক্ষুধা। ভাত খাইবার জন্য অত্যন্ত অস্থির হইল। চক্ষু সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় নাই, লাল ভাবটা কাটিতেছে না, প্রত্যহ মাথা ধুয়াইয়া দিতেছে। আমি জলবার্লি ও সামান্য গলা ভাত সুক্তর ঝোল দিয়া দিতে বলিলাম। রোগীর পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। বেলা ১১টায় ভাত খাইল, বেলা ১টার সময় অত্যন্ত কম্প দিয়া শীত করিয়া জ্বর আসিল। উত্তাপ ১০৪২ ডিগ্রি, চক্ষু অত্যন্ত লাল, মাথার যন্ত্রণা, পেট ফাঁপিয়া শক্ত হইয়াছে—প্রলাপ, অস্থিরতা ইত্যাদি। মাথায় বরফ দেওয়া হইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর চিকিৎসা কার্যে, ব্রতী থাকিয়া আজ একেবারে হতবুদ্ধি হইলাম। ঋষিবাক্য :—জ্বরে

লঙ্ঘনম্ পথ্য—জ্বরান্তে লঘু ভোজনম্। গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপদেশ—"খাইয়া যত রোগী মরে না খাইয়া তত রোগী মরেনা।" গুরুদেব জিতেন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিতেন ঃ—রোগীকে খাইতে দিবে—রোগকে খাইতে দিও না।" ইত্যাদি নানা উপদেশ বাক্য মনে আসিতে লাগিল। এই রোগীর পেট ফাঁপা ও ১০৪.৫° ডিগ্রি জ্বর একটানা আট ঘণ্টা চলিয়াছে। পুনরায় ভেরেট্রম ভিরিডি ৩০, ২০০ চলিয়াছে, মাথায় বরফ চলিয়াছে, কিন্তু কিছুই হইতেছে না। এমতাবস্থায় যে কোন মুহূর্ত্তে রোগীর প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। যিনি রোগীকে ভাত পথ্য দিয়াছেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ঃ—পথ্য গলাভাতের স্থলে সর্ব্ব সাধারণের শক্ত ভাত, মাছের ডিম ভাজা, ইলিশমাছ ভাজা, ঝোল ইত্যাদি। শুনিয়া আমার মনের অবস্থা তখন যে কি রকম হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামী-ই জানেন। রেমিটেণ্ট জ্বর, আন্ত্রিক জ্বর অতিসারিক বিকার জ্বর ইত্যাদি সম্বন্ধে গুরুদেবের বিশেষ উপদেশের কথা মনে হইল ঃ—"মল আবদ্ধ থাকিলে জ্বর ত্যাগ হইতে দেরী হয়। অন্যান্য খারাপ উপসর্গ টানিয়া আনে। পেটে খাদ্যদ্রব্য থাকিলে জ্বরের সময় তাহা হজম না হইয়া বেশী সময় থাকিলে পচিতে থাকে এবং জ্বর বিগ্‌ড়াইয়া আন্ত্রিক জ্বর, আতিসারিক বিকারজ্বর ইত্যাদি হয়। এলোপ্যাথী মতে জ্বরের মিকচারের মধ্যে ম্যাগসলফ্ ইত্যাদি বাহ্যের ঔষধ দিয়া পেট পরিষ্কারের ব্যবস্থা করে—উপকারও হয়। কোন কোন রোগীতে উপকার না হইয়া অনিষ্ট হয়, টাইফয়েড্

ইত্যাদি উপসর্গ সৃষ্টি করে।" আয়ুর্ব্বেদ এরূপস্থলে বলেন :— "চালয়ো সর্ব্বগাত্রাণি—মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ! এরূপস্থলে টাইফয়েডের বীজাণু থাকুক আর নাই থাকুক—ব্যাপ্টিসিয়াই একমাত্র ঔষধ।"

গুরুদেবের উপদেশ মনে মনে চিন্তা করিয়া ব্যাপ্টিসিয়া ৩০ ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। তিনমাত্রা দেওয়ার পর একবার লাল রং-এর সামান্য প্রস্রাব হইল। জ্বর ১০৩° ডিগ্রিতে নামিল। খুক্ খুকে কাশি দেখা দিল। প্রতিবারে কফের সঙ্গে টাট্‌কা রক্ত উঠিতে লাগিল। রোগীর বাবা রোগীকে হাসপাতালে দেওয়ার জন্য অস্থির হইল। আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে পেট ভরা দূষিত মল রহিয়াছে, এমতাবস্থায় ক্লোরোমাইসিটিন দিলে—যে কোন মুহূর্ত্তে হার্ট ফেল করিতে পারে—এই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বলিতেছি। দুই ঘণ্টা অন্তর ব্যাপ্টিসিয়া ৩০ প্রয়োগ করিতেছি, ক্রমে জ্বর ১০১° ডিগ্রিতে নামিয়া একভাবে রহিল। পর দিন **ব্যাপ্‌টিসিয়া ২০০** একমাত্রা প্রয়োগ করিলাম, একঘণ্টা পর অনেকটা থস্ থসে মল বাহ্যে হইল। প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডাজল পান করিতে দিলাম। তিন ঘণ্টা পর পাতলা বাহ্যে হইয়া পেট একেবারে নরম হইয়া গেল। রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধা হইল, জলবালি খাইতে দিলাম, জ্বর ৯৯° ডিগ্রি। পরদিন জল ও জলবালি পথ্য দিলাম। বেলা ঠিক ১২টার সময় শীত করিয়া জ্বর আসিয়া ১০৩° ডিগ্রিতে উঠিল। কাশি, কফের সঙ্গে রক্ত পূর্ব্ববৎ উঠিতেছে। ঔষধ বন্ধ,

পথ্য জল ও জলবার্লি। পুনরায় জ্বর ১০৩° এবং কফের সঙ্গে রক্ত একই ভাবে উঠিতেছে দেখিয়া আত্মীয়গণও অস্থির হইল। আমি বলিলাম—এই সকল জ্বর ত্যাগের পূর্ব্বে কোন কোন রোগীর ম্যালেরিয়া জ্বরের মত হয়, ইহাতে ভয়ের কারণ নাই। সন্ধ্যার সময় জ্বর ৯৯° এবং পরদিন প্রাতে ৯৭° ডিগ্রি হইল। একমাত্রা আর্সেনিক ২০০ দিলাম, জ্বর বন্ধ হইল। রক্ত উঠা একমতই রহিয়াছে—আমি বলিলাম—ইহা দূষিত রক্ত নহে। দূষিত অবস্থায় এত রক্ত উঠিলে জ্বর ছাড়িত না। দ্বিতীয় লক্ষণ; ফুস্ফুস হইতে রক্ত উঠিলে তাহাতে ফেণা থাকিত। প্রাতে খালিপেটে একমাত্রা ফস্ফরস ২০০ খাইতে দিলাম। দুপুর হইতে জ্বর, কাশি রক্ত উঠা কিছুই নাই। এত পরিষ্কার রক্ত কোথা হইতে আসিল? প্রবল জ্বরের সময় মাথায় রক্ত উঠিয়া চক্ষু লাল হইয়াছিল, রোগ যতই শান্তির দিকে আসিয়াছে এই রক্ত উঠিয়া ততই পরিষ্কার হইয়াছে। শান্তিদাতা পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহারই শক্তি ঔষধ একমাত্রাই যথেষ্ট। রোগীর স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে।

১৪৬। রাণাঘাট—পায়রাডাঙ্গা নিবাসী শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, বয়স ৬২ বৎসর। প্রায় উনচল্লিশ বৎসর যাবৎ নানাবিধ রোগে ভুগিতেছিলেন। ২৪ বৎসর বয়সে খিদিরপুরে চাকুরী করিবার সময় জননেন্দ্রিয়ের পীড়া গনোরীয়া (প্রমেহ) এবং

সিফিলিস (গর্ম্মি) এই উভয় রোগেই আক্রান্ত হয়। এলোপ্যাথী মতে—ইন্‌জেক্‌শন ও মিক্‌চার ইত্যাদি বৎসরের পর বৎসর চলিতেছে। অপারেশনের পর অপারেশন—কিছুতেই কিছু হইল না। উনচল্লিশ বৎসরের পর রাণাঘাটের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক পরামর্শের জন্য আমাকে ডাকেন। আমি গিয়া ক্রমে সমস্ত ইতিহাস বহুক্ষণ ধরিয়া শুনিলাম। ডাক্তার ভোলানাথ পাল মহাশয় হোমিওপ্যাথী মতে নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিফল হইয়া আমাকে ডাকিলেন। গলায় ক্যান্সার হইয়াছে—এই ধারণাই ভোলানাথ বাবু ও অন্যান্য এলোপ্যাথী ডাক্তারগণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল—গলার আওয়াজ কিছুই নাই—গলার জ্বালা যন্ত্রণা নাই। আমি রোগীর ইতিহাস ইত্যাদি শুনিবার পূর্ব্বেই গলা পরীক্ষা করিয়া ক্যান্সারের কিছুই না পাইয়া বলিলাম, ক্যান্সার নয়—ভুল। এই কথা শুনিয়াই রোগীর মুখের চেহারা বদল হইয়া গেল। একজন এম, বি, বি,এস ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, এই রোগীকে প্রথমে কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে লইয়া গিয়া দেখান হয় তাহারা ক্যান্সার নয় বলিয়া ক্যান্‌সার হস্‌পিটেলে একবারেদখাইতে বলিলেন। সেখানেদেখান হইল। সেখান হইতেও ক্যান্‌সার নয় বলিয়া তবে ভবিষ্যতে হইতে পারে এই সন্দেহের কথা বলিয়া দিলেন। তৎপরে চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিয়া হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসার জন্য সকলেরই মত হইল। আমি ক্রমে ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে লাগিলাম। প্রথমেই

গনোরিয়া সিফিলিস—এবং ইন্‌জেকশনইত্যাদির কথা জানিলাম। উপস্থিত এম,বি, বি,এসডাক্তার বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতেছিইল—তিনি প্রশ্ন করিলেন :—এতদিন যাবৎ গলার এই অবস্থা, ইহা ক্যান্‌সার নয় বলিতেছেন :—তবে কি ? আমি উত্তরে বলিতে-ছিলাম : সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া বলিব; কিন্তু উক্ত ডাক্তার বাবুর অত্যন্ত আগ্রহ থাকায় আমি বলিলাম :—আমি ডাক্তার উপাধিপ্রাপ্ত সামান্য মানুষ—আমার সম্পূর্ণ নির্দ্ধারণ—গলার এই অবস্থা :—vocal chord (স্বর রজ্জু) ও ফারিংস ইত্যাদির অসাড়ভাব—এই ভাব হওয়ার একমাত্র কারণ গনোরিয়া এবং সিফিলিসের বিষ এবং ইহা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হইবে। গলার এই অবস্থার কারণ বলিবার পর ডাক্তারবাবুও খুসী হইলেন। আরোগ্য সম্বন্ধে বলাতে আত্মীয় স্বজনও যেন কতকটা আশ্বান্বিত হইলেন। যাহা হোক, জিজ্ঞাসা করিলেই রোগী নিজে লিখিয়া উত্তর দেয় এবং আত্মীয় স্বজন যে যাহা জানে বলিতে লাগিল।

নিম্নলিখিত ইতিহাস :—২২ বৎসর বয়সের সময় – গণোরিয়া ও সিফিলিসে আক্রান্ত হয়। এলোপ্যাথী মতে উভয় রোগই এক সঙ্গে ইন্‌জেকশন ও মিক্‌চার ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা চলিতে থাকে। ক্রমে বাগী ও ঘা এবং প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা ও পুঁজ পড়িতে থাকে। বাগী অপারেশন হয়। কিছুদিন চিকিৎসার পর ঘা ইত্যাদি সারিয়া যায়, কিন্তু প্রস্রাবের নলী ইউরেথ্রার ভিতরের ঘা জুড়িয়া প্রস্রাবের ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়।

রবার ক্যাথিটার ক্রমে সিলভার ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করান হয়—ভিতরের ঘা ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহাতে সুফল না হইয়া কুফল হয়। লিঙ্গ ফুলিয়া ছিদ্র মধ্যস্থলে জুড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়। লিঙ্গের নীচে ক্রমে ৩টা জায়গা ছিদ্র হইয়া প্রস্রাব বাহির হইতে থাকে। অপারেশন করিয়া ছিদ্র সারাইবার বৃথা চেষ্টা হয়। কিছু দিন পর লিঙ্গের নীচের দিকের মল দ্বারের উপরের স্থান পেরিনিয়ামে এব্সেস্ (ফোঁড়া) হয়, অপারেশন করিয়া কয়েক মাসে এই স্থান সারান হয়। প্রস্রাবের কষ্ট আরও বাড়িয়া যায়, ক্যাথিটার দিয়া সর্ব্বদা প্রস্রাব করান হয়। কিছুদিন পর প্রষ্টেট্ গ্ল্যাণ্ড পাকিয়া উঠে। ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া অপারেশন করা হয়। বার বার ক্লোরোফর্ম্ম করায় এবং সিফিলিসের (গর্ম্মির) বিষের ফলে ক্রমে সমস্ত দাঁতগুলি পড়িয়া যায়। ইন্জেকশন ইত্যাদি বহুমূল্য চিকিৎসার ফলে ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইতে থাকে। শরীর শুকাইতে শুকাইতে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে: অধিকন্তু হাঁটুর বাতে অচল। রাত্রিকালে হাঁটুর হাড়ের বেদনা এবং দিবা রাত্র হাঁটুর জোড়ার বাতের বেদনায় অচল। যতবার প্রস্রাব করে প্রতিবারই রবার ক্যাথিটার, ক্কচিৎ কোন দিন সিলভার ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করে। কিছুদিন পর অপর দিকে আর একটী বাগী হয়—অপারেশনে সারিয়া যায়। কয়েক বৎসর বাতে অচল অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছে—লিঙ্গের কিছু উপরে তলপেটে প্রকাণ্ড ফোঁড়ার মত হইয়া পচিতে থাকে। ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া বড় অপারেশন হয়। কিছুদিন চিকিৎসার পর

এই পচা ঘা সারিয়া যায়। এই ভাবে কুড়ি বৎসর চিকিৎসার পর দেখা গেল পুরুষাঙ্গের শক্তি লোপ হইয়াছে। মহাজ্ঞানী ডাক্তারগণ পরামর্শ করিয়া আত্মীয়গণকে বুঝাইল যে একটা বিবাহ দিলে রোগীর বিশেষ মঙ্গল হইবে। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব নাই। চেষ্টা করিয়া এক গরীবের মূক মেয়ের সঙ্গে এই রোগীর বিবাহ দিল। সৌভাগ্যক্রমে আঠার বৎসর পর্যন্ত সন্তান হয় নাই, রোগী বিছানায়-ই থাকে, কখনও কখনও হাঁটুর জোড়ায় ব্যথা কম থাকিলে সামান্য চলাফেরা করিতে পারে। বর্ত্তমানে কয়েক মাস হইল একেবারে স্বর লোপ হইয়াছে—ডাক্তারদের মতে ক্যান্সার হইয়াছে। গায়ের চামড়া মাছের আঁসের মত হইয়া উঠিতেছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হইতে—কখনও পাতলা মলের সঙ্গে আমরক্ত, কখনও খস্‌খসে মলের সঙ্গে আমরক্ত। দিবারাত্রে ৪।৬বার এরূপ বাহ্যে হয়। সম্প্রতি সামান্য জ্বরের সঙ্গে খুক্‌খুকে কাশি দিবারাত্রে কমবেশী হয় ইত্যাদি, এম, বি, বি, এস ডাক্তার বাবু আমাকে প্রশ্ন করিলেন—আমি কি রোগ নির্ণয় করিলাম? আমি বলিলাম—হোমিওপ্যাথী মতে বিশেষ ভাবে রোগের নাম কি বলিব? সমস্ত লক্ষণ সমষ্টির মিলিত একটা নাম দেওয়া হয় রোগ। এই রোগীর মূল রোগ ১। গণোরিয়ার বিষ ধাতস্থ হইয়া হাঁটুর জোড়ার বাত (গণোরিয়েল আর্থ্রাইটিস্) হইয়াছে। প্রস্রাবের নলীর (ইউরেথ্রার) ষ্ট্রীকচর হইয়াছে ইত্যাদি। ২। সিফিলিটিক পয়জন (গর্ম্মির বিষে) শরীরকে জর্জ্জরিত করিয়াছে। ৩। এই দুই বিষ মিলিত হইয়া রক্তামাশায় ইত্যাদি হইয়া

বর্ত্তমানে গলার এই দশা করিয়াছে। টিউবাকু‍র্লাসিশের মত ক্ষয় রোগ দেখা দিয়াচে. আমি ভাবিতেই পারিনা একজন রোগীকে লইয়া এত চিকিৎসা এবং বিবাহ দিয়া তামাসা দেখা হইয়াছে। আমি অতি সামান্য মনুষ্য, এ সম্বন্ধে কি আর বলিব? ডাক্তারবাবু আমাকে প্রশ্ন করিলেন, এখনও কি তাহার হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা আছে? আমি বলিলাম, রোগ যত জটিল হয় হোমিওপ্যাথী মতে তাহারই চিকিৎসার দরকার তত বেশী। সর্ব্বশক্তিমান শান্তিদাতা পরমেশ্বরের দয়াতে এইরূপ রোগীও আরোগ্য লাভ করিতে পারে। আমি চিকিৎসার কি জানি? তাঁহার নিকট রোগীর রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? ঔষধ তাঁহার শক্তি—তিনি দয়া করিয়া আমাদের মাথায় ঠিক ঔষধের প্রেরণা দান করেন—আমরা রোগীকে প্রয়োগ করি, রোগী রোগমুক্ত হয়, রোগ যত কঠিনই হউক তাঁহার দোহাই দিলে সুফল হয়—ভয় দুর্ভাবনা থাকেনা। এই রোগীকে আমি বলিলাম—যার কেহ নাই—কোন উপায় নাই, তার তিনি আছেন। আপনি ভয় করিবেন না, তাঁহার দোহাই দিন—আপনি রোগমুক্ত হইয়া শান্তি পাইবেন। আমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া এবং গুরুদেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া ঔষধ নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলাম। রোগীর ঔষধের লিষ্টি হইল :—

১। মেডোরাইণম্ ২০০। ২। সিফিলাইণম ২০০। ৩। এসিড নাইট্রিক ৬। ৪। টিউবাকু‍র্লাইণম ২০০। ৫।

সাইলিসিয়া সি, এম। নূতন কোন উপসর্গ দেখা দিলে সেই মত অন্য কোন ঔষধ ব্যবস্থা হইবে। সর্ব্বপ্রথমে মেডোরাইম্ ২০০ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম—যদিও সিফিলাইনমের লক্ষণ বর্ত্তমান আছে—মেডোরাইণম্ প্রথমে দিলাম কেন? হাঁটুর জোড়ার বাত যাহাকে আমি গণোরিয়াল আর্থারাইটিস্ বলিয়া ধরিয়া লইলাম এবং মেডোরাইণম ২০০ প্রয়োগ করিলাম। তাহার তিন দিন পর হইতে পাত্‌লা বাহ্যের সঙ্গে রক্তমাশায় যাহা বহুদিন হইতে চলিতেছে—ইহা গর্ম্মিবিষের ক্রিয়াস্থির করিয়া এসিড নাইট্রিক ৬ দিনে দুই বার করিয়া প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলাম। সাত দিন এই নিয়মে চলিল। পর দিন প্রাতে একমাত্রা সিফিলাইণম ২০০ প্রয়োগ করিয়া তাহার তিন দিন পর হইতে পুনরায় এসিড নাইট্রিক ৬ দিনে দুইবার করিয়া সাত দিন দেওয়ার পর পুনরায় একমাত্রা মেডোরাইণম ২০০ দিলাম। ক্রমে পেটের অবস্থা ভাল হইতেছে, হাঁটুর জোড়ার বাত কমিতেছে। সমস্ত ঔষধ বন্ধ রাখিয়া ৭দিন অপেক্ষা করিলাম। হাঁটুর জোড়ার বাত (গণোরিয়াল আর্থারাইটিস) ও পেটের দোষ প্রায় চৌদ্দআনা সারিয়াছে, কিন্তু তলপেটের ঘা (যাহা বড় অপারেশন হইয়াছিল) তিনটা নালী এবং মূত্রনালীর চারিটা নালী। তলপেটের নালীগুলি হইতে সর্ব্বদাই কম বেশী জলের মত পুঁজ পড়িতেছে, অমাবস্যা পূর্ণিমায় হাঁটুর জোড়ার বাত ও নালী হইতে পুঁজ পড়া বেশী হইতেছে—ইত্যাদি দেখিয়া একমাত্রা সাইলিসিয়া লক্ষশক্তি প্রয়োগ করিলাম।

এই সকল পুরাতন জটিল রোগে নিম্নশক্তিতে বিশেষ কাজ হয় না। সাতদিন ঔষধ বন্ধ রাখিলাম। পেটের অবস্থা ভাল এবং হাঁটুর জোড়ার বাতও সারিয়াছে। নালীর পুঁজ পড়া ক্রমেই কমিতেছে—আরও ৭ দিন ঔষধ বন্ধ রাখিলাম, পুঁজ পড়া বন্ধ হইয়াছে। গলার অবস্থা এক রকমই আছে। সিফিলাইনম লক্ষ শক্তি একমাত্রা প্রয়োগ করিলাম। ইহার পর ১ মাস কাটিয়া গেল। কোন সংবাদ না পাইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহার কয়েকদিন পর ডাক্তার ভোলানাথ পালের চিঠি লইয়া রোগীর জনৈক বন্ধু পরেশবাবু আসিয়া আমাকে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন—দুই দিন পর রাণাঘাট রওয়ানা হইয়া গেলাম।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই ডাক্তার ভোলানাথ পালের সঙ্গে দেখা হইল—তিনি আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আমাকে প্রণাম করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন—রোগী পায়রা-ডাঙ্গা হইতে ট্রেনে রাণাঘাট আসিয়া ষ্টেশন হইতে রিক্সায় না গিয়া হাঁটিয়া সিদ্ধেশ্বরী তলায় তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করিয়াছেন—পায়রাডাঙ্গা রেল ষ্টেশন ও রোগীর বাড়ী হইতে খানিকটা রাস্তা হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে। এই শুভ খবরে মনে খুবই আনন্দ হইল। ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে ট্রেনে পায়রাডাঙ্গা গেলাম। রোগীর বাড়ী গিয়া বারান্দায় বসিয়াছি এমন সময় রোগী ঘরের ভিতর হইতে সহজভাবে হাঁটিয়া আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল—যে রোগী আর্থ্রাইটিস রোগে কয়েক বৎসর শয্যাশায়ী ছিল।

রোগীর অবস্থা ও চেহারা দেখিয়া মঙ্গলময় শান্তিদাতা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম ও ধন্যবাদ জানাইয়া এবং গুরুদেবের স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলাম—আনন্দে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। রোগীর মুখমণ্ডলে চাকচিক্য ভাব আসিয়াছে। যাহাকে ওজঃ ধাতু বলে। সমস্ত শরীরের মরা চামড়া উঠিয়া মসৃণ ও চাকচিক্যময় হইয়াছে। এত বৎসরের পুরাতন উদরাময়ের সঙ্গে আমরক্ত বাহ্যে ইত্যাদি সারিয়াছে। নালী ঘা ইত্যাদি সারিয়াছে। মূত্রনলীর নীচে চারিটা নালী ছিল, তিনটা সারিয়া গোড়ার নালীর ছিদ্রটা সামান্য আছে—যাহা হইতে প্রস্রাবের সময় সামান্য প্রস্রাব বাহির হয়। সিফিলাইণম দেওয়ার পর গলার আওয়াজ কতকটা পরিষ্কার হইয়াছে। কথা বুঝা যায়। মঙ্গলময়ের কৃপায় সকলদিকই ভাল, কিন্তু সম্প্রতি এক অতি কষ্টদায়ক অবস্থা দেখা দিয়াছে। প্রস্রাব করিবার সময় অত্যন্ত বেগ দিলে—এমন কি এক একবার উপুর হইয়া মাথা মাটিতে লাগাইয়া অত্যন্ত জোরে কোঁথ দিলে অসহ্য জ্বালাজনক কয়েক ফোঁটা রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব হওয়ার পর খানিকটা সরল প্রস্রাব হয়। ক্যাথিটার দেওয়া বন্ধ রাখিয়াছি। ভোলানাথবাবু কয়েকদিন ক্যান্থারিস দিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমি প্যারিরা ব্রেভা ৩০ দিনে ৩বার করিয়া ব্যবস্থা করিলাম। প্রায় আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রমানাথ কবিরাজ লেনে এই রকম একটি রোগীকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া সুফল পাইয়াছিলাম। মূত্রনালীতে ঘা থাকিলে ক্রমে ষ্ট্রিকচার

হয় এবং বারবার ক্যাথিটার দেওয়ার ফলে এই কষ্টদায়ক অবস্থা দেখা দেয়। প্রস্রাবের সময় বেগ দিলে মূত্রনলীর স্পাজম্ (সঙ্কোচন) হয়। তাহাতেই অসহ্য কষ্ট হয়। প্যারিয়া ব্রাভা কয়েকদিন দেওয়াতে বিশেষ উপকার হইল। স্পাজম্ ইত্যাদি কমিল; কিন্তু ষ্ট্রিকচার সম্পূর্ণ সারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। একমাত্রা টিউবার্কুলম ২০০ প্রয়োগ করিলাম। মাঝে মাঝে খুকখুকে কাশির সঙ্গে সামান্য ঘুস-ঘুসে জ্বর বন্ধ হইল। শরীরেরও উন্নতি হইতেছে কিন্তু প্রস্রাবের সময়ের কষ্ট কমিয়া একরকমই রহিয়া গেল। এক মাত্রা এসিড নাইট্রিক ২০০ প্রয়োগ করিয়া পুনরায় প্যারিরা ব্রেভা ৩০ দিনে ২বার করিয়া প্রয়োগের ব্যবস্থা রাখিলাম। মঙ্গলময় শান্তিদাতা পরমেশ্বর রোগীকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করিয়া শান্তি দিন এই প্রার্থনা করি।

১৪৭। সালকিয়া, বেনারস রোড, কামিনী স্কুল লেনস্থ শ্রীক্ষেত্রমোহন দাসের স্ত্রী বয়স ৩৫ বৎসর, জ্বরে আক্রান্ত হয়। জ্বর প্রথম হইতেই ১০৪°। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, পেট ফাঁপা। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, মাঝে মাঝে ভুল বকা, বিছানায় পাশ ফিরিতে গেলে বুকের ও সর্ব্ব শরীরে অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করে। বাহ্যে প্রস্রাব দুইদিন বন্ধ। পিপাসা

বুঝা যায় না। সামান্য জল মুখে দিলেই গিলিবার সঙ্গে সঙ্গে বমি হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে। তৃতীয় দিনে আমি গিয়া তাহাকে বেলেডোনা ২০০ এবং ব্যাপ্টিসিয়া ৩০ দুই ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে দিলাম, পরদিন জ্বর ও পেটফাঁপা কম পড়িল; মাথার যন্ত্রণা বেশী হইয়া অসহ্য হইল, জ্বর ১০২° হইল, কিন্তু প্রলাপ ও বমির ভাব এক রকমই রহিয়াছে। বাহ্যে চারদিন বন্ধ। একবার মাত্র সামান্য প্রস্রাব হইয়াছে একবার মাত্র সামান্য জল বার্লি খাইতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি হইয়া গেল, পেটফাঁপা বাড়িয়া উঠিল। ব্যাপ্টিসিয়া ২০০ তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। বমি হউক না হউক শুধু জল খাইতে দিলাম, রোগিণী ছয়টি সন্তানের মা। নিয়মিত মাসিক ঋতু স্রাব হয়, এবার জ্বর হওয়ার ১০ দিন পূর্ব্বে ঋতুস্রাব হইয়া গিয়াছে! অদ্য হঠাৎ স্রাব দেখা দিল এবং ক্রমে অধিক হইয়া চাপ চাপ পড়িতে লাগিল, জ্বর পুনরায় ১০৪° ডিগ্রী উঠিল। প্রলাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্যাবাইনা ২০০ দুই ঘণ্টা অন্তর দিলাম। দিবারাত্রে ৮ মাত্রা স্যাবাইনা ২০০ দেওয়াতে ক্রমে স্রাব কমিল, জ্বর মাথার যন্ত্রণা এক রকমই রহিল। পুনরায় বেলেডোনা ২০০ তিন ঘণ্টা অন্তর তিনমাত্রা দেওয়াতে জ্বর নামিতে লাগিল। মাথার যন্ত্রণা ক্রমে কমিতেছে, প্রলাপ একপ্রকারই রহিল। সপ্তম দিনে হার্ট অত্যন্ত গোলমাল করিতেছে—জ্বর নামিতে নামিতে থার্ম্মোমিটারের

সর্ব্ব নিম্ন ডিগ্রি ৯৪° তে নামিয়া রহিয়াছে। সূতার মত নাড়ী, গতি প্রায় বুঝা যায় না, অধিকন্তু এই ৯৩° ডিগ্রীতে রাত্র ৩টা হইতে নামিয়া প্রায় চারিঘণ্টা একপ্রকার রহিয়াছে। ঋতুস্রাব কম হইয়াও রহিয়াছে, প্রলাপ বকুনি রহিয়াছে। দুইটি দুর্লক্ষণ যথা এই অবস্থায় অসময়ে ঋতুস্রাব এবং প্রলাপ। এই কোল্ড ডিলিরিয়ম সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ। আর্সেনিক এক হাজার শক্তি ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। চারমাত্রা দেওয়ার পর উত্তাপ ক্রমে উঠিয়া ৯৮° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া স্থির রহিল। প্রলাপ ও পেটফাঁপা দূর হইয়াছে। রোগিনী নিজে জল চাহিলে জল দেওয়া হইল। একপোয়া জল পান করিল, বমি হয় নাই। ঔষধ বন্ধ রহিল। জল বার্লি খাইতে দিলাম। প্রস্রাব হইয়াছে। দুই টুকরা শক্ত বাহ্যে হইয়াছে। দুধ সাগু ক্রমে মাছের ঝোল ভাত পথ্য দিলাম। দিনে তিনবার করিয়া চায়না ৩০ ক্রমে দুই সপ্তাহ খাইতে দিয়া ঔষধ বন্ধ রাখিলাম, রোগিণী সুস্থ হইল। একজন ডাক্তারবাবু আমাকে প্রশ্ন করিলেন: চাইনিনম আর্স দিলাম না কেন? উত্তরে বলিলাম, পূর্ব্বে আর্সেনিকের ক্রিয়া সম্পূর্ণ পাইয়াছি।

১৪৮। ৬৯।১ পূর্ণদাস রোড, বালীগঞ্জ। পারুল মাতোয়ারা নামক সুগন্ধি দ্রব্যের মালিক রমেশ চন্দ্র ব্যানার্জির চিকিৎসার

জন্য আহূত হই। Gallstone বা পিত্তের পাথর রোগ X-Ray করাইয়া দেখা হইয়াছে পিত্তস্থলীতে ২টা পাথর হইয়াছে। প্রত্যহ বিকাল বেলা ৪টা হইতে রাত্র ৮টা-৯টা পর্য্যন্ত এই Gall stoneএর বেদনা অসহ্য হইয়া উঠে। মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিতে হয়। ছয়জন সার্জ্জেনের মত নেওয়া হইল। সকলেরই একমত—অপারেশন। ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তের মত নেওয়া হইল—তিনি বলিলেন, অপারেশন ছাড়া উপায় নাই। ডাক্তার চাটার্জ্জী অপারেশন করিবেন স্থির হইল। অগত্যা আত্মীয় স্বজন সকলে একমত হইয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিলেন। রোগীর সমস্ত অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া অপারেশনের জন্য আমি সম্পূর্ণ অমত করিলাম। প্রধান কারণ :—রোগীর বয়সানুযায়ী Heart দুর্ব্বল। অত্যন্ত কড়া মদ্য (ব্রাণ্ডি) পান করে। অপারেশন করিতে হইলে যে স্থলে অর্দ্ধ আউন্স ক্লোরোফর্ম লাগে এই রোগীতে দুই আউন্স দরকার হইবে। আমার মতে এই রোগী এত ক্লোরোফর্ম সহ্য করিতে পারিবে না। এমন কি টেবিলের উপরই মারা যাইতে পারে। আমার পঞ্চাশ বৎসর প্রাক্‌টিস-এর সময়ের মধ্যে কয়েকটি রোগীর এরূপ দুর্ঘটনা হইতে দেখিয়াছি। অবশ্য অবস্থা বিশেষে অন্য উপায় না থাকিলে ক্লোরোফর্ম করিতেই হইবে।

আমি বলিলাম—আমার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে হইলে—পথ্য ও নিয়ম আমার উপদেশ মত করিতে হইবে।

লিভারের উত্তেজক কোন জিনিষ খাইতে পারিবে না। অগত্যা ব্রাণ্ডির বদলে যতটা কম সম্ভব বিয়ার খাইতে পারিবেন। কাঁচা পেঁপের তরকারী, পেঁপের আঠা ও পাকা পেঁপে ইত্যাদি পথ্য। পেঁপের আঠা অত্যন্ত উপকারী—। চিনির সঙ্গে মিশাইয়া বড়ির মত করিয়া মুখে জল লইয়া গিলিয়া খাইতে হয়। প্রত্যহ প্রাতে খাইতে হয়। ঔষধ প্রাতে ১ মাত্রা করিয়া Lycopodium 30 দুপুরে ও রাত্রে আহারের পর Nuxvom 30 খাইতে দিলাম এবং অসহ্য বেদনা হইলে Maguasia phos 200 বেদনার সময় খাইয়া ঔষধ খাওয়ার পর এক চুমুক গরম জল খাইতে দিলাম। বিশেষ কোন উপকার হইল না। একমাত্রা Sulphur 200 দিয়া তিনদিন Nuxvom 30 পূর্ব্ববৎ খাইতে দিলাম। তিনদিন বেদনার সময় Mag-Phos 200 খাইয়া বেদনা একটু কম পড়িল। মর্ফিয়া ইন্‌জেকসন দিতে হয় নাই এই পর্যন্ত। পরদিন হইতে কার্ড্ুয়স মেরি ৬ প্রাতে ও সন্ধ্যায় এবং Nuxvom 30 দুপুরে ও রাত্রে আহারের পর খাইতে দিলাম। এই সময়ে সার্জ্জেন ডাক্তার চ্যাটার্জি রোগীকে উপহাস করিয়া বলিলেন – তাঁহার ছুরী ঠিকই আছে, কয়েকদিন হেতুড়ে টোটকা ইত্যাদি করাইয়া মনের শান্তি করিয়া দেখুন। মঙ্গলময় শান্তি-দাতার শক্তি হোমিওপ্যাথী ঔষধে আগুনে জল পড়িল। অক্টোবর ৬৩ ইং হইতে ৬৪ ইংরেজীর ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত একদিনও বেদনা হয় নাই। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে ও সময়ে

বাহ্যের রং পিত্তশূন্য—ছাইয়ের মত রং ছিল—প্রস্রাবের রং স্বাভাবিক হইতে বেশী হলদে রং, চক্ষুও ঈষৎ হলদে রং, সমস্ত শরীরের রংও হলুদ আভাযুক্ত। ঔষধ সেবনের প্রায় দুই সপ্তাহ পর দেখা গেল বাহ্যের রং হলুদ হইয়াছে প্রত্যহ নিয়মমত হলদে রংএর স্বাভাবিক বাহ্যে হইতেছে। ক্ষুধা ও হজম ঠিক হইতেছে। পাকস্থলী ও লিভারের কিছুমাত্র বেদনা নাই। সুনিদ্রা হইতেছে। রোগী অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পাথরের কী হইবে? আমি বলিলাম—বাহ্যের সঙ্গে নির্গত হইয়া যাইবে। সেই দিন হইতে কমোডে বাহ্যে করিয়া মল ঘাঁটিয়া দেখিতেছেন পাথর কোথায় গেল? সার্জ্জেন ডাঃ চ্যাটার্জিকে মাঝে মাঝে রোগী নিজে অবস্থা জানাইতেছেন। ডাঃ চাটার্জি বলিলেন, Strange. নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আমি রোগীকে বলিলাম, একবার X-Ray করিয়া দেখুন পাথর কোথায়? তিনি X-Ray করাইবেন না। তিনি বলিলেন—আমি বুঝিতেছি—আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি, X-Rayর দরকার নাই। ডাঃ চ্যাটার্জি নাকি রোগীকে বলিয়াছেন—তিনি একটী Gall Stoneএর রোগী আমার হাতে চিকিৎসার জন্য দিবেন। তাহার জাতি যাইবে না'।

পরিশিষ্ট

—মীমাংসা—

আমার একজন ডাক্তার বন্ধু যিনি ৩০।৩২ বৎসর এ্যালোপ্যাথী মতে সুনামের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন—তিনি সম্প্রতি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : আমি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতেছি। কিন্তু কোন কোন রোগীকে—ক্রিয়োজুটেড্ কড্লিভার অয়েল, হিউলেটের মিক্শ্চার ইত্যাদি এ্যালোপ্যাথী ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিবার সময় ব্যবস্থা দেই কেন? আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—আপনি আমাকে এই প্রশ্ন করিয়া খুব ভাল করিয়াছেন—আমি আনন্দের সহিত আমার যথাসাধ্য আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। ১। এ্যালোপ্যাথী; হোমিওপ্যাথী ইত্যাদি কোন প্যাথীই কাহারও নিজস্ব নয়। রোগীর রোগ-মুক্ত করার জন্য যাহা দরকার করিতেই হইবে। চিকিৎসকের সমস্ত প্যাথী ইত্যাদির জ্ঞান থাকা দরকার। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে রংপুর রাজবাটীতে বৌরাণীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডব্লিউ, ইউনানকে ডাকিলেন। ডাক্তার ইউনান্ গোঁড়া হোমিওপ্যাথ: একমাত্র ঔষধের উপর নির্ভর করেন। তাঁহার চিকিৎসার সময় পান খাওয়া, সিঁদুর পরা ইত্যাদি বন্ধ রাখিতে হয়। তিনি তাঁহার মতে বৌরাণীকে পান খাওয়া

বন্ধ রাখিতে ও সিঁদুর পরিতে নিষেধ করিলেন—রোগিনী ডাক্তারের সম্মুখ হইতে ক্রোধভরে উঠিয়া গিয়া কর্ম্মচারীকে বলিলেন—শীঘ্র ফি দিয়া এই অলক্ষুণে ডাক্তারকে বিদায় কর। সধবার প্রধান জিনিষ সিঁদুর পরিতে নিষেধ করে, পান খাওয়া বন্ধ করিতে বলে—এমন অলক্ষুণে চিকিৎসা আমি করাইব না। ডাক্তার সাহেব বিদায় হইলেন। তৎপরে গুরুদেব প্রতাপ মজুমদার মহাশয়কে ডাকিলেন—তিনিও হোমিওপ্যাথী ডাক্তার—শুনিয়াই রোগিণী চিকিৎসা করাইতে অমত করিলেন—প্রতাপ বাবু পূর্ব্বের ঘটনা শুনিয়া বলিলেন আমি একবার রোগিণীকে দেখিব। তিনি রোগিণীর সম্মুখে গিয়াই বলিলেন—"মা! আপনি আমার ছোট মেয়ের মত—আমি আশীর্ব্বাদ করি আপনি সারা জীবন শাঁখা সিঁদুর পরিবেন হোমিওপ্যাথী লক্ষ্মী চিকিৎসা—মায়েরা ঘরের লক্ষ্মী, আপনারা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইয়া হোমিওপ্যাথীকে আদর করিবেন, তবে ত' এদেশে হোমিও-প্যাথী চিকিৎসার আদর হইবে। পানের সঙ্গে চুণ খাইলে হোমিওপ্যাথী ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট হয়—এ কথা আমি স্বীকার করি না।" বৌরাণী শান্ত মনে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য মত দিলেন। পরমেশ্বরের দয়াতে সুফল হইল। রাজবাড়ীতে নিয়মমত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা চলিতে লাগিল! পানে চুণ থাকে, সিঁদুরে পারা থাকে, অতএব এই সকল বর্জন না করিলে হোমিওপ্যাথী ঔষধে ক্রিয়া করিবে না এই সকল ধারণা ভুল। আমরা যত খাদ্য খাই—মশলা, তরকারী ইত্যাদি সকল জিনিষ

হইতেই এক একটা ঔষধ তৈরী হইয়াছে ও হইতেছে। ঔষধ খাওয়ার সময় মুখ ধুইয়া ঔষধ খাইতে হয়, হোমিওপ্যাথী ঔষধ অতি সূক্ষ্ম। কবিরাজী, এ্যালোপ্যাথী ইত্যাদি সমস্তই অতি সূক্ষ্ম শক্তিরই কাজ বেশী হয়। তাহা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

২। ঔষধের ক্রিয়া—রোগ আরোগ্য করা। স্বাস্থ্য দিবে পথ্য। রোগমুক্ত করিতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম ইত্যাদি শক্তিতেই রোগ মুক্ত হয়। প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব যেমন কবিরাজীতে মকরধ্বজ ও নবায়স লৌহ। পৃথিবীতে অদ্যাবধি মকরধ্বজের মত ঔষধ আবিষ্কার হয় নাই। পারা গন্ধক সংমিশ্রণে পারা শোধিত হইয়া কজ্জলী তৈরী হয়—তাহাতে বিশুদ্ধ সোনা মিশাইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে মকরধ্বজ তৈরী হয়। সোনা যাহা দেওয়া হয় সমস্ত সোনাটুকুই বাহির হইয়া আসে—সোনার স্পর্শ মাত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সমস্ত কজ্জলী সোনার গুণ প্রাপ্ত হয়। অনুপান ভেদে সকল রোগেই মকরধ্বজ প্রয়োগ হয়। যোগসিদ্ধ মহাঋষিগণের অভ্রান্ত সাধনায় এক একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে নবায়স লৌহে যে পরিমাণ পুটিত লৌহ আছে তাহার মাত্রা হিসাবে লৌহ হোমিওপ্যাথি মাত্র—এই দুইটি ঔষধের কথাই উল্লেখ করিলাম। এই সকল ঔষধ খলে মারিয়া যত সূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম করা যায় ততই ক্রিয়া বেশী হয়। আমার মত সামান্য মানুষের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে বলিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এক রোগী দেখিতে গিয়া গুরুদেব প্রতাপবাবুর সম্মুখে থার্ম্মোমিটার লাগাইয়াছি—দেখিয়া তখন আমাকে কিছু বলেন নাই। ঔষধের

ব্যবস্থা করিয়া গাড়িতে উঠিয়াছি—তিনি বলিলেন, কথায় কথায় যখন তখন চুঙ্গি লাগাইয়া রোগী দেখিওনা, হাত দেখিতে অর্থাৎ নাড়ী দেখিতে চেষ্টা কর। আমি বলিলাম, আমি নাড়ী দেখিতে জানি না, কিছুই বুঝি না। গুরুদেব আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বন্ধু মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় বিজয়রত্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ি গিয়া তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ হেমচন্দ্র সেনকে আমাকে নাড়ী দেখা শিখাইতে বলিয়া দিলেন। আমি নিয়মিত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট গিয়া নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা করিতে এবং তৎসহ ২।১ খানা কবিরাজী পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করিয়াছি, এইসময়ে ৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে কবিরাজ কেদার কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকটও নাড়ী দেখা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তখনই মনে বদ্ধমূল ধারণা হইল, সূক্ষ্ম শক্তিতে রোগ আরোগ্য হয় এবং অনুপানে এবং পথ্যতে স্বাস্থ্য ও শক্তি দেয়। হোমিওপ্যাথীর ভিত্তি আয়ুর্ব্বেদ। জার্মাণ পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার বেদ বেদান্ত ইত্যাদি লইয়া যাওয়ার সময় আয়ুর্ব্বেদেরও ব্যাখ্যা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই আয়ুর্ব্বেদকে জার্ম্মান পণ্ডিত ডাক্তার হ্যানিমান হোমিওপ্যাথী অর্থাৎ সূক্ষ্ম শক্তিতে রোগ আরোগ্য করিবার প্রণালী আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি অনু মকরধ্বজ আবিষ্কার করিয়াছেন। মকরধ্বজ অণু পরমাণু করিয়া খাইলে ক্রিয়া করিবে। ক্রুড খাইলে কোন ক্রিয়া না করিয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। তাহা দেখিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যালে মেশিনে

পিষিয়া পরমাণু মকরধ্বজ করিয়াছেন। এখন আপনারা এলোপ্যাথ ডাক্তারগণ এই সকল মকরধ্বজ ব্যবহার করিতেছেন। ইহাকে হোমিওপ্যাথী অর্থাৎ সূক্ষ্ম শক্তির ঔষধ ছাড়া কি বলিব! এলোপ্যাথী মতে বেশী মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগে অনেক সময় ঔষধের অপব্যবহারজনিত কুফল ফলে। এলোপ্যাথী মতে একটা কথা আছে:—ইডিওসিংক্রেসি অর্থাৎ কাহার শরীরে কেমন সহ্য হয়।

আর, জি, কর হাসপাতালে হাউস সার্জ্জেন থাকার সময় দেখিয়াছি পাশাপাশি দুই বেডে দুইজন ম্যালেরিয়া রোগী একজনকে প্রতি মাত্রায় দশ গ্রেণ করিয়া চারি মাত্রায় চল্লিশ গ্রেণ কুইনাইন দিয়াও কিছুই হয় নাই, দ্বিতীয় রোগীকে কমাইয়া কমাইয়া প্রতি মাত্রায় অর্দ্ধ গ্রেণে চারি মাত্রায় দুই গ্রেণ দিয়াও বমি করিতেছে। এ্যালোপ্যাথীতে যাহাকে উচ্চতম শক্তি বলা হয় হোমিওপ্যাথীতে তাহাই নিম্নতম শক্তি:—যেমন হোমিওপ্যাথী ১× সর্ব্বনিম্ন শক্তি, এলোপ্যাথী মতে তাহা সাধারণ শক্তি। হোমিওপ্যাথী মতে ১× $\frac{১}{১০}$ এক ফোঁটা বা গ্রেণের এক-দশমাংশ, এলোপ্যাথী মতে $\frac{১}{১০}$ ইনজেকসন $\frac{১}{১০} \times ১০ = \frac{১}{১০০}$, হোমিওপ্যাথী মতে ২×, এলোপ্যাথী মতে $\frac{১}{১০০}$ গ্রেণ ইনজেকশন—তাহার $\frac{১}{১০০} \times ১০ = \frac{১}{১০০০}$ এ্যালোপ্যাথী মতে উচ্চতম শক্তির ইনজেকশন। হোমিওপ্যাথী মতে ৩× নিম্নতম শক্তি। হোমিওপ্যাথী মতে দুই নিয়মে ঔষধ তৈরী হয়।

১। দশমিক শক্তি ২। শততমিক শক্তি। দশমিক শক্তি

—এক ফোঁটা ঔষধও নয় ফোঁটা স্পিরিট, ১× = ১/১০। পুনরায় এই ১× ঔষধ হইতে একফোঁটা লইয়া নয় ফোঁটা স্পিরিটের সঙ্গে মিশাইলে ২× = ১/১০০। এই ২× হইতে এক ফোঁটা লইয়া নয় ফোঁটা স্পিরিটের সঙ্গে মিশাইলে ৩× = ১/১০০০ গ্রেণ বা মিনিম হইবে। এই নিয়মে তৈরী ঔষধ নিম্নতম শক্তি। এক ফোঁটা ঔষধ নিরানব্বই ফোঁটা স্পিরিটের সঙ্গে মিশাইলে ১ম ডাইলিউশন, তাহা হইতে একফোঁটা লইয়া নিরানব্বই ফোঁটা স্পিরিটে মিশাইলে ২য় শক্তি। তাহা হইতে ১ ফোঁটা লইয়া নিরানব্বই ফোঁটা স্পিরিটে মিশাইলে ৩য় শক্তি। এই নিয়মে ক্রমে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম শক্তি তৈরী হইতে হইতে লক্ষ শক্তি পর্য্যন্ত এমন কি আরও উচ্চশক্তি তৈরী হয়। তাহাকে বলে ডাইনেমিক পাওয়ার, পটেন্সি—ঔষধ যত সূক্ষ্মশক্তির হইবে ততই বেশী শক্তিশালী হইবে। যতই হিসাব করিব দেখিতে পাইব—যত ভাগই করিনা কেন—ঔষধ আছেই এবং তাহাই বেশী শক্তিসম্পন্ন। এরূপ সূক্ষ্ম ঔষধের ক্রিয়া সকলের চেয়ে বেশী এবং রোগমুক্ত করিবার এমন শক্তি-সম্পন্ন ঔষধ আর নাই; কিন্তু রোগীত' রোগমুক্ত হইল—তাহার স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য পথ্যও নিয়মিত দরকার—পেটেণ্ট যে ২।৪টা ঔষধ আমি ব্যবস্থা করিয়াছি সকলগুলিই পথ্য, আহারের পর খাইতে হয় এবং তাহাতে অতি শীঘ্র হজম হইয়া শরীর সবল করে। রাজযক্ষ্মা রোগে—হোমিওপ্যাথী ঔষধের সঙ্গে ক্রিয়োজুটেড কডলিভার অয়েল ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য সুফল

পাইয়াছি। আমার মত ক্ষুদ্রের ব্যবস্থায়ই যখন এরূপ হয় তখন মহারথীগণ গোঁড়ামি ছাড়িয়া এ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, কবি-রাজী যে কোন প্যাথীতে যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিলে চিকিৎসায় নিশ্চিত সুফল পাইবেন। সকল বিষয়েই শান্তি হয়, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। মঙ্গলময় সকলের মঙ্গল করুন। সকলকে শুভবুদ্ধি দিন, এই প্রার্থনা করি॥

ডাক্তার শ্রীবরদা চরণ চক্রবর্ত্তী

এল, সি, এম, এস, এইচ, এম, বি

প্রণীত

সরল হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা

সম্বন্ধে সাংবাদিকদের অভিমত :

আনন্দবাজার বলেন—

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বইয়ের অভাব নেই। কলকাতার প্রতিটি হোমিও ঔষধবিক্রেতাই একটি করে গৃহ-চিকিৎসার পুস্তক প্রকাশ করেছেন। বইখানি দেখে ভেবেছিলাম, এটিও বুঝি সেইরকম একখানি। কিন্তু পড়ে বুঝলাম তা নয়। যিনি এর প্রণেতা, সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক স্বনামধন্য স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের তিনি প্রিয় শিষ্য। নিজেও গত ৪৫ বৎসর ধরে কলকাতা শহরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁরই সেই সুদীর্ঘ চিকিৎসাজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ হোমিওপ্যাথির মহামূল্য সিদ্ধ সঙ্কেতগুলি একত্র গ্রথিত করে জনসাধারণের হাতে আজ তুলে দিয়েছেন।

প্রতি রোগ ও তার সঙ্কেতাশ্রয়ী ঔষধাবলীর সঙ্গে তাঁর চিকিৎসিত

কয়েকটি রোগীর নিরাময়-কাহিনী যদি সংযুক্ত করে দিতেন, তা হলে আশা করি এই গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের একটি অমূল্য সম্পদস্বরূপে গণ্য হতে পারত। ২৩।৮।৬৬

যুগান্তর বলেন—

আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক ও কেমোথেরাপিউটিক ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার যুগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা বাতুলতা বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে। কিন্তু হোমিওপ্যাথি ঔষধেও রোগ সারে। হোমিওপ্যাথি মতে রোগ চিকিৎসার প্রধান অসুবিধা হইল ঔষধ নির্বাচন। কারণ, রোগের সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া একটি মাত্র ঔষধ নির্বাচন করিতে হয়। বরদাবাবু স্বর্গীয় ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সুযোগ্য শিষ্য ও দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ চিকিৎসক। আলোচ্য পুস্তকে লেখক ঔষধ নির্বাচনের এই অসুবিধা দূর করিয়াছেন। বিভিন্ন রোগে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঔষধের তালিকা ও তাহাদের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ লোকও এই সব লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ নির্বাচন করিতে পারিবেন। ঘরে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসার এই প্রয়োজনীয় পুস্তকটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ২২।৮।৬৬

অমৃতবাজার বলেন—

Though denied State patronage the Homeopathic system of medicine and treatment has secured a footing in this country and is preferred by many people on account of its simplicity, cheapness and harmlessness. In the early twenties of the last century when the spread of Homeopathy in this part of India met with opposition from British rulers, the survival of this system owed immensely to the dynamic support given by eminent nationalists including Pandit Iswar Chandra Vidyasagar. Times are

now changed. But full-fledged State recognition of Homeopathy has continued to be a popular cry in this country.

In its race for popularity Homeopathy has had to depend a lot on books compiled in Bengali and other Indian languages making the science easily understandable to wider sections of people. Some good works have been produced as a result of untiring efforts of eminent practitioners who had stuck to Homeopathy as a passion of their life. But current publications on new angles are always in demand on a growing science as Homeopathy is The new book on Homeopathic treatment compiled by Dr. Barada Charan Chakravorty, a favourite disciple of Dr. Pratap Chandra Mazumder, merits commendation for its lucidity and painstaking attempts at grouping of medicines to help practitioners and students. 11.10.59

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলেন—

This simple treatise on Homeopathy has been rendered all the history it gives of the introduction of the kind of medical treatment in India, which has been traced to the days of John Company. It incorporates the valuable experience of the two eminent Bengali practitioners of the art—the late Dr. Mahendra Lal Sarker and the late Protap Chandra Majumdar—and lucidly explains the various physical ailment of man and indicates medicines as prescribed by the two doctors. The book should benefit the laymen as well as the expert. 30.8.59